অজ্ঞাতবাস

সত্যাসত্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

অজ্ঞাতবাস

অন্নদাশঙ্কর রায়

অজ্ঞাতবাস

কলিকাতা
ডি এম লাইব্রেরী

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪০
দ্বিতীয় সংস্করণ ... ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬০

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস
জুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৩বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেসের
পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

পরিচ্ছেদ সূচী

এই খণ্ডের রচনাকাল

১৯৩২-৩৩

দ্বিতীয় সংস্করণে এর কতক অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। অল্প স্বল্প সংশোধন করা গেছে।

চরিত্র পরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	...	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	...	বাদলের স্ত্রী
মহিমচন্দ্র সেন	....	বাদলের পিতা
যোগানন্দ গুপ্ত	...	উজ্জয়িনীর পিতা
সুজাতা গুপ্ত	...	উজ্জয়িনীর মাতা
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	...	সুধী বাদলের আলাপী
বিভূতিভূষণ নাগ	....	সুধীর আলাপী
মাদাম দ্যুপোঁ	...	সুধীর ল্যাণ্ডলেডী
সুজেৎ	....	মাদামের কন্যা
মার্সেল	....	মাদামের পালিতা কন্যা
মিস মেলবোর্ণ হোয়াইট	...	সুধীর আণ্ট এলেনর
ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট	....	সুধীর আঙ্কল আর্থার
অশোকা তালুকদার	...	সুধীর বান্ধবী

—আরো অনেকে—

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে

সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড

যার যেথা দেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় খণ্ড

কলঙ্কবতী

চতুর্থ খণ্ড

দুঃখমোচন

পঞ্চম খণ্ড

মর্ত্যের স্বর্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

অপসরণ

অজ্ঞাতবাস

বন্দী প্রমিথিয়ুস্

১

পাট্নীতে টেম্স্ নদীবক্ষে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেস হয়ে গেল, বাদল দেখতে পেল না। উইণ্ডহাম্স্ থিয়েটারে ইব্সেন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইবসেনের নাটকাবলীর অভিনয় হয়ে গেল, বাদল দেখতে পেল না। লণ্ডনের বাইরে এসে লণ্ডনের কত কী বাদল দেখতে পেল না। কাগজে সকলে পড়ে পরের খবর, বাদল পড়ে তার নিজের—সে নিজে কি দেখতে পেল না, কিসে যোগ দিতে পারল না, কার সঙ্গে আলাপ করতে পারল না। তার রোজ আফসোস হয় কেন সে লণ্ডন ছাড়তে গেল—লণ্ডনের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা যে কোন্ সুদূর অতীতের, সে অতীতকে ডিঙিয়ে স্মৃতি তার পশ্চাদ্গতি হতে পারে না।

যে বাদল অতীতকে অস্বীকার করত, অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিত না, সে-ই এখন লণ্ডনের বিগত দিনগুলির উপর স্মৃতির আঙ্ুল বুলিয়ে যায়। মরা হাড়ের স্বরগ্রাম থেকে কড়ি ও কোমল সুর নির্গত হয়। মিসেস্ উইল্সের সঙ্গে গল্প ও বাজার করা, তর্ক ও মনোমালিন্য, তাঁর মিষ্টি হাতের কোকো; কলিন্স ও তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, একত্র আহার, থিয়েটারে যাওয়া; সুধীদার সঙ্গে বিচ্ছেদ; ওয়েলীর কাছে পরাভব। সমস্ত দিন পথে পথে বেড়ানো; দোকানে ঢুকে এটা ওটার ফরমাজ দিয়ে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কয়ে নেওয়া; নাপিত দরজী রুটিওয়ালা কসাই মুদী মনোহারী

দোকানী দুধওয়ালা ফলওয়ালা পাহারাওয়ালা—সকলের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা; কুইন্স হলে কন্সার্ট কিম্বা ফিলহারমনিক হলে বক্তৃতা শুনতে গিয়ে দণ্ডায়মান জনতার queue-তে ভিড়ে যাওয়া; পার্কে ঘুরতে ঘুরতে দীঘির ধারে বসে পড়ে ছোটদের নকল বাচখেলা দেখা; আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে নেমে বাইরের দুর্জ্জয় শীতে বায়ুবাণ কিম্বা বর্ষার খোঁচা এড়ানো, টিউবট্রেনের যখন দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন গতিহিল্লোলের পুলকাবেশে শির্‌শিরিয়ে ওঠা; অভীষ্ট স্টেশনে ট্রেন থাম্‌লে বোঁ করে ছুটে বেরিয়ে লিফ্‌টওয়ালালার হাতে টিকিট গুঁজে দেওয়া ও দীপালোকিত অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট সূর্য্যালোকিত অন্ধকারে উপনীত হওয়া; বাসের মাথায় চড়ে টাটকা বাতাস প্রাণ ভরে ও ঘ্রাণ ভরে পান করা। এই সমস্ত বাদলের মনে পড়ে যায় আর বাদলের উপস্থিত চিন্তা ঘুলিয়ে যায়।

চিন্তার একাগ্রতায় বাধা সইতে পারে না বলে বাদল লণ্ডন ছাড়ল, কিন্তু লণ্ডনের স্মৃতি তাকে ছাড়ে না। লণ্ডনের অভ্যাস ছাড়া শক্ত। এখন যেখানে সে থাকে সেটা একটা সরাই। সেটার বিশেষত্ব এ নয় যে সেটা Ye Olde Englishe Inne—সেটার আশে পাশে জনমনুষ্যের বাস নেই, এই সেটার বিশেষত্ব। দক্ষিণে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে বাতাস যখন আসে তখন মাটির খবর আনে না, হাজার হাজার মাইল কেবল জলের গন্ধ বয়ে আনে। উপকূল বন্ধুর বলে কেউ স্নান করতে নামে না। নিকটে জালজীবীদের বসতি নেই। সরাইটাতে বাদলের মতো পর্যটক আশ্রয় নেয়, দু-পাঁচ দিন থাকে। মোটর সাইক্লিস্ট কিম্বা মোটরিস্ট সরাইতে পানাহার, সাধারণত পান, করে আবার পথ ধরে, দৌড় দেয়। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কেউ আসে, আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে সরাইওয়ালার

সঙ্গে ভাব জমায়। সরাইতে সমস্তক্ষণ থাকে সরাইওয়ালা নিজে, তার স্ত্রী ও তার মেয়ে। বাদলকে এরা খাতির করে খুবই, বাদল যা চায় তাই সংগ্রহ করবার ভার নেয়, কিন্তু বাদল ঠিক সময়ে পায় না—নিকটতম শহর যে চার-পাঁচ মাইল দূরে। সকালবেলা তাজা খবরের কাগজ না পেলে তার ব্রেকফাস্টের সব কটা কোর্স বিস্বাদ লাগে। রাত্রে প্রশস্ত বাথ টাব্ ও যথেষ্ট গরম জল না পেলে তার স্নান করতে বিশ্রী লাগে। বীফ সম্বন্ধে এখনো তার সংস্কার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এরাও চিকন্ যদি বা দেয় তার সঙ্গে রাঁধতে না জানার পরিচয় দেয়। বাসন তেমন পরিষ্কার হয় না, খাদ্য তেমন পরিপাটি হয় না। উৎকর্ষের অভাব এরা পরিমাণের দ্বারা ঢাকতে চায়। চাষাড়ে ব্যাপার।

তবু বাদলের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেল। আটলান্টিকের হাওয়া খেয়ে তার ক্ষুধার বার আনা মিট্‌ল, বাকিটা মিট্‌ল প্রচুর খাঁটি দুধ খেয়ে। সরাইওয়ালার নিজের গোরুর দুধ, সে গোরু সরাইওয়ালার নিজের জমিতে চরে। সরাইওয়ালার ডাগর মেয়ে করে গোদোহন। দৃশ্যটি বাদলকে ক্ষুধা পাইয়ে দেয়, তার বহুদিনের অগ্নিমান্দ্য সারিয়ে দেয়। বাঁটের পিচকারি থেকে বাল্‌তিতে সফেন দুধ ছুটে এসে পড়ছে, ফুলে ফুলে উঠছে। টুলের উপর বসেছে সেই ডাগর মেয়েটি। তার গালের রং টকটকে লাল। তার হৃষ্ট মুখ ও পুষ্ট দেহ দেখে কবি হলে বাদল প্রেমে পড়ে যেত। কিন্তু কবি নয় সে, ভাবুক। মুহূর্ত্তকাল অমনোযোগী হলে সে চিন্তার চাবুক খেয়ে হুঁসিয়ার হয়। তবে কী ভাবছিলুম? আমি আছি, এর স্বপক্ষে কী যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। যতক্ষণ না এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি ততক্ষণ আমি এই জনহীন সমুদ্রোপকূলে এই প্রাগৈতিহাসিক সরাইতে আবদ্ধ থাকব, উপরতলা থেকে নীচের তলায় নামব না, যদি সম্ভব হয়।

জানালা খোলা রেখে বাদল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই বাহুকে জড়ায়। সারা অতীতকালটা যেন সে ছুটাছুটি ও পায়চারি করেছে, আজ যেন তার ছুটি ও বিশ্রাম। ঢেউগুলো বাতাসের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেয়ে পড়্ছে, তাদের আর্ত্তনাদ থেকে থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে স্তব্ধতাকে আকুল করছে, ক্রন্দননিরতের কণ্ঠরোধের মতো। বাদল কানে তুলো গুঁজে ভাবছে, কী ভাবছিলুম? আমি আছি কি না এর স্বপক্ষে যুক্তি আছে কি না।

একই চিন্তা বার বার আসে। বাদল কতবার কত যুক্তি আবিষ্কার করে কিন্তু একদিনের যুক্তি তার অন্যদিন মনঃপূত হয় না। একটা চিন্তাকে চিরকালের মতো চুকিয়ে না দিলে অন্য চিন্তাকে সে আমল দেয় না; আমল দেবার অবকাশ পায় না।

২

বাদল ভেবেছিল ইংলণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে এসে সূর্যালোক অধিকাংশ দিন অধিকাংশ সময় পাবে, কিন্তু তেমনি শীত তেমনি স্বল্পবিরাম বৃষ্টি তাকে সেদিক থেকে নিরাশ করল। রক্ষা এই যে, লণ্ডনের ধূমমসীলিপ্ত আকাশ চুঁইয়ে ছাতার কালির মতো জল পড়ে না। হাওয়া তো মুক্তগতি। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ফেনা উড়ে এসে বাদলের গায়ে লাগে। তাইতে বাদলের ভারি আমোদ।

সন্ধ্যায় যখন অন্ধকার নামে, অর্থাৎ গাঢ়তর হয়, তখন দূরস্থিত লাইটহাউসের আলোকচক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পর্যায়ক্রমে চোখের পাতা পড়ে ও সরে। বাদল সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক

হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন দূরগামী জাহাজের আভাস দেখতে পায়। পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে কিম্বা পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে সেই জাহাজ। হয় তো রণতরী, হয় তো লাইনার। দেখতে দেখতে বাদলের মনে হয়, সে যেন রবিন্সন ক্রুসোর মতো নির্জ্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়েছে। সামনে দিয়ে হুস্ হুস্ করে ছুটে যেতে যেতে বাস্ থামে, আরোহী নামে। তখন বাদলের হুঁস হয় যে সে লোকালয় থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। নীচের তলায় কারুর মাত্রাধিক্য ঘটেছে, সে প্রাণপণে তান ছেড়েছে; বাদল তখন ভাবে রবিন্সন ক্রুসো মানুষটা মন্দ ছিল না।

জীবনে কোনোদিন এত একাকী বোধ করেনি সে। শৈশবাবধি মাতৃহারা, ভাইবোন হয় নি, তবু তার সঙ্গীর অভাব ছিল না; তার ছিল বৃহৎ লাইব্রেরি। চাইলেই বাবা বই কিনে দিতেন, দামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। আজ সেই বাদলের সঙ্গে মাত্র একটি ছোট বুককেস্, তাতে কয়েকখানা বাছা বাছা বই। বাদল সেদিকে দৃক্পাত করে না। বই পড়ার দিন গেছে। স্কলার হওয়া আর স্পৃহনীয় নয়। খবরের কাগজের মৌতাত অদম্য বলেই হোক কিম্বা বাহ্যজগতের সঙ্গে যোগসূত্র 'সম্পূর্ণ ছিন্ন করা অনুচিত বলেই হোক, বাদল ভেণ্টনর থেকে বহুকষ্টে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' আনিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে পড়া বলে না। বাদল পড়ার জিনিসের অভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। তবু পড়ার জিনিস আনতে দেয় না। সমস্তক্ষণ চিন্তা করবার জন্যে তার এখানে আসা। চিন্তার একাগ্রতা যেন হ্রাস না পায়। সমুদ্রটাই যথেষ্ট বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে, তার বেশি বিক্ষেপ অনিষ্টকর।

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তখনো বাদল জানালা খোলা রেখে লাইটহাউসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

তার ঘুম আসছে না। সে তার চিন্তিত বিষয়ের শেষখানে পৌঁছতে পারছে না। প্রত্যয় তো সোজা। প্রত্যয়কে যুক্তিতে তর্জ্জমা করে অপরের গ্রহণযোগ্য করা যে কঠিন। আমি আছি, আমার প্রত্যয় হয়। কিন্তু আমি আছি, তোমার প্রত্যয় যদি না হয়? তারপর আমি না হয় আছি, কিন্তু আত্মা আছে, তার প্রমাণ কী? পশুপাখীর আত্মা আছে কি-না তা নিয়ে বহু মতভেদ আছে। একদা খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। বিজ্ঞান কারুর আত্মার দিশা না পেয়ে ও সম্বন্ধে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছে। বাদলের ও সম্বন্ধে প্রত্যয় বড় দুর্ব্বল। কেবল তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিজে নিঃসন্দেহ। নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে তার মনে আগে কোনোদিন প্রশ্ন জাগে নি। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে আগে কোনো দিন তার মুখোমুখি হয় নি। তার মৃত্যুর সম্ভাবনা যে আছে এমন একটা আশঙ্কা তার সর্ব্বপ্রথম হয় যখন সে জাহাজে করে ইংলণ্ডে আসছিল তখন। একদিন হঠাৎ এলার্ম দেয়। যে যার ক্যাবিন থেকে লাইফ বেল্ট নিয়ে উপরের ডেকে দৌড়ে যায় ও রিহার্সল দেয়। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র। জাহাজ যদি ডুবত তবে লাইফ বেল্ট কিম্বা লাইফ বোট যে তাকে ভাসিয়ে রাখতে পারত সে আশা তার ছিল না। মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে এক ধাপ উপরে অমরত্বের ভাবনা। আমি আছি, কিন্তু চিরকাল থাকব কি না, এ হল তার তৃতীয় জিজ্ঞাসা। তারপরে আত্মা আছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা চিরকাল থাকবে কি না তার প্রমাণ প্রয়োজন হবে। চতুর্থ জিজ্ঞাসা তার ওই।

সরাইয়ের অন্য সকলের প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত অবজ্ঞা হয়। সে ভাবছে কত বড় বড় বিষয়, তার মনের ঘুড়ি উড়ছে কোন

আকাশে। আর এরা ভাবছে ঘোড়ার খুরের নাল কিম্বা গোরুর গায়ের পোকার কথা। কী সামান্য প্রসঙ্গ নিয়ে এদের গভীর আলোচনা। বাদলের কানে পড়লে বাদল কান ফিরিয়ে নেয় কানে তুলো গোঁজে। কিন্তু যেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রখর হয় অমনি বাদল সতর্ক ভাবে প্রতীক্ষা করে। হয়তো মিসেস মেল্‌ভিল্‌ একখানা চিঠি এনে তার ঘরের দরজায় টোকা মারলে বাদল নিয়ে দেখে সুধীদার চিঠি।

সুধীদাকে বাদলের মনে পড়ে। নিষিদ্ধ স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাদল একটু সুখ পায়। কী মজা, সুধীদাকে কী ফাঁকিটাই না দিয়েছে! ব্যাঙ্কের ঠিকানায় না লিখে সে বেচারা লেখে কোথায়! তার জন্যে একটু মমতাও হয়। "For he is a jolly good fellow." কতখানি ভালবাসে বাদলকে। ডিয়ার ওল্ড সুধীদা।

চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে বাদল নিজের ঠিকানাটি ফাঁস করে দেয় আর কী! তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কোন্ খবরের কাগজে? সুধীদা তো টাইম্‌স্ নিত বলে বাদলের মনে পড়ে। টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখাই যাক। বাদল একখানা টাইম্‌স আনতে দিল; বিজ্ঞাপনের হার খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞাপন ও চেক্ লিখে টাইম্‌সের ঠিকানায় পাঠাল। আশা করা যাক সুধীদার চোখে পড়বে। কিন্তু যদি না পড়ে? তার প্রতীকার করতে হয়। একবার করলে অন্যান্য বার করতে হয় না এমন প্রতীকার টেলিফোন করা। ভাগ্যক্রমে বাদলের সরাইতে টেলিফোন ছিল। বাদল লণ্ডনের সংযোগ ঘটিয়ে সুধীদার শাখা ও নম্বর উল্লেখ করল। সুধীদা বাড়ী ছিল না। না থাকাই সম্ভব বলে বাদল জানত। নেই

শুনে আশ্বস্ত হল। সুজেৎকে বলল, "কোন্‌খান থেকে কথা বলছি জিজ্ঞাসা কোরো না। প্রত্যেক বুধবারে টাইম্‌স্‌ কাগজের personal-স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

টাইম্‌সের সঙ্গেও বাদল সেই বন্দোবস্ত করল। বুধবারে বিজ্ঞাপন পড়ে বৃহস্পতিবারে সুধীদা ভারতবর্ষের চিঠি ডাকে দেবে। ভারতবর্ষের ওরা হয়তো বাদলের সংবাদ প্রতি সপ্তাহে চায়। বাদলের উপর ওদের কিছুমাত্র দাবি না থাক্‌, বাদলের সংবাদ চাওয়া এমন কিছু অনধিকার-চর্চ্চা নয়। বাদল একদিন একটা world figure হবে; দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ জানতে চাইবে সে কেমন আছে ইত্যাদি। তার অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ নেবার জন্যে প্রতিদিন ভিড় হবে, সেই ভিড় কাটিয়ে সে কোন্‌ চুলোয় যে লুকোবে তাই এক মস্ত সমস্যা। তবু ভক্তবৃন্দকে রয়টারের মারফৎ মোটামুটি সংবাদটা জানিয়ে রাখতে হবে। তখনকার সেক্রেটারীর কাজ এখন তার নিজেকে করতে হচ্ছে, রয়টারের স্থান নিচ্ছে টাইম্‌স্‌। এইটুকু যা তফাৎ।

৩

ব্রেকফাস্টের পর মিসেস মেল্‌ভিল্‌ বিছানা ঝাড়তে ও ঘর সাফ করতে আসে। বাদলের উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে গা করে না, সে বলে, "তুমি কিছু মনে করবে না তো মিসেস মেল্‌ভিল্‌। করবে?" মিসেস সরল হাসি হেসে বলে, "না, সার। আমি কেন করব, আপনি যদি না করেন "

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কোঁকড়া কোঁকড়া কাঁচা পাকা চুল।

কাঁকড়ার মতো ফুটে বেরিয়ে পড়তে থাকা চোখ। ফুল্‌কো গাল। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। বাঁধানো দাঁত। গায়ের রং ময়লা। প্রথমটা বাদল অনুমান করেছিল জিপ্‌সী-জাতীয়া হবে। কিন্তু আলাপ করে ও বংশ-পরিচয় নিয়ে অনুমানটা ভিত্তিহীন বলে জেনেছে। অন্তত মিসেস মেল্‌ভিলের মা-বাবার ফোটো দেখে মনে হয় না যে, ওদের কেউ জিপ্‌সী। অবশ্য এমন হতে পারে যে ওদের একজনের পূর্ব্বপুরুষ জিপ্‌সী ছিল; বংশের উপর মেণ্ডেলিস্‌মের ক্রিয়া চলেছে।

মিসেস মেল্‌ভিল্ লোক বড় ভাল। অনবরত গৃহকর্ম নিয়ে আছে; গৃহকর্মের মধ্যে গৃহপশুর সেবাও পড়ে। গৃহপশু বলাতে পাঠক হয়তো ভেবে বসবেন তার স্বামীটি পশু। তা নয়। লোকটা মিলিটারী চাল দেয় এবং স্ত্রীকে ধরে মারেও বটে, কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামি করে না, বাদলকে কোনোদিন অপমান করেনি। বাদলকে সে ছাত্র বলেই জানে আর ছাত্রকে ইংরেজমাত্রেই সমীহ করে। দু-একবার ভাব জমাবার চেষ্টা করে সফল হয়নি; বাদল তার স্থূলভ রসিকতার মর্ম বোঝেনি। তারপর থেকে সময়ে অসময়ে তার যুদ্ধের মেডেল ঝুলিয়ে একা একা মার্চ করে বেড়ায়, কদাচ বাদলের সঙ্গে চোখাচোখি হলে হল্‌ট করে bow করে। ১৯১৪ সালে সে "Old contemptible" দলের একজন হয়ে Mons থেকে পিছু হটেছিল। পিছু হটতে জানাও মস্ত গুণ। তারপরে সে Marne-তে লড়েছে, Ypres-এ লড়েছে। অবশেষে আহত হয়ে অব্যাহতি পায় ও সরাই কেনে। তখন থেকে সে এই নিরস্তপাদপ পল্লীর এরণ্ড-রূপে অবস্থান করছে। "Mine host"-কে সম্মান দেখায় তার সকল অতিথিই। কেউ কেউ দাম দিতে না পারলে তাকে

ক্যাপ্‌টেন বলে ডাকে ও মাফ পায়। ক্যাপ্‌টেন মেল্‌ভিল্ ভক্তদের কাছে লম্বা চওড়া গল্প ফাঁদে, ওরাও তার পাল্টা যা গায় তা বিশুদ্ধ গাঁজাখুরি। মেল্‌ভিলের সামরিক কৃতিত্ব যাই হোক্, তার সঙ্গে তার অতিথিদের বচসা কিম্বা দ্বন্দ্ব কোনো দিন ঘটে না, তাদের নিজেদের মধ্যে যদি বা ঘটতে যায় মেল্‌ভিল্ টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বলে, "Now, boys, তোমাদের ক্যাপ্‌টেন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এটা গৌরবের আকর সংগ্রামভূমি নয়, এখানে মারামারি করে তোমরা কেউ এখন মেডেল পাবে না। তোমরা সকলেই Englishmen and gentlemen; তোমাদের কেউ Hun নও। অতএব এস আমরা এই সরাইয়ের স্বাস্থ্য পান করি। Ye olde Englishe Inne!" পরিশেষে God save the King গান করে পানকর্ত্তারা বিদায় নেয়।

মেয়ের নাম মেরিয়ন। নিকটবর্ত্তী শহরের স্কুলে পড়াশুনা করত, ওখানকার পড়া শেষ হয়ে গেছে, এখন বাড়ীতে বসে আছে। পড়াশুনায় তার কতটা মনোযোগ ছিল বোঝবার জো নেই। কেননা, সে সার্টিফিকেট যদিও পেয়েছে এবং সরাইয়ের বসবার ঘরে তার মা তার অসংখ্য বই আলমারিতে করে সাজিয়ে রেখেছে তবু কোনোদিন তাকে একখানা মাসিকপত্র বা উপন্যাস পড়তেও দেখা যায় না। তার সব চেয়ে আনন্দ গোরু, ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, শূয়োর ও মুরগিদের পরিচর্যা। সব রকম পশুই তাদের আছে। প্রধানত মেরিয়নের আগ্রহে তার বাবা ওসব কিনেছেন, পুষেছেন ও জন্মসূত্রে সংখ্যায় বাড়িয়েছেন। মেরিয়নের অভিলাষ আছে, লণ্ডনের পশু-পক্ষী প্রদর্শনীতে কুকুর এবং মুরগি পাঠাবে। সেজন্যে সে অতি যত্নে breed করছে। কুলীন কুকুর বা মোরগ যদি কোথাও পায় তবে দাম দিয়ে

কেনে, কিনতে না পারলে অন্য বন্দোবস্ত করে। সে তার মায়ের মতো হাসি-খুশি কিম্বা তার বাপের মতো সাড়ম্বর নয়। সে কথা বলে এত অল্প যে একদিনের পরিচয়ে তাকে বোবা বলে ভুল হতে পারে। তার মাথায় একরাশ কটা চুল কানের কাছে চাকার মতো বিনুনি করে বাঁধা। তার নাকটা যদি খাঁড়ার মতো নেমে এসে আঁকশির মতো বাঁকা হয়ে উর্দ্ধগতি না হত তবে তার মতো সুগঠিতা সুন্দরী ষোড়শীকে দশ মাইল দূরের পাণিপ্রার্থীরা রাত্রি দিন উত্যক্ত করত। তাকে তার মা-বাবাও ভাবতে দিত না যে Rhode Island Red-এর সঙ্গে Light Sussex কিম্বা Leghorn-এর সঙ্গম রামপক্ষী জগতের যুগান্তরকারী ঘটনা। মেয়েকে মনুষ্য সমাজে ধরে রাখা যায় না, কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পাঁচ মিনিট পরে সে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক পলায়ন করে। তাকে দেখে যতক্ষণ না তার ঘোড়ারা চিঁহি চিঁহি করে ওঠে, কুকুররা চোখ বুজে জিভ লক্ লক্ করতে থাকে এবং মোরগরা কক্ কক্ ককরে—এ কক্ রব তোলে ততক্ষণ তার প্রাণে শান্তি আসে না। সে ভাবে, এইবার আমার নেলী বুলডগের উপযুক্ত বর খুঁজতে বেরব। কাল যাব স্যাণ্ডাউনে। একজন বড় লোক এসেছেন, সঙ্গে অনেক রকমের কুকুর নিয়ে।

নেলী প্রভৃতি কুকুর ও অপরাপর জন্তুকে মেরিয়ন ঘুরে বেড়াবার ফাঁক দেয় না, কঠোর শাসনে চোখে চোখে রাখে। পাছে তারা যার তার সঙ্গে মিশে সন্তানের জাত নষ্ট করে। বাদল তার কেনেল আস্তাবল, ডেয়ারী ও পোলট্রি ফার্ম দেখতে যায় নি। গেলে দেখতে পেত মেরিয়ন একাই এক-শ। অবশ্য চাকর চার্লি তাকে সাহায্য করে, কিন্তু চার্লির বয়স হল গিয়ে সত্তরের কাছাকাছি। সেই চার্লিই এখানকার আদিম বাসিন্দা, তারই সরাই কিনে নিয়ে মেল্‌ভিল্‌রা তাকে

চাকর রেখেছে। বুড়োর কোথাও কেউ নেই, খাওয়া দাওয়া করে সরাইতে, শোয় মেরিয়নের পশুশালায়। মেরিয়নের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বাক্যালাপের অপেক্ষা রাখে না, তারা বিনা কথায় কথা বলে। মেরিয়ন না থাকলে মেল্‌ভিল্‌ কোন দিন তাকে ভাগিয়ে দিত, কারণ চার্লিকে দেখ্‌লে মনে পড়ে যায় যে একদিন এ সমস্তই চার্লির ছিল ও মেলভিল্‌ এখানে আগন্তুক। চার্লিকে সরাতে পারলে কেমন চাল দিয়ে বল্‌তে পারা যেত, Ye Olde Englishe Inne যত দিনের মেল্‌ভিল্‌রাও এই অঞ্চলে ততদিনের! এখানকার বনেদি বংশ বলে মেলভিল তার পূর্ব্ব পুরুষের নাম ও জন্ম-মৃত্যুর অব্দ সরাইয়ের গায়ে উৎকীর্ণ করে দিত এবং সমাগত অতিথিদিগের হাতের পেয়ালা ভরে দিয়ে নিজের বংশের টোস্ট নিজেই প্রস্তাব করত :—To the Melvilles of Niton.

৪

বাদল – বাদল! ঘুম তোমার জন্যে নয়। তুমি চির-জাগ্রত মানব। আরাম তোমার জন্যে নয়, তুমি প্রমিথিয়ুসের দোসর। বাদল—বাদল! মানবমন তোমার মনের নামান্তর। তুমি যা চিন্তা করছ তাই মানবের চিন্তা ও চিন্তনীয়। তুমি যে পথ দিয়ে যে প্রান্তে উপনীত হবে মানব সেই পথ দিয়ে সেই প্রান্তে। তুমি অগ্রসরদের অগ্রণী। তোমার ক্লেশ ও ক্লান্তি সকলের। বাদল—বাদল!

বাদলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেল না। কে যে তাকে সম্বোধন করল এত রাত্রে, ভাব্‌তে বাদলের গা ছমছম করল। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু বল পেল না। শয্যা যেন তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

বাদল—বাদল!

কে?

কেউ না। বাদল খোলা জানালা দিয়ে দেখল, সমুদ্র রাত্রি জাগছে। সারা দিনের অশ্রান্ত বীচিভঙ্গের পরেও তার ছুটি নেই। মানবের আদিম সঙ্গী। সেই বুঝি বাদলকে সম্বোধন করল। বাদল মনে মনে তাকে প্রীতি জ্ঞাপন করল। কিন্তু চোখ মেলে রাখতে পারল না।

এখানে এসে অবধি তার ঘুম কিছু কিছু হচ্ছে। সমুদ্র ঘুমতে না পারুক ঘুম পাড়াতে পারে ভালো। কিন্তু যে বাদল একদিন ঘুমের জন্যে সাধ্য-সাধনার বাকি রাখে নি, সেই বাদলই আজ ঘুমকে তার চিন্তার বিঘ্ন মনে করে। ঘুমকে উপেক্ষা করে চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা যায় না, অবসাদ আসে, উদ্‌ভ্রান্ত বোধ হয়, হতাশ হয়ে আজকের চিন্তা কাল পর্যন্ত তুলে রাখতে হয়। তার ফলে কাল সব কথা মনে পড়ে না, গোড়া থেকে শুরু করতে হয়, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তবু কতকগুলো ভাব চিরকালের মতো ফেরার হয়ে যায়, স্মরণের সরণি বেয়ে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। বাদলের বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়। এক একটি আইডিয়া এক একটি দুর্লভ রত্ন। একবার হারালে আবার চোখে পড়ে না। কেন যে বাদল নোট বুকে টুকে রাখল না! কিন্তু টুকে রাখবার সময় কোথায়! ভাব যখন আসে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। একটিকে খাঁচায় পুরতে বসলে বাকিগুলি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। নোট বুকে না, স্মৃতিপটে টুকে রাখতে পারলে কাজে লাগত। বাদল স্মৃতিলেখনীর মুখে শান দেয়। রাত্রে ঘুম ভাঙলে স্মরণ করতে থাকে ঘুমের আগে কী ভাবছিল। এই ব্যায়ামের ফলে

বাদল শ্রুতিধর হয়ে উঠছে বললে চলে। কিন্তু ঘুম যেটুকু সময় হয় সেটুকু সময় বড় জোর পুরাতন চিন্তাকে টিঁকিয়ে রাখা যায়, নূতন চিন্তা থাকে স্থগিত। নূতনকে পেছিয়ে দেওয়া বাদলের পক্ষে যার-পর-নাই লজ্জাকর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারটে ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে সুখ পায়, এই সুখের কথা তার যখনি মনে পড়ে সে লুকিয়ে লজ্জা পায়।

আহার সম্বন্ধে সে চিরকাল উদাসীন। গোপালের মতো সুবোধ, যা পায় তাই খায়, পীড়াপীড়ি করলে তার কী খেতে ইচ্ছা করে তা বলে, কিন্তু ঠিক জিনিসটি পায় না। ভদ্রতার অনুরোধে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হাঁ, চমৎকার হয়েছে খেতে। পরিণামে মিসেস্ মেল্‌ভিল্ বার বার সেই জিনিস রাঁধে।

আহারক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। বাদল খবরের কাগজ পড়তে পড়তে খায়, একসঙ্গে দুই অকাজ সারা করে। ভালো পরিপাক হয় না, বার বার একটি বিশেষ স্থানে ছুটতে হয়। ইংলণ্ডের মফঃস্বলে ওরূপ স্থানে যেমন দুর্গন্ধ তেমনি অপরিচ্ছন্নতা। সুতরাং বাদল রাগ করে খাওয়া দিল কমিয়ে। রাত্রে খায় না, সন্ধ্যার আগে High Tea খেয়ে মনকে বোঝায়, যাবতীয় শারীর ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ার বিক্ষেপ ঘটায়। বৈজ্ঞানিকরা এত কিছু আবিষ্কার করছে; ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে শরীরের মধ্যে আবশ্যক পরিমাণ পুষ্টি প্রবিষ্ট করতে পারে না? কাজটা পাকস্থলীর সাহায্যে হয় বলেই না উক্ত স্থানবিশেষে দৌড়াদৌড়ি করা?

সরাইয়ের বাইরে পদক্ষেপ করে না, অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করে না. মেরিয়নের জীবজন্তু দেখতে যায় না ও চায় না, মদ কিম্বা সিগ্‌রেট খায় না—এ কেমনধারা মানুষ? কী এখানে এর কাজ?

শরীর সারাতে যারা আসে তারা সারাদিন ঘরে বসে থাকে না, সরাইওয়ালার ঘোড়া ভাড়া করে সমুদ্রের ধারে বেড়ায়. টেনিস্ কোর্ট ভাড়া করে টেনিস্ খেলে, সন্ধ্যা হলে নিত্য নূতন বোতলের ছিপি খোলায় তাদের সেবার জন্যে গ্রামে দু-একঘর সেবাদাসীও মজুত। মেল্‌ভিল্ শরীর সারানোর কোনো উপকরণ বাদ দেয় নি।

যা হোক, কাঁচা টাকা পকেটে আসছে। ছোক্‌রার মতলব যাই হোক, চোখ বুজে বিল শোধ করে। তাই তাকে চোখ বুজে ঠকানো যায়। ন পেনীর ঘরে ন শিলিং লিখতে মেল্‌ভিল্ সংকোচ বোধ করে না। কেনই বা কর্‌বে? বোতল বলতে গেলে বাদলের হাতের কাছে রয়েছে। ইচ্ছা করলেই খুলিয়ে নিতে পারত। ইচ্ছা করেনি বলে মাফ পাবে না। দাম দিতে হবে। মিসেস্ মেল্‌ভিল্ চোখে ভালো দেখতে পায় না, আঁক কষতে একেবারেই জানে না, স্বামী যে ন পেনীর জায়গায় ন শিলিং লিখছে বেচারি সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা যোগ দেবার সময় টের পায় না। মেয়েকে শিক্ষিতা করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে নিজেকে শিক্ষিতা করবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

চার চার্‌টে সপ্তাহ চলে গেল। মেল্‌ভিল্‌দের কাছে তার ক্ষ্যাপামি বেশ লাভজনক হয়ে এসেছে। এমন সময় যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা সুধীর খামে ভর্ত্তি হয়ে হাজির হল। কে এক যোগানন্দ বাদলের খবর জানতে চান। বাদলের স্মৃতি পশ্চাদ্‌গমন করতে করতে অবশেষে হোঁচট খেয়ে থামল। ক্যাপ্‌টেন ওয়াই গুপ্ত, বাদলের শ্বশুর। বাদলের মনে পড়ে গেল, সে এই ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের একটি কন্যাকে ভারতবর্ষীয় পদ্ধতিতে বিবাহ করেছে এবং সে বিবাহ অদ্যাপি বলবৎ আছে। কী আপদ! ব্যাঙ্কের

লোকগুলো কেন যে এই সব চিঠি বাদলের কাছে আস্‌তে দেয়। ব্যাঙ্কের উপর, সুধীদার উপর, যোগানন্দের উপর সে প্রমথমটা খুব চটে গেল। এক রাত্রির তথাকথিত বিবাহের অধিকারে এক ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তার মতো বিশ্বভাবুকের সম্বন্ধে অশিষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, এ যে অসহনীয়। কোনো ফিলিপিনো যদি টেলিগ্রাম করে জানতে চায়, "Where is Bernard! Why Reuter's message ?" তবে কি বার্ণার্ড শ তার উত্তর দিতে বাধ্য হবেন ?

টেলিগ্রামখানা বাদল ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে তার মনে হল, এত লোক থাকতে ইনি এত অর্থ ব্যয় করে cable করলেন আমার খোঁজ নিতে। কারণ কী? তার মনে পড়ল যোগানন্দের বিগত দিনের একটি উক্তি, "চিন্তা-জগতের ঘোড়দৌড়ে তোমার উপর বাজি রেখেছি, বাদল।" আহা, লোকটা বেশ তো। বাদল টেলিগ্রামখানা উঠিয়ে রাখল। অশিষ্ট কৌতূহল নয়, যুক্তি-যুক্ত উৎকণ্ঠা। বাদলের মনটা ভিজল। সে টাইম্‌স কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, BADAL TO CAPTAIN GUPTA ইত্যাদি।

তার কয়েকদিন পরে আবার এক টেলিগ্রাম। সুধীকে মহিমচন্দ্র জানিয়েছেন, যোগানন্দ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। বাদল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। তারপর খুশি হয়ে নিজের মনকে বলল, যোগানন্দ নেই। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে, আমি আছি। তারপর উচ্চস্বরে বলল, থ্রী চীয়ার্স ফর্ মাইসেল্‌ফ্, হিপ্ হিপ্ হুরে।... ধন্যবাদ ক্যাপ্‌টেন গুপ্ত। আপনি আমাকে আমার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে গেলেন।

৫

এমন অভাবিত ভাবে তার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে বাদল নিজের ঘরে নিজের খেয়াল মতো কিছুক্ষণ নাচল। তার মাথার উপর থেকে কত বড় একটা বোঝা নেমে গেছে।

সে যে আছে এ বিষয়ে তার প্রত্যয় ছিল; প্রত্যয় না থাক্‌লে সে লিখ্‌ত না, SUDHIDA, I AM, কিন্তু প্রত্যয় এক কথা, প্রমাণ অন্য কথা। প্রমাণের অভাবে সে দিশাহারা বোধ করছিল। প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ যোগ দিতেই সে দিশা পেল।

যোগানন্দ নেই, এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে বাদল আছে। বাদল না থাকলে বাদলের থাকা যদিও অপ্রমাণ হত না, তবু প্রমাণসাপেক্ষ হত। এখন কেমন অনায়াসে তুলনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, একজন নেই, অন্যজন আছে।

জীবনের প্রমাণ মরণে। অস্তিত্বের প্রমাণ নাস্তিত্বে। নেতি নেতি করতে করতে ইতি ইতি। এই হল ইনটেলেক্‌টের মার্গ। বাদলের মার্গ। আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে বাদল বিস্মৃত হল যে, যোগানন্দের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা তার সময়োচিত কর্ত্তব্য। খামকা টাইম্‌স্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বস্‌ল, SUDHIDA, I CERTAINLY AM.

ওঃ কী আরাম! কী স্বস্তি! সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে; সাঁতার কাটতে কাটতে একাকী যাত্রী অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েছে; কাল কী খাবে, কোথায় যাবে, তা কালকের ভাবনা; আজ শুধু কী স্বস্তি! কী আরাম!

বাদল দোতলা থেকে নেমে পড়ল। মাটিতে পা ঠেকাতে তার ভারি অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল। চলি-চলি পা-পা করতে করতে যেখানটাতে গিয়ে পড়্‌ল সেখানে চার্লি ঘোড়ার পিঠ ডলছে। বাদলকে দেখে টুপি উঠিয়ে বলল, "গুড্‌ মর্ণিং সার।" বাদল আলাপ জমিয়ে তুলল।

তিনটে ঘোড়া এগারটা কুকুর বাহান্নটা শূওর আটটা গোরু বিরাশীটা মুরগি (মায় মুরগির ছানা)—মেরিয়ন মন্দ আয়োজন করেনি। তবে চার্লির বয়সের অনুপাতে খাটুনির বরাদ্দ কিছু কম করলে ভালো করত। মেরিয়নকে এ বিষয়ে বলা দরকার; কিন্তু বলে লাভ নেই, তার বাবা চার্লির বুড়ো হাড় ক'খানা কবরস্থ করবার আগে অন্য লোক বহাল করবে না।

বাদল ঘোড়াগুলোর পিঠ চাপ্‌ড়াল। কোনোটাকে সোহাগ করে বলল, "Old Dobbin"; কোনোটাকে আদর করে ডাক্‌ল, "Jill." শূওরগুলোর কাছে ভিড়ল না। কুকুরদের কোনোটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ছোট বেলায় বাদলকে একবার কুকুরে কামড়ায়, সেই থেকে কুকুরের উপর তার বিষম সন্দেহ। যতক্ষণ শিকলে বাঁধা অবস্থায় বিশ হাত দূরে থাকে ততক্ষণ বাদল তাকে হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করে, শিস্‌ দিয়ে ডাকে। কিন্তু বেচারা কুকুর ছুটে আসতে চেয়ে যেই শিকলে আট্‌কা পড়ে এবং একবার উঁ ইঁ ইত্যাদি চন্দ্রবিন্দু-বিশিষ্ট অস্পষ্ট ধ্বনি করে ও একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তখন বাদল রীতিমত ভড়কে যায় ও ধীরে ধীরে পিছু হাঁটতে লাগে।

মুরগি দেখে বাদলের জিবে জল আসে আর কি! মেরিয়ন তাদেরকে দানা খাইয়ে মানুষ করছে, অর্থাৎ মুরগিই করছে যদিও মানুষের মতো তাদেরও একজোড়া পা। সরাইয়ের অতিথিদের জন্যে বাজারের মুরগি আমদানি হয়, মেরিয়ন তার মুরগিবংশ ধ্বংস হতে দেয় না। তার

অসাক্ষাতে মেল্‌ভিল্ একটাকে জবাই করেছিল, টের পেয়ে মেরিয়ন এমন অনর্থ বাধায় যে, মেল্‌ভিলকে সেই জাতের তেমনি একটা মুরগি আনিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে হয়। চার্লির কাছে গল্পটা শুনে বাদলকেও লোভ সম্বরণ করতে হল।

বাইসিক্ল থেকে মেরিয়ন নামল। সে কোথায় কী একটা কাজে গেছল, ফিরল ম্লান মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে। অনেকক্ষণ যাবৎ বাদলকে লক্ষ্য করল না, যখন করল তখন চম্‌কে উঠল। বাদল তাকে কত কথা বলবে ভাবছিল, কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেল। দু পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চল। চার্লি ইত্যবসরে সরে গেছে বাইসিক্ল তুলে রাখতে। আকাশ সেদিন আলোর ভারে ভেঙে পড়ছিল। সূর্য যেন একটি রঙীন বড় ফল, অদৃশ্য বৃন্তে ঝুলছে। তার তেজ দগ্ধ করবার মতো নয়। বাদলের মনটা আকাশের মতো পরিষ্কার ছিল। সেখানেও লাল আগুনের উত্তাপহীন দীপ্তি। সে আছে, নিশ্চিতরূপে আছে, কোনোমতে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সে আছে। নেই যোগানন্দ। তিনি জগতের কোথাও নেই, একথা অবশ্য বলা যায় না—প্রমাণাভাব। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে নেই, মানবের মাঝে নেই, বাদলের জ্ঞাতসারে নেই। বাদলের মনটা অস্তিত্বের প্রাধান্যের উপলব্ধিতে ভরে রয়েছিল। তার যে হাসি পাচ্ছিল তা নয়। জ্বর থেকে উঠলে প্রথম প্রথম যেমন লাগে তেমনি। আশ্চর্য লাগছিল, নতুন লাগছিল। মেরিয়নকে তার চোখে অপূর্ব্ব ঠেকছিল। মেরিয়নের দুধের মতো শাদা পশমের ফ্রক তার দুধের মতো শাদা গায়ের রঙের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছল, কেবল তার গাল দুটিতে আলতার আমেজ। রাজহংসীর সঙ্গে তার তুলনা হয়। সে যে বাদলকে দেখে কী ভাবছিল

সে-ই জানে। হয়তো ভাবছিল, এই মজার মানুষটিকে কোনোদিন দোতলা থেকে নামতে দেখা যায় নি; আজ এমন কী ঘটল যাতে ইনি সশরীরে আমার রাজ্যে পদার্পণ করলেন। চেহারা থেকে মনে হয়, ভিন্ন দেশের মানুষ; কী জন্যে এত দিন এখানে আছেন বোঝা যায় না, হয়তো খুব পড়াশুনা করেন। ভয়ানক রোগা; পেট ভরে খান না বলে মার কাছে শুনি; খেলাধূলা করেন না; দেখে বড় দয়া হয়।

তাদের দুজনকে তাদের অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার করল চার্লি। বলল, "ডাক্তারকে ফোন করতে হবে, মেরিয়ন। 'সেরা'র বাছুরটা কেমন করছে।" মেরিয়ন বাদলকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে গেল।

৬

পরদিন সূর্য উঠল না। আকাশের মেঘ ছায়ার মিশাল দিয়ে সমুদ্রের জলকে কালো কালির মতো করল। যেখানটাতে আকাশ ও সমুদ্র একাকার হয়েছে কেবল সেইখানটাতে কালো পাখীর গলায় শাদা রোঁয়ার মতো সংকীর্ণ শ্বেত ব্যবধান।

বাদল সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কাটাল। পূর্ব্ব দিবসের সর্ব্বব্যাপী উজ্জ্বলতার সেইটুকু অবশেষ বাদলের বাইরে ও ভিতরে কেমন এক বিষাদের ভাব সঞ্চার করেছিল। কাল যাকে যুক্তিসহ মনে হয়েছিল আজ তার থেকে সামান্য সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে। যোগানন্দ নেই, আমি আছি। কিন্তু ক'দিন আছি? কাল হয়তো দেখা যাবে আমিও নেই, আছে মেরিয়ন, আছে মেল্‌ভিল্‌, আছে

'সেরা' নামক একটা গাই। দিগন্তের প্রান্তে ঐ রজত-রেখার মতো থাকবে কেবল আমার ক্ষীণ স্মৃতি। থাকবে, কিন্তু ক'জনের মনে? আমার পরিচয় ক'টা মানুষ পেয়েছে? কই আমার কাব্য নাটক সঙ্গীত দার্শনিক নিবন্ধ রাজনৈতিক বক্তৃতা ঐতিহাসিক কীর্তি? সংকল্প আছে, সিদ্ধি কই, সিদ্ধি সম্বন্ধে রটনা কই? অন্তত গোটা দশেক বছর আমার দরকার। কিন্তু যদি আজই হার্ট ফেল করে মরি?

মৃত্যুর সম্ভাবনায় বাদলের চোখে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নেমে এল। কোথাকার হিমেল বাতাস তার পোশাক ভেদ করে হাড় ঠেকতে থাকল। সে আগুন জালিয়ে আগুনের কাছে বসবে ভাবল, কিন্তু তার হাত-পা যেন পক্ষাঘাত রোগীর। তার মনে হল যেন তার মস্তিষ্কেরও পক্ষাঘাত হবে। এই কথা মনে হতেই তার বাঁচবার স্পৃহাও লোপ পেল।

এমন অবস্থায় কতক্ষণ কেটে গেল তার খেয়াল ছিল না। হয়তো সারাদিন খেয়াল থাকত না। খেয়াল হল যখন বুড়ী মেল্‌ভিল্ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "মিস্টার সেন, আপনার High Tea!" বাদল কোনো মতে বলতে পারল, "আচ্ছা, নিয়ে এস।"

বুড়ী বলল, "এ কি মিস্টার সেন! আপনার কি—আপনার কি —অসুখ করেছে?"

বাদলের গা তখনো কাঁপছিল ও মুখখানা পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল। সে কোনোমতে বলল, "না। বড় ঠাণ্ডা। আগুন।"

বুড়ীর বিশ্বাস হল না। সে টুপ করে নীচে নেমে গিয়ে থার্মমিটারটা নিয়ে এল। বাদল বাধা দিল না। তাপ পরীক্ষা করে বুড়ী বলল, "এমন কিছু নয়। কিন্তু কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

দশমিনিট পরে বুড়ী ফিরে এসে দেখল বাদল তেমনি বসে আছে। সে বুঝতে পারল। আবার ছুটল নীচে। মেল্‌ভিল্ উঠে এল সশব্দ পদক্ষেপে। বাদলকে কিছু বলতে না দিয়ে তার পোশাক ফেলল খুলে। তার গা ভালো করে তোয়ালে দিয়ে মুছে হাত দিয়ে ডলে মিলিটারী কায়দায় তাকে ঘুষি মেরে চিমটি কেটে কাতুকুতু দিয়ে প্রায় কাঁদিয়ে তুলল। এই আসুরিক চিকিৎসার পরে তাকে গরম কাপড়ে মুড়ে হিড় হিড় করে টেনে নীচের তলায় নিয়ে গেল। সেখানে আধ আউন্স ব্রাণ্ডি তার মুখে ঢেলে দিল।

এর পরেও যদি বাদলের অসুখ না সারে তবে অসুখটাকে নেহাৎ বেরসিক বলতে হবে। বাদল ফিক্ করে হেসে উঠল। তারপরে হো হো করে উঠল। বলল, "ওগুলো কি সসেজ্? দেখি, দেখি, ভারি মজার জিনিস তো? বা বেশ লাগছে খেতে।"

খাচ্ছে তো খাচ্ছে। এটা দেখি, ওটা দেখি, স্যাণ্ড্উইচ্ দেখি, পাই দেখি, য়্যাঙ্কোভি ও চীস্ দেখি। কিন্তু সেই একলা দেখবে? তিনজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সে ঘরে বসেছিল। তাদের একজন বললো, "ব্ল্যাক্‌বার্ড, ডিয়ার ওল্ড্ ব্ল্যাক্‌বার্ড, আমরা কি একটু আধটু দেখতে পাইনে?"

অন্য সময় হলে বাদল 'ব্ল্যাক্‌বার্ড' সম্বোধন শুনে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হত, তখন তাকে 'রেড্ হেরিং' বললে নেহাৎ ভুল বলা হত না। কিন্তু আধ আউন্সের প্রতিক্রিয়া তাকে দিলদরিয়া করে তুলেছিল। সে গলে গিয়ে বললে, "নিশ্চয়। দাও তো গো বার মেড্—না কী বলে তোমাকে—দাও এঁরা যা খেতে চান। আর আমাকে দাও আর একটু পানীয়,—না, না, ওটা না, ঐ—ঐ—লাল প্রবালের মত রঙীন—"

সেদিনকার সভা থেকে মিসেস্ মেল্‌ভিল্ তাকে উদ্ধার না করলে সে হয়তো সত্যিই মারা যেত। স্বামীকে খবর দিয়ে বুড়ী ঝক্‌মারি করেছিল, চার্লিকে খবর দিলে পারত। তখন তো আর জানত না যে স্বামীর একটা স্বকীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতি সে হতভাগ্য বিদেশী যুবকটির উপর প্রয়োগ করবে। বুড়ী স্থির করল আজ শোবার ঘরে ভীষণ ঝগড়া করবে। নিজের ছেলে না হোক্ মায়ের ছেলে তো।

বাদলকে ধরে নিয়ে যাবার সময় তার পদভরে মেদিনী টলমল করছিল। বাদল ভাবছিল, আছি, প্রবলভাবে আছি, কার সাধ্য আমার অস্তিত্ব ঘোচায়? মাটি আমার ভয়ে কাঁপছে, আকাশ আমার ভয়ে ঘুরছে, আমার শরীর যে তাপ বিকীরণ করছে তাতে আগুন লজ্জা পায়। হা হা হা। হা হা হা। মৃতদেহের শীতলতা এই দেহে আসতে অনেক দেরি—হয়তো হাজার বছর। আমি যে মেথুসেলার দোসর হব না তার প্রমাণ কই? হা হা হা—that's the point, প্রমাণ কই? আমার মৃত্যু যে হবে, কিম্বা ইতিমধ্যে হয়েছে তার প্রমাণ কেউ আমাকে দিতে পারবে না। বাদল হার্টফেল করে মরেছে বলা বড় সোজা—কিন্তু বাদলের কাছে প্রমাণ করে দাও দেখি যে বাদল মৃত? মৃত্যুর্নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ।

৭

তা হলে দাঁড়াল এই যে, বাদল নেই, এ কথা অপরে একদিন বলতে পারে, কিন্তু বাদল কস্মিন্‌কালে এর প্রমাণ পাবে না। পৃথিবীর লোকে বলে সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সূর্য্য কি জানে সে

কখন অস্ত গেল, কেমন করে করে অস্ত গেল? অস্তগমন নয় অস্তিত্ব তার পক্ষে সত্য। তেমনি বাদলের পক্ষে সত্য, মরণ নয় অমরত্ব।

বেশ, তা না হয় হল—বাদল আবার তার ঘরের জানলার ধারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে টেনিস্ খেলা দেখতে দেখতে চিন্তা করছিল—বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু অমরত্ব বলতে কি এই বোঝায় যে, বাদল কোনোদিন হার্ট ফেল করবে না, তার শরীরকে গোর দেওয়া হবে না, পৃথিবীর লোক তার অভাব বোধ করবে না? এ কি বিশ্বাসযোগ্য যে তার চুল পাক্‌বে না, দাঁত পড়বে না, মেরুদণ্ড বাঁক্‌বে না, মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না, সে আজ যেমনটি আছে আশী বছর বয়সে তেমনি থাকবে? না, না, আশী বছরের বেশি বাঁচা উচিত নয়, মানুষের যা প্রধান সম্পদ—মস্তিষ্কযন্ত্র—তার কলকব্জা ততদিন মজবুত থাকবে না। মননক্রিয়া পুরানো ঘড়ির চলার মতো মন্থর হবে, অনির্ভরযোগ্য হবে। কল যদি বিকল হয় তবে তার মতো উৎপাত আর নেই।

লোকে যাকে বলে মরণ বাদলের তা চাই-ই। তবু সে যে আছে এ উপলব্ধি তার মরবার নয়। সে মরবে অথচ তার অস্তিত্বের উপলব্ধি মরবে না, এ কেমনতর হেঁয়ালি? দেহ যদি যায়, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কও যদি যায়, সেই সঙ্গে মননশক্তি যদি যায়, তবে কোনো উপলব্ধি থাকবেই বা কেমন করে আর থাকলেই বা কী? বাদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ধর্মগ্রন্থে বলে আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা যে কী তাই বাদল জানে না। আত্মা যে আছে তাই প্রমাণসাপেক্ষ। তবু ধরা যাক আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু আত্মা নিয়ে বাদল করবে কী যদি মন না থাকে, স্মৃতি না থাকে, মেধা না থাকে, বিচার বুদ্ধি না থাকে?

তবে কি ধরে নিতে হবে যে এগুলো আত্মার সামিল? তাই যদি হয় তবে দেহের বয়স অনুসারে এগুলোর বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে কেমন করে? মাথায় চোট লাগলে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় কেন?

গত রাত্রের পানভোজন বাদলকে সাময়িক উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দীর্ঘকালীন বিষণ্ণতায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে তার স্মরণ থেকে বিদায় নিয়েছিল। কারণটা দৈহিক, কিন্তু ক্রিয়াটা চলছিল মনের উপর। বাদলের মন সেটা আঁচতে পারছিল না। পারলে বলত, দেখলে তো? যা বলছিলুম। মন আত্মার অধীন নয়, দেহের অধীন। কিম্বা দেহের সঙ্গে তার সোদর সম্পর্ক, ওরা যমজ। মাঝখান থেকে আত্মাকে টেনে আনবার দরকার ছিল না। আমি আছি এই কি যথেষ্ট নয়? আমার আত্মা যদি নাও থাকে তবে কি আমার অস্তিত্বের কোনো হানি হয়? সেকালে বলত স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। তা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের দ্বারা বংশরক্ষা হয়ে এসেছে, রাজ্যশাসন শিল্পসৃষ্টি লোকসেবা হয়েছে। এখনো বলে পশুপাখীর আত্মা নেই, কিন্তু পশুর মতো স্বভাবত স্বাস্থ্যবান, পাখীর মতো স্বভাবত স্বাধীন হতে কোন্ মানুষের না সাধ যায়? আমি যদি ঐ Sea gull-দের একতম হয়ে থাকতুম তবে মস্তিষ্কের অভাবে আমার মননক্রিয়া বন্ধ হত কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি ঘটত কি? বরঞ্চ যখন যেখানে খুশি উড়ে বেড়ানো যেত, ট্রেন কিম্বা বাস্-এর মুখাপেক্ষী হতে হত না, পাথেয় সংগ্রহ না করতে পেরে চারটি বছর ভারতবর্ষে অপচয় হত না, বাধ্য হয়ে একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে বিবাহের অভিনয় করতে হত না।

কে বলবে কোটী কোটী ব্যাকটিরিয়ার আত্মা আছে? তা হলে তো আমার দেহকে আশ্রয় করে কোটী কোটী আত্মা আছে বলতে হবে। সংখ্যাতীত ব্যাধিবীজ যত্র তত্র বিচরণ করছে। তাদেরও তবে

আত্মা আছে? বাদল বিদ্রূপের হাসি হাসল। টেনিস বলের আত্মা নেই? যে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে তার আত্মা নেই?

দেহ হচ্ছে অত্যন্ত ডেমক্রাটিক পদার্থ। সকলের তা আছে। মনও আছে সকলেরই, কিন্তু মস্তিষ্ক যতটুকু মনও ততটুকু, কিম্বা মস্তিষ্কের সম্ভাবনা যে পরিমাণ মনেরও সম্ভাবনা সেই পরিমাণ। মানুষ বড় কেন? কারণ, মানুষের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মানুষের আত্মা আছে বলে মানুষ বড় এ যারা বলে তারা মানুষের প্রকৃত গৌরব যে মস্তিষ্ক তার চর্চ্চা করে না, তাই তাদের উক্তি যুক্তি নয়, তা বিচারের অযোগ্য।

কিছুক্ষণের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বাদল খেলা দেখতে থাকল। তার নিজের ইচ্ছা করছিল খেলতে, কিন্তু তার নিজের র‍্যাকেট ছিল না, পরের কাছে চাইতে লজ্জা করছিল। দ্বিতীয়ত, খেলার অভ্যাস নেই, কেন হাস্যাস্পদ হতে যাবে? এমনিতেই সে বিমর্ষ হয়ে রয়েছে। সে আছে, সে থাকবে, কিন্তু তার দেহ মন যদি না থাকে তবে সে কী নিয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না। সে কি দেহমননিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে? যদি পারে তো 'সে' কে? তার 'আমি' কে? কোনো প্রকার রহস্য বাদল মানে না, ম্যাজিকের প্রতি তার উৎকট অশ্রদ্ধা। কিন্তু এ এক পরম রহস্য যে আমি আছি ও থাকব, অথচ আমি দেহমন-নিরপেক্ষ কি দেহমনেরই একটা বিশিষ্ট নামরূপ তাই বোধগম্য হচ্ছে না। আমি কি একটা compound—যার সূত্র B^2CS^2? অথবা আমি যাবতীয় সংজ্ঞার অতীত?

এক তরুণীর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ের খেলা খেলাছাড়া অন্য কারণে দর্শনযোগ্য হয়েছিল। প্রৌঢ়টি বল সার্ভ করবার সময় ডান হাত উঁচিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করছিল, কেবল মুখের নয় হাতেরও। তার হাত

কাঁপছে বলে মনে হচ্ছিল। অথচ তার বল পড়ছিল বেশ জোরের সঙ্গে এবং তরুণীর হাতের কাছ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তরুণী ফড়িঙের মতো লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রৌঢ়ের দিকে কোপদৃষ্টিক্ষেপ করলে প্রৌঢ় দু-একটা পয়েণ্ট তাকে দান করে মানভঞ্জন করছিল।

এরা আজ সকালে টু সীটার মোটরগাড়ীতে কোত্থেকে এসেছে। চা খেয়ে আজকেই কোথায় চলে যাবে। হয়তো লণ্ডনের লোক। বাদলের ইচ্ছে করে জিজ্ঞাসা করতে, "কেমন আছে লণ্ডন? গুড্ ওল্ড্ লণ্ডন? কাগজে দেখছিলুম মস্কো আর্ট থিয়েটার লণ্ডনে এসেছে। কেমন অভিনয় করছে তারা? চমৎকার। না? মেরিলবোনে কন্‌সারভেটিভ্‌রাই জিতল? অবশ্য ওখানে ওরা সনাতন। তারপর? বাজেট নিয়ে পার্লামেণ্টে খুব তামাশা হচ্ছে? চার্চিল কেরোসিন ট্যাক্সের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন? চার্চিলের দোষ কি, আমিই জানতুম না যে আমাদের দেশে কেরোসিনের বাতি জ্বলে ও সে বাতি গরীবরাই জ্বালায়।

কিন্তু না। নীচের তলায় নামা হবে না। মনটাকে বিক্ষিপ্ত করা হবে না। আগে এই কুটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাক—কী নিয়ে চিরকাল থাকব?

৮

দিন দশেক পরে বাদল দিশা পেল। মেঘলা রাত্রের শেষে সূর্য উঠল না, কিন্তু মেঘের ওপারের আলো এ পারে বিচ্ছুরিত হল। চোখ ঝলসে দেবার মতো নয়, অথচ পথ দেখিয়ে দেবার মতো।

বাদল উপলব্ধি করল দুটো সত্য আছে। একটা to be; অন্যটা

to have। একটার কথা 'আমি আছি,' অন্যটার কথা 'আমার আছে।' প্রথমটাকে নিয়ে কোনো গোলমাল নেই, আমি আছি, আমি থাকব। গোলমাল দ্বিতীয়টাকে নিয়ে। আমার দেহ আছে, মন আছে, স্মৃতি আছে, চেতনা আছে। আমার নাম আছে, রূপ আছে, বংশ আছে, বংশপরম্পরা আছে। এতগুলো কি থাকবে? যতদূর চোখ যায় একমাত্র বংশপরম্পরা হয়তো থাকবে। কিন্তু বাকি সমস্ত যাবে। খ্যাতিও। এক কোটি বৎসর পরে হয়তো রক্তের চিহ্নও মুছে যাবে। মানবজাতি যে নির্ব্বংশ হবে না—ডাইনোসরের মতো—তার নিশ্চয়তা কই? পৃথিবীর তাপহানির সঙ্গে প্রাণীমাত্রের প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ আছে কি না জ্যোতির্ব্বিদগণ এই ধাঁধার জবাব দিচ্ছেন একো জনা একো রকম। বাদলের বিশ্বাস একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অনুকূল শীতাতপ কয়েক কোটী বছর সম্ভব হয়েছে। যদি প্রাণীদের মধ্যে এ প্রকার বুদ্ধি ও উদ্যম অভিব্যক্ত হয় যে পৃথিবীর টেম্পারেচারকে তারা স্ব ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করতে পারে অথবা নিজেরা এ প্রকার বিবর্ত্তিত হয় যে, নিরুত্তাপ পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খেতে পারে, তবে সৌরজগতে যতকাল মাধ্যাকর্ষণ থাকবে পৃথিবীতে ততদিন প্রাণী থাকবে। কে জানে হয়তো প্রাণ নিজের পক্ষে অনুকূল অপর কোনো গ্রহে উপনিবেশ্ করবে। ধর, ভীনাসের তাপ যদি কালক্রমে জুড়ায় ও পৃথিবীর বায়ু মণ্ডল থেকে ছটকে বেরিয়ে যাওয়া যদি সাধ্য হয় তবে প্রাণের জয় জয়কার।

প্রাণের প্রতি—প্রাণী সমাজের প্রতি—বাদলের মমতা থাকলেও সে এইবার জেনেছে, প্রাণই অস্তিত্বের শেষ কথা নয়, সব কথা নয়। পৃথিবী যেমন জগৎ পারাবারের একটি তরঙ্গ মাত্র, প্রাণও তেমনি অস্তিত্বের মহাকাশে একটি পারাবত। একটি বিশেষ টেম্পারেচার—

একটি নাতি শীতোষ্ণ কুলায়—না পেলে সেই আরাম-লালিত পক্ষিসুত পিতৃগণকে পিণ্ডদান করতে জীবিত থাকত না। অস্তিত্বের কত শত রূপ, কত সহস্র প্রকাশ। প্রাণ তাদের অন্যতম এবং বোধ করি শৌখীনতম। এই কথা মেনে নিতে বাদলের মন বিষম বিমুখ হয়েছে ও চিত্তবৃত্তি একান্ত পীড়াবোধ করেছে। মাথার শিরা-প্রশিরা-গুলো অতিরিক্ত মোচড় খাওয়া সেতারের মতো চিড় চিড় করতে করতে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবার মতো হয়েছে। কিন্তু মেনে নিতেই হল।

বাদলের দেহ-মন স্মৃতি-সংজ্ঞা জীবনের সঙ্গে যাবে। অবচেতনা পর্যন্ত পিছনে পড়ে থাকবে না। মস্তিষ্কের অভাবে তার মনন হবে না, এইটে সবার বড় খেদ। মৃত্যু তার মনীষা হরণ করবে। বাদল একবার মৃত্যুর নির্বর্ণ নিস্পন্দ নিঃসীম শূন্যতা অন্তরে অনুভব করে নিল। তার শারীরক্রিয়া শুদ্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে এল। তার বোধ হল সে যেন টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে অকূল সমুদ্রে ডুবছে ডুবছে ডুবছে। যেন উপরে উঠবার আশা ছেড়ে দিয়ে অনিবার্য ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে, ধীরে, ধীরে। মন পেছিয়ে পড়ল, চেতনা কিছু দূর এগিয়ে দিল, ফুস্‌ফুস্ স্থগিত, গতি মোটর এঞ্জিনের মতো ধ্বক্ ধ্বক্ করতে করতে অবশেষে—চুপ।

মৃত্যুর অনুভূতি হচ্ছে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অনুভূতি। অতি প্রবল উদ্যমে সবেগে নিঃশ্বাস টেনে বাদল প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হল। প্রায় মৃত্যু সম্বন্ধে তার লেশমাত্র বিতৃষ্ণা জাগ্‌ল না। মৃত্যু তো তার মৃত্যু নয়, being-এর মৃত্যু নয়। মৃত্যু তার সম্পত্তির মৃত্যু, having-এর মৃত্যু। মৃত্যু তার পক্ষে নির্জ্জলা অস্তিত্ব। তার সম্পত্তির পক্ষে নিছক নাস্তিত্ব।

দশটা দিন বাদলের মাথার চুলকে বাতাসের মুখে ধোনা তুলোর মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। উটের স্বদেহে সঞ্চিত মাংস যেমন অনশনের দিনে পাকস্থলীর প্রয়োজনে অন্তর্হিত হয় বাদলের গায়ে ও গালে সমুদ্রের হাওয়ার যোগে যেটুকু মাংস লেগেছিল সেটুকু গেল মিলিয়ে। চোখের কোলে কাল দাগ তো দেখা দিলই, চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথলে পড়তে থাকল। মাথা ব্যথা মাঝে একদিন এসে সেই যে সাথী হল আর যাবার নাম করে না। আহারে রুচি হয় না, মিসেস্ মেল্‌ভিল্ যে খাবার দিয়ে যায় তার সিকিও বাদল মুখ দেয় না। দেখে শুনে মিসেস মেল্‌ভিল্ স্বামীকে কিছু বলল না। স্বামীর আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতিকে সে ভয় করত। সোজা টেলিফোন করল ভেন্ট্‌নরের এক ডাক্তারকে। ডাক্তার এসে বাদলের জিব দেখল, দাঁত দেখল, নাড়ী টিপল, বুকের শব্দ শুনল, পিঠের শব্দ শুনল, টেম্পারেচার নিল, নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল। সব্‌জান্তা ডাক্তার। বাদলকে জেরা করল।

বাদল বলল, "আমার অসুখ আর কিছু নয়। একটা প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণ।"

ডাক্তার তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে, সে পাগলা গারদ থেকে ফেরার হয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছ। বুড়ীর কানে কানে বলল, "কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করুন।" বাকিটুকু ইঙ্গিতে বোঝাল। কী একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে বুড়ীর হাতে দিয়ে বাদলের দিকে আর একবার কটাক্ষপাত করতে করতে ও মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাক্তার-পুঙ্গব মিসেস মেল্‌ভিল্‌কে বাও করে বেরিয়ে গেলেন ও নীচে নেমে গিয়ে সশব্দে মোটর গাড়ীর দরজা বন্ধ করলেন।

বাদল ভাবল, দেহটা থেকে আপদ তো কম নয়। এই সব

প্যারাসাইট্কে ফী জোগায় কে? আমাদেরই দেহ। আমার মুখের উপর প্রকারান্তরে আমাকে পাগল বলে গেল কী দেখে? আমার দেহ। কাজেই দেহটা থাকা খুব একটা সৌভাগ্য নয়। এটা গেলেও আমি থাকব। দেহের সঙ্গে মনও যাবে। তবু আমি থাকব। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব—তার মতো মুক্তি কিছুতে নেই। What a relief! মাথাও থাকবে না, মাথাব্যথাও না, চোখও থাকবে না, চোখ দিয়ে জল ঝরাও না।

৯

পাছে বিক্ষেপ ঘটে তাই জানালার উপর পর্দ্দা টেনে দিয়ে বাদল বহির্জগৎ সম্বন্ধে অন্ধ হয়েছিল। তার নিজের চোখ খোলা তার ঘরের চোখ বন্ধ।

ডাক্তার এসে টান মেরে পর্দ্দাটাকে সরিয়ে দিয়ে গেলে বাঁধ-ভাঙা বেনো জলের প্লাবনের মতো আকাশ-ভাঙা আলোর প্রবাহ তার চক্ষুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আঘাত পেয়ে চোখ বুজল; পরে চোখ মেলে দেখল—আলোর আর-এক রং। বসন্ত কোন কালে চলে গেছে, গ্রীষ্ম এসেছে তার স্থানে। পাখীর কলরব কান ঝালাপালা করে দেয়। যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় সেদিকে এক ঝাঁক পাখী আছেই। চেরী ফুল ঝরে গেছে. কিন্তু গাছ তা বলে নেড়া হয়নি, নতুন পাতায় ভরে গেছে। বাদলের মতো দৃশ্য-কানা মানুষও লক্ষ্য না করে পারল না যে, মাঠের কোল জুড়েছে লক্ষ লক্ষ ব্লুবেল প্রিমরোজ মার্গেরিট ফুল।

এর মধ্যে কখন ভ্রমণের হিড়িক আরম্ভ হয়ে গেছে। কাতারে

কাতারে স্ত্রী-পুরুষ সরাইয়ের সাম্‌নের রাস্তা ধরে মোটরে কিম্বা পদব্রজে চলেছে। তারা সকলে সরাইয়ের দিকে তাকায়, কেউ কেউ সরাইয়ের বাগানের চা খাবার জন্যে থামে। তাদের জন্যে মেল্‌ভিল্ Ye olde tea garden খুলেছে। সেখানে বেচারি মিসেস মেল্‌ভিল্ হাজিরা দিতে দিতে হাঁপিয়ে ওঠে।

এতদিন পৃথিবী থেকে অনুপস্থিত থাকার ফলে মানুষ দেখে বাদলের উত্তেজনার সঞ্চার হল। বিদেশ থেকে দেশে ফিরলে যেমন হয়। তার জিজীবিষা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। সে যে বেঁচে আছে এই তার শ্রেষ্ঠ সুখ। সে বেঁচে থাকতেই চায়, মরতে চায় না। ওদেরই মতো সে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে মোটর হাঁকাবে, চা বাগান আসন নিয়ে লেমন স্কোয়াসের নল মুখে পূরে আধ ঘণ্টা কাটাবে, সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে করতে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দিগ্বলয়ের সীমা নিরীক্ষণ করবে।

জীবনের প্রতি বাদলের প্রাক্তন অনুরাগ বহুগুণিত হয়ে ফিরল। বসতে হবে ঐ চা বাগানে, ঐ মুক্ত গগনের তলে, ঐ স্নিগ্ধ রৌদ্রে। বহুদিন মিসেস্ মেল্‌ভিল্ ভিন্ন অন্য মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়নি। ওখানে গিয়ে বসলে আলাপ অমনি জমবে। বাদল জিজ্ঞাসা করবে, "এ অঞ্চলটা লাগছে কেমন?" ওরা বলবে, "চমৎকার।" ওরা পাল্টা প্রশ্ন করবে, "আপনি এখানে কদিন আছেন?" বাদল বলবে, "মনে হচ্ছে যেন চিরকাল আছি। প্রকৃতপক্ষে দেড়মাস হবে।" তারপর বাদল ওদের খোঁজ খবর নেবে। ওরা কেউ লণ্ডন থেকে, কেউ বার্মিংহাম থেকে এসেছে। কেউ ভেণ্ট্‌নর দিয়ে এসেছে, কেউ ফ্রেস্‌ওয়াটার দিয়ে! কেউ রাইড, কাউএস্ নিউপোর্ট ঘুরে এসেছে, ক্রা য়্যাবী দেখেছে;

কেউ স্যানডাউন ও শ্যাঙ্কলিন হয়ে এসেছে, শ্যাঙ্কলিনের Chine দেখেছ। বাদল এতদিন আছে, কিন্তু Carisbrooke-এর দুর্গ দেখেনি, সেখানে যে গাধাটি আজ তিনশো বছর কূয়া থেকে জল তুলছে তার গল্প শুনেছে কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করেনি।

সাধারণ মানুষের মতো সামান্য বিষয়ে কৌতূহলী হতে বাদলের লজ্জা বোধ হল না। বরঞ্চ উৎসাহ বোধ হল। সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে নেমে যাবার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু এতদিনের অনিদ্রা ও অনাহার। তার মনে হল সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার পা টলছিল, গা কাঁপছিল, চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। সে বুদ্ধি খাটিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। বহুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকবার পরে যখন চোখে আলোর আমেজ পেল ততক্ষণে তার ঔৎসুক্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

শরীরকে নাই দিলে পেয়ে বসে। তার নালিশ অনন্ত। আব্দার অজস্র। বাদল চুপ করে বিছানায় শুয়ে থেকে তার শরীরের উক্তির প্রতি কর্ণপাত করল। শরীর বলছে, তুমি তো ভারি মজার মানুষ হে। আমি যে আছি আর আমি যে তোমার, এ দুটি সরল সত্য তোমাকে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিলেও তোমার বোধগম্য হয় না। এমনি স্থূল তোমার বুদ্ধি। দুনিয়ার ভাবনা ভেবে মরছ, ঘরের চুলায় হাঁড়ি উঠছে না সে খবর রাখ? তোমার হাতে পড়ে আমার অকাল বৈধব্য অনিবার্য। হায় হায়, না পেলুম ঘুমিয়ে আরাম, না করলুম খেলাধুলা। রয়ে সয়ে চিবিয়ে খাব তার সময় নেই, কোন্‌টা সারবান খাদ্য কোন্‌টা কেবলমাত্র মুখরোচক তার বিচার নেই! ওই একঘেয়ে সমুদ্র

দেখতে দেখতে ও তার তুমুল কোলাহল শুনতে শুনতে চোখে ও কানে মরচে ধ'রে গেল। আহা, অন্যের হাতে পড়ে থাকলে কী আনন্দেই না দিন কাটাতুম! আকাশে এরোপ্লেন, মাটিতে মোটর, নদীতে বাচ—speed is the word. মনের পক্ষে যেমন চিন্তা, দেহের পক্ষে তেমনি গতি—উভয়ের চাই speed; উভয়েই হবে ধাবমান। এ কেমনতর মানুষ যে দেহে উদ্ভিদ্ থেকে মনের দ্বারা জগৎ পরিক্রমা করতে যায়। হয়েছেও তাই, ঘানিগাছের চারদিকে ঘুরে মরছেন, একটা সত্য থেকে আর একটা সত্যে পাড়ি দিতে পারছেন না।

বাদল ভেবে দেখল, কথাটা খাঁটি। দেহটা হয়েছে মনের ঘানিগাছ। তাই চিন্তা কেবল একস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। যারা তীরের মতো সরল রেখায় ছুট্‌তে পারে, যারা Speed King, তারাই জীবন মৃত্যুর লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তারাই জানে প্রাণের পরে কী আছে, অস্তিত্ব কি নাস্তিত্ব। তাদের জ্ঞান তাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থেকে। আমার জ্ঞান আনুমানিক। ওরা সত্যিই মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সুযোগ পায়, মরতে মরতে বেঁচে আসে। আর আমি যে এই কয়েকদিন মৃত্যুর আস্বাদ নিলুম এটা কৃত্রিম। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব আমার পক্ষে থিওরী; ওদের পক্ষে প্র্যাক্‌টিস্।

বাদলের ইচ্ছা করল, ডাইনামাইট দিয়ে ঘর দ্বার গ্রাম নগর বিচূর্ণ করে বিকীর্ণ করে দিতে। ওরা তাকে রুদ্ধগতি করেছে। ইচ্ছা করলে ডাইনামাইটের দ্বারা নিজেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে যেতে। হাওয়ায় উড়তে উড়তে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে। হয়তো গ্রহান্তরের মাধ্যাকর্ষণ তার একাংশ অপহরণ করবে, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ

করবে অপর একাংশকে ভস্ম, তবু তার বিক্ষিপ্ত শরীর জগৎ আচ্ছন্ন করবার মতো বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম। সে যেন একখানা অদৃশ্য জাল, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত। তার শরীরে যত সেল, যত মোলিকিউল, যত এটম্, যত ইলেকট্রন আছে তাদের সংখ্যা হয়, কিন্তু কে জানে হয়তো ইলেকট্রনকেও ভাগ করা যায়, তাই তার ভাজক সংখ্যা অগণ্য। এই ভাজকগুলি যদি একবার ছাড়া পায় তবে হয়তো মাধ্যাকর্ষণের পক্ষে যার-পর-নাই লঘু হবে, অতএব জগতের সীমা যতদূর, উড়তে উড়তে ততদূর যাবে।

অথবা যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি সহসা নিষ্ক্রিয় হত। যদি দোতালা থেকে লাফ দিয়ে বাদল নীচের জমিতে পড়ত না, পড়ত উর্দ্ধে, পড়তে পড়তে চলত শূন্যে। তার সঙ্গে চলত বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উড়ন্ত পাখী, ঝরন্ত পাতা, খসেপড়ন্ত ফুল। পৃথিবীর টান এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হলে পৃথিবীর কোল খালি হয়ে যেত।

১০

বাদলের বন্ধনবোধ কোনোদিন এমন তীব্র হয়নি। সে শুধু শয্যাশায়ী নয়, সে বন্দী। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার সর্ব্বাঙ্গে। সে আহার নিদ্রার দাস, শীতাতপের অধীন, ব্যাধিবীজের কৃপাপাত্র। Free will? কোথায় তার ইচ্ছার স্বাধীনতা? এই তো আজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারল না, চা বাগানে বসে লেমনেড খেতে খেতে আলাপ জুড়তে বাধা পেল। কে মালিক? সে,

না, তার না-খাওয়া খাদ্য, না-হওয়া ঘুম, না-করা কসরৎ? সে, না, তার ডুব্‌লা গড়ন, সরু সরু হাড়, বিশীর্ণ মাংসপেশী? কতক আবেষ্টন, কতক বংশানুক্রম, দুই মিলে বাদলের ইচ্ছার স্বাধীনতার পথ রাখেনি। Environment ও heredity, এরাই মালিক, বাদল নয়। ইংলণ্ডে এসে প্রথমটাকে এড়াতে পারেনি—এখানেও সেই মাধ্যাকর্ষণ মাটির সঙ্গে পা'কে রেখেছে এঁটে, বাতাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের সম্বন্ধ সেই একই, দেহের ইঞ্জিন ইন্ধনের অভাবে তেমনি বিকল। আর দ্বিতীয়টা? বাদল প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায় এর অমোঘ অবিচল প্রভাব। কিন্তু ইংরেজের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সে সর্ব্বায়বে অনুভব করতে পারে কই। ভাষায় ইংরেজ হতে পারে, চিন্তাপ্রণালীতেও ইংরেজ হওয়া যায়, কিন্তু অস্থি মাংস স্নায়ু শিরার আভ্যন্তরিক সংস্থান সঞ্চালন ও বৃদ্ধি মহিমচন্দ্র সেন ও শৈলবালা দেবী এবং তাঁদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং মাতা মাতামহী প্রমাতামহী চিরকালের মতো অদৃশ্য শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার তুলনায় কী! সেই সকল পরিত্যক্ত বিস্মৃত অজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষ—যাদেরকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করেছে—তারাই তার শরীরক্রিয়ার নিয়ন্তা। তার পূর্ব্বপুরুষ যদি জন্ স্মিথ্ ও মেরী জোন্স্ এবং তাঁদের পিতৃমাতৃকুল হতেন তবে সে এই ক'দিনের মধ্যে এতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়ত না, তার মাথা ঘুরত না, পা কাঁপত না, গা বমি বমি করত না, সে শিশুর মতো হামাগুড়ি দিত না. রোগীর মতো দিনে দুপুরে বিছানায় পড়ে থাকত না।

কিন্তু সে যে বাদল, সে যে অতুলনীয়, সে যে নিখিল বিশ্বে এক এবং অদ্বিতীয় তার এ অনুভূতি কে ঘোচাবে? হতে পারে

সে হেরিডিটির স্রোতোমুখে ভাসমান তৃণ, আবেষ্টনের অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু কর্তৃক ক্রীড়াতাড়িত, আন্দোলিত ও মুক্তিভ্রমে ভ্রান্ত। হোক্ না সে নিরস্ত্র নিরন্ন ভাগ্যপীড়িত বন্দী, নাই থাক্ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা, পড়েই থাক্ সে অনীপ্সিত শয্যায়। অবান্তর ও তুচ্ছ তার ইংরেজ হওয়া না হওয়া; সে যে বাদল এই তার সত্য উপলব্ধি। তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা তার ব্যক্তিত্বে। হাজার পরাধীন হোক্, সে আর কেউ নয়, সে সে। সমস্ত কাট ছাঁট দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, যা irreducible, যা অক্ষয়, তা হচ্ছে, তার স্বকীয়তা। সেই তার চিতোর দুর্গ, সেই দুর্গে সে স্বাধীন নরপতি। তার ইচ্ছা যখন আবেষ্টন ও বংশানুক্রমের রাজ্যে পা বাড়ায় তখন তার পাস্‌পোর্টের দরকার হব, তখন সে অসহায় ও অবমানিত। কিন্তু তার আপন দুর্গে সে অপরাজেয়। যেখানে সে ব্যক্তি সেখানে তার মুক্তি।

আমি আছি ও আমি আমি। রোগ-শয্যায় এর অন্যথা হয়নি, মরণে এর অন্যথা হবে না। মনে মনে এই তত্ত্ব জপ করতে করতে বাদল কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে দেখল সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। নিকটে কোন গাছে ব্ল্যাক্‌বার্ডেরা তখনো ডাকাডাকি করছে। সমুদ্রের কলরোল সারাদিন অন্য সহস্র ধ্বনির নীচে চাপা পড়ে ফোঁস্‌ফোঁসাচ্ছিল, এইবার স্ফীত হয়ে মাটির উপর ছোবল মারছে। মোটরকারের হর্ন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নীচের তলায় অট্টহাসির হট্টগোল বাদলকে স্মরণ করিয়ে দিল যে বেঁচে থাকার যোল আনা আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। বেড্ সুইচ্ টিপে আলো জেলে সে দেখল টেবিলের উপর গোটা দুই তিন ওষুধের শিশি।

ইস্! ওষুধ! জীবনে অন্য কোনো জিনিসকে সে এত ঘৃণা

করে না। মিষ্টি হোক তিক্ত হোক ওষুধ হচ্ছে এমন এক জাতের খাদ্য যার স্বাদ নিতে জিভে জল সঞ্চার হয় না, যার ঘ্রাণ পেলে ক্ষুধা এগিয়ে আসে না, যা গ্রহণ করে তৃপ্তি নেই। সাধ গেলে লোকে সন্দেশ বা চকোলেট খায়, কিন্তু বাধ্য না হলে কেউ ওষুধ খায় না। বাধ্যতাকেই বাদল ঘৃণা করে, ওষুধের উপকরণকে না, ওষুধ তার বন্দীদশার স্মারক, তার স্বাধীনতার প্রমাণ নয়। এই ওষুধ সকাল বেলার সেই অশ্রদ্ধাবান ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যে বলেছিল বাদলের জন্যে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে। কাজেই বাদল এর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বোধ করল না। অমন ডাক্তারের উপর তার আস্থা নেই। সে হাত বাড়িয়ে শিশিগুলোর গলা টিপে ধরল। তারপর রোগা হাতে যতটুকু জোর ততটুকু খাটিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তার মনে পড়ল মেল্‌ভিলের আসুরিক চিকিৎসা। আহা মেল্‌ভিল্ লোকটা বড় ভালো। সেদিন যা পান করিয়েছিল স্বাধীন অনুভূতি জাগাতে অমন পদার্থ আর নেই। ওর এক আউন্স পেটে পড়লে পৃথিবী বুড়ীর শিকল গলা থেকে খসে পড়ে, প্রাণটা বাচ্চা কুকুরের মতো একবার নাচতে নাচতে ছুটে যায়, লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে, দুই পা সাম্‌নে মেলে দিয়ে ধরা দেবার ভাণ করে, কাছে গেলে অমনি পালায়। কেমন তামাসা! বাদলের হাসি পায়। মনে করতেই মনটা হালকা হয়ে আসে। গায়ে যেন খানিকটা জোরও জোটে। বাদল উঠে গিয়ে বেল টেপে।

যাকে চেয়েছিল ঠিক সেই। মেলভিল স্বয়ং। বাদল বলল, "বড্ড কাহিল বোধ করছি। একটু ব্রাণ্ডি কিম্বা—।" মেলভিল সকাল-বেলা ডাক্তার দেখে টের পেয়েছিল ব্যাপার সরল নয়। গম্ভীর-

মুখে বলল, "আপনি তো এখন আমার চিকিৎসাধীন নন্।" বাদল ক্ষ্যাপার মতো হেসে উঠে বলল, "ঐ ডাক্তারটার চেয়ে আপনার চিকিৎসার উপর আমার ঢের বেশি আস্থা, মিস্টার মেল্ভিল্।"

স্বাধীন অনুভূতির চোটে বাদল সে রাত্রে মিসেস মেল্ভিল্ বুড়ীকে ঘুমতে দিল না। থাকে থাকে সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ওঠে—"Free will or Determinism ?"

স্বপ্নবাণী

১

লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিকসের প্রশস্ত ভোজনাগারে দে সরকার সুধীকে ও মৃণালকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে। অতি সাদাসিধে ব্যাপার। যে আসছে সে একগ্লাস দুধ কিম্বা একটা আপেল কিনে একটু জায়গা করে কোথাও বসে যাচ্ছে। টেবিল ক্লথ বিহীন লম্বা সরু টেবিল। চেয়ারও তেমনি রুক্ষ। হৈ হৈ করে কত ছেলে ও কত মেয়ে খাচ্ছে এবং আড্ডা দিচ্ছে। কারুর কারুর খাওয়া সারা হয়ে গেছে। একটি খাটো সবুজ ফ্রক পরা, ছেলেদের মতো করে চুল-ছাঁটা, রোগা ছিপছিপে গড়ন, সুশ্রী মেয়ে একটা খালি টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে বসেছে ও দাঁড়িয়েছে গুটি ছয়-সাত নানান্ রঙের সুটপরা, নানা আকার ও আকৃতির তরুণ। প্রায় সকলেই সিগ্রেট টানছে, মেয়েটিও।

দে সরকার দুই হাতে করে খাবার বয়ে নিয়ে এল। সুধীকে বলল, "নিন্ আপনার হর্লিক্স্ ও মধু।" মৃণালকে বলল, "আপনি অবশ্য শাক্ত।"

মৃণালই কথাটা পাড়ল। বলল, "এমন জানলে আমি অন্য কোথাও ভর্তি হতুম না, অন্য বিদ্যা শিখতুম না। দে সরকার, আপনাকে সাবাস।"

দে সরকারের পরিপাটিরূপে কামানো মসৃণ গাল বুদ্বুদের মতো গোল হয়ে চক্চক্ করতে লাগল। তার রিমলেস্ চশমা ঝক্ঝক

করে উঠল। সে হৃষ্ট হয়ে বলল, "তবে? আমার স্কুল কি যেমন-তেমন প্রতিষ্ঠান? এই বা দেখলেন কী? চলুন আপনাকে আমার প্রিয় অধ্যাপিকার ক্লাসে নিয়ে যাই। বক্তৃতা শুনবেন না, প্রেমে পড়বেন, তাই বসে বসে নিরীক্ষণ করব।" তৎক্ষণাৎ নিজের উক্তিকে সংশোধন করে বলল, "হয়তো অধ্যাপিকার প্রতি অবিচার করলুম। তিনি বাস্তবিকই বিবেকী। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ান। তবে আমাদের স্কুলের ট্রাডিশন হল আলাদা। আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নই, আমরা সকলে সকলের সহাধ্যায়ী। আমাদের চিন্তা ও বাক্য স্বাধীন, আমাদের কার্যের উপর কেউ পাহারা বসায় না। কার চরিত্র কেমন তা নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই। আমাদের একমাত্র দায়িত্ব আমরা মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থা (economic system) সম্বন্ধে কোনো প্রকার পোষা ধারণা কিম্বা বাঁধা বুলি নিয়ে অগ্রসর হব না; বৈজ্ঞানিকের মতো মনটাকে নিরাসক্ত ও নির্দ্দয় করে কঠোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।"

সুধী বলল, "সামাজিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কার্য্যকরী হবে? ইকনমিকস্ বলে একটা শাস্ত্র বানিয়েছেন আপনারা, কিন্তু ও কি কখনো গণিতের মতো বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল হতে পারবে? ধরুন, আজ থেকে বিশ বছর পরে সূর্যগ্রহণ হবে বলতে পারা যেমন জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে সম্ভবপর, তেমনি দুবছর পরে বাজার দর কী রকম হবে বলতে পারা কি অর্থনীতি নিপুণের পক্ষে সম্ভবপর হবে মনে করেন?"

দে সরকার পকেট থেকে সিগ্রেটের কেস্ বার করে সুধী মৃণালের সামনে ধরল। মৃণাল একটি নিল।

দে সরকার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুধীর প্রশ্নের জবাব দিল। বলল, "পঞ্চাশ বছর পরে সম্ভবপর হওয়া সম্ভবপর। এই তো সবে আমাদের শাস্ত্রের উদ্ভব। এর সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেগুলিও সদ্যোজাত। মানুষের মন, মনের নিমগ্ন প্রদেশ, যূথ মনের ব্যবহার, পৃথিবীর ধন-সম্পদ, উর্ব্বরতা, কয়লা গ্যাস তড়িৎ ইত্যাদি শক্তি, এমনি কত বিষয়ে এখনো গবেষণার চূড়ান্ত হয়নি। হয়তো সূচনা হয়নি। পৃথিবীর সব দেশে ভালো রকম সেন্সাস নেওয়া হয় না, সে সব দেশের তথ্যতালিকায় গলদ যতদিন থাকবে ততদিন বাণিজ্যসংক্রান্ত কোনো ব্যাধির ডায়গ্নসিস হবে না, দাওয়াইয়ের যা ব্যবস্থা হবে তা হাতুড়ের মতো। তা বলে আমরা আপনার যোগী ঋষির মতো ধ্যানাসনে বসে শিবনেত্র হব নাকি?" দে সরকার হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল।

সুধী তর্ক করতে আসেনি। আধুনিকতার এই প্রখ্যাত পীঠ সম্বন্ধে সে দূর থেকে অনেক শুনেছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে সিড্নি ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব প্রভৃতি ফেবিয়ান (Fabian) সোশ্যালিস্টগণের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ফেবিয়ানগণ স্বদেশের যন্ত্র কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খলিত অথচ চির-অভ্যস্ত চিন্তা ও চির-প্রচলিত বিশ্বাস কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত সমাজকে ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত করে তোলবার আয়োজন করেন। তাঁদের আয়োজনের এটিও একটি অঙ্গ। সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল এই বৃক্ষের বিশেষত্ব। আধুনিক আদম এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছেন।

সুধীকে নিরুত্তর দেখে দে সরকার আর কিছু বলবে এমন সময় তার দুজন সহপাঠী তার পাশে এসে দাঁড়াল। জান জাওর্স্কি, জাতে পোল্। য়াকোব হোলস্টাইন, জাতে জার্মান ইহুদি। প্রথম

জন শালপ্রাংশু, বিশালকায়, হ্রস্বদৃষ্টি, তাম্রাভ-কেশ। দ্বিতীয় জন 'প্রমাণ-সাইজ', উন্নতনাসিক, প্রশস্তললাট, কৃষ্ণকেশ। দে সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, "তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে যে। বস, বস। পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর পিতৃদত্ত নাম দুরুচ্চারণীয়, আমরা এঁকে ডাকি নর্থ পোল বলে। আর ইনি আমাদের ভাবীযুগের সুপার-ব্যাঙ্কার। সারা পৃথিবীর ব্যাঙ্কগুলাকে ইনি একসূত্রে গাঁথবেন ও সেই মালা নিজের গলায় পরবেন। দেখ হোলস্টাইন, যতবার তোমার দর্শনলাভ করি ততবার অনুপ্রাণিত হই। আর কিছু না হয়ে উঠতে পারি তো তোমার বস্‌ওয়েল হব।"

হোল্‌স্টাইন সুধীর দিকে চেয়ে বলল, "মসিয়ো দ্য সারকারের মস্ত গুণ তিনি নিজের পরিকল্পনাকে পরের বলে চালাতে সিদ্ধহস্ত। কোনো দিন যা আমি ভাব্‌তে পারিনি ও বিশ্বাস করতে পারিনে তাই উনি আমাকে দিয়ে করাবেন, আমাকে দিয়ে হওয়াবেন। সেইজন্যে আমার মনে হয় দ্য সারকারের মুখে আপনার পরিচয় না নিয়ে আপনার নিজ মুখেই নেওয়া সমীচীন।"

সুধী হেসে বলল, "দে সরকারের উপর নির্ভর করলে আপনি আমাকে মিষ্টিক বলে জানতেন। আমি বিশেষ কিছু নই, তবে একটা অভিধা না হলে যদি পরিচয়ের অসুবিধা হয় আমি দ্রষ্টা।"

মৃণালের প্রতি লক্ষ্য করে নর্থ পোল বলল, "আর আপনি?"

মৃণাল সলজ্জভাবে বলল, "আমার মতো নগণ্য মানুষের পরিচয়? শিখছি রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ারিং। দেশে একটা মোটা মাইনের চাকরি পাবার আশা নিয়ে এদেশে আসা। দে সরকার আমার এর বেশি কী পরিচয় দেবে জানতে ইচ্ছা করে।"

দে সরকার এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে বলল, "তুমি মার্টিন কোম্পানীর রেল লাইনে পাঞ্জাব মেল চালাবে।"

মৃণাল ও সুধীকে হেসে উঠতে দেখে নর্থ পোল ও হোল্‌স্টাইন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। দে সরকার যখন তাদের খাতিরে ইঙ্গিতটাকে পরিস্ফুট করল তখন তারাও হাসিতে যোগ দিল।

২

ভিড় দেখলে ভিড় বাড়ে। দে সরকারকে ঘিরে চারজন যুবক খুব হাসছে। ব্যাপার কী? সেই যে টেবিলের উপর সমাসীন তরুণীটি সে তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হল। স্কুলের এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যাদের সঙ্গে তার যাকে বলে মাথা-নোয়ানো পরিচয় নেই। নাম হয়তো জানে না অধিকাংশের, কিন্তু মেশে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে। সুকুমার বালকের মতো চেহারা ও চাল; গোপালের মতো যার কাছে যা পায় তা খায়; অচেনা মানুষকে বলে গুড মর্নিং। সরলতা তার স্বভাবসিদ্ধ, কি, একটা ভান, তা বলবার উপায় নেই; কারণ সে কথা বলে অতি অল্প। তার প্রধান গুণ সে অপরকে কথা বলায়। সে যখনি যেখানে বসে সেখানটা হয়ে ওঠে তার সালোঁ। এক এক করে কত ছেলে জড় হয়; যে কয় জন মেয়ের স্বভাবে ঈর্ষা নেই তারাও। অনর জন্‌সন্ (Honor Johnson) ওরফে জনি কাউকে ডাকে না; কারুর দিকে চেয়ে চোখ ঠারে না, আঙুল দিয়ে ইসারা করে না—কিছু না। তার যে চেয়ারটায় বা যে টেবিলটাতে বসবার খেয়াল হল সেটাতে সে যেই বসেছে অমনি একটি না একটি ছেলে ওইখান দিয়ে যেতে যেতে তার মাথা

নোয়ানো দেখে ও গুড্‌ মর্নিং শুনে একটু আলাপ করবে ভেবে এক মিনিটের জন্যে থামল। অমনি আরো তিনদিক থেকে তিনজন এসে হাজির। প্রথম জনের মুখের কথা থাকল মুখে। অনর ওরফে জনি বলল, গুড্‌ মর্নিং। এবং কেমন নম্র মধুর ভাবে মাথা নোয়াল। সকলে করে হৈ হৈ; সে থাকে স্থির অচপল। কেউ সিগ্‌রেট বাড়িয়ে দেয়, সে কোমলকণ্ঠে বিনীতভাবে বলে, থ্যাঙ্কস্‌ ভেরি মাচ্‌। অমনি পাঁচজন একসঙ্গে দেশলাই জ্বালায়। সে যার প্রতি প্রসন্ন হয় সে-ই মনে মনে বলে, থ্যাঙ্কস্‌ ভেরি মাচ্‌।

পর্ব্বত মহম্মদের কাছে উপস্থিত হবে দে সরকার কল্পনা করতে পারে নি। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্যি সত্যি অনর। দে সরকার লাফ দিয়ে উঠল। অনর ডান হাতটি তুলে হাতের ভাষায় বলল, থাক। পাত্রগুলো ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে টেবিলের একধারে আসন নিল। দে সরকার তবু দাঁড়িয়েই থাকল। বসবার কথা তার মনে হল না। ওদিকে তার চেয়ারখানা কে বাজেয়াপ্ত করল, সে টেরই পেল না। আর একজন বলল, সিট্‌ ডাউন, ওল্ড চ্যাপ্‌, সি-ট্‌ ডাউন। তার কথা শুনে দে সরকারের যে দশা হল তা লিখে কাজ নেই। স্বর্ণ ও অনর ছাড়া সকলেই তাকে গড়াগড়ি যেতে দেখে পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি দিল। কেউ কেউ হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবে মনে হল। ইংরেজের ছেলে rag যখন করে তখন একেবারে নিষ্ঠুর। কেউ শিস দেয়, কেউ শেয়াল ডাকে, কেউ চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে মারে। তবে যাকে rag করা হল সে যদি বীরের মতো সহিষ্ণু হয় তবে তার জয়ধ্বনিও করে। ছেলেদের-rag এর চোটে কত দোকানদারের কপাট ভেঙেছে, কত পাহারাওয়ালার মাথা ফেটেছে। পুসিফুট জনসন বেচারার তো একটা চোখই গেল লণ্ডনের ছেলেদের ঢিল লেগে।

যা হোক, দে সরকার তার চোখ কান হাত-পাগুলো আস্ত আছে দেখে আশ্বস্ত হল এবং চোখের জল মোছবার চেষ্টা না করে দাঁত বার করে হাসি ফোটাল। সুধী তাকে জোর করে নিজের আসনে বসালে সে ক্রমে ক্রমে নিঃশ্বাস ফিরে পেল।

দে সরকারের পার্টি আর জমল না। মার্টিন কোম্পানীর মজা ভুলে হোল্‌স্টাইন ও নর্থ পোল সমাগত জনতার সঙ্গে খেলাধূলার প্রসঙ্গে মজে গেল। সকার (ফুটবল) খেলায় স্কটলণ্ড ইংলণ্ডকে চার গোলে হারিয়ে "কাঠের চামচ" নিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর পরে স্কটলণ্ড এতগুলি গোল শোধ দিয়ে ইংলণ্ডের উপর শোধ তুলল। উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে স্কচ্ যারা ছিল তারা তুড়ি দিল। তখন ইংরেজ যারা ছিল তারা শ্লেষাত্মক সুরে স্কটলণ্ডের প্রিয় সঙ্গীত Annie Laurie গেয়ে উঠ্‌ল:

"And for bonnie Annie Laurie
I'd lay me doon and dee."

এতে স্কচ্‌রা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সমানে যোগ দিল।

"Like dew on the gowan lying
Is the fa' o' the fairy feet,
And like winds in summer sighing
Her voice is soft and sweet,
Her voice is soft and sweet,
And dark blue is her e'e,
And for bonnie Annie Laurie
I'd lay me doon and dee."

৩

নিজের পার্টিতে পরের হাস্যাস্পদ হয়ে উপেক্ষিত ভাবে বসে থাকা দে সরকারের অসহ্য বোধ হল। সে অনরকে উদ্দেশ করে 'এক্স্‌কিউস্ আস্' বলে সুধী ও মৃণালকে নিয়ে প্রস্থান করল। পাছে তার মনে আঘাত লাগে ভেবে সুধী বা মৃণাল তাকে তার লাঞ্ছনায় সমব্যথা জানাল না। ঘটনাটা চাপা দেবার জন্যে মৃণাল বলল, "কো-এডুকেশনের আনন্দ অন্য কিছুতে নেই।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে সমর্থনসূচক প্রশ্ন করল, "নেই তো? কেমন?"

সুধী মৃদু হেসে বলল, "তার চেয়ে বড় আনন্দ সেল্‌ফ এডুকেশনের।" রঙ্গ করে বলল, "লোকে কি 'এডুকেশন' চায় হে! লোকে চায় 'কো'।" তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "ব্যাপকভাবে বলতে গেলে দল বেঁধে পড়তে বসাটাই অদ্ভুত, সেটা স্ত্রী-পুরুষেই হোক আর পুরুষে পুরুষেই হোক। কবিরা এক জোট হয়ে কবিতা লেখে না, চিত্রীরা ছবি আঁকে একা একা, গান যদিও অনেকে মিলে হয় তবু উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নিঃসঙ্গ সাধনাসাপেক্ষ। শিক্ষার জন্যে ক্লাস-ঘরে দল পাকানো তাই আমি অতি ক্লেশে স্বীকার করেছি—স্কুল-জীবনে গুরুজনের নির্ব্বন্ধে, কলেজ-জীবনে বাদলের আগ্রহে।"

দে সরকার বাদলের নাম শুনে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাদলের কী খবর?"

সুধী বিষণ্ণ স্বরে বলল, "বেঁচে আছে, ওর বেশি তো জানিনে।"

"কোথায় আছে, কী করছে, কবে দেখা হবে এ সব?

"ঐ যে বললুম।"

দে সরকার ব্যঙ্গ করে বলল, "ডুবে ডুবে জল খাবার খবর বন্ধুকে জানায় না? বিলেত দেশটা এমনি, মশাই, কা তব কান্তা কস্তে বন্ধুঃ। সেদিন বিভূতি নাগের সঙ্গে শ্যাফ্‌টস্‌বেরী য়্যাভিনিউতে দেখা। বন্ধুনী সমভিব্যাহারে ম্যাটিনিতে যাচ্ছে। একজন কালো মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এটা জানলে পাছে তার বন্ধুনী তাকে অবজ্ঞা করে কিম্বা অন্যমনস্ক পথিকদের দৃষ্টি তার রঙের প্রতি একটু বেশি রকম আকৃষ্ট হয়, সেই ভয়ে সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।"

সুধী দৃঢ়তার সহিত বলল, "কিন্তু বাদল অমন নয়।"

এর পরে অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইল না। স্কুল অফ্‌ ইকনমিক্‌সের নানা তল পরিক্রম করে ছাত্রছাত্রীর ভিড় কাটিয়ে তারা রাস্তার দিকে পা বাড়াবে এমন সময় বিপরীত অভিমুখ থেকে যাকে আসতে দেখা গেল তার নাম নাটালী। জাতিতে রাশিয়ান। রুশবিপ্লবের সময় তার পিতামাতা ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। বছর দশেক ইংলণ্ডে বাস করে সে প্রায় ইংরেজ হয়ে গেছে। তার ঢেউ খেলানো চুল মাথার পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা, ছোট্ট ঝুঁটি। তার চোখের পাতা স্বভাবত স্ফীত। তার চিবুকের নীচে আর এক প্রস্থ চিবুক (double chin)। সে স্থূলকায়া হলেও তার মুখের লাবণ্য ও তার ব্যবহারের সৌজন্য চোখ ও মন কাড়ে। সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং তার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হবে। অনরের মতো জনপ্রিয় নয়, কিন্তু একটি ছোট সীমার মধ্যে মিশতে ত্রুটি করে না। তার মণ্ডলীর মানুষ তারই মতো সীরিয়াস।

নাটালীকে লক্ষ্য করে দে সরকার দু পা পিছিয়ে গেল এবং চক্ষু

নত করল। নাটালী এক সেকেণ্ড থেমে তাকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ঈষৎ দ্রুত পদে স্কুলের পর্চ্-এ উঠে লিফ্টের অপেক্ষা করল। ঘটনাটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে মৃণাল একেবারেই টের পেল না। কিন্তু সুধীর নজর এড়াল না। মৃণালকে কিংস্ ওয়ের বাসে তুলে দিয়ে অল্ড্উইচ টিউব স্টেশনে সুধীকে তুলে দিতে যাবার সময় দে সরকার নিজের থেকে সুধীকে বলল, "বাদলকে সঙ্গে করে খিচুড়ি খাওয়ার গল্প মনে পড়ে ?"

"পড়ে।" সুধী বাদলের কথা স্মরণ করতে করতে গাঢ়স্বরে বলল।

"পদ্মর কাহিনী বলে যার কাহিনী বলবার সময় হল না, এই সেই নাটালী। বড্ড মন কেমন করছে, ভাই চক্রবর্ত্তী।"

সুধী সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "মন কেমন করার চিকিৎসা নেই। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মতো সহ্য করতে হবে, ভাই দে সরকার।"

এই বলে সুধী নিজেকেও সান্ত্বনা দিল।

দে সরকার বলল, "একজন মানুষ আর একজন মানুষের জীবনটাকেই একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে পরিণত করতে পারে কেমন করে? বায়োলজি বা সাইকোলজিতে এর উত্তর নেই। অনেক খুঁজেছি। আধুনিক মানবের পক্ষে এ এক অমীমাংসিত রহস্য। এবং যা অমীমাংসিত তা পরাভবকর। ভগবানের কাছে পরাজিত হয়েছি, প্রেমের কাছেও। উভয়কেই মেনে নিতে হচ্ছে অবোধের মতো।"

সুধী নরম স্বরে বলল, "মানুষকে অপরাজেয় হতেই হবে এমন কোনো কথা আছে কি? আর পরাজয়ে কি কেবলই গ্লানি? আত্মসমর্পণের পরমা তৃপ্তি যে মানব-অভিজ্ঞতার একটা বড় উপাদান, ভাই দে সরকার।"

দে সরকার কৌতুকের হাসি হেসে উঠল। "আবার মিষ্টিসিস্‌ম্? মিষ্টিক সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমি চাই ব্যাধির চিকিৎসা। সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির—সামাজিক মানসিক কায়িক। ক্যান্‌সার রিসার্চ চলেছে, প্রেমের রিসার্চও চলুক।"

তারা হাসতে হাসতে লিফ্‌ট্‌ দিয়ে মাটির নীচের সুড়ঙ্গে নেমে গেল।

৪

যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ সুধীর চিত্তকে সংকটারূঢ় করে রেখেছিল। প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে যায়, দেখে সূর্যের আলো সূর্যোদয়ের অপেক্ষা রাখেনি, জানালার কাঁচ ঝকঝক করছে সূর্যালোকিত গ্রহের মতো; সেই কাঁচের তেজ সদ্য উন্মীলিত চক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। সেই যে মনটা থ্রাসের সঙ্গে গান করতে শুরু করে দেয়, তারপর বেলা হলেও বিরতি মানে না। সুধী কোনো-দিন পড়ায় মগ্ন থাকে, কোনোদিন পদচারণে, কিন্তু প্রতিদিন সেই একই প্রভাতানুভূতি তার সমস্ত দিনটাকে প্রভাত করে রাখে। দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী আলোকের ক্রিয়া মনের মণিকোঠায় প্রবেশ পূর্ব্বক মনটাকে এমন ঝলমল করে দেয় যে জগতের কোথাও কিছু অস্পষ্ট থাকে না। জগৎ যেন নখদর্পণে। তার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি অনায়াসে দৃষ্টিগম্য হয়। যেন সুধী রয়েছে বিশ্ব-শতদলের কেন্দ্রে। পাপড়িগুলি তাকেই ঢেকে রেখেছিল, সেই সঙ্গে নিজেদেরকেও। অন্ধকারে যার কার্য্যপদ্ধতি অজ্ঞেয় ছিল বলে যাকে Destiny-র মতো মনে হত, আলোকে তার কার্য্যাবলী সুসম্বদ্ধ প্রতিভাত হল, সে নিয়তি নয়, সে লীলা।

ব্রহ্মাণ্ড নামক বস্তুপিণ্ডটা তো স্বচ্ছ হয়ে গেল একটা স্ফটিক গোলকের মতো। তার কোথাও দৃষ্টি বাধা পায় না। দেহের ভিতর দিয়ে যেতে X-Ray যতখানি বাধা পায় ততখানিও না। সুধীকে কষ্ট স্বীকার করে বাইরে তাকাতে হয় না। মনের পর্দ্দাটা এত সূক্ষ্ম যে একটু-খানি সরালে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হয়। অগণিত সৌরলোকে ঘর্ঘর রবে ঘূর্ণিত হচ্ছে। অপরিমিত আলোক দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে। ধ্বনির টুকরা পাখীর কলকণ্ঠে। রং-এর ফাগ ফুলে ফুলে বিকীর্ণ হল। গতিহিল্লোল জড়কে করল সচল; ধূলি মুষ্টির উপর কী মন্ত্র পড়ে দিল এক নিমেষকালের ব্যবধানে—সেই হয়ে উঠল মানুষ।

এ গেল সুধীর আনন্দ। তার বিষাদ তাকে আনন্দের প্রতি বিমুখ করতে চায়। সে আলোক বর্জ্জন করে সুড়ঙ্গে বেড়ায়। অবিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে জাগে উজ্জয়িনীর ধ্যানমূর্ত্তি। কয়েক মাস যাবৎ উজ্জয়িনীর চিঠি আসা বন্ধ। মহিমও লেখে না। দেশের জন দুই-তিন বন্ধু নিজেদের খবর দেন, আর দেন দেশের ভাব-ধারার আভাস। কিন্তু তাঁরা হয়তো উজ্জয়িনীকেই জানেন না, নয়তো জানেন না যে উজ্জয়িনীর কুশলবার্ত্তায় সুধীর প্রয়োজন আছে। Cable করে সংবাদ নেবার মতো ছেলেমানুষী সুধীর সাজে না, উদ্বেগরাহিত্য তার সাধনার অঙ্গ। যে যেখানে আছে যথাস্থানেই আছে, যেখানে যাবে যথাস্থানেই যাবে। স্বয়ং বিধাতা নিয়েছেন সকলের ভার, ভাবনাটা একা তাঁরই। আমরা কেন হস্তক্ষেপ কিম্বা চিত্তক্ষেপ করতে যাই? এ হল উদ্বেগের বিরুদ্ধে যুক্তি। কিন্তু বিষাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাটে না। বিষাদ যে অন্তরতম অনুভূতি, উদ্বেগের মতো মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। সভ্য মানবের বোঝা (white man's burden?) হচ্ছে উদ্বেগ। আর বিষাদ হচ্ছে পশুপক্ষী

ওষধি বনস্পতিরও। বিধাতা ও-জিনিসকে কী যে মূল্যবান মনে করেন, ওর অংশ তাঁর সকল সন্তানকে দিয়েছেন।

কেন স্থধীর এ বিষাদ? সে হেতু অন্বেষণ করে সন্তোষ পায় না। উজ্জয়িনী তার কেউ নয়। কোনোদিন উজ্জয়িনীকে সে চাক্ষুষ দেখেনি। উজ্জয়িনীর জন্যে উদ্বেগও তার নেই বলা চলে! বাদল যদি নিতান্তই পরাঙ্‌মুখ হয় তবে উজ্জয়িনী বোধ করবে বৈধব্যের অনুরূপ বেদনা। তার বেশি নয়। খ্রীস্টান কিম্বা মুসলমান হয়ে থাকলেও এ অবস্থায় বিবাহচ্ছেদ দাবি করতে পারত না, হিন্দু হয়েছে বলেই ও-দাবি হারিয়েছে এমন নয়। বাদলকে স্থধী মর্মে মর্মে চেনে। বাদল না করবে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, না করবে স্ত্রী বিদ্যমানে অপরা-সঙ্গ। মুখে অবশ্য সে অনেক কথাই আওড়াবে। যখন যেটা তার সত্য মনে হয় তখন সেইটেই তার মুখে ফুলঝুরির মতো ঝরে এবং ঝরতে ঝরতে নিঃশেষ হয়। দু'দিন পরে ঠিক বিপরীতটা তার মনে ও মুখে। অন্য কেউ হলে বলত বাদল ভণ্ড। কিন্তু স্থধী জানে বাদলের মন ও মুখ এক। তবে ভণ্ডতার অর্থ যদি হয় চিন্তার, বাক্যের ও কর্মের অসামঞ্জস্য তবে বাদল সম্ভবত ভণ্ড। স্থধী এখনও বুঝতে পারল না কেন বাদল ইংলণ্ডকে নিজের দেশ করবার খেয়ালে ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ থেকে প্রথম কয়েক মাস বিচ্যুত হয়েছিল। বাদলের মত মনীষীর পক্ষে ওটা কি ছেলেমানুষী হয়নি? বাদল নিজেই একদিন ভ্রম স্বীকার করবে। ভণ্ডতা নয়, ভ্রম। না, বাদল কখনো ভণ্ড হতে পারে না। ভণ্ডতার কোনো অর্থেই না। তার মনের টান বিশুদ্ধ চিন্তার দিকে। বাক্য ঐ চিন্তার নাগাল পায় না। কাজ যে পেছিয়ে পড়্‌বে এর আর সন্দেহ কি? পেছিয়ে পড়া কাজ দেখে এগিয়ে চলা চিন্তার বিচার করা অন্যায়। ছোট

বেলায় বাদলের শখ ছিল ইংরেজের দেশে ইংরেজ হয়ে বাস করতে। প্রথম কয়েক মাস সেই প্রাচীন শখের সঙ্গে তার পেছিয়ে পড়া কাজের সামঞ্জস্য ঘটল। ম্যাট্রিকের পরে বিলাতে আসা হয়ে ওঠেনি বলেই এই আপদ। কিন্তু কই কোনোদিন তো বাদল সম্ভোগের সাধ পোষণ করেনি। সম্ভোগ কি কোনোদিন তার পেছিয়া পড়া কাজ হবে? যদি হয় তবে হয়তো তা উজ্জয়িনীকে অবলম্বন করে। না হয় ধরে নেওয়া যাক বাদল অন্যানুরক্ত হল। উজ্জিয়িনীর তাতে সত্যিকার কিছু আসে যায় না। ঈর্ষা উজ্জয়িনীর স্বভাবে নেই; সে মহীয়সী।

একটা অহেতুক বিষাদ সুধীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। যেন তার নিজের নয় উজ্জিয়িনীরই বিষাদ দেশান্তরিত হয়ে পাত্রান্তরিত হয়েছে। কেন সুধীর এ বিষাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় প্রশ্ন করতে হয়, কেন উজ্জয়িনীর ঐ বিষাদ? উজ্জয়িনীর কোনো বিষাদ উপস্থিত হয়েছে কিনা সুধী সে বিষয়ে লিখিত কিম্বা মৌখিক সমাচার পায়নি, তবু তার প্রত্যয় হয়েছে উজ্জয়িনী বিষাদ-বিমৌনা। সে আর চিঠি লিখবে না। সুধী বুঝেছে, চিঠি সে লিখছিল সুধীর উদ্দেশে নয়, বাদলের উদ্দেশে। চিঠি সে পাচ্ছিল—সুধী সংক্রান্ত নয়, বাদল সংক্রান্ত। হয় বাদল সম্বন্ধে তার কৌতূহল তথা উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হয়েছে, নয় সুধী যখন বাদলের খোঁজ খবর নিজেই রাখে না তখন সুধীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে ফল কী হবে।

কিম্বা হয়তো যোগানন্দের মৃত্যু করেছে উজ্জয়িনীর লেখনীকে মূক। যে আঘাত সে পেল তা কেবল আকস্মিক হলে রক্ষা ছিল, তার আংশিক দায়িত্ব উজ্জয়িনীর। সে তার বাবাকে অন্তরের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে দিল। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হলে কি কেউ

বাঁচে? ভদ্রলোকের একমাত্র কীর্তি ছিল তাঁর এই কন্যাটি। বিয়ে সকলের হয়, এরও হল। কিন্তু সত্য সত্য পর হয় কয়টা মেয়ে? যোগানন্দেরও দোষ ছিল। তিনি মেয়েকে চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা দিতে পিতৃসাধারণ ভয় পান। কিন্তু বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবার কথা মনে আনেন নি, যে বিষয়ে পিতৃসাধারণ সম্পূর্ণ বেপরোয়া। মেয়ে স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে কোন্ বাপ ভাবেন? সে শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেই তারা কৃতার্থ। যোগানন্দ কেন ধৈর্য ধরলেন না? উজ্জয়িনীর বিশ্বাস যে তাঁর ইচ্ছানুরূপ একদিন হত এ আশা কেন হারালেন?

মৃতকে প্রশ্ন করা বৃথা। সুধী তাঁর অমর আত্মাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। সামান্য পৃথিবী, সামান্যতর আয়ু, সামান্যতম ভ্রান্তি—এ সকলের তুলনায় যোগানন্দ অনেক, অনেক বড়। পার্থিব ও সাময়িক তুলাদণ্ড তাঁর জন্যে নয়। মানব-বিচারকের ন্যায়দণ্ড মানব-সমাজের নিয়মনের জন্যে। তিনি মানব-সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

৫

দে সরকার বলেছিল, "আবার কবে দেখা হবে?"

সুধী আন্দাজে বুঝেছিল ওর একটা দীর্ঘ বক্তব্য আছে। সম্ভবত নাটালী সম্বন্ধে। বেচারা দে সরকার! একটা না একটা affair না হলে তার চলবে না; এবং প্রত্যেকটির বিবরণ তাকে অপরের কর্ণগোচর করতেও হবে।

সুধী বলেছিল, "যেদিন আপনার খুশি।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল মিসেস্

তালুকদারের পার্টিতে আসছেন তো? নিমন্ত্রণ পাননি? পাননি! রাইট্ ও। আমি এখুনি ফোন করে আনিয়ে দিচ্ছি।

সুধীর কোনো পার্টিতে যাবার আগ্রহও ছিল না, উদ্যোগও ছিল না। তা বলে সামাজিক আমোদ প্রমোদকে অসার বলে উপেক্ষা ক:বার মতো পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ সে নয়। সুবেশা নারী ও শৌখিন সুপুরুষ, রসনারোচন ভোজ্য পানীয়, অবিশ্বাস্য অথচ শ্রবণসুখদ খোসগল্প, ব্রিজ খেলার ক্রমবর্দ্ধমান উত্তেজনা—এরই নাম যদি পার্টি হয় তবে মধ্যে মধ্যে এতে নিমন্ত্রিত হওয়া কঠিন পরিশ্রমের পরে ছুটি পাওয়ার মতো। তবু তার উদ্যম কিম্বা আগ্রহ ছিল না, কারণ সারাদিনের অধ্যয়নের পর মার্সেলের মুখাবলোকন করে তার মনে হত স্বর্গ তার কত কাছে! দুটি ক্ষুদ্র বাহু দিয়ে সুধীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মার্সেল যখন জিজ্ঞাসা করে, "দা-দা-! আজ এত দেরি হল যে!" সুধী উত্তর দেয়, "এই ছাখ, চৌদ্দ মিনিট আগে এসেছি।" ঘড়ি দেখতে মার্সেল এখনো শেখেনি। তবু বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। মার্সেলের চেয়ে মার্সেলের কুকুর জ্যাকির আদর দুঃসম্বরণীয়। সেও তেমনি নিজের দু'খানা পা দিয়ে সুধীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে; কিন্তু কাপড়ে দেয় এমন কামড় যে থাপ্পড় মেরেও ছাড়ানো যায় না। এদের ছেড়ে কিসের আকর্ষণে সুধী আর একদফা পায়ে হাঁটবে বাসে উঠবে টিউবে নামবে! অত ছুটোছুটি ছুটির মতো লাগবে না।

সুধী নাচার ভাবে বলেছিল, "যেতেই হবে পার্টিতে?"

"আপনি না এলে আমি নিরাশ হব।" দে সরকার তার পক্ষে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সহিত বলেছিল। তাই থেকে মালুম হয়েছিল গরজটা কার।

সুধী মুচ্‌কি হেসে বলেছিল, "আচ্ছা।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাত্রি আটটায়, বেল্‌সাইজ পার্কের নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে সুধী যখন উপস্থিত হল, দে সরকার তখনো পৌছোয়নি। চেনা মুখ একটিও চোখে না পড়ায় সুধী একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিল, এমন সময় তার পিঠে হাত রাখল—কে? না, বিভূতি নাগ।

"হস্টেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"—অথ বিভূতি নাগোবাচ।

"তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যই ঘটেনি।" ইতি সুধী।

বিভূতি সুধীকে টেনে নিয়ে গেল, তার পায়ের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে পা ফেলে। মিসেস তালুকদার জন পাঁচেক নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন। বিভূতির সঙ্গে সুধীকে লক্ষ্য করে ভ্রূ কপালে তুল্‌লেন। তার পরে তাঁর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ স্ফীত হল এবং অধরোষ্ঠের সংযোগস্থল সেই পরিমাণে ভিন্ন হল।

বিভূতি একটা অনভ্যস্ত bow করে সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে শেখানো ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে মুহূর্ত্তের অন্য বিরক্ত করতে পারি কি, মিসেস তালুকদার?"

"অবশ্য, মিস্টার—মিস্টার—"

"ন্যাগ।"

বিভূতি গড় গড় করে আওড়ে গেল, "মিস্টার চাকারবাটী, মিসেস তালুকদার।"

তখন মিসেস তালুকদার সুধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কপট উৎসাহের সুরে শুধালেন, "হাউড্‌ইউডু।" তারপরে একান্ত অনুকম্পার সহিত বললেন, "ওঃ আপনাকে তো আমি চিনি। আই

মীন্, আপনার নাম আমি শুনেছি। আই-সি-এস্‌এ সেবার কেমন করলেন ?"

সুধী বুঝ্‌তে পারল মহিলাটি উদোকে বুধো ঠাওরেছেন। ধীরভাবে বলল, "আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

মহিলাটি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে অথচ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বললেন, "O! How silly of me! আচ্ছা, make yourself at home." এই বলে তিনি স-নাগ সুধীকে ফেলে কয়েকজন নবাগত ও নবাগতাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন।

ড্রইং রুমের একান্তে আসন নিয়ে সুধী দে সরকারের প্রতীক্ষা করল। নাগ কিন্তু তাকে ছাড়ল না। হতাশ সুরে বলল, "দেখলেন ত ব্যবহারখানা? আমার নামটা শুদ্ধ ভুলে গেছেন, আর আমি তাঁর ছেলের ক্লাসফ্রেণ্ড হিসাবে সেদিন তাঁর এখানে কল্ করে গেছি।"

উৎসব সভায় নিরানন্দ সুধী পছন্দ করে না। রেডিওর রিসিভার কানে তুলে নিয়ে সে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রইল! বিভূতি অভিমানে গজরাতে থাকল। "টাকা, টাকা, টাকা, যার টাকা নেই তার নাম নেই, তার নাম মনে পড়বে কী করে! কবি সত্যই বলেছেন, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশীঃ। বেঁচে থেকে কোনো সুখ নেই মশাই, যদি না আপনার—অন্তত আপনার বাবার কিম্বা শ্বশুরের—টাকা থাকে।"

নাগের স্বগতোক্তি বোধ হয় সে রাত্রে শেষ হত না, কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে সে হঠাৎ স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। সুধী ভাবল দে সরকার এল বুঝি। না, দে সরকার নয়। একটি অসাধারণ ফরসা প্রচণ্ড টাকওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও তাঁর অসাধারণ সুন্দরী তন্বী তরুণী ভার্যা মিসেস তালুকদার

কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হলেন। তরুণীটি দরজা থেকে সোফা পর্যন্ত যেটুকু পথ পায়ে হাঁটলেন সেটুকু দেখে মনে হল, তিনি হাঁটার চেয়ে নাচা পছন্দ করেন। পা ফেলছিলেন কোমর উঁচিয়ে ও নামিয়ে এবং হাই হীল্ জুতা পায়ে দিয়ে। তাঁর পরনের শাড়ীখানি স্কার্টের মতো খাটো। তাঁর মাথায় যদিও কাপড় ছিল তবু তাঁর বব্ করা চুল ঠিক বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল। তিনি যখন মিসেস তালুকদারের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন তাঁর মাথাটা ঘন ঘন নানা ভঙ্গীতে দুলছিল এবং চাউনি একবার মেজের উপর পড়ছিল, একবার ছাতের উপর চড়ছিল, একবার মিসেস তালুকদারের মুখের উপর থামছিল। মিসেস তালুকদার যেই সরে গেছেন অমনি বিভূতি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে তরুণীটির অদূরে দাঁড়িয়ে অসম্ভব নুঁয়ে একটি bow করল।

"O my sacred aunt! Now tell me if you are not Shyama Charan Babu's son," এই বলে তরুণীটি উঠে গিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। এক সঙ্গে তার ব্রেস্‌লেট ও বিভূতির মুখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কট্‌মট্ দৃষ্টিতে বিভূতিকে জেরা করতে লাগলেন। তরুণীটি তাঁর সঙ্গে বিভূতির পরিচয় ঘটিয়ে দিলে তিনি পৃষ্ঠপোষকের মতো তর্জ্জনী সংকেত পূর্ব্বক বললেন, "Sit down." বিভূতি কৃতার্থ হয়ে গেল। সে যতই বাংলা বলতে যায় ওঁরা বলেন ইংরেজী, অগত্যা বিভূতিও বলে বৈভূতিক ইংরেজী। বেশিক্ষণ এ সৌভাগ্য সইল না। কে এক খাস বিলিতী ইংরেজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিচিত কাউকে দেখতে না পেয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে একটা গুড্ ইভ্‌নিং ঠুকে দিলেন। তরুণী ভাবলেন সেটা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি

বিভূতির বক্তব্য আধখানা শুনে তার দিকে পিছন ফিরে নবাগতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। নবাগত কোন্ আসনে বসবেন তা নিয়ে ইতস্তত করছিলেন। তা দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাকে গম্ভীরভাবে বললেন, "Can't you make room ?"

বিভূতি মুখ কাঁচুমাচু করে গোটা তিনেক bow করল, সুধীর কাছে ফিরে গিয়ে পুনর্মূষিক হল। তারপর সেই একই আক্ষেপ, "টাকা টাকা টাকা।"

সুধী পরিহাস করে বলল, "এবার তো টাকা নয়, এবার রং।"

বিভূতি বিস্ফোরকের মতো শব্দ করে বলল, "সেই জন্যেই তো আমি কমিউনিস্ট।"

"চুপ্, চুপ্, চুপ্।"—সুধী ও বিভূতি সচকিতভাবে চেয়ে দেখল পেছনে দে সরকার দাঁড়িয়ে। সে বলছে, "আস্তে। ফুটো মোটর টায়ারের মতো আওয়াজ করবার জন্যে রাস্তা রয়েছে, এটা বৈঠকখানা।"

বিভূতি গলা নামিয়ে কাঁদকাঁদ সুরে নালিশ করে বলল, "অনেক দুঃখে ও কথা বলেছি, ভাই। পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তো কী করব বল? ডলি গুপ্ত তো একদিন আমাকেই বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। আজ না হয় সে ডলি মিটার।"

দে সরকার বিভূতিকে ধাক্কা দিয়ে একটুখানি হটিয়ে দিয়ে সুধী ও বিভূতির মাঝখানে জায়গা করে নিল। বলল, "শুনে তোমার পরে কিছু শ্রদ্ধা হল, নাগ। যদিও তোমার গল্পটা গাঁজাখুরি, তবু নিজেকে ঐ মেয়ের নায়ক কল্পনা করাতেও বাহাদুরি আছে।"

বিভূতি ফস্ করে এক হাত মেলে ধরে হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রাখ বাজি। যদি সত্যি হয় কয় গিনি হারবে? মিথ্যা হলে আমি ছাড়ব পাঁচ গিনি!"

দে সরকার নাসিকা কুঞ্চিত করে বলল, "মোটে ?"

বিভূতি লজ্জিত হয়ে বললে, "বেশ, দশ গিনি।"

দে সরকার ক্ষ্যাপাতে ভালবাসে। বলল,, "যার যত দূর দৌড় !" কিন্তু নিজে কত হারবে জানাবার নাম করল না। বিভূতি মরীয়া হয়ে বলল, "আচ্ছা, পঞ্চাশ গিনি।"

দে সরকার তামাসা করে বলল, "নীলাম ডাকছ নাকি ?"

বিভূতি নিষ্ফল আক্রোশে সুধীর দিকে চেয়ে বলল, "দেখলেন তো কাণ্ডখানা ? ওঁর ধারণা উনি একাই একজন Don Juan, ওঁর প্রণয়িনীর সংখ্যা হয় না, আর আমরা—"

সুধী হাসতে হাসতে বাধা দিয়ে বলল, "বহুবচন ব্যবহার করেন কেন ?"

দে সরকার বিভূতিকে জবাব দিতে দিল না। বলল, "যার একটি স্ত্রী ও দুটি সন্তান বিদ্যমান ডন জুয়ানী করা তার পক্ষে বেমানান।" মুখে মুখে একটা ছড়া কাটা হয়ে গেল শুনে নিজের কবি-প্রতিভায় তার আর সন্দেহ রইল না।

তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তখন বিভূতির মুখের তুলনা করলে অসঙ্গত হত না। সে যেন আকাশকে উদ্দেশ করে বলতে থাকল, "দেখলেন তো, দেখলেন তো। আমাকে বলে বেইমান।"

দে সরকার তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে বলল, "বেইমান বলিনি, বলেছি বেমানান। দূর হোক গে, কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরি। কফির কত দেরি বলতে পার হে, ডন বিভূতি।"

বিভূতি সত্যই ভালোমানুষ। হি হি করে একবার হেসে নিল। তারপর করল হো হো করে একটু হাস্য। শেষে কৃতনিশ্চয় হয়ে বলল, "আমি জানি তুমি আমাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করছিলে।

ইংরেজীতে যাকে বলে পা ধরে টানা। কেমন ঠিক্ ধরেছি কি না।"

দে সরকার তার পিঠে চাপড় মেরে বলল, "সাধে কি ডলি তোমাকে বিয়ে কররার জন্যে ক্ষেপেছিল! আমি মেয়ে মানুষ হয়ে থাকলে আমিই তোমার প্রেমে পাগলিনী হয়ে সুন্দরবনে চলে গিয়ে থাকতুম।"

একথা শুনে বিভূতির মুখের রক্তিমা তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তুলনীয় না হয়ে পোড়া ইটের সঙ্গে হল। সে ফিক করে হেসে বলল, "কী যে বল তার মানে হয় না।" তারপরে কী মনে করে সে সুধীকে সম্বোধন করে বলল, "ভালো কথা, আপনাকে বলতে ভুলে গেছলুম। ডলি মিটার কে জানেন? ··জানেন না? আন্দাজ করুন।··· পারলেন না? বলব? ওয়াই গুপ্তের মেজ মেয়ে কৌশাম্বী।·· হা হা হা।"

৬

বিভূতি কেন যে হা-হা-হা করে হাসল বোঝা গেল না, কিন্তু সুধীর হৃদয়ে ওটা ব্যঙ্গের মত বিঁধল। যোগানন্দ গেলেন মারা; কৌশাম্বীর আচরণে রইল না শোকের অভিব্যক্তি। ওটা কি তার মুখ, না মুখোস? ওই কি তার স্বাভাবিক হাবভাব, পার্টি উপলক্ষ্যে? যোগানন্দের কন্যা, উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা—কই, তার দিকে তাকালে তো ওকথা মনে হয় না? কুলপরিচয় তো তার শীলে নেই।

তবু কী রূপ! সে যেন মানবী নয়, যেন একটি চিত্র পতঙ্গ, একটি moth. কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষা ধার করে ওর সম্বন্ধে বলতে হয়, "She is a phantom of delight." কেন ওর আচরণ শোকাকুলার

মতো হবে? শোক তাকে দেখলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে পাশ কাটিয়ে পালায়।

সে যে উজ্জয়িনীর দিদি তাইতে তাকে স্থধীর আত্মীয়ার পর্যায়ে উন্নীত করল। নাই বা চিন্‌ল সে স্থধীকে, নাই বা হল তার সঙ্গে স্থধীর আলাপ, তবু সে তো উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা। বাদল এঁকে দেখলে এঁদের পরিবারে বিয়ে করেছে বলে হয়তো গৌরব বোধ করত এবং উজ্জয়িনীর প্রতি অনুকূল হত। ইনি যখন এমন রূপসী তখন উজ্জয়িনীও নিশ্চয়ই উপযুক্ত বয়সে এমনি রূপবতী হবে। এ বয়সে যদি না হয়ে থাকে তবে সেটা বয়সের দোষ। আর স্থধী তো বাদলকে এত কাল ধরে দেখল। বাদলটার সৌন্দর্যবোধ এখনো বিকশিত হয়নি। সত্যি বলতে কি,—প্রকৃতির স্তরে স্তরে যে নিবিড় সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, মুখর সূর্যাস্ত ও বাঙ্ময় মেঘ-বলাকা যে বাণী শোনবার জন্যে বিবর্তিত করতে পৃথিবীকে কোটি বছর সময় দিয়েছে, অরণ্যে কান্তারে সাগরে ভূধরে যে রসসৃষ্টি অজ্ঞাতে অগোচরে অকীর্তিতরূপে থেকেও কোনোদিন ক্ষান্তি দেয়নি, বাদল এ সম্বন্ধে নিশ্চেতন। তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক আছে মন। তাই দিয়ে সে যা গ্রহণ করে তাই তার জগৎ। উজ্জয়িনীতে হয়তো সে মনের গ্রহণযোগ্য কিছু পায়নি। কৌশাম্বীতেও হয়তো মনীষীভোগ্য কিছু নেই। তা বলে এরা নিঃস্বত্ব নয়। কৌশাম্বী যদি উজ্জয়িনীর সদৃশ হয় তবে উজ্জয়িনীর অন্য এক নাম নয়নজ্যোৎস্না।

কৌশাম্বীর সদৃশ, কিন্তু স্বভাবে নয়। স্বভাবে উজ্জয়িনী মীরার মতো। কিন্তু উজ্জয়িনীর অবস্থায় পড়লে কৌশাম্বীর স্বভাব যে মীরার মতো হত না কোন্ প্রমাণে স্থধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে?

স্থধীর মতো স্থিতধী ব্যক্তিও অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জয়িনীর

দিদিকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরে যে চমক বোধ করল সে চমক তার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দে সরকারের চোখ এড়াল না। সুধীর মতো সংযতচেতার সমাহিত মুখভাবে এই প্রথম সে চাঞ্চল্যের আভাস পেল এবং পেয়ে হৃষ্ট হইল। বলল, "কি মশাই, প্রেমে পড়ে গেলেন?"

সুধী সতর্ক হয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিল, "প্রেম ছাড়া কি অন্ত অনুভূতি সম্ভব নয়?"

"কী জানি! মিষ্টান্ন দেখলেই যেমন শিশুরা লোভে পড়ে, সুন্দরী দেখলেই তেমনি মুনিরাও love-এ পড়েন।"

বিভূতি ইতিমধ্যে কফি পরিবেশন করতে লেগে গেছে। মিসেস তালুকদারের কাছে ঐ ভার পেয়ে সে নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরাচ্ছে ও আড়চোখে ডলির দিকে চেয়ে ভাবছে, ডলিও বোধ করি বুঝেছে যে বহরমপুরে যাই হোক, লণ্ডনে বিভূতি নেহাৎ যে সে লোক নয়। দে সরকারকে দেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চাপা চীৎকারে বলল, "Coming."

অন্ততপক্ষে পঞ্চাশজন অভ্যাগত মিলে পাশাপাশি দু'খানা বড় ড্রইং রুম সরগরম করে তুলেছে। বাঙালী মাদ্রাজী হিন্দুস্থানী সিংহলী ইংরেজ দিনেমার ইহুদী ইত্যাদি নানা জাতির মানুষ জমায়েৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি স্বামীজীও আছেন। তাঁর গেরুয়া আলখেল্লা যেমন আগুল্‌ফলম্বিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশও তেমনি পৃষ্ঠদেশে লুণ্ঠিত। একটি মাদ্রাজী যুবক কেবলই মহিলাদের চারপাশে লাটিমের মতো ঘুরঘুর করছে। কেউ এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় যাবেন; যুবকটি তার জন্য রাস্তা করে দিচ্ছে। কারুর জন্যে দরজা খুলে ধরে দাঁড়াচ্ছে, কারুর কোট খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে

রাখছে। অসম্ভব গ্যালাণ্ট। একটি বাঙালী যুবক নাকটা উঁচু করে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পুরে পায়চারি করছে। তার চশমা পোষাক ও টেরি তার বাবুয়ানার তিনটি ধ্বজা। তার ধারণা তার মতো সুপুরুষ আর নেই।

ওদিকে ব্রিজ খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। মিস্টার ও মিসেস তালুকদার সার ফ্রেডুনজী বিলিমোরিয়া ও তস্য দুহিতার সঙ্গে একটি টেবিল নিয়েছেন। ডলি মিটার, তাঁর স্বামী, সেই ইংরেজটি —পরে জানা গেছে তিনি একজন কিঙ্কিঙ্কোলজিষ্ট অর্থাৎ রিজেণ্টস পার্ক চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের সামিল—এবং একটি বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা—মহিলাদের বয়সের খোঁজ করা যদিও অভদ্রতা তবু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, তিনি রাজা এড্‌ওয়ার্ডের সমবয়সিনী আর লম্বায় চৌড়ায় উচ্চতায় একটি কিউব আর তাঁর মাথায় সামান্য যে কয়টি চুল অবশিষ্ট আছে তাদের নিয়ে তিনি একটি ফুটকি রচনা করেছেন—এই চারজনে মিলে আর একটি টেবিল দখল করেছেন। তৃতীয় একটি টেবিলে খেলা করছেন একটি বর্ষীয়সী বাঙালী বিধবা (এঁর শরীরের বাঁধুনী শক্ত, সমস্ত চুল কাঁচা, রং ময়লা কিন্তু মুখে চোখে অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য, গলার স্বর মোলায়েম, আয়তন বৃহৎ), তাঁর তরুণ বন্ধু এক হিন্দুস্থানী গাইয়ে, একটি মধ্যবয়সিনী পোলাণ্ড দেশীয়া ইহুদী মহিলা (বোধ হয় হলিউডের বাতিল ফিল্‌ম্ অভিনেত্রী, পোশাক ও হাবভাব সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন) এবং আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত স্বামীজী (ইনিও সম্ভবত হলিউড ফেরৎ)।

দে সরকার কী যে উন্মাদনা অনুভব করল, বলল, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম গল্প বলব, খেলব না, কিন্তু চুলোয় যাক গল্প, আসুন এক হাত খেলি।"

সুধীও কেমন শৈথিল্য বোধ করছিল। এইটুকু সীমার মধ্যে সবাই উৎসবমত্ত, সে-ই শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে রইবে? বিশাল আকাশের তলে বিজনে বিরলে বসে থাকা এক কথা, এ অন্য কথা। সুতরাং সে দে সরকারের প্রস্তাবে সায় দিল। আর কোনো টেবিল খালি ছিল না, তারা একটা অব্যবহৃত পিআনোকে টেবিল কল্পনা করল। জন দুই পার্টনার পাওয়া কঠিন হল না। সেই নাক উঁচু করা সুপুরুষ তখনো পায়চারি করছিলেন। দে সরকার তাঁকে পাকড়াও করে সুধীর কাছে এনে বলল, "এর নাম নারসিসাস।" তারপর আর একটি বাঙালী যুবক এক কোণে এক মনে ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি পড়ছিলেন, তাঁকে পিআনোর কাছে টেনে এনে বলল, "আগে একটু খেলুন, তারপর বাজাবেন।" তাঁর নাম নীলমাধব চন্দ।

খেলতে বসল না কেবল বিভূতি নাগ ও সেই মাদ্রাজী টহলদার। এদের একজন করতে থাকল কেক, স্যাণ্ডউইচ বিলি, অন্যজন এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে বহন করতে থাকল। সকলে যখন খেলার মত্ততায় এদের উপস্থিতি বিস্মৃত হল তখনো এরা অদম্য উৎসাহে ফরফরায়মান।

আধঘণ্টা না যেতেই সার ফ্রেডুনজী গাত্রোত্থান করলেন। তিনি যে দয়া করে এসেছিলেন ও এতক্ষণ ছিলেন এজন্য তালুকদার সাহেব জানালেন কৃতজ্ঞতা; আর তিনি যে আরো কিছুকাল থাকতে পারলেন না এজন্যে তালুকদার গৃহিণী খেদ প্রকাশ করলেন। উভয়ে যেটা ব্যক্ত করলেন না সেটা হচ্ছে তাদের এই আশঙ্কা যে সার ফ্রেডুনের অনুসরণে পাছে একে একে সকল অভ্যাগত অকালে প্রস্থান করেন, এবং অকালে প্রস্থান করাকে মনে করেন ইদানীন্তন চাল।

তালুকদারেরা পরস্পরের থট্‌রিডিং জানতেন। স্বামী গেলেন সকন্যা সার ফ্রেডুনকে মোটর পর্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমন করতে, স্ত্রী চললেন ড্রয়িং রুমে অবশিষ্ট অতিথিগণকে উপবিষ্ট রাখতে। তিনি প্রত্যেককে মনে মনে বলতে লাগলেন, "না, না, না, না। ওঠবার নাম মুখে আনবেন না।" হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল তাঁর কন্যা অশোকার টেবিলে সকলেই মেয়ে, ছেলে একটিও নয়। দেখ দেখি কী আপদ! যেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, সেই দিকে বিশৃঙ্খলা। এত বড় মেয়ে, নিজের স্বার্থ নিজে বোঝে না। তবু যদি ছেলের অকুলান থাকত। মেয়ের চেয়ে ছেলেরা আহূত হয়েছিল অধিক সংখ্যায়, সমাগতও হয়েছে। জন দুয়েক রয়েছে রিজার্ভে। ওই তো ওখানে চারজন ছেলে এক টেবিলে। দেখ দেখি কী অনাচার! কী স্বার্থপরতা!

তালুকদার-জায়া ভূতলিঙ্গম্‌কে ইসারায় ডাকলেন। মাদ্রাজী টহলদার ছুটে এসে আদেশের প্রতীক্ষা করল। "মিস্টার ভূতলিঙ্গম্, আপনি কি আমাকে এতটা অনুগ্রহ করবেন যে, ওই যে ওখানে ওই কালো পোশাক-পরা চশমা চোখে ভদ্রযুবক বসে আছেন ওঁকে —ওঁর নাম মিস্টার রায়চৌধুরী—সার বি. এল, রায় চৌধুরীর মেজ ছেলে স্নেহময়—ওঁকে..."

ভূতলিঙ্গম্ কথাটা শেষ হতে দিল না। অনুগ্রহ করবে কি না তার মস্তকভঙ্গী থেকে অনুমান করা কঠিন হলেও তার ধাবমান অবস্থা থেকে সপ্রমাণ হল। ফলে স্নেহময় পরিমিত পদক্ষেপে স্বীয় মর্যাদা প্রকট করতে করতে মিসেস তালুকদারের সম্মুখীন হল। নাকটা তার বাস্তবিক উঁচু নয়, এই সভায় কেউ তাকে সম্যক সম্মান দেখাল না দেখে সেও তার অবজ্ঞাজ্ঞাপন করছিল ভাষাযোগে নয়,

নাসাযোগে। গৃহকর্ত্রীর বিশিষ্ট আহ্বানে তার নাসিকা নিম্নগতি হল, কিন্তু সে তাঁকে ক্ষমা করল না।

মিসেস তালুকদার বানিয়ে বললেন, "তুমি কখন এলে স্নেহময়? অশোকা তোমার কথা কতবার জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার খোঁজ না পেয়ে অন্য কোনো ছেলেকেই তার পার্টনার করতে চাইল না। শেষকালে ওই দেখ ব্যাপার! দেখলে তো? এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো তোমার কোনো সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এস দেখি।"

স্নেহময় এবার কিছু চঞ্চল চলনে স্বস্থানে ফিরল এবং অপরিচিত হলেও সুধীকেই মনোনয়ন করল। সুধী হঠাৎ কোন পুণ্যফলে মিসেস তালুকদার কর্তৃক স্মৃত হল তা বুঝে উঠতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মতো স্নেহময়ের অনুসরণ করল। মিসেস তালুকদার ইতিমধ্যে অশোকার সঙ্গিনীদের মধ্যে দু'জনকে স্থানান্তরিত করবার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। পুরুষ মানুষের খেলার সাথী হবার প্রস্তাবে তারা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছে, উল্লাস গোপন করতে পারে নি। অবশ্য মুখে বলেছে, "ওঃ, খেলাটা চমৎকার জমেছিল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা রাবার হত।"

মিস অম্বল ও মিস খান্নাকে অপ্রার্থিত রূপে পেয়ে দে সরকার ও চন্দ কৃতজ্ঞ হল কি না বলা যায় না, কিন্তু সুধী ও স্নেহময় যে অশোকা ও কুন্তলার জন্য নির্ব্বাচিত হল এতে দে সরকার হল কুপিত এবং চন্দ হল দুঃখিত। সুধীকে তার ভালো লেগেছিল। প্রথম দর্শনে তার মনে হয়েছিল এই মানুষটি তার সমধর্ম্মা। সুধীর সান্নিধ্য তাকে পরিতোষ দিচ্ছিল।

কুমারী অশোকা তালুকদার সুধীকে প্রতি-নমস্কার করে তার পার্টনার হতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্নেহময়ের ইংরেজী

অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করতে ভুলে গেলেন। এতে স্নেহময়ের প্রতি অভিমান প্রকাশিত হল কি সুধীর প্রতি সম্মানাধিক্য, স্নেহময় ও সুধী তাই নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। স্নেহময় বোধ করি ভাবছিল, সুধীকে মনোনয়ন করে সুবুদ্ধির কাজ করেনি। প্রথম দর্শনে সুধীকে সে সাধু সন্ন্যাসী জাতীয় বলে সাব্যস্ত করেছিল। যেন সুধী মেয়েমহলে অতীব কৃপার পাত্র।

সুধী একটু ইতস্তত করল। বলল, "আপনার আদেশ অমান্য করব না, কিন্তু যদি বলে না রাখি যে আমি ব্রিজ খেলায় অনভ্যস্ত তবে হয়তো প্রবঞ্চনা করা হবে।"

একথা শুনে কুমারী কুন্তলা দত্ত—ইনি অশোকার থেকে বয়সে বড়, সুধীর থেকেও—রঙ্গ করে বললেন, "প্রবঞ্চনাটা আমার প্রতি না হয়ে অশোকার প্রতি হলেই আমি খুশি হই।"

অশোকা সুধীকে অভয় দিল। আর সেই সঙ্গে স্নেহময়ের নাসিকার ভাব পরিবর্তিত হল। তা দেখে কুন্তলার মনে যেটুকু আশার সঞ্চার হয়েছিল সেটুকুও হল অন্তর্হিত। কিন্তু তাতে তার মৌখিক উল্লাসের ব্যতিক্রম হল না। সে তাসগুলোকে বিলাতী হাতপাখার মতো সাজিয়ে চোখের সুমুখে ধরে ডাক দিল থ্রী নো ট্রাম্পস্। স্নেহময়ের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অশোকার যাতে হার না হয় এজন্যে সুধী সাতিশয় অভিনিবেশ এবং চিন্তাকুলতার সহিত খেলতে লাগল। যেন খেলা নয়, সংগ্রাম। কাজ কিম্বা খেলা যেটাই হোক যেটা করতে হবে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। এমনিতেই সুধীর এই বিশ্বাস। তার উপর অশোকার প্রতি দায়িত্ব। সুধীর পরাজয়ের ভরসায় স্নেহময়ও খেলায় মন দিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল

যে জয়লক্ষ্মী ও অশোকা একসঙ্গে দু'জনেই তার পক্ষপাতী হবেন। কুন্তলার নিপুণতায় তার আস্থা ছিল না বলে তাকে সে ক্রমাগত ডামি করতে থাকল।

ওদিকে দে সরকারদের দল পিআনো পরিত্যাগ করে একটা টেবিল দখল করেছে। ওদের খেলা আদৌ জমছিল না। ওরা বার বার জোড় বদলাচ্ছিল। একবার মিস খান্না ও দে সরকার। একবার মিস অম্মল ও দে সরকার। দু জনের একজনকেও দে সরকারের মনে ধরছিল না। ওরা যে সুন্দরী নয়, এই এক অপরাধে ওদের সঙ্গে খেলতে দে সরকারের প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। চুরি করে দেখছিল সুধীর কী হাল। দেখছিল সুধীর সমস্ত মন খেলায়, কিন্তু অশোকার অর্দ্ধেকটা মন সুধীর মুখমণ্ডলে। সুধী স্নেহময়ের মতো সুপুরুষ নয়, সমাজেও মেশে না। তার অপরূপ পরিচ্ছদ তাকে অপাংক্তেয় করে রাখে। তবু তার ললাটের আভা, দৃষ্টির সৌম্যতা ও মুখের মৌনভাব অশোকাকে তার প্রতি সভয়ে আকৃষ্ট করছিল।

দে সরকার একচক্ষু মুদ্রিত করে অন্য চোখে দুষ্টু হাসি হাসল। মুনিবরের তপোভঙ্গ আসন্নপ্রায়।

৮

বারম্বার পরাজিত হয়ে স্নেহময় হঠাৎ এক সময় "Bad Luck" বলে আসন ছেড়ে উঠল ও অশোকার প্রতি ভঙ্গীপূর্ব্বক bow করে সুধীর দিকে অনুকম্পার সহিত ডান হাত বাড়িয়ে দিল। উভয়কে

একত্রে বলল, "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স। May your partnership prosper!" উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করল না।

"বাবু যত বলে পারিষদ্‌দল কহে তার শত গুণ।" কুন্তলা দত্তও গাত্রোত্তোলন করলেন। ঐ কার্য কিঞ্চিৎ শ্রমসাপেক্ষ। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি সুধী ও অশোকাকে একসঙ্গে বললেন, "বাস্তবিক আপনারা অসাধারণ কো-অপারেশন দেখিয়েছেন। যেন দুই জনের এক মন এক হাত। প্রশংসা না করে পারা যায় না, মিস্টার চাকারবাটি ও মিস টালুকডার।" তাঁর গতি স্নেহময়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

সুধী অবাক। অশোকা অশোকা পুষ্পের মতো আরক্ত। সুধীর মনে হল যেন তার বিদায়ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অতিথির দীর্ঘীকৃত উপস্থিতি গৃহস্থের হর্ষবর্দ্ধন করবে না। সে অশোকাকে একটি নীরব নমস্কার করে ধীরে ধীরে সরে গেল।

তার মনের মধ্যে স্নেহময়ের উক্তি ফিরে ফিরে পুনরুক্ত হচ্ছিল। কী অর্থে ও কেন স্নেহময় অমন উক্তি করল? বক্রোক্তি নয় তো? অশোকা দেবী কী ভাবলেন? অশোকার সঙ্গে স্নেহময়ের প্রাক্তন সম্বন্ধ সুধীর জানা ছিল না, থাকবার কথা নয়। স্নেহময় যে মিসেস তালুকদারের অভীষ্ট জামাতা ও অশোকা যে স্নেহময়ের প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে ঠিক অপ্রসন্ন ছিল না সুধী কেমন করে তা জানবে? একদিন অশোকা দেখতে পেল স্নেহময় একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে একটু মিঠে ইয়াকি করছে। অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েটি কে?" স্নেহময় বলল, "A flame of mine." ভেবেছিল, অশোকা ওটাকে পরিহাস বলেই গ্রহণ করবে। ভেবেছিল, অশোকা যখন কয়েক বছর থেকে ইংলণ্ডে আছে তখন সে দস্তুরমতো modern girl. কিন্তু

দেশ পরিবর্ত্তনে সংস্কারের পরিবর্ত্তন হয় না। অশোকা সেই দিন থেকে স্নেহময়ের প্রতি বিরূপ। স্নেহময় সে জন্যে কেয়ার করে বলে তার ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্ত করল না। মিসেস তালুকদার উৎকণ্ঠিত হয়ে কতবার নিজের পার্টিতে তাকে ডাকলেন ও পরের পার্টিতে তাকে ডাকালেন। তার নাসিকা ক্রমশ হিমালয়ের মতো উচ্চ হল। কিন্তু অশোকার হৃদয় থাকল চাঁদের মতো সুদূর।

চিন্তান্বিত ভাবে সুধী কখন গিয়ে ওভারকোট গায়ে দিল ও সদর দরজা খুলতে হাত বাড়াল। এমন সময় পিছু ডাকল দে সরকার। "হে যোগীবর! একটু দাঁড়ান।" কাছে এসে পিঠে হাত রাখল। "যোগীদের তৃতীয় নেত্রটা সামনের দিকে না হয়ে পশ্চাদভাগে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। যাকে পিছনে রেখে চললেন তার হৃদয়টা যে মট্ করে ভেঙে গেল সেটা চোখে পড়লে একাগ্রতার ব্যাঘাত হত, কিন্তু একেবারে যোগী না হয়ে একটু মানুষের মতো হতেন।"

হাসির কথা এমন গম্ভীর ভাবে বলতে দে সরকারের জুড়ি নেই। সুধীর প্রাণেও তার হাসির হাওয়া লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কার হৃদয় ফট করে ফেটে গেল?" দে সরকার রাস্তায় পা বাড়িয়ে উত্তরে বলল, "দিন, দিন, আপনার তেসরা চোখটা আমাকেই দিন।" মুক্ত হাওয়া ও ক্ষীণালোকিত অন্ধকার তাদেরকে আর এক লোকে উপনীত করল। একটা ভিখারী একলা অন্তরীক্ষকে গান শোনাবার বায়না নিয়েছে। গানের ভাষা পরিস্ফুট নয়, কিন্তু সুর সুধীকে ও দে সরকারকে ছুঁয়ে গেল। পরস্পরকে তারা বিনা কথায় বলল, "চুপ চুপ চুপ। চুপ চুপ চুপ।"

আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্টেশনে এসে সুধীর মনে পড়ল দে সরকারের প্রেমোপাখ্যান শুনতে হবে। বাসায় ফেরবার ত্বরা ছিল না। বলল,

যদি কোনো অসুবিধা না বোধ করেন, আসুন আমাকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে দিন্। হীথের ধার ধরে Spaniards ছাড়িয়ে গোল্ডর্স গ্রীনে গিয়ে আপনাকে ট্রেনে তুলে দেব ও আমি বাস নেব।

দে সরকার খুশি হয়ে সুধীর সাথী হল। দুজনেই ভুলে গেল ব্রিজ পার্টির কাহিনী। দে সরকার তার স্মৃতির মন্দিরে আবাহন করল তার নাটালীকে। সুধী অবগাহন করল উজ্জয়িনীর ভাবনায়। নিঃশব্দে চড়াইয়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হাতে থাকল উভয়ে। অনেক ক্ষণ পরে সুধীর চেতনা ফিরল। সে হেসে বলল, "পথ যে শেষ হতে চলল দে সরকার। আর দেরি করবেন না, কাহিনী শুরু করুন।"

দে সরকার জোর করে সংকোচ কাটাল। বলল, "নাটালীরা রাশিয়া ছাড়ে রুশ-বিপ্লবের সময়। ওদের আশা ছিল, বছর না ঘুরতেই কোল্চাক ডেনিকিন দেশ দখল করবে আর লেনিন-ট্রট্স্কি প্রাণত্যাগ করবে। এই শেষেরটা সম্বন্ধে নাটালীর মা-বাবার গবেষণার অন্ত ছিল না। ওরা কোনো দিন ট্রট্স্কিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় গুলি করত, যেহেতু ট্রট্স্কি হচ্ছে বীর। আবার কোনো দিন লেনিনকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাত, যেহেতু লেনিন হচ্ছে কাপুরুষ। বছরের পর বছর যায়, নাটালীদের প্রত্যাবর্ত্তন আর ঘটে না। ওর মা এক বোর্ডিং হাউস খুলে বসলেন আর ওর বাবা ফেঁদে বসলেন এক রাশিয়ান ikon-এর ব্যবসা। পলায়নের সময় যেটুকু স্বর্ণ সঙ্গে এনেছিলেন রাশিয়ান প্রিন্স ও প্রিন্সেস্‌রূপে ঐ দিয়ে বেশিদিন চলল না। অবস্থার সঙ্গে যাতে বেমানান না হয় সে জন্যে ইতর লোকের মতো মঁসিয়ে মাদাম স্টানিস্লাভ্স্কি নামে পরিচয় দিলেন। শুনছেন তো চক্রবর্ত্তী?"

সুধী সত্যই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লজ্জিত হয়ে বলল, "Ikon-এর ব্যবসা করেন নাটালীর বাবা। তারপর?"

"তারপর থেকে মঁসিয়ে স্টানিস্‌লাভস্কি এই তাঁর পরিচয়। লেনিন মারা গেলেন, স্টালিন হলেন ছত্রপতি। কিন্তু মঁসিয়ে রাত্রে যখন নিজের মতো অন্যান্য রাশিয়ান পলাতকদের সঙ্গে সামোভার নিয়ে বসেন তখন নিত্যকার নিরাশার পাত্রে পুরাতন আশাকে অভিষিক্ত করেন। স্টালিন রাইকভ জিনোভিয়েফ একে একে নিববে দেউটি। এই উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড এক আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র ikon-এর ব্যবসার তলে তলে চলেছে। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কী? তাই আপনাকে জনকয়েক প্রসিদ্ধ ইংরেজ সম্পাদক ও ক্যাপিটালিস্টের নাম করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করলুম। এঁদেরকে সম্পাদক পাড়া ও ব্যাঙ্ক পাড়ার মধ্যবর্ত্তী লাডগেট সারকাসে স্টানিসলাভস্কির ikon-এর দোকানে মূর্ত্তি পরীক্ষা করতে নিযুক্ত দেখে কেউ কখনো সন্দেহ করতে পারে না যে ওটা এঁদের rendezvous।"

সুধী আবার অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। বলল, "ঠিকই বলেছেন। জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কী? আমরা শুধু জানতে চাই, জাহাজের ব্যাপারীর মেয়ে আদার ব্যাপারীর সঙ্গে কোন্ সূত্রে গ্রথিত।"

৯

গৌরচন্দ্রিকাটা সংক্ষিপ্ত করে দে সরকার বলল, "তবে শুনুন। আমার এক বন্ধু সেই বোর্ডিং হাউসে থাকবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম। জানতুম না যে আমারই ক্লাসের একটি অপরিচিত মেয়েরও বাড়ী সেটা। নাটালীকে সেখানে দেখে পাঁচ মিনিটে আলাপ হয়ে গেল। ওঃ, আপনি এখানে থাকেন? ওঃ আপনি। বন্ধুর দৌত্যের প্রয়োজন হল না। তাতে তিনি একটু

ক্ষুণ্ণ হলেন। আরো ক্ষুণ্ণ হলেন নাটালী যখন তার মায়ের সঙ্গে চা খাবার জন্যে আমাকে উপরে নিয়ে গেল—এবং আমার খাতিরে আমার বন্ধুকেও। মাদামের সঙ্গে সেদিন ফরাসীতে কথা কয়ে তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে পড়লুম। ইংরেজী তিনি মাত্র কয়েকটি কথা শিখেছেন সাত আট বছরে। Stalin die. I go. Again princess,"

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। হেসে উঠল। গল্পটা জমে আসছে জেনে দে সরকার পুলকিত হল। কেউ তার বক্তব্য এক মনে শুনছে জানলে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। অন্তরে উৎসাহ পেয়ে সে গল্পের খেই যেখানে ছেড়েছিল সেইখান থেকে ধরল।

"রাগ করে দত্ত মজুমদার ও বাড়ী থেকে উঠে গেল। অথচ ওর স্থান পূরণ করবার মত ধনবল আমার ছিল না। মাদামের অনুরোধ আমি রাখতে পারলুম না। নাটালী বুঝল, তার মা বুঝলেন না। তাঁর ধারণা, ভারতীয় হলেই ধনী হয়। সেই যে তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি হারালুম তারপরে তাঁর বাড়ী যাওয়া পীড়াকর বোধ হল। নাটালীকে বললুম। সে বলল, পর্ব্বত এখন থেকে মহম্মদের ওখানে যাবে।

নাটালী তাঁর মায়ের শ্রমনির্ভর ছিল না। কয়েক বছর একটা পশুলোমের দোকান একলা চালিয়ে অবশেষে সে তার এক সখীকে পার্টনার করে আধুনিক ব্যবসায়-পদ্ধতি শিক্ষা করবার সময় পেয়েছিল। নিজেকে এফিসিয়েন্ট করা ছাড়া তাঁর অন্য চিন্তা ছিল না। নিজে যে পরিমাণে তৈরি হবে জীবনের প্রত্যেক কাজে সেই অনুপাতে সফল হবে এই ছিল তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। নারী ও পুরুষের কর্মগত পার্থক্য সে মানত না। আজকালকার কয়জন মেয়ে মানে? সে বলত, কোনো কাজের গায়ে এমন কোনো ছাপ মারা নেই যে এটা

মেয়ের কাজ, ওটা পুরুষের কাজ। মেয়ের মধ্যে জননী হবার সম্ভাব্যতা ও পুরুষের মধ্যে জনক হবার সম্ভাব্যতা রয়েছে—তাই বলে সব মেয়েকেই মা হতে হবে, আর বাপ হতে হবে সব পুরুষকেই, এটা হল বর্ব্বর মনের যুক্তি—সেই যুগের যুক্তি যে যুগে লাখ লাখ শিশু অযত্নে ও অনাহারে মরত বলে সমাজ লাখ লাখ শিশুকে জীবনক্ষেত্রে নামাত। এখনকার দিনে মা হতে যারা চায়, বাপ হতে যারা চায়, তারা নিজেদের কাজ আপসে ভাগ করে নিক, কিন্তু এই কাজটা মেয়েলি, ঐ কাজটা পুরুষোচিত, এরূপ ফতোয়া কেউ জারি করতে পারবে না।"

সুধী ও দে সরকার এতক্ষণে Spaniards Road-এ এসে পড়েছিল। একটা বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হয়ে ছুটন্ত মোটরকার ও দুধারের আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। রাস্তার দু দিকের হীথ উপত্যকার মতো নিম্নগামী ও অরণ্যভূষিত। দিনের বেলা হলে ওরা বনপথ দিয়ে যেত। এখন যাবে নর্থ-এণ্ড রোড দিয়ে।

"অথচ," দে সরকার পূর্ব্বানুবৃত্তি করল, "ওর মধ্যে মেয়েলিয়ানা ছিল ষোল আনা। সে যখনই আমার গ্যারেটে পা দিত তখন শিউরে উঠে বলত, আ-হা-হা-হা। ওটা অমন হবে না, এমন হবে। সেটা ওখানে থাকবে না, এখানে থাকবে। আমি চাই একটু সঙ্গসুখ, একটু আদর করতে ও পেতে। কিন্তু তার সমস্ত মন আমার ঘরের আসবাব বই বাসন ও বসনের উপরে। এটা ঝাড়ে, ওটা ভাঁজ করে, সেটা জল দিয়ে ধুয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। আমি ওর সাহায্য করতে চাইলে ভাগিয়ে দেয়। বলে, ঘরখানাকে যা করে রেখেছ তা থেকে তোমার সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নেই। আমি ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলি, এসব মেয়েলি কাজে আমার

সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে ভ্রান্তি কি আমারই আছে? তবে শিভ্যালরী আমাদের ধর্ম—! সে এমন ভাবে চোখ পাকায় যে আমার মুখের কথা মুখে থেকে যায়। উম্মার সঙ্গে বলে, অনেক পুরুষ যা পারে তুমি তা পার না। অনেক মেয়ে যা পারে না, আমি তা পারি। ক্ষমতা অক্ষমতার লিঙ্গভেদ নেই, মঁসিয়ে দ্য সারকার।

যাক, আদত কথা, সে যতক্ষণ আমাকে সঙ্গদান করত, ততক্ষণ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্ক্রিয় করে রাখত। দংশন করতে দিত না। আমার হৃদয়ের মধ্যে কত কামনা জাগত; কিন্তু ওর হৃদয়ে তার রং লাগত না। আমি ইঙ্গিতে যা বলতুম ওর কাছে তার সাড়া পেতুম না। যে সব ভিক্ষা খুব স্পষ্ট ভাষার চাওয়া যায় না তাদের সম্বন্ধে আমি সিম্বলিস্ট। আমি তার চোখের সুমুখে চোখ নিয়ে যাই, এই পর্যন্ত আমার overture. উৎসাহ না পেলে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতেও লজ্জা বোধ করি। এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—"

দে সরকার একটা সিগরেট ধরাল। নিজের খরচে সিগরেট খাওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। মূলধন স্বরূপ গুটি কয়েক রাখে, যার কাছে একটা দিলে পাঁচটা পাওয়া যায় তেমন লোকের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুধীর সঙ্গে পড়লে বহু কুণ্ঠার সহিত মূলধন ভাঙতে হয়।

"এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—পুরুষ আছে—যারা রসের উপর জুলুম খাটায়। তারা প্রার্থী নয়, তারা প্রভু। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে তারা এদের sadism-কে পছন্দ করে ও প্রশ্রয় দেয়। উভয় পক্ষই হাতে হাতে কামনার চরিতার্থতা পায়। পশুর মধ্যেও যেটুকু প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করি সেটুকু এদের মধ্যে নেই। থাকলে কি মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তি সনাতন ও সাধারণ হত?"

সুধী বলল, "আসুন এবার উঠি।"

"হাঁ, ওঠা যাক। আর অল্প বাকি।"

চলতে চলতে দে সরকার বলল, "নাটালী যে কোন্ শ্রেণীর মেয়ে তাই অধ্যয়ন করতে আমার অনেক দিন গেল। আগেই বলেছি, সে ষোল আনা মেয়ে। অর্থাৎ তার স্বভাবে পুরুষভোগ্য সমস্তই আছে। অধ্যয়নের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে, সে আমার বর্ণিত শ্রেণীর। রুশ ভালুকের মেয়ে, আর কত হবে। Ivan the Terrible তার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁর সঙ্গে তার কয় পুরুষের ব্যবধান? আর আমি বাঙালী! আমার পূর্ব্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, সহজিয়া, চৈতন্যপন্থী। আমরা যাকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে এসেছি সে হচ্ছে রস। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে আমরা ষণ্ড নাই।"

সুধী হেসে বলল, "কে যেন বলেছে আমরা চড়াই পাখী।"

ও কথা কানে না তুলে দে সরকার বলে গেল, "কিন্তু আমি অন্যায় করছি। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাকে জাতির ঘাড়ে চাপালে সান্ত্বনা পেতে পারি, কিন্তু শক্তি পাইনে। সোজাসুজি স্বীকার করলে শক্তি পাই। মোট কথা, যাকে বলে virile, আমি তা নই। আর নাটালী তাই। আমি যদি দুবেলা মিষ্ট কথা ও শিষ্ট আচরণের সাধনা না করে বক্সিং শিখতুম ও কাঠখোট্টার মতো ব্যবহার করতুম তবে বোধ হয় এই কাহিনী অন্য রকম করে বলতে পারতুম। কিন্তু তখনকার দিনে আমি ছিলুম পুরুষমানুষের পক্ষে অতিরিক্ত vain. আমি ভাবলুম, নাটালী আমার প্রতি আকৃষ্ট হল আমার কী দেখে? বাহুবল নয়। যার দ্বারা তাকে পেয়েছি তারই দ্বারা তাকে রাখব। পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এই ভেবে আমি লেগে গেলুম যা আমার মতে আমার শ্রেষ্ঠ গুণ তারই চর্চ্চায়। তা হচ্ছে আমার স্টাইল! আমি স্টাইলিস্ট।"

সুধী বাধা দিয়ে বলল, "তার মানে?"

"তার মানে?" দে সরকার সুধীর অজ্ঞতায় আশ্চর্য হয়ে বলল, "তার মানে আমি কায়দামাফিক হাসি ও কাঁদি, কথা বলি ও পোশাক পরি, হাঁটি ও দাঁড়াই। আমি কেবল অঙ্গের প্রসাধন করিনে, প্রসাধন করি অঙ্গভঙ্গীরও। শেষে এমন হল যে ট্রেনে যেতে যেতে স্থানকালপত্র বিস্মৃত হয়ে নাটালীর সাক্ষাতে যে অভিনয় করতুম তার মহল্লা দিই। ফলে কয়েকবার নাকাল হতে হল। কিন্তু নাকাল হলেই যথেষ্ট ছিল।"—দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "ঐ বুঝি গোল্ডার্স গ্রীন হিপোড্রোমের আলো দেখা যাচ্ছে। এবার সংক্ষেপ করি।

"নাটালীর আসা-যাওয়া বিরল হয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। এদিকে আমিও তাকে সত্যিই ভালবেসেছি। অর্থাৎ তাকে না দেখলে আমার দিনটা ব্যর্থ যায়, তার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ আমার মনটা পায়রার মতো বকম বকম করতে থাকে। সে আমার এত কাছে—আমরা দুজনে এত নির্জ্জন যে ভাবতে বুকের ভিতর হাতুড়ির প্রহার চলে। আহা, আমি যদি পাগল হয়ে থাকতুম তা হলে আমার সাবধানী প্রকৃতির শাসন উপেক্ষা করতুম। কিন্তু সাহস —বুঝলেন চক্রবর্ত্তী—সাহস আমার নেই। বাহুবলের অভাব একটা মিথ্যা ওজর। পৌরুষের প্রথম কথা হচ্ছে সাহস। নাটালী আমার চরিত্রে এই সাহস জিনিসটি বিকশিত করবার জন্যে আমাকে দিনের পর দিন সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এমনি নির্ব্বোধ আমি, নারীকে আমি বাকচাতুরী ও নাটকীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা জয় করবার আশা পুষেছি।

অবশেষে একদিন—সে দিনটি আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে—নাটালী আমাকে নিমন্ত্রণ করে মারগেটের সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে নিয়ে গেল। জনমানবের অগম্য একটি গুহা, এক দিকে তরঙ্গের লম্ফ, অন্য দিকে সমুচ্চ তটপ্রাচীর। তটপ্রাচীর যেন দুই বাহু তুলে আমাদের অভয় দিয়ে বলছিল, আমি পাহারা আছি। মা ভৈঃ। নীলাকাশ ছাড়া কৌতূহলী দৃষ্টি কারো ছিল না। চক্রবর্ত্তী, আপনি কি অন্তরে গ্লানি বোধ করছেন?"

সুধী ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

"দেখুন," দে সরকার কৈফিয়তের সুরে বলল, "আমার মরাল ফিলসফির প্রথম সূত্র হচ্ছে, দুইপক্ষের যদি সম্মতি থাকে তবে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ সমাজের আপত্তি থাকা অনুচিত।"

সুধী বলল, "তৃতীয় পক্ষের স্বপক্ষে যুক্তি আছে, কিন্তু আজ আমি বক্তা নই, শ্রোতা। নির্ব্বিঘ্নে বলে যান।"

দে সরকার আর একটা সিগরেট ধরাল। বলতে তার দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। বাহ্য বস্তুর সাহায্যে যদি দ্বিধা দূর হয়।

"সেদিন আকাশে একখানিও মেঘ ছিল না। সূর্যের আলোতে আর ঢেউয়ের ফেনাতে মিলে রামধনু রচনা করছিল! মৃদুল বায়ু সৈকতে শীকর ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। নাটালীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে আমারই দিকে চেয়ে কী চিন্তা করছে। তার চিন্তা যে কী হতে পারে যেই ওকথা কল্পনা করলুম অমনি আমার যেন কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেবল হৃৎকম্প নয়, দেহের যতগুলো য়্যাটম্ ছিল এক সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে লাফাতে শুরু করে দিল।"

এতক্ষণে তারা স্টেশনের খুব কাছে এসেছিল। এগারোটা বাজে। সুধীর ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু দে সরকারের ভাব থেকে মনে হচ্ছিল

না যে সুধীকে সে সকালে ছুটি দেবে। দে সরকার সাম্‌নে একটা রেস্তরাঁ দেখে সুধীর জামায় টান দিয়ে বলল, "আসুন, একটু পান করা যাক্। না, না, ভয় নেই আপনার। আমার ইচ্ছে থাকলেও অর্থ নেই। গান্ধী-অনুমোদিত পানীয় ফরমাস্ করব।" গরম দুধ, তাতে এক ফোঁটা কোকো। ঘ্রাণ বিনোদনের জন্যে। সুধী আপত্তি করল না।

"তারপর," দে সরকার এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে বাঙালীর মতো দেখতে কেউ নেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, "তারপর কী বলছিলুম? বৈষ্ণব গোস্বামীদের মতো আমার মুহুর্মুহু স্বেদ আর কম্প হতে লাগল। কিন্তু মূর্চ্ছা হ'ল না। খুব শীত করলে যেমন বাচাল হয়ে কতকটা আরাম বোধ করা যায় এই দশায় আমি তেমনি বক্ বক্ করতে লাগলুম। নাটালীকে আপনি দেখেছেন। তার রূপ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে সে কয়েক মাসের মধ্যে অত্যধিক মোটা হয়েছে। তন্বী সে কোনো দিন ছিল না, কিন্তু তার শরীরে পুষ্টির অতিরিক্ত মাংস ছিল বলে মনে হয় না। তার মাংসপেশীগুলি বেশ আঁটসাট ছিল আর তার চিবুক ছিল এক থাক্। আমি তার কী দেখে ভালোবেসেছিলুম? তার আকৃতির সর্ব্বত্র সঞ্চারিত দীপ্তি। সে যেন একটি নক্ষত্র। আর তার আকারের শক্তিশালিতা। সে যেন রোমানদের কোনো দেবী। দৈহিক বল ওর থেকে আমার বেশি। বোধ করি যে-কোনো মেয়ের থেকে বেশি। কিন্তু বল ও শক্তি এক জিনিস নয়। নইলে শাক্তরা স্ত্রীদেবতার উপাসনা করতে লজ্জা বোধ করতেন।

"আমি বক্ বক্ করতে লাগলুম। করতে করতে লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ সে কলের বাঁশীর মতো চীৎকার করে দুই হাতে

মুখ ঢাকল। আমি হতভম্ব ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলুম। আমার চোখে পড়ল দূরে একটি মানুষ পায়চারি করতে করতে সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করছে। আমি যদি আর্য ঋষি হতুম তবে ঐ হতভাগ্যকে ভস্ম করে ফেলতুম। খণ্ডিত কামনা আমাকে উদ্দাম করে তুলল, আর নাটালীকে করল মোহগ্রস্ত। নৈরাশ্য যেন বিষধর সাপের কামড়। নাটালীর মুখে সে কালী মাখিয়ে দিল। আমার দৃষ্টির সম্মুখে তার ঘনসংবদ্ধ গঠন জীর্ণ ও লোল হয়ে গেল। যেন কোন দেবতার বর জরতীকে যুবতী করেছিল; কাল নিঃশেষিত হয়েছে। ঐ মানুষটা যেন তার যৌবনের যমদূত। বুড়ো মানুষ; হয়তো পেনসন নিয়ে কাছেই বসত করেছে। সঙ্গে শিকল বাঁধা এক কুকুর। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাক্রমে এত বড় শত্রুতা করল।

পাছে একটা খুনখারাবি করে বসি সেজন্যে ভগবানকে বলতে থাকলুম, Father, father, forgive him. He knows not what he does. লোকটা কি ছাই সরবার নাম করে! পূরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফল হল এই যে, আগুন জল হয়ে গেল। দুজনেই উঠলুম। কিন্তু নাটালী আমার মুখ দেখল না। তখন থেকে বাইরের দেখাশুনা বন্ধ। ক্লাসে অন্যত্র বসে, চোখাচোখি হলে ভ্রূ-ধনুকে অবজ্ঞার বাণ যোজনা করে। কিন্তু আমি"—দে সরকার প্রস্থানের উদ্যোগ করে বলল,—"এদানীং অনর (Honor)-কে হৃদয় দিয়েছি।"

সুধী উঠল। একটা অসামাজিক ব্যাপার সংঘটিত হয়নি, এজন্যে তার প্রফুল্ল হবার কথা। কিন্তু কী জানি কেন সে ক্ষুব্ধ হল। হয়তো সমাজনীতির চেয়ে সত্য কাম বড়।

১০

দে সরকার যাবার সময় বলে গেল, "একজন গেলে আর একজন আসে। তাই পৃথিবী মধুময়। একদণ্ড বসে শোক করব, আসা-যাওয়ার মাঝখানে সেইটুকুও ব্যবধান নেই। শোক নেই বলে যে জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভ্রান্তিতে, কুযুক্তিতে, হিংসাবশে, মূর্খতায়, ভালো মনে করে, একেবারে না ভেবে—কত রকমে দুই পক্ষের আনন্দ তৃতীয় পক্ষ হরণ করছে তার বিবরণ আমি একদা লিপিবদ্ধ করব ও গ্রন্থের নাম দেব, My Experiments with Love."

সুধী যখন বাসায় পৌছল তখনও তার কানে বাজছিল, "আনন্দ মাত্রেই নির্দোষ, চক্রবর্তী। দোষ যদি কোথাও থাকে তবে সে মানবের সমাজ-ব্যবস্থায়।"

কথাটা সুধী মেনে নিতে পারছিল না। প্রেমের মৃত্যু প্রেমিকের নিজেরই মধ্যে—প্রেমের অমরত্বও অপরানপেক্ষ। এই হল সুধীর স্থির বিশ্বাস। আজকের গল্পের শেষ অমন হত না যদি দে সরকার সময় থাকতে দ্বিধাহীন হত। এই যে মেয়েটি দিনের পর দিন সেবাচ্ছলে ওকে পরীক্ষা করে গেল ও পরিশেষের পরীক্ষায় ওর অযোগ্যতার পরিচয় পেল, এর মধ্যে তৃতীয় মানুষটির অপরাধ কোথায়?

দে সরকারের হৃদয়ভাবে যথেষ্ট নিষ্ঠা নেই। তাই লোকটা কোনো পরীক্ষায় পাশ হতে পারল না। ব্যর্থতাকে ওর নিজের পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা করল। অনাবশ্যক দুঃখ ওর স্বভাবকে করছে বক্র, বিকল ও সন্দিগ্ধ। সুধী ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা বলে ভেংচিয়ে। বাদলকে ক্ষেপায়, বিভূতিকে ব্যঙ্গ করে।

পরের ভাবনা স্থগিত রেখে সুধী নিজের ভাবনায় মন দিল। মেয়েদের সম্বন্ধে সে কোনোদিন চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি। এর কারণ এ নয় যে, সে কামিনীকাঞ্চনে বিরাগী। এও নয় যে তার ভোগ-ক্ষমতা দুর্ব্বল। যথার্থ কারণ, সে ভালোবাসবার মতো কাউকে দেখেনি। তার ভালোবাসা তার সমগ্র সত্তা জুড়বে, তার জীবনের সবটাকে জড়াবে। জীবনশিল্পে পুনরুক্তির স্থান নেই। তাই সুধীর অনুরাগ হবে একানুগ। সেই এক যে কেমন সুন্দরী হবে, কেমন গুণবতী, বিদুষী হবে কি বিদ্যাধরী, সুধীর দিক থেকে এরূপ কোনো প্রত্যাশা ছিল না। দেশপ্রথা অনুসারে গুরুজনের মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করতে হবে, এই সম্ভাবনায় সুধী আপত্তিযোগ্য কিছু পেত না। স্ত্রী-রূপে লাভ করলে যে-কোনো নারীকে সে তার সাধ্যানুসারে সুখী করতে প্রস্তুত ছিল।

আজকের সন্ধ্যার সম্মিলনীতে সে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি, কিন্তু, তার স্মৃতি পুনঃপুনঃ কৌশাম্বীর অনুসরণ করছিল, কৌশাম্বীর মধ্যে সে কি কেবল উজ্জয়িনীকে অন্বেষণ করছিল, না, কৌশাম্বীর সত্যস্বরূপকেও? কিছু চাল ও জাল বাদ দিলে কৌশাম্বী কি বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাপ্রতিমা নয়? অথবা শাপভ্রষ্টা অপ্সররমণী? সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে করতে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির যে আকৃতি দাঁড়ায় ওর কতকটা অনুকৃতি ও কতকটা বিকৃতি। সত্য সন্ধানীর কাছে তাই ও ধর্ত্তব্য নয়।

অশোকাকেও তার মনে পড়ছিল। তার মতো মানুষের প্রতি অশোকার মতো মেয়ের হৃদয়ে কোনো ভাব উপজাত হওয়া সম্ভবপর নয়। আকস্মিকতার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে তারা পরস্পরের পার্শ্ব-লগ্ন হয়েছিল। জীবনে অন্য কোনোদিন তাদের সাক্ষাৎ হবে কিনা

সন্দেহ। সুধীর বিদায়ে অশোকার ব্যাকুলতা দে সরকারের রঙ্গপ্রিয় মনের রসোক্তি ছাড়া আর কী—তবে খেলার সময় সুধীর প্রতি অশোকার পক্ষপাতিত্ব নানা আকারে ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হতে সুধীও লক্ষ্য করেছে। ওটা সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত। খেলার সাথী যদি খেলা জিতিয়ে দিতে থাকে তবে কে না হৃষ্ট হয়! কার না মুখ খুলে যায়!

তবু স্নেহময় ও কুন্তলা যে-ভাষায় অভিনন্দন করে গেল তার মর্ম সুধী বুঝতে পারল না। খেলার পার্টনারশিপ বিভিন্ন বার বদলায়। আবার যখন অশোকা ব্রিজ খেলবে তখন অন্য কেউ তার পার্টনার হবে। খেলাঘরের সম্বন্ধ যদি বাসরঘর পর্যন্ত গড়াত তবে তো খেলার সাথী নির্ব্বাচন নিয়ে হুলস্থুল বেধে যেত।

শুতে যাবার আগে সুধী স্নান করে। স্নান করে উঠতে একটা বাজল। তার শয়নকাল তিন ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছে। আর বিলম্ব নয়। ভোর না হতেই মার্সেল তার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে আসবে। রোজ ভোরে দুজনের খানিকটে বেড়িয়ে আসা চাই। সুধী ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার মুখে যার কথা তার মনে জাগল সে উজ্জয়িনী —বিষাদিনী।

সুধী স্বপ্ন দেখল, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, মাথার চুল কটা হয়ে জটায় পরিণত হতে চলেছে—উজ্জয়িনী কৌতূহলী জনতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আপন মনে গান করছে, তার মুখে হাসি, চোখে জল। গানের কথা বোঝা যাচ্ছে না, সুর শুনে প্রাণ উদাস হচ্ছে। জনতার চোখে ক্রমশ বাষ্প ঘনিয়ে এল। ওরা মিনতি করে বলল, "মা, তুমি যদি ফিরে না যাও তবে আমরাও তোমার সঙ্গ নেব।" উজ্জয়িনী ও কথা কানে তুলল না। ওরা বলতে থাকল, "তোমার

এত অল্প বয়স, তোমার এমন প্রতিজ্ঞা, তুমি গৃহশ্রী হতে, তুমি হতে সমাজের রানী। মা, তুমি আমাদের ত্যাগ করে যেতে পাবে না।" উজ্জয়িনীর গান তবু থামে না। তখন জনতাকে দুই হাতে ঠেলে সুধী এগিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "উজ্জয়িনী, তুমি আমাকে তোমার বৈরাগ্য দান কর।" উজ্জয়িনী সুধীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তামৌন থাকল। তার গানের সুরের রেশ জনতার বেষ্টনী ভেদ করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার একতারার গুঞ্জন স্তব্ধ হল।

সে বলল, "সুধীদা, তোমার সম্ভবপর পত্নীকে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই।"

সুধী বলল, "সমাজের জন্যে তোমাকে আমি ফিরিয়ে নিলে যদি তেমন কোনো নারীর অস্তিত্ব থাকে তবে তিনিও উপকৃত হবেন। তা ছাড়া, বৈরাগ্য বহনের যোগ্যতা একমাত্র আমারই আছে, কারণ এই দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীর আমার মতো অনুরাগী আর নেই। উজ্জয়িনী, তোমার বৈরাগ্য আমাকে দান কর।"

উজ্জয়িনী কিয়ৎকাল চিন্তা করল। জিজ্ঞাসা করল, "বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?"

"আমি দেব তোমাকে কল্যাণী হবার দীক্ষা।" সুধী উত্তর দিল।

উজ্জয়িনী সুধীকে তার বৈরাগ্য দান করল। সুধীর কণ্ঠে এল গান, হাতে এল একতারা, গাত্রে এল বহির্ব্বাস। উজ্জয়িনী যখন তাকে বিদায়-প্রণাম করল তখন সে আশীর্ব্বাদের সঙ্গে নিজের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পাত্রান্তরিত করে দিল। জনতা উজ্জয়িনীকে নিয়ে হর্যধ্বনি করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি

১

সুধীর মুখে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে মিস মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট তর্জ্জনী চালনা করে বললেন, "নিশ্চয় এর কোনো অর্থ আছে, সুধী। আমার এক বন্ধু স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌, তাঁকে তোমার হয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি, যদি চাও।"

"না, আণ্ট্‌ এলেনর," সুধী স্মিত হেসে বলল, "চাইনে। ওসব ফ্রয়ডীয় কেঁচো খোঁড়া আমার জুগুপ্সা উদ্রেক করে।"

আণ্ট্‌ এলেনর তাকে অভয় দিলেন। ফ্রয়ডীয় বিশ্লেষণ নয়, মেটারলিঙ্কীয় মর্ম্মোদ্‌ঘাটন। তবু সুধী সম্মতি দিল না। দৃঢ়ভাবে বলল, "কী দরকার!"

তখন মিস মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললেন, "স্বপ্নকে তুমি উপেক্ষণীয় ভেবো না, সুধী। স্বপ্নের মূল্য আছে। আমরা যাকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলি সেটা আমাদের মনগড়া কাল-বিভাগ। ইকুয়েটর বলে বাস্তবিক কোনো ভূপৃষ্ঠরেখা আছে কি? নেই, কিন্তু থাকা উচিত, সেইজন্যে ইকুয়েটর আমরা এঁকে দেখাই। যখন ইংলণ্ড থেকে নিউ-জীলণ্ডে যাই তখন আমাদেরই কপোলকল্পিত ইকুয়েটরকে চাক্ষুষ না করতে পেয়ে কেমন নিরাশ হই, তা আমার প্রথম যৌবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাই।" তিনি বোধ করি তাঁর প্রথম যৌবনের স্মৃতিতে অবগাহন করলেন। কিছুক্ষণ আনমনা থেকে সুধীর পাতে আর এক টুকরো কেক্‌ তুলে দিলেন (সুধী দুই হাত উঠিয়ে

আপত্তি ব্যঞ্জনা করল, তিনি তর্জ্জনী উঁচিয়ে প্রতিরোধ করলেন) ও বললেন, "আমার প্রথম যৌবন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে সুদূর নক্ষত্রবিশেষ থেকে সেদিনকার পৃথিবীর দৃশ্য যাঁরা দেখছেন তাঁরা আমার প্রথম যৌবনকে লক্ষ্য করছেন সন্দেহ নেই। কোনো মন্ত্রবলে আমি যদি সেই নক্ষত্রলোকে আজ উপস্থিত থাকতুম তবে আমিও এই চর্মচক্ষুতে যন্ত্র লাগিয়ে আমার পার্থিব অতীতকে প্রত্যক্ষ করতুম।"

সুধী চুপ করে শুনছিল। চায়ের পেয়ালা পিরিচ ঘাসের উপর রেখে বলল, "প্রত্যক্ষ করলে তো আর ফিরে পেতেন না! ফিরে পাওয়া যায় না বলেই তা অতীত।"

"ফিরে পেতে চায় কে? পুনরাবৃত্তিতে কিই-বা সুখ? কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখা কি কোনো দিন ফুরাবার? আয়নায় যে দেখা দেয় না তাকে আর একমাত্র দেখতে নক্ষত্রযাত্রা করতে পারতুম তো বেশ হত—কিন্তু যে মোটা হয়ে পড়েছি, বাপ! এ পৃথিবীর মাটি থেকে কার সাধ্য আমাকে নড়ায়।"—তিনি শব্দ করে হাসলেন। সুধীও। তারপর—

"জাপানীদের একটি উপকথায় এক আয়নার বর্ণনা আছে, শিশু তার মধ্যে মৃত জননীর ছায়া নিরীক্ষণ করত। তেমন আয়না আছে আমারও। তার নাম স্মৃতি। জাগ্রতাবস্থায় আমাদের চৈতন্য আমাদের স্মৃতিকে যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জিনিসই যখন নিদ্রিতাবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন তাকে বলি স্বপ্ন।"

একথা শুনে সুধী লজ্জায় সংকুচিত হল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "না, না, না, না, না।"

আণ্ট্ এলেনর মুচ্‌কি হেসে বললেন, "আগে ভালো করে বলতে

দাও আমাকে। সমস্তটা না শুনেই না, না, না। Guilty mind!"

"আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে এই," তিনি বলতে লাগলেন, "যে, স্বপ্ন যদিও স্মৃতিরই নামান্তর, তবু স্মৃতির মতো সদা সর্ব্বদা বিষুবরেখা বাঁচিয়ে চলা তার ধর্ম নয়। উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের মতো লাফাতে লাফাতে সে বিষুবরেখা ডিঙিয়ে যায়। অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যবধান মানে না। হাজার হোক, কাল তো এক ও অবিভাজ্য। উদারা মুদারা তারা তিন স্বরগ্রামের উপরই স্বপ্নের আঙুল খেলে, তবে সমানে নয়। তোমার স্বপ্ন সম্ভবত ভবিতব্যের। মিস্টার রেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতে দোষ কী?"

"না, না, না।" সুধী তথাপি অস্বীকৃত হল। বলল, "ভবিতব্য অজ্ঞাত থাকাই ভাল। যার উপর কর্তৃত্ব খাটবে না, তার কথা দুদিন আগে জেনে কোন্ পরমার্থ পাব? মরতে একদিন হবে। কোন্ দিন, তার খবর নিয়ে কেন স্বস্তি ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দেব?"

সুধীর মুখশ্রী মলিন দেখাচ্ছিল, সুনিদ্রার অভাবে। তার কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসির মতো খন খন শোনাচ্ছিল। সুধীর মতো প্রশান্ত সৌম্য পুরুষ—মানব বনস্পতি—সামান্য আঘাতে বিচলিত হয় না, হলে কিন্তু কারুণ্য সঞ্চার করে। আন্ট্ এলেনরের চক্ষু সমবেদনায় সজল হল। জল-কজ্জল তাঁর নয়নপত্রে অঙ্কিত হল। সুধী যে মনে মনে ঐ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছে তা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন ও সুধী যে ঐ স্বপ্নের ঘটনাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে দিয়েছে তাও তিনি আন্দাজে বুঝেছিলেন। শেষেরটাতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি সুধীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "যা ঘটতে পারে অথচ ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দিও না। ব্যস ফুরিয়ে গেল।"

সুধী তাঁর প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে তিনি স্নেহার্দ্র স্বরে বলতে লাগলেন, "যে ত্যাগ তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, যাকে স্বীকার করতে তুমি স্বাভাবিক আনন্দ বোধ করছ না, তেমন ত্যাগ নাই বা করলে। কোন্ সার্থকতার জন্যে তুমি বৈরাগ্য বহন করবে? উজ্জয়িনী তোমার কেউ নয়।"

"উঁহু," সুধী ঘাড় নাড়ল। বলল, "উজ্জয়িনী আমার আত্মীয়া। কেমন আত্মীয়া তা অন্তর্যামী জানেন। সে যদি বিবাগিনী হয়ে যায় তা হলেও আমি অসার্থক হব, আণ্ট্ এলেনর। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে, এত সম্ভাবনা-সত্ত্বে কে তার মতো হতভাগিনী! তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারি যদি, তবে আমার বঞ্চিত জীবন মাধুরী-বর্জিত হবে না।"

মিস্ ডব্‌সন চায়ের সরঞ্জাম স্থানান্তরিত করলে আণ্ট্ এলেনর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু গোড়ায় গলদ, উজ্জয়িনী যে বিবাগিনী হবেই এই ধারণার ভিত্তি কোথায়?"

"বাদলের ব্যবহারে।"

"বাদলের ব্যবহার পরিবর্তনসাধ্য নয় কি?"

"না। আর আমার সে ভরসা নেই। তা ছাড়া, বাদল তো নিরুদ্দেশ।" সুধী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আণ্ট্ এলেনর সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, "ওর খোঁজ কর। অমন করে হাল ছেড়ে দিও না। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করব। স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হতে পারে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি মুখ তুলবে।"

"বাদল যদি আমার উপর অনুগ্রহ করে উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করে তবে উজ্জয়িনীর প্রতি করবে অন্যায়. আমাকেও ক্ষমা করবে না।

তা ছাড়া, আমি তো বাদলের বন্ধু—আর সে তো আমার বন্ধুর অধিক। আমি এত দিনে নিঃসন্দেহে জেনেছি যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে ওর আন্তরিক সামঞ্জস্য হবার নয়। বোধ হয় কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর সাবর্ণ্য হবে না। নারীর সান্নিধ্য ওর অনুপভোগ্য নয়, নারীর রূপশ্রী ওকে চঞ্চল করতে পারে। কিন্তু নারীর অস্তিত্বের অর্থ সম্বন্ধে ওর না আছে অন্তর্দৃষ্টি, না আছে জিজ্ঞাসা। পুরুষ হিসাবে ও যদি শিশুপ্রকৃতি হয়, তবে ব্যক্তিহিসাবে সে বে-দরদী!” কথাটা উচ্চারণ করে সুধী জিব কাটল। অবিচার করল না তো? তাড়াতাড়ি শুধরে নেবার জন্যে বলল, “না, না, স্বার্থপর নয়। সজ্ঞানে নিষ্ঠুর নয়। অনুভূতির ক্ষমতা ওর মধ্যে বিকশিত হয়নি। আমি যদি ওর জীবনে কিছু আগে আসতুম তবে হয়তো ওর গায়ে চিমটি কেটে ওর অসাড়তা ধ্বংস করতুম। এসে দেখি গণ্ডারের মতো পুরু চামড়ায় বর্শার প্রহারও ব্যর্থ। তবে আমার আসা একেবারে নিরর্থক হয়নি। কেউ যে কিছু জানে কিম্বা বোঝে কিম্বা ভাবতে পারে বাদল সেকথা বিশ্বাস করত না। শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা ও সহপাঠীদের প্রতি অনুকম্পা—এই নিয়ে তার সতের বছর বয়েস হল। বাপের সঙ্গে কথা বলে না, পাছে তর্কে জিতে তাঁকে গোরু কি গাধা বলে বসে। বাড়ীতে বইয়ের মৌচাক তৈরি করে ভায়া তারই মধ্যে বুঁদ হয়ে রয়েছে। আমি এসে তার চরিত্রে বিশ্বাসের বীজ বপন করলুম। সে মনে মনে মানল যে ভারতবর্ষে একটি মানুষ একটু বোঝে।”

মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইটের হাসিতে সুধীও যোগ দিল। সে সব দিনের স্মৃতি সুধীর অন্তঃকরণকে আলোড়িত করছিল। স্মৃতিমাত্রেরই একটি স্বকীয় রস আছে—কেমন এক উদাস করুণ রস। পিছু হটবার হুকুম নেই, পিছু ফিরে দেখছি কী যেন জামা থেকে খসে মাটিতে

পড়ল। হয়তো প্রিয়ার পরিয়ে দেওয়া ফুল, হয়তো বোনের হাতের ফুলতোলা রুমাল। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈনিকেরা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। মার্চ!

২

"না, আণ্ট্", সুধী সামলে নিয়ে বলতে লাগল, "বাদলকে আমি স্বমার্গচ্যুত হতে পরামর্শ দেব না। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্বতন্ত্র কক্ষ, নিজস্ব লক্ষ্য। মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে বলে মানবীকে নিয়ে ঘর করতে বাধ্য নয় সে। তার বিয়ের সময় আমিই তাকে যুক্তি দিয়ে প্রবর্তিত করেছিলুম। ভালো করিনি। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"বেশ, না হয় তোমারই দোষ। কিন্তু বাদলের অনাদরে উজ্জয়িনীর যে বৈরাগ্য তোমার বৈরাগ্যের দ্বারা তার প্রতিকার হবে কি করে?"

আণ্ট্ এলেনর এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে একটু রসিকতার আশ্রয় নিলেন। বললেন, "যদি তুমি বৈরাগী না হয়ে অনুরাগী হতে তবে তোমার চিকিৎসায় ফল হত, সুধী।"

সুধীও রসিকতায় অপ্রস্তুত হবার পাত্র নয়। বলল, "আপনার মতে সেইটে হত বন্ধুকৃত্য। না, আণ্টি?"

"বন্ধুকৃত্যই বটে। বাদল তোমার প্রতি ঈর্ষাসম্পন্ন হয়ে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হত আর এত বড় একটা সমস্যা সাধারণ একটা তামাসায় পর্য্যবসিত হত। তুমি বলবে বাদল ঈর্ষালু হতে পারে না। কিন্তু আমি কি ও কথা বিশ্বাস করব ভাবছ?" মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট তাঁর বাগানে সমাগত স্টার্লিং পাখীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সুধী

লজ্জিত হয়ে মৌনতার দ্বারা স্বীকার করল যে, ওকথা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু উক্ত প্রকার বন্ধুকৃত্য তার পক্ষে অসাধ্য।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পর মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট আবার সেই কথা পাড়লেন। বললেন, "তোমাকে বৈরাগী হতে দেখে উজ্জয়িনীর কী লাভ, কেন সে গৃহস্থাশ্রমে ফিরবে, ফিরলেও কাকে নিয়ে ঘর করবে?"

"এক নিঃশ্বাসে তিন তিনটে প্রশ্ন?" সুধী হাসল। "আমি যদি বৈরাগী হই—না, না, যদি বৈরাগ্য সাধন করি—তবে উজ্জয়িনী জানবে যে পৃথিবীতে তার একজন ব্যথার ব্যথী আছে, তার জন্যে একটা ত্যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে নিতান্ত সামান্য প্রাণী নয়, তার জীবনের মূল্য আছে। জীবনের মূল্যবোধ থেকে একে একে গৃহস্থোচিত যাবতীয় গুণ উপজাত হবে। আপনি যেমন আপনার ভাইকে নিয়ে ঘর করছেন, সেও তেমনি ঘর করবে—হয়তো আমাকে নিয়ে।"

আণ্ট্ এলেনর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন। "হো হো হো হো হো। এই তোমার স্বপ্নের অর্থ? ... হো হো হো। কিন্তু তোমার নিজের বৈরাগ্যের স্বরূপ কী শুনি?"

সুধী এতক্ষণে সত্যিই অপ্রস্তুত হয়েছিল। সে আম্তা আম্তা করে যা বলল তার মর্ম এই যে, বৈরাগ্যের আদর্শ সকলের পক্ষে এক নয়। সুধী সাধনা করবে নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির। নিষ্ক্রিয় কেন? কারণ কর্ম হচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম। পরধর্মে হস্তক্ষেপ অনুচিত। তাতে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে। প্রতিযোগিতাকে প্রাচ্য সমাজ ভয়াবহ জ্ঞান করেছেন বলে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা করেছেন। নিরাসক্ত কেন? যেহেতু আসক্তি থেকে আসে একদেশদর্শিতা। সেটাতে কর্মীর ক্ষতি করে না; বরঞ্চ কর্মীমাত্রেই একদেশদর্শী। কিন্তু

দ্রষ্টার পক্ষে সেটা মারাত্মক। সে চায় ভাগবত দৃষ্টি। ভগবানের চোখে এ বিশ্ব কেমন দেখায় তাই তার জ্ঞেয়। গৃহস্থের মুক্তি কর্মে, বৈরাগীর মুক্তি বিশ্বরূপ দর্শনে।

"নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি।" আন্ট্ এলেনর গোটা গোটা করে উচ্চারণ করলেন। "তার সাধনা বোধ করি আমার অজানা নয়। তোমার আর্থার খুড়োর কল্যাণে হাড়ে হাড়ে জানি। তুমি যেন অতটা নিষ্ক্রিয় হোয়ো না বাপু—উজ্জয়িনী তো তোমার বোন নয় যে পড়ে পড়ে সহ্য করবে সারা জীবন।"

শেষের কথাটায় একটু আহত হয়ে স্থধী বুড়ীকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে বলল, "আর্থার খুড়ো তো বলেন তিনি ইচ্ছা করে নিষ্ক্রিয় হন নি, হয়েছেন কর্মৈষণায় ক্রমাগত বাধা পেয়ে।"

বুড়ীর কানে ওকথা পড়া যেন বোমার রঞ্জকে আগুন ধরা। দপ্ করে উঠল তাঁর চোখ, ফট করে ফাটল তাঁর মুখ। "বটে? বলেছে আর্থার ও কথা?" বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, "অকৃতজ্ঞ। .... না, না, আমি কী বল্‌ছি! I am sorry! Oh, I am sorry!" তিনি এলিয়ে পড়লেন। স্থধী ক্ষমা প্রার্থনা করতেই তিনি আবার উঠে বসলেন। "না, না, তোমার কী দোষ!"

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি ধীরে ধীরে শুরু করলেন, "খানিকটে যখন শুনেছ এক পক্ষের, অপর পক্ষের বাকিটা শোন। .... আমরা দুই ভাই-বোন শৈশবে মাতৃহারা হই। শোক ভোলবার জন্যে বাবা নিউ-জীলণ্ডে চলে যান। সেখানে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে যখন দেশে ফিরলেন সে শুধু দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্যে। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিমার অনুরোধে নিবৃত্ত হলেন। দিদিমা আর্থারকে পাবলিক স্কুলে

পাঠালেন না; তিনি শুনেছিলেন পাবলিক স্কুলে রোগা ছেলেদের উপর যণ্ডা ছেলেরা নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার করতে পায়। ফলে খেলাধূলার দিকে আর্থার একেবারেই মন দিল না। রাত জেগে পড়ল, স্কলারশিপ পেল ও স্বাস্থ্যের মাথাটি খেল। আর্থার যখন ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে তখন দিদিমার কাল হল। আমি নিলুম আর্থারকে দেখাশুনার ভার। পড়াশুনায় নিবিষ্ট থেকে সে সংসার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিল। অথচ আমি ছিলুম রঙিন প্রজাপতি। ওর উপর এমন রাগ হত; কিন্তু ওকে ওর নিজের হাতে কিম্বা কোনো ল্যাণ্ড্‌লেডীর কোলে ছেড়ে দিতে প্রবৃত্তি হত না। ওর মনীষায় আমার বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। ওর কর্মপটুতায় আমার সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ কি মিথ্যা বলতে চাও?" (স্থধী উত্তর করল না।) "মাঝে মাঝে ওকে ছেলেমানুষীতে পেত। বলত, সিংহ শীকার করতে আফ্রিকায় যাব। যে মানুষ একটা খরগোস কিম্বা খ্যাঁকশিয়ালী মারে নি, মারতে চায়নি, যে মানুষকে লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হলে মালগাড়ীতে তুলে দেওয়াই নিরাপদ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগলে যার হাঁকডাকে পাড়াশুদ্ধ হাজির হয়—তার আফ্রিকা যাত্রার সম্মতি দিলে সে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে ভুল গাড়ীতে উঠত ও ফোকস্টোনে ভুল জাহাজে চড়ে বুলোনে উপনীত হত। এই তো?"

স্থধী মনোযোগপূর্বক শুনছিল। হাঁ, কিম্বা না, বলল না।

"নিউ-জীলন্তে যাবার জন্যে বহুদিন থেকে বাবার আমন্ত্রণ ছিল। আর্থারকে সঙ্গে করে পাড়ি দিলুম। না-মরা সিংহের শোকে সমস্ত পথ তার বাক্‌স্ফূর্তি হল না। আমি কিন্তু নাচি, খেলা করি, রাক্ষসের

মত খাই। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দর্শন করা আমার নিত্যকর্ম। ডেকের উপর অবাধ হাওয়ায় আমি হরিণীর মতো চঞ্চলচরণে দিশাহারা হয়ে ছুটি। আহা, প্রথম যৌবনের সেই প্রাজাপত্য জীবন কী অনাবিল আনন্দের আকর ছিল!

জাহাজের আলাপ আদবকায়দার অপেক্ষা রাখে না। আমার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের একজনের প্রতি আমিও আকৃষ্ট হলুম। নিউ-জীলণ্ড দেশটি ছোট। সেখানে যে কয়মাস ছিলুম, তাঁর সঙ্গে নানা ছলে সাক্ষাৎ ঘটত। একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বাগ্‌দানও হয়ে গেল। ইংলণ্ডে ফিরে আর্থারের গৃহস্থালীর পাকারকম বন্দোবস্ত করে বছর দুই-তিন বাদে নিউ-জীলণ্ডে বিয়ে করব এই স্থির হল। আর্থার মুখ ভার করে থাকল, বোধ হয় সিংহের শোকে। অভিমত জানাল না। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলুম।

ইংলণ্ডের বাইরে মাত্র একটি ইংলণ্ড আছে। সেটি নিউ-জীলণ্ড। সে দেশের প্রশস্ত নিভৃত পল্লীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচিত্র মালঞ্চে যার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট্‌ তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন আমার আশায়। আর আমি অপেক্ষা করতে থাকলুম আর্থারের যদি কারুর সঙ্গে বিবাহ হয় তার আশায়। আর্থারকে কত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম; একলা ছেড়ে দিলুম; নাচের আসরে পাঠালুম। কিছুতেই সে কারুর কাছে ঘেঁষল না। কথাবার্তার মাঝখানে অন্যমনস্ক হল। চায়ের টেবিল থেকে পালিয়ে গিয়ে বই খুলে বসল। নাচের মজলিশের এক কোণে পেঁচার মতো মুখ ভার করে চিন্তামৌন রইল। বছরের পর বছর যায়। ওর বিয়ে হয় না। আমারও হয় না! আর্থার বোঝেও না যে ওর জন্যে আমার

৭

কতটা আসে যায়। ও ধরে নিয়েছে যে, আমি সারাজীবন ওর রক্ষণাবেক্ষণ করব।"

সুধী তাঁর ক্ষণবিরামের অবকাশে জিজ্ঞাসা করল, "ওকে খুলে বললেন না কেন ?"

"যতবার ভাবি খুলে বলব ততবার ভয় হয় পাছে সে আফ্রিকায় কি উত্তর মেরুতে কি কোথাও চলে যায়। মনটাকে শক্ত করতে পারলে উভয়ের শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হত, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি করা কয়জনের দ্বারা ঘটে ওঠে ? তাঁরাই বিজ্ঞ যাঁরা এর সূত্র জানেন। হয়তো তুমি তাঁদের একজন, একটা স্বপ্ন দেখে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছ। আমি গড়িমসি করতে থাকলুম। ইংলণ্ডে থেকে নড়তে আলস্য বোধ হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন সংবাদ এল তিনি মোটর উলটে মারা গেছেন।"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট্ রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। মুছতে মুছতে লাল করে ফেললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হল।

৩

আণ্ট্ এলেনর প্রকৃতিস্থ হয়ে সুধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "দেখলে তো তোমার নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির উৎপাত! তার সাধনা যে করে সে হয় পরাসক্ত জীবের মতো আশ্রয়দাতার অহিতকারী। তবে উজ্জয়িনীর ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি আর বেশি কী করবে ?"

সুধী প্রতিবাদ করতে পারত, বলতে পারত যে দোষটা আপনার

নিজের, আপনি আর্থার খুড়োকে তৈজস পত্রের মতো অথর্ব জ্ঞান না করলে তিনি হয়তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতেন। কিন্তু দোষ যারই হোক দুঃখ তো তাঁর। সুধী সান্ত্বনাচ্ছলে বলল, "কত বড় একটা জিনিস এই নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি। এর জন্যে এমনি বড় ত্যাগের দরকার ছিল। আপনি না করলে আর্থার খুড়োকে যিনি বিয়ে করতেন তিনি করতেন।"

আণ্ট ঘাড় নেড়ে বললেন, "কেউ করত না, কেউ করত না, নিজের বোনের মতো নিঃস্বার্থ কোনো মেয়ে নয়। আর্থারকে ওরা কেউ বুঝল না, তার সাধনায় ওদের কারুর বিশ্বাস জন্মাল না। আর্থার যে ওদের একজনকে মনোনয়ন করেনি এতে ওর আত্মরক্ষণেচ্ছার প্রমাণ পাই।" কথাগুলোতে অসূয়ার গন্ধ ছিল।

সুধী উঠবার উদযোগ করল। "সে কী! এরই মধ্যে উঠবে? বস। কী যেন বলব ভাবছিলুম। .... না, মনে পড়ছে না। আবার কবে আসছ?"

"বলতে পারলুম না। লণ্ডনের বাইরে ঘুরে আসবার ইচ্ছা আছে।" আণ্টকে জিজ্ঞাসু দেখে সুধী বলল, "বাদল লণ্ডনে নেই।"

"লণ্ডনে নেই? কোথায় আছে তা হলে?"

"আইল্ অব্ ওয়াইটে—আজও আছে কি না বলতে পারিনে, কিছুদিন আগে ছিল।"

"কী করে জানলে?"

"ফাঁদ পেতে। উজ্জয়িনীর একখানি চিঠি ওর ব্যাঙ্কের ঠিকানায় পাঠিয়ে পড়া হয়ে গেলে ফেরত দিতে লিখেছিলুম। ফাঁদে পা দিয়েছে। ডাকঘরের মোহর থেকে বোঝা গেল ভেণ্ট্নরে সে ছিল এবং হয়তো আছে। ভেণ্ট্নর কি খুব বড় শহর?"

"না। যদি সেখানে থাকে তবে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে বেরুবে, তখন পাকড়াও কোরো।"

"এইবার শার্লক্ হোম্‌স্ হয়ে দাঁড়ালুম, আণ্ট। মোটেই নিষ্ক্রিয় বোধ করছিনে, যাই বলি না কেন।" সুধী হাসিমুখে আসন থেকে উঠল।

আণ্ট এলেনর তাকে গেট্ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে চললেন। চলতে চলতে বললেন, "আমরা মেয়েরা বড় অবুঝ। উজ্জয়িনীর উপর আমার রাগ করাটা অবুঝের মতো হচ্ছে। তবু রাগ না করে পারছিনে। কোন্ অধিকারে সে তোমার সর্ব্বস্ব দাবি করল—তোমার স্ত্রীর ভাগ্য, তোমার বংশধর, তোমার সপরিবারে ধর্মাচরণ, তোমার হিন্দু গার্হস্থ্য আশ্রম, তোমার পিতৃপিতামহ অনুসৃত কৌলিক আদর্শ—এক কথায় তোমার ভারতবর্ষ?"

সুধী লঘুতার ছলনা করে বলল, "গোড়াতে ভুল করছেন, আণ্ট, যে, উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমার চোখের দেখাই ঘটেনি, মুখে বা চিঠিতে বা টেলিগ্রামে বা টেলিফোনে সে আমার কাছে অমন প্রস্তাব করেনি এবং করবে বলে আমার মনে হয় না। আমার ঘরে আমার ঘুমের ঘোরে আমার স্বপ্নে সে যা বলেছে তাও আমার যাচ্ঞার উত্তরে। ভারতবর্ষ? আধুনিক ভারতবর্ষ তো সে-ই। যার হাত ধরেছিল তার মন পায়নি, অভিমানে কটিবস্ত্র পরছে। আমার দেশপ্রতিমাকে আমি অভিমানের মূঢ়তা থেকে মুক্ত দেখলে সুখী হব। বিধাতা আমাদের এতটা পরনির্ভর করে সৃষ্টি করেননি যে অপরের দ্বারে ধরনা দিয়ে উপবাসে শীর্ণ ও শ্রীহীন হতে হবে। নিজের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হবার সংকল্প যদি থাকে তবে সিদ্ধির উপায়ও নিশ্চিত আছে!"

গেট্ খুলে যখন সুধী রাস্তায় পড়ল তখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলে

ওঠেনি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা দেরিতে। আণ্ট এলেন বললেন, "কিন্তু ভারতবর্ষের চেয়ে তুমি বড়, তোমাকে আমরাও নিজের বলে দাবি করি, তুমি যুগোত্তর জীবনশিল্পীদের দলে। আধুনিক ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার অনলে আত্মাহুতি দিও না, সুধী। কথা রাখবে?"

সুধী উত্তর দিল না। তার নিজেরই কত প্রশ্ন ছিল। সে কি উজ্জয়িনীর জন্যে স্বমার্গত্যাগী হচ্ছে? বিশ্বের চিরকালের জীবনশিল্পীদের কাছে কি তাকে জবাবদিহি করতে হবে? বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা সে যাই করুক না কেন, বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রতা কি তা দিয়ে চাপা পড়ে? দৃষ্টি? দৃষ্টি নিয়ে সে করবে কী, যদি সৃষ্টি না করতে হয়? সৃষ্টিকার্যে যোগ না দিলে সৃষ্টির আভ্যন্তরিক রহস্য দৃষ্টিগম্য হবে কেমন করে? বিধাতার trade secret নেই কি?

প্রশ্ন করতে হচ্ছে বলে সুধী নিরতিশয় লজ্জিত হল। প্রশ্ন করে কি সত্যের পাত্তা পাওয়া যায়? যে জানে সে আপনি জানে। চিত্তকে যে মুকুরের মতো মার্জিত রেখেছে সত্য তার চিত্তে বিনা আহ্বানে প্রতিফলিত হয়। নিরাময় ও নিয়মানুবর্তী যার দেহ, দর্শন-শ্রবণ-মননাদি ইন্দ্রিয় যার সুতীক্ষ্ণ ও সতর্ক, সত্য তার দ্বারে প্রবেশপ্রার্থী হলে সংশয়ের "হুকুমদার" শুনে থতমত খাবে না, "ফ্রেণ্ড্" না বলতে পারলে গুলির চোটে পঞ্চত্ব পাবে না। কাল রাত্রের চিত্তবিক্ষেপ, দৈহিক অস্বস্তি, সুষুপ্তির অভাব সুধীর প্রত্যক্ষ সত্যানুভবকে প্রশ্নসাপেক্ষ, পরোক্ষ করেছিল। তার ইনটুইশন্, তার সহজাবোধ, পথিকহীন পথের মতো আকাশের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে রয়েছিল।

তার মানসিক প্রদাহ প্রশমিত হবে না, যদি সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ না পায়। উজ্জয়িনীর দিদি কৌশাম্বী এসেছেন

লণ্ডনে, বিভূতি নাগ দিতে পারবে ওঁর ঠিকানা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় না? বিভূতিকে সুধী ফোন করল। বিভূতি বলল, রোস। আমি ফোন করে খবর নিই। বিভূতি জেনে জানাল কাল দুপুরে হোটেল রাসেলে গেলে দেখা হতে পারে।

শরীরকে প্রসন্ন করবার জন্যে সুধী সে রাত্রে যথাসময়ের আগে ঘুমতে গেল। স্বপ্ন দেখলে অগণন। কিন্তু সকল স্বপ্নই উজ্জয়িনী-বিরহিত। একটি স্বপ্নে মার্সেল হয়েছে তার মেয়ে, অশোকা হয়েছে তার স্ত্রী, মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট হয়েছেন তার শাশুড়ী।

৪

কৌশাম্বী তার শাড়ীর আঁচলটিকে বিদেশিনীদের বেরে (beret)-র অনুকরণে মাথার উপর কোণাকুণি ভাবে সংলগ্ন করেছিল, আর শাড়ীর নিম্নাংশকে স্কার্টের অনুকরণে হ্রস্ব করে পরেছিল। সুধীর দিকে এগিয়ে গিয়ে আসন নেবার সময় ডান হাত তুলে মধুর হেসে বলল, "না, না, দাঁড়াতে হবে না। আপনি মিস্টার চক্রবর্তী?" (ইংরেজীতে) সোফার উপর সমাসীন হয়ে রানীর মতো গৌরবে সুধীর মুখে তাকিয়ে ডান হাতের উপর মাথাটিকে কাত করে রাখল। এর ফলে তার শাড়ীর বেরে (beret) সুধীর চোখে অপূর্ব রমণীয় লাগল। তারপর শাড়ীর স্কার্টটাকে চোখের নিমিষে গুছিয়ে নিল, নামিয়ে দিল। তাঁর বাঁ হাত সুধীর দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে নিরীহ ভালোমানুষটির মতন যেখানে ধরা পড়ল সেইখানে অর্থাৎ বাম উরুর উপর অনড় ভাবে ন্যস্ত রইল।

সুধী উত্তর করল, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই।" (বাংলাতে)

যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সহিত কৌশাম্বী যত রাজ্যের মামুলী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় সমস্তই করে গেল। যথা, "ইংলণ্ডে আপনি কতকাল আছেন?" "ইংলণ্ড কেমন লাগছে?" "কী পড়ছেন?" সবই রাজভাষায়। সুধী ভুলেও ইংরেজী বলল না। তখন কৌশাম্বী ইংরেজীভাঙা বাংলাতে জিজ্ঞাসা করল, "আমার সঙ্গে কি বিশেষ কোনো কাজ ছিল?" অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে।

"আজ্ঞে হাঁ।" সুধী নিঃসঙ্কোচে বলল, "আপনি উজ্জয়িনীর দিদি। আমি তার স্বামীর বন্ধু। উজ্জয়িনীর খবর অনেক দিন পাইনি। আশা করি আপনার কাছে পাব।"

কৌশাম্বী সহসা কঠিন হয়ে বলল, "আমাকে মাফ করবেন, মিস্টার চক্রবর্তী। আপনাকে পর মনে করছি বলে নয়; আপনার অধিকার অস্বীকার করছি বলে নয়; কিন্তু আমার মায়ের ও উজ্জয়িনীর শ্বশুরের নিষেধ আছে বলে আমি উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে যা জানি তা তার স্বামীর কাছেও প্রকাশ করব না।" সুধীর হতাশা লক্ষ্য করে একটু নরম হয়ে বলল, "Dear Mr. Chakravarti, please don't be cross!"

কাষ্ঠহাসি হেসে সুধী বলল, "আপনার অপরাধ কী? গুরুজনের নিষেধ " নিজের মনে কী ভাবল।

"আচ্ছা আপনাকে কী দিতে পারি বলুন তো? আপনি অবশ্যই স্মোক করেন।" সুধীর মাথা নাড়ার দিকে নজর না দিয়ে নিজের পার্স খুলল। তাতে তার সোনার পাতে মোড়া রূপোর সিগ্রেট কেস ছিল। মিষ্টি হেসে সুধীর সামনে মেলে ধরল।

সুধ ব লল, "দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমি খাইনে।"

ভুরু কপালে তুলে চক্ষু বিস্ফারিত করে কৌশাম্বী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর নিজেই একটি তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চাপল। সুধী তৎক্ষণাৎ দেশলাই জ্বালিয়ে সন্তর্পণে তার সিগরেট ধরিয়ে দিল। টান না দিয়ে কৌশাম্বী সেটাকে দুই আঙ্‌লের মাঝখানে ভঙ্গীর সহিত লটকে রাখল এত আল্‌গোছে যে সুধীর আশঙ্কা হল পাছে কখন গিয়ে কার্পেটে অগ্নিসংযোগ করে।

কৌশাম্বী সুধীর সৌজন্যে প্রসন্ন হয়েছিল। বলল, "মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে কথাটা বাদলের কানে তুলবেন না তবে আমি নিষেধ অমান্য করলেও আমাদের বংশমর্যাদা হানি হবে না।"

"আপনি বোধ করি জানেন না, মিসেস মিত্র," সুধী করুণ হেসে বলল, "যে, বাদল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ইচ্ছা করে তার কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারিনে। তবে ঘটনাচক্রে এমন হতে পারে যে বাদল এই ব্যাপারের কিছুই আমার কাছ থেকে জানবে না। আপনি ভাবছেন, সে কেমন? আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে, বাদল কয়েক মাস থেকে নিরুদ্দেশ এবং যদিও আমি এবার শখের ডিটেকটিভ সেজে অনুসন্ধানে বেরব তবু আমার ভরসা হচ্ছে না যে তার নিভৃত চিন্তানিবাসের ঠিকানা পাব।"

কৌশাম্বী বিস্ময় দমন না করতে পেরে বলল, "বাদল লণ্ডনে নেই? আপনি ঠিক জানেন?"

"না, ঠিক জানিনে, মিসেস মিত্র। আমি তো বলিনি যে সে লণ্ডনে নেই। তবে আমার অনুমান সে লণ্ডনে নেই। সেইজন্যে 'বেরব' শব্দটি ব্যবহার করেছি।"

"তবে আপনি উজ্জয়িনীর সংবাদ কেন চান, কার জন্যে?" কৌশাম্বী এই প্রশ্নের রূঢ়তাকে ঢাকবার জন্যে গলার স্বরে মাধুরী ঢেলে দিল।

"এমনি। উজ্জয়িনী আমার স্নেহের পাত্রী। তার সঙ্গে আমার পত্র-বিনিময় হয়ে থাকে।"

কৌশাম্বী চমকে উঠল। থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার আদ্য নামটি কি আমাকে বলতে বাধা আছে?"

"কিছুমাত্র না। সুধীন্দ্রনাথ।"

"সুধীন্দ্রনাথ!" কৌশাম্বী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "তা হলে আপনি —পৃথিবীতে একমাত্র আপনি—জানেন কী ঘটেছে!" কৌশাম্বীর 'বেরে' খসে পড়েছিল, সে নিজেই সোফার উপর থেকে খসে পড়ে আর কী!

"দোহাই আপনার মিস্টার চক্রবর্তী, আর পরীক্ষা করবেন না আমাকে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে উজ্জয়িনীর কাগজপত্রের ভিতর যতগুলি চিঠি পাওয়া গেছে বাবার খানকয়েক ছাড়া বাকী সমস্ত আপনার। বলুন, বলুন, শেষ চিঠিতে কী লিখেছে সে—আত্মহত্যা না, ইলোপ্‌মেণ্ট?"

সুধী চমৎকৃত বোধ করল। উজ্জয়িনীও নিরুদ্দেশ! তবে তার সেটা আত্মহত্যা কিম্বা ইলোপ্‌মেণ্ট নয়—বৈরাগ্যবরণ। সুধীর স্বপ্নলব্ধ ইঙ্গিত সত্যেরই ইঙ্গিত। আর কী জানবার আছে? খবর তো সুধীর কাছে, কৌশাম্বীর কাছে নয়। সুধী উঠল। বলল, "আপনি যা অনুমান করেছেন তা নিতান্ত ভুল নয়। তবে চিঠিতে জানায়নি, জানিয়েছে স্বপ্নে। আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছিলুম স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করতে। আর আমার সন্দেহ নেই যে উজ্জয়িনী

বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থযাত্রা করেছে। তার গৃহত্যাগে কোনো কলুষ নেই।”

সুধী লক্ষ্য করল যে কৌশাম্বী তার কথা বিশ্বাস করল না। বলল, “উজ্জয়িনীর বোন হয়ে জন্মেছেন এই তো আপনার অধিকার! এই অধিকারে তাকে বিচার করবেন? ওকে আমি ফিরিয়ে আনব গৃহস্থাশ্রমে। জানিনে এতদূর থেকে তা কেমন করে সম্ভব।” এই বলে সুধী অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে কৌশাম্বীকে বিদায় সম্ভাষণ করে নিষ্ক্রান্ত হল।

৫

উজ্জয়িনী তীর্থযাত্রী হয়েছে কল্পনা করতেই সুধীর স্মৃতি নব জীবন লাভ করল। সেও একদিন ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীকে তীর্থ জ্ঞান করে পদব্রজে পরিক্রমা করেছে।

উনিশ শ’ কুড়ি সাল। গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন আপন আত্মা, তাই তাঁকে নাম দিয়েছেন মহাত্মা। একটা বিপুল আনন্দপ্রবাহ সমগ্র দেশের অন্তরের কন্দরে আকাশগঙ্গার মতো অদৃশ্য বেগে সঞ্চারিত হচ্ছে। সুধী থাকে একটি ক্ষুদ্র শহরে, পড়ে সেখানকার অখ্যাত হাইস্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে। বৃহৎ সংসারের বিচিত্র ধ্বনির অতি মৃদু প্রতিধ্বনিও সেখানকার লোকের কানে পৌছাত না। কিন্তু এই মহাবার্তা তাদের নিভৃত জীবনযাত্রার অজ্ঞতা ভেদ করল। তারা উন্মনা হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, “কে এই মহাত্মা?”

সুধীর বন্ধু বাবাজী লছমন দাস সংস্কৃত টোলের ছাত্র। বয়সে সুধীর দুইগুণ বড়, আকারেও! প্রকাণ্ড এক আলখাল্লাই বোধ

করি তার একমাত্র পরিধান। মাথায় জটা নেই, পাগড়িও নেই। রুক্ষ চুল, রুক্ষ দাড়ি একাকার হয়ে গেছে।

লছমন দাস সুধীকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তুই তো ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িস। মহাত্মা গান্ধারী কে রে? পুরাণে তো ওঁর নাম নেই।"

"জ্যান্ত মানুষের নাম পুরাণে কী করে থাকবে, বাবাজী?" সুধী হেসে জবাব দিল।

"যাঃ! আবার শাস্ত্রে সন্দেহ! তোরা বাঙালীরা কোন্ নরকে যে জায়গা পাবি তাই কেবল ভাবছি আমি! কেন, হনুমান কি জ্যান্ত নয়, বিভীষণ কি এখনও রাজত্ব করছে না—"

"হনুমান যে জ্যান্ত ওকথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। পালে পালে লাফ দিয়ে বেড়াচ্ছে যত্র তত্র।"

"ছিঃ! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ইয়াকি ভাল নয়! বিশেষত তোর মতো সোনার ছেলের মুখে। তুই হলি আমাদেরই একজন। বল্ না আমাকে গান্ধারীর কথা। কলি যুগে কল্কী ছাড়া অন্য অবতার হতে পারে না। তবে যে লোকে বলছে রামজীর অবতার—পূর্ণাবতার না অংশাবতার?"

সুধী গুরুত্বের সহিত বলল, "দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে নির্যাতন সয়ে অহিংসা ব্রতে নিষ্ঠাপর থেকেছেন, উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর যে মমতা ও উৎপীড়কদের প্রতি তাঁর যে করুণা তাতে তাঁকে মহাত্মা আখ্যায় অভিহিত করা দেশের কোনো একজন মানুষের কিম্বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ঘটেনি। সারা দেশ ঐ উপাধি ঘোষণা করেছে আপন আত্মার মহিমা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু গান্ধারী নয়, বাবাজী। গান্ধী। গন্ধবণিক।"

বাবাজী তার থাঁদা নাক কুঁচকে বলল, "ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য! রামজীর অবতার বলে প্রত্যয় হচ্ছে না। তারপর তাঁর অহিংসানীতি যদি মানতে হয় তবে আমার সেই তেল চুকচুকে ডাণ্ডাটিকে পূজা না দিয়ে নিজের সর্বদেহে চর্বি লেপতে হয়। ধ্যেৎ! রাখ্ তোর গান্ধী!"—বাবাজী হন হন করে চলে গেল। সেদিন আখড়ায় গান্ধীকে ব্যঙ্গ করে সে একশ' চৌষট্টি বার ডন ফেলল, দু'শ' নিরনব্বুই বার বৈঠক করল, মুগুর ভাঁজল বিরাশী বার ও আড়াই ঘণ্টাকাল মাটি মাখল।

গান্ধী সম্বন্ধীয় কৌতূহল নিরাকরণ মানসে বাবাজী কলকাতা গেল। তখন কলকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন। লালা লাজপত রায় সভাপতি। বাবাজী যখন ফিরল তখন সে যেন অন্য মানুষ। সুধীকে বলল, "ও কি মানুষ রে? রামজী বুদ্ধাবতারে কিছু কাজ বাকী রেখে গেছলেন, তাই কল্কীর আগে এসে শেষ করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি কলি যুগে থাকত তবে কি তিনি বৈশ্য বংশে জন্মগ্রহণ করতেন? আর জানিস, কলকাতায় ওরা আমাকে শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দিল ছাপার হরফে লেখা আছে অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বুদ্ধাবতারে রামজী নাকি সেই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবতারভেদে তত্ত্বও ভিন্ন হয়ে থাকে, যে যুগের যা ধর্ম।"

বাবাজী আখড়া ছেড়ে দিল। লাঠিখানা কাকে বিলিয়ে দিল। ছেলেদের খেলার মাঠে মঞ্চ বেঁধে অসহযোগ প্রচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হল। তারই মতো কত মানুষ দেশের নানা স্থানে নিজেরা ক্ষেপল ও অপরকে ক্ষেপাল। বয়কট—বয়কট—বয়কট। ইস্কুল বয়কট, আদালত বয়কট, কাউন্সিল বয়কট, বিদেশী কাপড় বয়কট।

বুড়ারাও মাথা ঠিক রাখতে পারল না, ছেলেরা তো চিরকাল মাথাপাগলা।

পড়াশুনায় সুধীর মন লাগছিল না। দেশময় কী যেন একটা ঘটছে—"Swaraj within a year." ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি একটি চিরস্মরণীয় বর্ষ। বছরে যেমন একটা দিন আসে, সেদিন অনধ্যায়, বহু শতাব্দীতে এও তেমনি একটা বছর। অসহযোগ নীতিতে সন্দিগ্ধ সুধী পড়াশুনায় অমনযোগী হল। পরীক্ষা দিতে গিয়ে আশা করতে থাকল যে কেউ না কেউ তার পায়ে পড়বে, হাত ধরবে, তাকে বলবে 'আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান, যদি গোলামখানা এতই ভালো লেগে থাকে। সে-জাতীয় কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সুধীর পরীক্ষায় সিদ্ধি তার সাধনার সদৃশ হল। অর্থাৎ টায়টোয় পাস।

এমন সময় লছমনদাস এল জেল থেকে ঘুরে। "সুধী, তুই এখনো বিজাতীয় শিক্ষার মোহ কাটাতে পারিসনি? চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল বছরে তিন লাখ টাকার পসার ছাড়লেন। তোর পড়াশুনা কি তোকে ওঁদের চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করাতে পারবে? হবি তো কেরানী! ছাড় তোর ভবিষ্যৎ কেরানীগিরি। আয় আমার আশ্রমে।"

সুধীর অভিভাবক ছিলেন তার মামা। সুধীর নাবালক অবস্থায় তার পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা করতেন। তিনি সুধীকে নিষেধ করলেন নিজে সরকারী চাকুরে বলে। নইলে তাঁর নিষেধ করবার কোনো নিঃস্বার্থ হেতু ছিল না। তাই সুধী ঐ নিষেধ লঙ্ঘন করল ও লছমন দাসের স্বরাজ আশ্রমে ভরতি হল। সেখানে তারই মতো অনেকগুলি বালক, কয়েকজন পসারত্যাগী

উকীল-মোক্তার, একজন কি দুজন চাকুরীত্যাগী মাস্টার। কাজের মধ্যে দুই, চরকা কাটা ও ভিক্ষা করা। ভিক্ষার চাল চুলোয় চড়াবার জন্যে মাইনে দিয়ে বামুন রাখা হয়েছে।

সুধী বলল, "ভিক্ষার চাল ফুটাবার জন্যে ভাড়াটে বামুনের দরকার নেই। আমি রাঁধব।"

আশ্রম-সচিব চোখ কপালে তুলে বললেন, "বাঙালী ব্রাহ্মণের রান্না বেহারের লোক খাবে!"

৬

ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে একটি বড় দোতলা বাড়ী, একটি রাঁধুনি বামুন, রাশি রাশি চাল ডাল তরকারি, নেতাদের খাট পালঙ্ক কাঁসার বাসন ও নীয়মাণদের কলাপাতা, প্রত্যেকের একটা করে চরকা ও সর্বমোট তিনটে তাঁত, কাপড় রং করার সরঞ্জাম, গণেশন ও নটেশন প্রকাশিত পুস্তকাবলী, ইংরেজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও হিন্দী 'নবজীবন'—এরই নাম স্বরাজ-আশ্রম। তার সঙ্গে একটি বিদ্যাপীঠ জুড়ে দিতে আশ্রমিকদের একটি দলের আগ্রহ। অপর দল বলেন, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন একমাত্র কর্তব্য অগ্নিনির্বাপণ। Education can wait, Swaraj cannot. যারা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে চরকা কাটে ও রীতিমতো খাটে তারা লেখাপড়ার একটু সুযোগ পেলে বর্তে যায়, শুধু গণেশন ও নটেশন পড়ে কতটুকু মস্তিষ্কর্চ্চা হয়? যারা ভিক্ষা করতে যায়, বক্তৃতা করে আসে, সাধারণের কাছে তাদেরই খাতির বেশি, কাগজে তাদেরই নাম ওঠে। তারা দেশোদ্ধার ব্রতে এতটুকু শৈথিল্য সহ্য করতে পারে

না। পূর্বোক্ত দলে সুধী, শেষোক্ত দলে বাবাজী। দুই দলের দলাদলিই হল আশ্রমের আভ্যন্তরিক পলিটিক্স। সুধীর দল শাসিয়ে বলে, আমরা পৃথক হয়ে যাব। বাবাজীর দল বিদ্রূপ করে বলে, সেই সঙ্গে আহার্যটা আদায় কোরো।

খোরাকের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘোরা সুধীর দল, অর্থাৎ সুধী যে দলের একজন অপ্রধান সদস্য, আদৌ পছন্দ করে না। তারা জোট বেঁধে ধরল গিয়ে দেশের এক প্রসিদ্ধ দাতাকে। তিনি তাদের জন্যে একটি বাগান বাড়ী ও কয়েক বিঘা জমি উৎসর্গ করে তাদের দিয়ে এই অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে, কংগ্রেস যে দিন আদেশ করবে সেদিন জেলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে হবে. সেই তাদের গুরু-দক্ষিণা।

জাতীয় শিক্ষার নামে দেশের দিকে দিকে তামাশা চলছিল। সরকারী ইস্কুলের কাঠামোর সঙ্গে সুধীদের বিদ্যাপীঠের কাঠামোর এমন কোনো প্রভেদ ছিল না। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় হিন্দী ও চরকা জুড়ে দিয়ে, পাঠ্য পুস্তকের বেলায় ভিনসেণ্ট্ স্মিথের স্থলে ডিগ্‌বী নৌরোজী ও রমেশ দত্ত ধার্য করে সরকারী ইস্কুলের শিক্ষায় ও সংস্কারে লালিত অসহযোগী মাস্টারগণ স্বজন পরিত্যাগী ও স্বজন-পরিত্যক্ত উচ্চাশী বালকদের সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ইংরেজ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক যে আকারে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে তাতে কোনো সরলমতি বালকের আন্তরিক অনুমোদন থাকতে পারে না। ডিগ্রীর মোহে, লেটারের লোভে, জীবিকার সম্ভাবনায় এদের তীব্র নিরানন্দ সহনীয় হয়েছিল। যেই জাতীয় শিক্ষার কথা উঠল, দেশোদ্ধারের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত হল, অমনি এরা ধরে নিল যে এদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটবে; জ্ঞান

পরিবেশন যাঁরা করবেন তাঁরা হবেন জ্ঞানান্বেষণে নিত্যরত; গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অকৃত্রিম ও অব্যাহত হবে; শিষ্য যখন খুশি জিজ্ঞাসা করবে, "এটা জানতে চাই।" গুরু অযাচিত ভাবে কোনো কিছু চাপাবেন না, যাচিত হলে ফাঁকি দিয়ে বাসায় গিয়ে পাশা খেলবেন না। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রের অনুরাগ রক্ষা করতে পারল না। দ্বিতীয়ত বছর পূরল, কিন্তু স্বরাজ মিলল না। স্বরাজ বলতে যে কে কী বুঝেছিল তার হিসাব নিকাশের সময় এল। যারা একটা ধরাবাঁধা সংজ্ঞা চাইল নেতারা তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, স্বরাজ! স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা হয়? জাতির ভাবগত সত্তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ইত্যাদি ছেলে ভুলানো বচন সুধীর কানে বিশ্রী বাজল। স্বরাজ বলতে গান্ধীজী যে ঠিক কোন জিনিসটি বোঝেন তাঁর তৎকালীন বক্তৃতা ও প্রবন্ধ থেকে তা প্রতীয়মান হল না। সুধী পড়ল তাঁর পুরাতন রচনা 'হিন্দ্ স্বরাজ'। গান্ধীজীর পরিকল্পনা তার কাছে স্পষ্ট হল। গান্ধীজীর ভারত ইংলণ্ডের রূপান্তর ব্ল্যাক্ ইংলণ্ড্ হবে না। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে পৃথিবীর সব দেশে প্রতিমান বলে গণ্য করা হয়েছে, গান্ধীজী করেছেন তাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা।

বিদ্যাপীঠ ধীরে ধীরে শূন্য হতে লাগল। বেশির ভাগ ছেলে ফিরে গেল 'গোলামখানায়'। অন্যেরা গেল জেলে। সুধীর কর্তব্য স্থির করতে সময় লাগে, সে চিন্তা করছিল। এমন সময় এল বাবাজী। বলল, "বিলাতী কাপড় পোড়াতে হবে। স্বদেশের গাঁজাও শ্রেয়, পর বস্ত্র ভয়াবহ।"

সুধী বলল, "যা নিজে তৈরি করতে পারিনে তাকে পোড়ানো হচ্ছে পরের প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাপুরুষতা।"

বাবাজী চটে গিয়ে বলল, "মহাত্মাজীর চেয়ে তুই ভালো বুঝিস্। না? সি-আর.-দাসের চেয়ে তোর বুদ্ধি বেশি? না? তোর মতো দো-মনা কর্মীদের জন্যই তো স্বরাজটা ঘরে তুলতে পারা যাচ্ছে না, মাঠে মারা যাচ্ছে। কই তোর সেই বিলিতী কাপড়ের পুঁটুলি, যা পরে তুই আশ্রমে প্রথম আসিস্। আমি নিজের হাতে পোড়াব।"

"সে আমি ম্যাঞ্চেস্টারে ফেরত পাঠাব বলে রেখে দিয়েছি। হয়তো একদিন সাথে করে নিয়ে যাব। ওরাই যা হয় করবে।" সুধী বলল হেসে।

সুধীর হাসি বাবাজীর বরদাস্ত হল না। অহিংস ক্রোধে সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করছিল। ইংরেজকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। ইংরেজের তৈরি কাপড় পুড়িয়ে যদি শান্তি পায়। সুধীর ঘর খানাতল্লাস করে সে ঐ কাপড়ের পুঁটলি উদ্ধার করল। তারপর শয়তানী হাসি হেসে একটি দেশলাইয়ের কাটি জ্বালাল। হঠাৎ কী ভেবে বলল, "না, এখানে পোড়ালে কে দেখবে? বাজারের চৌরাস্তায় আজ লঙ্কাকাণ্ড বাধাব।"

হনুমান!

৭

শ্রীরতন ছিল সুধীর প্রিয় সতীর্থ। সুধীর সঙ্গে তার মত মিলল। এই আন্দোলনের একমাত্র সত্য হচ্ছে চরকা। চরকায় পার্লামেণ্টারী স্বরাজ হোক বা নাই হোক, দেশের শতকরা আশীজন—দেশের কৃষককুল—যদি পরমুখানপেক্ষী হয় তবে সেই হবে গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজ। ভারতবর্ষের আত্মা চায় অন্নবস্ত্রে আত্মবশ হয়ে, দেহ-ধারণে

নিশ্চিন্ত হয়ে পরমার্থের অনুসন্ধান করতে, মুক্তিতত্ত্বের অনুশীলন করতে। রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে উকীল ব্যারিস্টার যেমন স্বরাজ চান্ তাঁদেরকে তেমনি স্বরাজের, অর্থাৎ স্বপ্রভুত্বের, আশা দিয়ে গান্ধিজী কী ভুল করলেন! সত্যিকারের স্বরাজ যাদের জন্যে ও যাদেরকে নিয়ে সেই জনগণ গান্ধীজীর অনুগামী হতে পারছে কই!

সুধী বলল, "এস, চরকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। পল্লীর লোককে সুতা কাটা শেখাতে হবে।"

শ্রীরতন বলল, "চরকাটা গান্ধীজীর পক্ষে নূতন, 'হিন্দ স্বরাজে' তার উল্লেখ আছে বলে মনে পড়ছে না, আফ্রিকা থেকে ফিরে এই সেদিন ওর আর্থিক ও নৈতিক উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করলেন। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে চরকা হচ্ছে গোরুর গাড়ীর মতো প্রাচীন ও সার্ব্বত্রিক। যারা চরকায় সুতা কাটতে কাটতে অশোক চন্দ্রগুপ্ত ও আকবর আওরংজীবের যুগ অতিক্রম করল তাদেরকে তুমি আমি যাব শেখাতে!"

সুধী বলল, "তবে কেন তারা চরকায় সুতা কাটে না এই হবে আমাদের শিক্ষণীয়। এই উপলক্ষ্যে আমাদের সনাতন স্বদেশের বিচিত্র জনমন অধ্যয়ন করব। পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর যাব, রাত কাটাব গাছতলায়, যে যা দেবে তাই খাব, জাতের বিচার করব না। হাজার হাজার বছর তাদের কী ভাবে কেটেছে ইতিহাসে তার বিবরণ নেই। ভূগোলে কেবল নদী পর্বতের বর্ণনা থাকে, নগরের লোকসংখ্যা থাকে, আমরা পর্যটন করে পর্যবেক্ষণ করব কোথায় কাদের কী বৃত্তি, কী প্রথা, কী পার্বণ।"

শ্রীরতন রাজী হল, কিন্তু বলল, "নিষ্কর্মা পর্যটককে লোকে সন্দেহ করে। হয় সাধু সেজে তীর্থযাত্রা করতে হবে, নয় ব্যাপারী সেজে

কেনাবেচা করতে করতে চলা যাবে। কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়, সুধীজী।”

“সাধু সাজলে,” সুধী ভেবে বলল, “কত লোক হাত দেখাবে, মাদুলী মাগবে, পায়ে পড়বে। জটা বানিয়ে ভস্ম মেখে গাঁজার ছিলিমে টান দিয়ে ভয়ানক ভণ্ডামি করব। আসল সাধুরা আমাদের দেখতে পেলে রক্ষা থাকবে না, শ্রীরতনজী।”

“কিন্তু ব্যাপারী সাজলেও ঠেকা কম নয়। পায়ে পায়ে ঠকতে হবে সেয়ানা পাইকারদের কাছে। গাছতলায় রাত কাটাতে গিয়ে ডাকাতের হাতে কাটা পড়তে না হয়!” শ্রীরতন কথার সঙ্গে ভ্রূভঙ্গীর অনুপান দিল!

অবশেষে ওরা খদ্দরের দালাল হয়ে চরকার সুতার বাণ্ডিল মাথায় গ্রামে গ্রামে তাঁতীর বাড়ী খুঁজল। মজুরী দিয়ে ধুতী ও শাড়ী তৈরি করিয়ে নেয়। নিয়ে পথে যে শহর পড়ে সেই শহরে ফিরি করে।

তাঁতীরা বলে, "মিহি বিলিতী সুতা দিন বাবু; এমন উমদা চীজ বানাব যা দেখে আপনাদেরও আনন্দ হবে, আমাদেরও। এগুলো কি সুতা!”

কী অবজ্ঞা তাদের! কী আপত্তি! তারা এক শতাব্দী আগে চরকার সুতায় কাপড় বুনত কেমন করে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলে, সে সব দিন গেছে। এখন ঘোর কলিযুগ।

তবু চরকার সুতায় খাদি বোনে ও সেই খাদি গ্রামের লোককে পরায় এমন তাঁতীরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মোটা লাল পাড়, সরল সতেজ নক্সা, গাছগাছড়ার রং—আভ্যন্তরীণ গ্রামের মেয়েরা এখনো এইরূপ শাড়ী পছন্দ করে। চরকাও তারা চালায়। সে সব চরকা কত কালের, হয়তো ইংরেজ আমলেরই নয়।

একে ব্রাহ্মণ, তার উপর অতিথি—সুধী ও শ্রীরতন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই প্রচুর সিধা ও শোবার ঘর পেল। ব্রাহ্মণ হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নাজেহাল হয়। বলে, আজকাল জাতধর্ম কি রাখবার জো আছে রে ভাই। তোমাদেরই কত বামুন সিপাহী হয়েছে, কত ছত্রী কায়েতের কাজ করছে।—শ্রীরতন আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আহ্নিকের দ্বারা সকলের তাক লাগিয়ে দিত। ব্যবসা যাই হোক, গায়ত্রীতে অধিকার তো আছে। সুধী ওসব মানে না, তাই সন্দিগ্ধদের কৌতূহল দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তুলসীদাস-খানা সুর করে পড়তে লেগে যেত। এ স্থানে উল্লেখ করতে হয় যে, হিন্দী লিখতে পড়তে ও বলতে সুধী হিন্দুস্থানীদের সমান পারত।

ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে গান্ধীর নাম রাষ্ট্র হয়েছিল। কেউ হাটে গিয়ে শুনে এসে সবাইকে শুনিয়েছে, কেউ আদালতে গিয়ে। গান্ধী যে মানুষ নন, মানুষের বেশে নারায়ণ, এ নিয়ে তাদের কল্পনার অন্ত ছিল না। তিনি যেবার নিকটস্থ শহর দিয়ে রেলপথে যাচ্ছিলেন সেবার রেলগাড়ীর প্রত্যেক কামরায় কেবল তিনি, তিনি, তিনি। তাঁকে ধরবার জন্যে সরকার বাহাদুর কত চেষ্টা করছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই তো তিনি, কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন!

কিন্তু গান্ধী যে ছত্রিশ জাতের লোককে জোলা হতে বলছেন এই অভিযোগ শ্রীরতন ও সুধী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সুচতুর গ্রামিকদের মুখে শুনল। তবে তো সব একাকার হয়ে যাবে। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এতেও অনেকে আতঙ্কিত। ওদের জাত নেই, এ ওদের এক অমার্জনীয় অপরাধ। কেউ কেউ শ্রীরতনকে ও সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছে আপনারা একই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তো? এক পাকে খান

যে। শ্রীরতন ভেবে জবাব দেয়, আমি হলুম কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ, আমার পাকে ভূভারতের যাবতীয় ব্রাহ্মণের চলে।

৮

সেই দিনগুলি মনে পড়লে সুধীর বয়সের ভার নিঃশব্দে নেমে যায়। সে তখন বাঁশী বাজাতে ভালবাসত। শুনেছিল একমাত্র ছেলের মায়েরা সাঁঝের বেলা বাঁশী শুনলে রাত্রে অভুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রয়াণের সঙ্গে এর কী একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সেইজন্যে তার বাঁশী বাজানোর সময় ছিল শেষরাত্রি। যে রাত্রে যে গ্রামেই থাকুক সে শেষরাত্রে উঠে বাঁশীর সুরে আপনাকে নিঃসীম শূন্যে প্রসারিত করে দিত; চিত্ত তার বিশ্বের ওপার স্পর্শ করে আসত। কখন এক সময় কোকিলের ঘুম ভেঙে যেত, সে দ্রুতকণ্ঠে ডেকে উঠত, একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। যেন কী একটা স্মার্ট পাখী, আমাদের চির-চেনা কোকিলই নয়। অমনি অন্যান্য পাখীরা নিজ নিজ ভাষায় কলরব করে উঠত। মিনিট পাঁচেক ধরে এই শব্দ-সঙ্গত অবিরাম চলে। তারপর মন্থর হয়ে মিলিয়ে যায়। পাখীরা ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয় না যে একটু পূর্বে এই নিঃসাড় রাত্রি স্বপ্নে কথা কয়ে উঠেছিল। সুধীর বাঁশীর সুর নিদ্রিতার নিবিড় কেশে মৃদুল ভাবে অঙ্গুলি চালনা করে।

এক ঘণ্টা পরে আবার সেই শব্দসঙ্গত। এবারেও প্রথম স্বর কোকিলের। সেই ধাবমান একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। পূর্বের সেই পাখীরা মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে ঝড়ের মতো গর্জে ওঠে। তাদের সঙ্গে জুটে যায় অপরাপর দীর্ঘসূত্রী পাখী। পূর্বাশার সীমন্ত

সিন্দূরাক্ত হয়। নক্ষত্রদের স্বর্গ হতে বিদায়ের ক্ষণে দেহদ্যুতি ম্লান হয়ে আসে। শুকতারা অরুণের ললাটে রূপালী টিপের মতো দীপ্যমান দেখায়। বাঁশীখানি কোলে রেখে সুধী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে। করতে করতে ধ্যানমগ্ন হয়। নহবৎ তখনও বাজতে থাকে।

কাকের কর্কশ আহ্বানে ধ্যানভঙ্গ হয়। মেয়েরা ওঠে। বাসি-কাজ সারে। জল আনতে যায়। পুরুষরা ওঠে। হুঁকায় টান দেয়। হাল বলদ নিয়ে ক্ষেতে রওয়ানা হয়। সূর্যের তেজ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। গ্রামের পশুরা ও শিশুরা পাখীদের স্থান নিয়ে আসর সরগরম করে রেখেছে। মেয়েলি কোন্দল থেকে থেকে রসভঙ্গ করছে। মেয়েলি কান্না কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

মেয়েদের বর্ণাঢ্য সজ্জা, ললিত গমন, নিত্যকর্মের অবলীলা, অকপট আতিথ্য; পুরুষদের দাম্ভিক পাগড়ি, গম্ভীর মুখমণ্ডল, স্বল্পবাক্ শ্রম, ঈশ্বরনিষ্ঠ নির্ভাবনা সুধীকে প্রতিদিন নূতন বিস্ময়, অননুভূত আনন্দ যোগাত। এদের জন্যে তার করবার কী আছে, এদেরকে তার শেখাবার কী আছে? তবে তাদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জমিদারের অত্যাচার, তাদের অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে মহাজনের মৃগয়া, তাদের কূপমণ্ডুকতার সুযোগ নিয়ে সরকারী আমলা ও পেয়াদাদের ঔদ্ধত্য—এসব সুধীর কানে শ্রীরতনের কানে পৌঁছলে তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে শ্রান্ত হত, কার্যত কোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত হত না! সুধী বলত, "ওরা যা করবে ওদের নিজেদের দায়িত্বে করবে। আমরা সে কাজ ওদের জন্যে করে দিলে ওরা কোনো দিন আত্ম-দায়িত্ব-সচেতন হবে না; আমাদের তল্লাস করে যখন আমাদের পাবে না তখন কোনো টাউটের পাল্লায়

পড়ে উকীলের কবলসাৎ হবে।" শ্রীরতন বলত, "ওদের আতিথেয়তায় পুষ্ট হয়ে ওদের জন্যে যদি কিছু করে না যেতে পারি তবে উকীলের চেয়ে আমরা কম কিসে?"

এমনি একটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে শ্রীরতন একসঙ্গে নায়েব দারোগা ও গ্রাম্য প্রধানকে প্রকুপিত করল। ঘটনাটা এই: কলুর ছেলে বাবুলাল বামুনের ছেলে রাঘোশরণকে শা— বলে সম্বোধন করল। রাঘোশরণ লাঠির চোটে বাবুলালের মাথা ফাঁক করে দিল। কলু চলল দারোগার কাছে দরবার করতে। যে সে কলু নয়। বঙ্গাল মুল্লুকে গিয়ে লাল হয়ে এসেছে, গ্রামে দালান দিচ্ছে। বামুন শ্রীরতনের কাছে নিবেদন করল, আপনি এর একটা শালিস বিচার করুন। নইলে কলুর সঙ্গে আদালতে আমি লড়তে পারব না। শ্রীরতন বিচার করল বটে, কিন্তু বামুনের ছেলেকে বলল, তুমি বাবুলালের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। বামুন তাতে এমন অপমান বোধ করল যে সোজা চলল জমিদারের নায়েবের দরবারে। নায়েব দারোগা একে অপরের মাসতুত ভাই। নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে তুজনেই তলব দিল শ্রীরতনকে ও তার সঙ্গী সুধীকে। খদ্দর দেখে দারোগার চক্ষু স্থির। প্রধানকে হাঁক দিয়ে বলল, "কি রে বুদ্ধু, গান্ধীর লোককে এ গ্রামে ঠাঁই দেয় কেটা?" দারোগা যত বলে নায়েব বলে তার সাত গুণ। আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "ঘুঘু তো দেখছিনে? ভিটেতে চরাব কী?"

শ্রীরতন ও সুধী তুজনেই রাজদ্বারে চালান গেল। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের একশ' নয় ধারার আসামী। ওরা কে, ওদের ঘর-বাড়ী কোথায়, কী ওদের পেশা? শ্রীরতন বলল, "বলতে বাধ্য নই। ইংরেজের আদালতের সঙ্গে আমার অসহযোগ।" সুধী অমন

মূঢ়তার পরিচয় দিল না। সমস্ত খুলে বলল। বণ্ড্ দিতে অস্বীকৃত হয়ে শ্রীরতন গেল জেলে। বেকসুর খালাস হয়ে সুধী পড়ল একলা।

তার বিচারক ছিলেন রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন। তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি কিসের অসহযোগী হে? স্বরাজ মন্দিরে যেতে পেছপাও হলে। এস আমার ছেলের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিই।" খালাসের যথার্থ হেতু সুধী পরে জেনেছিল। তার পরলোকগত পিতা শম্ভুনাথ মহিমচন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়তেন ও মহিমচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়া বলে দিতেন। "সংস্কৃতে আমি ছিলুম যাকে বলে গো-মূর্খ। আমার বিশ্বাস ছিল না যে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র একটা বর্ণ আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ পাবে। শম্ভু আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল। বলল, 'যে ময়রা সন্দেশের ভিয়ান জানে তার হাতে কাঁচাগোল্লাও ওৎরায়। তোর আসল ভয়টা কী তা আমি জানি। পাছে সংস্কৃত ভালো শিখলে ইংরেজী মন্দ শেখা হয়। অরে মূর্খ! যে মগজে বিধাতা স্বয়ং শান দিয়েছেন তার দ্বারা ইংরেজীও যেমন কাটে সংস্কৃতও তেমনি।' তারপর থেকে আমি ইংরেজীতেও ফার্স্ট, সংস্কৃততেও ফার্স্ট। কিন্তু আমার ছেলেটাকে দেখছ তে? সংস্কৃততে প্রায় পাস মার্ক, ইংরেজীতে প্রায় ফুল মার্ক। হরে দরে সেই একই ফল—ম্যাট্রিকে ফার্স্ট।" গর্বে তাঁর অশ্রুক্ষরণ হচ্ছিল।

প্রথম দর্শনে বাদল যেমন মুখচোরা তেমনি লাজুক। সুধীর সঙ্গে কথা বলল না। আন্‌মনে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। মহিমচন্দ্রই solo আলাপ করলেন। পরিশেষে সুধীকে অনুরোধ করলেন তাঁর ওখানে দিন কয়েক থেকে যেতে। "আর অসহযোগ চালিয়ে কী হবে। তোমাদের মহাত্মা তো কারাগারে। দাশ যাচ্ছেন

কাউন্সিলে, নেহরু যাচ্ছেন য়্যাসেম্ব্লীতে। উকীলরা স্বড় স্বড় করে গর্তে ঢুকছে খদ্দরের ভেক ধরে। ছাত্ররা পিল পিল করে গর্ত পানে ফিরছে। জুলাইতে কলেজ খুললে দেখবে কেমন ভিড়। আমি বলি কি, স্বধী, আমি তোমাকে রেকমেণ্ড্ করতে প্রস্তুত আছি, তুমিও বাদলের সঙ্গে পাটনা কলেজে নাম লেখাও।"

বাদলের সঙ্গে স্বধীর প্রথম কথোপকথন এইরূপ :—

স্বধী। আপনার বাবা বলছিলেন আপনি এখনই বিলেতে যেতে চান।

বাদল। আমি তো এখনই যেতে চাই। কিন্তু বাবা বলছেন সবুর করতে।

স্বধী। স্বদেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বয়ঃসাপেক্ষ। তারপর বিদেশ—

বাদল। স্বদেশ আপনি কাকে বলেন? অনিবার্য কারণে যে দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেই যদি আমার স্বদেশ হয় তবে কিপ্লিং-এর স্বদেশ এই ভারতবর্ষ।

স্বধী। কিন্তু কিপ্লিং-এর বংশ যে বৈদেশিক।

বাদল। দেশের কথা থেকে বংশের কথা উঠল। তর্কশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন হল না কি?

স্বধী। লজিক আপনি এরই মধ্যে পড়েছেন?

বাদল। শুধু কি লজিক! কিন্তু যাক্ ওকথা।

স্বধী। দেখুন, আমার মনে হয় স্বদেশের শিক্ষা বেশ করে অন্তরে ধারণ করে তারপরে বিদেশের শিক্ষা বরণ করতে ইচ্ছা থাকে তো পারেন। বিলেত একদিন আমিও হয়তো যাব, কিন্তু দূর থেকে আপনার দেশকে আরো আপনার বলে জানতে।

বাদল। আমার স্বদেশ আমার স্বমনোনীত দেশ, আর আমার শিক্ষা আমার স্বভাবসম্মত শিক্ষা। তেমন দেশ ইংলণ্ড আর তেমন শিক্ষা হিউম্যানিস্টক। যাকে বাজে লোকে বলে মডার্ন।

৯

ডেস্‌ডিমনা যেমন ওথেলোর মুখে তার বিচিত্র জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে কখন এক সময় তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন বাদলও তেমনি স্বধীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে তার প্রতি অনুকূল হল। ভারত সম্বন্ধে তার অনুসন্ধিৎসা কিপ্‌লিংএর চেয়েও কম ছিল, কিন্তু কাহিনী শুনতে সে ভালবাসত ঠিক ছোট ছেলের মতো। মাতৃবিয়োগের পর এই একটি দিকে তার বৃদ্ধি হয়নি, সে শিশু থেকে গেছে। কারুর কারুর মাথার চুল পাকলেও ভুরুর চুল থাকে কাঁচা।

বাদল বলে, আমি তো পারতুম না। কজন পারে! অন্ধকার রাত্রে অচেনা গ্রামের পথে বিদ্যুতের আলোয় সামনের জিনিস দেখতে দেখতে আট-দশ মাইল হাঁটা! শ্রীরতন একমাত্র সহচর। পোড়ো বাড়ীতে ফুটো ছাতের নীচে ছাতা খুলে রেখে শোওয়া। পাশের ঘরে মেয়েলোকের কাঁকন কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। বাইরে জন মনুষ্য নেই। দূরে মক্ মক্ করছে ব্যাং আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে ঝিঁ—ই ঝিঁ—ই। ওঃ! আপনার বর্ণিত অবস্থান যেন কল্পনেত্রে দেখতে পাচ্ছি, স্বধীন বাবু।"

স্বধী বলে, "চরের গল্পটা যদি শুনতেন!"

বাদল বলে, "নিশ্চয়! এখনি।"

স্বধী বলে, "চরে গিয়ে দেখলুম নদী যার চতুর্দ্দিকে তাতে পানীয়

জল নেই, কুয়ো খুঁড়লে ধ্বসে যায়। মেয়েরা যায় অনেকটা পথ বালুর উপর দিয়ে হেঁটে কলসী ভরে জল আন্‌তে, কিন্তু জলও তাদের ছলতে চায় রোজ শুকাতে শুকাতে হটতে হটতে। চরের মানুষ হাসতে হাসতে বলে, চরে থাকার অনেক সুখ। ভাদ্রে ভাসি জ্যৈষ্ঠে পুড়ি, শীতে আগুন করবার জ্বাল পাইনে! একটা বড় গাছ নেই যার ছায়ায় বসে রৌদ্র থেকে নিস্তার মেলে। বানের ভয়ে লোকে মাচানের উপর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে শোয়। গরুগুলোকে চর থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু হিসাবের ভুলে বান যদি আগে এসে পড়ে তবে মাচানশুদ্ধ মানুষ গোরু বাছুর সমেত ভাসমান। বান ছাড়লে জ্যান্ত যদি থাকে তবে বাড়ী ফিরে এসে দেখে জমিই নেই, তার বাড়ী।”

বাদল বলে, “য়ঁ্যা!”

সুধী বলে, “জমিটুকু নদী চেটে খেয়েছে। তবে নদীর দয়ার শরীর। এক জায়গায় খায়, আর এক জায়গায় ফেলে। যেখানে খেয়েছিল আবার হয়তো সেইখানেই পরের বছর সুদে আসলে ফেরত দেয়। নদীকে চরের লোক প্রাণহীন মনে করতে পারে না, তাদেরই মতো সে প্রাণীই। তার অশেষ রকম রঙ্গ দেখতে দেখতে যারা বংশানুক্রমে চরে ঘর করেছে তাদের কাছে সে তো দেবতা। নদীর কথা ওদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরা মন খুলে রসিকতা করবে। কিন্তু পাড়ুন দেখি জমিদারের কথা। অমনি ওদের নালিশ শুরু। যে জমির উপর পাঁচ বছর আগে আপনার বাড়ী ছিল সে জমিও নেই সে বাড়ীও নেই, কিন্তু খাতায় লেখা আছে আপনি ঐ জমির প্রজা।”

“কী অন্যায়!” বাদল ক্ষেপে যায়।

সুধী হেসে বলে, “ক্রোধের দ্বারা কোনো অন্যায়ের প্রতীকার হতে

পারে না, বাদলবাবু। আর অন্যায় কি এই একটা, না, অন্যায় কেবল জমিদারেই করে!"

"হতভাগারা মামলা করে না কেন?"

"হুঁ।" বাদল ভেবে বলল, "গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করলেই পারে।"

"করে না আবার। লাখে লাখে স্বনামী ও বেনামী আবেদন পড়ে লাট দরবারে, জেলা হাকিমের কাছে। কিন্তু ওঁদের কি সময় আছে? আর আইন যেখানে বিরূপ সেখানে ওঁরাই বা কী করতে পারেন!"

বাদল কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে বললে, "সেইজন্যে তো ডেমক্রেসীর আবশ্যকতা। ভোট যখন অত্যাচারিতদের হাতে আসবে তাদের প্রতিনিধিরা আইন-সভায় গিয়ে আইন বদলে দেবে।"

"কিন্তু আইন সভায় তো শুধু এক পক্ষের প্রতিনিধি যাবে না, অপর পক্ষেরও। আর অপর পক্ষের প্রতিনিধিরা যে এ পক্ষের প্রতিনিধিদের আদৌ যেতে দেবে তাই বা ধরে নেব কেন? ফন্দী ফিকির ঘুষ ইত্যাদি প্রবলেরই অস্ত্র; এ ক্ষেত্রে প্রবল হচ্ছে সেই যার মগজে বুদ্ধি পকেটে টাকা।"

"না, না। ডেমক্রেসী শেষ পর্য্যন্ত এত কাঁচা থাকবে না, সুধীন-বাবু। দুর্ব্বলরাও প্রবল হবে, যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, যদি একাগ্র হয়, যদি রাজনীতি বোঝে।"

"অর্থাৎ যদি তিনশ' পয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘণ্টা বক্তৃতা শোনে, চাঁদা দেয়, সমিতি করে, কার্যনির্বাহক হয়, ক্যানভাস করে, নিজে দাঁড়ায়, অন্যকে দাঁড় করায়, হেরে গেলে আবার কোমর বাঁধে, জিতলে আবার বক্তৃতা শোনে, লবিতে যায়, হাঁ কিম্বা না জানায়।

দলগত পাশার দান যদি সুবিধামতো পড়ে তবে প্রতিপক্ষ শাসিয়ে যায়, সোয়াস্তি নেই, যদি না পড়ে তবে তো His Majesty's opposition হয়ে পরম কৃতার্থতা! এই আপনার ডেমক্রেসী। এর বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। ফল যা হয় তা দু দিনেই পচে। তবু নতুন ফলের জন্যে হৈ হৈ রৈ রৈ করে আরো তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন কাটে।"

"এই তো চাই। Eternal vigilance is the price of Liberty—of Justice—of Progress."

"রক্ষে করুন, বাদলবাবু! এ দেশের গরীবরাও সকলের চেয়ে বড় বলে জেনেছে আত্মার মুক্তিকে; অধ্যাত্ম চর্চার পরে রাজনীতি চর্চার সময় করতে পারে নি। এদের রক্ষণের ভার চিরকাল রাজার উপর ছিল; শক্তিকে সমাজ রাজার উপর ন্যস্ত করেছিল প্রজাকে দিতে মুক্তির অবকাশ। আজ যদি রাজা নিজের কাজ ইস্তফা দেন, যদি অন্যায়ের প্রতীকার না করেন, যদি রাজার আমলারা যে ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা এর সুরাহা না হয়, তবে আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাই না হয় রাজা হলো, এবং তাতে তার সাংসারিক খেদও ঘুচল, কিন্তু তার আত্মার মুক্তি কি সপ্তাহে একদিন গির্জায় বসে উপদেশ শুনলে হবে?

বাদল এর উত্তরে বলল, "আত্মা মানি বটে, কিন্তু তার মুক্তির কথা কোনোদিন ভাবিনি। আর ও জিনিস যে সকলের বড় তা বিচারসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে, সুধীনবাবু। আপনি যে ডেমক্রেসীর বিরুদ্ধে খেলো যুক্তি না দিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ তুললেন এর জন্যে আপনাকে অভিনন্দন করতে অনুমতি দিন।"

১০

বাদলের আগ্রহাতিশয্যে পাটনায় সুধী তার সহপাঠী হল। সঙ্গীমাত্রহীন ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে সুধীর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। আশ্রম উঠে গেছে জেল-এ। বিদ্যাপীঠ একেবারেই উঠে গেছে। লছমনদাস এখন লছমন ঝোলায়। সে ভেবেছিল রামজীর অবতার নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, কারাগার থেকে অনায়াসেই অন্তর্হিত হতে পারেন। তার কোনো লক্ষণ না দেখে গান্ধীর উপর তার অবিশ্বাস জাত হলো। কাজেই সে স্বরাজের অর্থাৎ রামরাজ্যের ভাবনা বিসর্জন দিল।

নাছোড়বান্দা চিন্তার দল রাত্রে বাদলকে ঘুমতে দেয় না। সুধীর কাছে সে রোজ আক্ষেপ জানায়, নালিশ করে, কিন্তু সুধীর পরামর্শ শোনে না—ঘুমতে যাবার আগে মনের মন্দির থেকে প্রত্যেক চিন্তাকে বহিষ্কৃত করে না, দেবমন্দিরে যেমন দর্শনপ্রার্থীমাত্রকে করে।

বলে, "কাল রাত্রে ঘড়িতে যতবার যতটা বাজল সমস্ত শুনেছি। ঘুম কিন্তু কিছুতেই আসে না। শুয়ে শুয়ে এত বিশ্রী লাগল যে ভাবলুম গলায় দড়ি দিলে কেমন হয়। উঠে বসতেই ও ভাবনা দৌড় দিয়ে পালাল। বাতি জ্বালিয়ে অংক কষলুম, যাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়। তখন মনে হল, আমার জীবনের উপর কী আমার অধিকার! আমাকে এরা ডেকে এনেছে বিংশ শতাব্দীর বিবর্তনের নায়ক হতে! আমি গেলে এদের কী দশা হবে!"

সুধী জিজ্ঞাসা করে, "কাদের কথা বলছ?"

"মানব জাতির। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের। এরা একদা পশুর সঙ্গে পশু ছিল। কোনো নামহীন বাদল এদের শেখাল কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়। অন্য এক বাদল জংলা ঘাসের বীজ বুনে শস্য

উৎপাদন করে এদের খাওয়াল। কোনো বাদল গোরুকে ধরে এনে চাষের কাজে বাহাল করল। কোনো বাদল ভেড়ার লোম কেটে নিয়ে শীত নিবারক পোশাক তৈরি করল। কোনো বাদল ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেশ দেখতে চলল। কোনো বাদল ঘর বেঁধে রৌদ্র জল এড়াল। কে একজন বাদল অর্থহীন শব্দকে এমন করে সাজিয়ে উচ্চারণ করল যে সকলে বুঝল কী ওর অর্থ।

যুগের পর যুগ সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের দ্বারা বাদলরাই পশুকে মানুষ, মানুষকে সভ্য, সভ্য মানুষকে যন্ত্রবিধাতা করেছে। বিংশ শতাব্দীর বাদল বিশ্বমানবের বিবর্তনকে কোন দিকে আগ বাড়িয়ে দেবে জানে না; শুধু জানে যে মানব-সংসারে তাকে বিনা শর্তে আনা হয়নি; মস্ত একটা দায়িত্ব নিয়ে তার আসা। ভারত গবর্নমেণ্ট যেমন বাইরে থেকে এক্স্‌পার্ট আনিয়ে থাকেন মানব-সংসারে বাদলরা তেমনিতর এক্স্‌পার্ট। 'আমি কিসের এক্স্‌পার্ট তা আজও জানলুম না, সুধীদা, তবু আমার কেবলমাত্র বেঁচে থাকাটারও নিশ্চয় কোনো catalytic effect আছে।"

এর উত্তরে সুধী কী বলতে পারে? বাদলের মাথায় জবাকুসুম মালিশ করে দেয়। আশীর্বাদ করে, "সুনিদ্রা হোক।"

সুনিদ্রা হয় না। সুধীকে শুনতে হয়, "সকলেই একে একে ঘুমে অচেতন হল, আমি কিন্তু বার বার পাশ ফিরতে লেগেছি। ঈর্ষায় ভাবলুম চীৎকার করে ওদের জাগিয়ে তুলি। কিন্তু ওরা তো বাদল নয়, ওদের কিসের দায়, ওরা কেন আমার সংগে জাগরূক থাকবে? অনিদ্রা মানুষকে এত দুর্বল করে! দুর্বলের সৃষ্টি ভগবান। সেই ভগবানকে ডেকে বললুম, আজকের মতো ঘুম দাও, কাল দেখা যাবে তোমাকে মানি কি না মানি।"

সুধী হেসে উঠল। নিজের রসিকতায় প্রীত হয়ে বাদলও। বাদল বলল, "এক শিশি য়্যাস্পিরিন কিনে এনে বালিশের নীচে রাখব। নইলে ঘোর ভগবদ্ভক্ত হয়ে হয়তো স্বর্গেই চলে যাব।"

সুধী তাকে য়্যাস্পিরিন খেতে নিষেধ করল। বলল, "ভগবানের কাছে অনেকে অনেক কিছু চায়, কিন্তু ঘুম চাইবার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। যদি চাইতেই হয় কোনো জিনিস, তবে ঘুম না চেয়ে মুক্তি চেয়ো, দায়িত্ব থেকে মুক্তি, দাম্ভিকতা থেকে মুক্তি। বোলো, বিশ্বের ভাবনা বিশ্বস্রষ্টার নিজের ও একার। আমি আর অনধিকার চর্চা করব না।"

বাদল রেগে বলল, "ভগবান না হাতী! আমি মানব ভগবান! প্রার্থনা করব ভগবানকে! শরীর যতই দুর্বল হোক না কেন, মন আমার সতেজ, প্রাণ আমার প্রবল, আত্মা আমার স্বয়ম্ভু। বাইরের কোনো শক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা আমার দ্বারা নৈব নৈব চ। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছিনে, সুধীদা। মানব আর মানবীর মধ্য থেকে যা আসে তা তো মানবশিশুর দেহ মন প্রাণ। বায়োলজিতে তার তথ্যাদি আছে। কিন্তু আত্মা তার মধ্যে কখন আবির্ভূত হয় ও কোথা থেকে? আত্মা তাকে আপনার বলে স্বীকার করে কী কারণে? কেন তার সঙ্গে অভিন্ন হয় তার জীবনান্তকাল অবধি?"

সুধী কতক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, "এর উত্তর কেউ কারুকে দিতে পারে না, বাদল। নিজের কাছে বহু সাধনায় মেলে। ধর্ম্মগ্রন্থে এর দিগ্‌দর্শন আছে। কিন্তু তাতে তোমার সন্তোষ হবে না। আমারও হয় না। নিজের উপলব্ধিই আসল। অপরাপরদের উপলব্ধির সঙ্গে তাকে তুলনা করবার জন্যে শাস্ত্র পাঠ করি। মিল দেখলে আনন্দ পাই, না দেখলে অন্তরের দিকে চোখ ফেরাই।

শঙ্করভাষ্য অগ্রাহ্য করে আমার আপন ভাষ্য রচনা করি। আমার অপরোক্ষ অনুভূতি আমার আদিম প্রমাণ; গীতা উপনিষদ্ আমার মধ্যবর্তী প্রমাণ; আমার স্বকীয় ভাষ্য আমার অন্তিম প্রমাণ।”—সুধী অন্তরের অতলে তলিয়ে গেল ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদলের কথা কানে তুলল না। হঠাৎ অবহিত হয়ে বলল, “কী বলছিলে ?”

বাদল পুনর্বার বলল, “আমার আদিম, মধ্যবর্ত্তী ও অন্তিম প্রমাণ—আমার একমাত্র প্রমাণ—আমার বুদ্ধি। যাকে আমি প্রাণপণ চিন্তা করেও বুঝতে পারিনে তাকে আমি অস্বীকার করি। যেমন ভগবানকে। যাকে কতক বুঝি কতক বুঝিনে তাকে অবসর সময়ে পূরো বুঝব বলে আপাতত স্বীকার করে নিই ও পরে রোমন্থন করি। যেমন দেহ-মন-প্রাণ থেকে বিচ্ছন্ন আত্মা।”

১১

একদিন হরিহর ক্ষেত্র মেলা দেখতে পদব্রজে সোনপুর যাওয়া হয়েছিল। গঙ্গার একটি অংশ পার হয়ে চরের উপর দিয়ে চলতে চলতে শুরুতে বাদল বলল, “তুমি চোখ বুজে পাঁচ মিনিট কি পাঁচ ঘণ্টা বসলে, তারপর অম্লান বদনে ঘোষণা করলে, জানামি অহং তং পুরুষং মহান্তং—সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করছি, মাফ কর। ডাক্তারীর বেলা তুমি যদি এরকম করতে তোমাকে বল্‌তুম হাতুড়ে। কিন্তু যেহেতু এটা ডাক্তারী নয়, মেটাফিজিক্স, সেহেতু তোমার উপলব্ধি অর্থাৎ guess work আমার জিজ্ঞাসা-ব্যাধি নিরাময় করবে! অবশ্য তুমি যদি তোমার জম্বুদ্বীপের ভূগোলকে তোমার সোনপুর যাত্রার মধ্যবর্তী প্রমাণ বলে গণ্য কর ও তার স্বকৃত ভাষ্যকে অন্তিম

প্রমাণ বলে, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফুস্‌ফুসের রোগ ডেকে আন্‌ব না।"

সুধী বলল, "তোমার ফুস্‌ফুস্‌ অফাট্য হোক্‌। কিন্তু অত বড় একটা অপবাদ আমাকে দিলে, বাদল? আমি হাতুড়ে? সেবার যে তোমার ফোঁড়া হয়েছিল, ডাক্তারের নজরে পড়লে বরফির মতো কাট্‌ত। আমি ওটাকে পুঁইপাতা আর গরম ঘি দিয়ে সারালুম। মনে পড়ে?···থাক্‌ থাক্‌, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। পাগল!"

"আমি যখন অম্লানবদনে বলি," সুধী চলতে চলতে বলতে থাকল, "যে, বাদল আমার বন্ধু তখন আমি কাগজ-পেন্‌সিল নিয়ে হিসাব করে দেখিনে কত বার তুমি আমার কী উপকার করেছ, তোমার সান্নিধ্য আমাকে কয় মণ ওজনের আনন্দ দিয়েছে, তোমার ব্যবহার আমার কাগজ ক' ইঞ্চি ভালো লেগেছে। আমি অনুভব করি তোমার প্রতি গাঢ় স্নেহ। তাই ঘোষণা করি বাদল আমার বন্ধু, আমার ভাই।"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু এর জন্যে তোমাকে শাস্ত্র ওল্টাতে হয় কি?"

সুধী বলল, "আমাকে বলতে দাও। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত আর ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গুরুতায় সমান নয়। পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ এতই দায়িত্বপূর্ণ যে বালিকা বধূর মতো পদে পদে গুরুজনের পরামর্শ নিতে হয়। কিন্তু দায়িত্বটা তো গুরুজনের নয়, বধূর নিজের। আর দায়িত্বই কি সব কথা? মাধুর্য কি কিছুই নয়? মাধুর্যের ক্ষেত্রে গুরুজন যে বাইরের লোক। বধূর অন্তরঙ্গ সখীরাও পর। বধূ একাকিনী। নিজেই নিজের একমাত্র প্রমাণ।"

"তবে?" বাদল তুড়ি দিয়ে বলল, "ঘুরে ফিরে পৌছতে হলো আমারই দরজায়!"

"ভালো করে শোনই না।" সুধী কৌতুক-ধমক সহকারে বলল, "বধূ তো সত্যি আর একলা নয়। ওর স্বামী রয়েছে শয্যায়। ও যাকে অনুভব করে সে যে ওর অর্ধাঙ্গ। না, পরম মুহূর্তে সে যে ওর থেকে অভিন্ন। তাই তখন প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না। অপরোক্ষ অনুভূতির এইখানে শ্রেষ্ঠতা। ঐ আকাশ, এই আমি—দৃশ্য ও দর্শক—পরস্পরের মধ্যে তন্ময় হলে পরে প্রমাণ হয় নিষ্প্রয়োজন।"

"তোমার অর্ধেক কথা আমি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করতে পারলুম না, সুতরাং গ্রহণের প্রবণতা সত্ত্বেও আদৌ গ্রহণ করলুম না, সুধীদা। যদি বিষয়ভ্রষ্ট হবার অনুমতি দাও তবে বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা করে একবার রসনাবিনোদন করি!"

সুধী হাত যোড় করল। বলল, "আমি বালিকাও নই, বধূও নই, বালিকাকে বধূ করবার জন্যে ব্যগ্র হইনি, যারা করে তাদের প্রশংসাও করিনে, তবে কেন আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করবে? এটা ডিবেটিং ক্লাবও নয়।"

বাদল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে এক জায়গায় পা ছড়িয়ে দিল। সুধী একটু ফাঁকে বসল। বলল, "তুমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্মণ।"

"কী!" বাদল চম্‌কে ওঠে সুধীর দিকে কটমট করে তাকাল। সুধী আত্মস্থ ভাবে বলল, "তুমি বৌদ্ধ—তুমি ভারতবর্ষের সেই পুত্র যে বুদ্ধির মার্গ ধরে একাকী পথ চলল, পথের শেষে পেল আপনার নির্ব্বাণ। পরমাত্মা আছেন কি নেই অন্বেষণও করল না। আর আমি ব্রাহ্মণ—আমি ভারতবর্ষের অপর পুত্র, আমার মার্গ অন্তর্দীপ্তির। আমি সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হলুম। যিনি সকলকে নিয়ে ও সকলের উর্ধ্বে, তাঁর সঙ্গে চির-সম্বন্ধ যেই পাতালুম অমনি হলো আমার মুক্তি।"

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল, "বেশ, আমি বৌদ্ধ। আমি মানিনে তোমার বর্ণাশ্রম, মানিনে তোমার বেদবেদান্ত, মানিনে শ্রুতি, মানিনে স্মৃতি, মানিনে তোমাদের সৃষ্ট ভগবানের তেত্রিশ কোটী মূর্তি, দশ অবতার, অষ্টাদশ পুরাণ, যাগযজ্ঞ, বলিদান। ভারতবর্ষ তাঁর যে পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করেছিলেন, সেই একদিন বহির্ভারতে গিয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছিল, গড়েছিল উপনিবেশ। তার অভিশাপে ভারত লাভ করলেন মুসলমানের পদাঘাত।" বাদল ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "কিন্তু সোনপুর মেলায় বৌদ্ধের স্থান কোথায়? যাও তুমি একাকী ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ।"

সুধীও রাগ করতে জানে। বলল, "যাও তবে তুমি একলা পাঁচ মাইল হেঁটে। রাস্তায় লোক কমে এসেছে। পড়বে বাট-পাড়ের হাতে।"

কথাটা বাদলের হৃদয়ঙ্গম হয়ে মুখমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করল। বাদল চুপ করে থাকল সুধীর পক্ষ থেকে অনুনয়ের প্রত্যাশায়। সুধী মনে মনে হাসল। বলল, ভারতবর্ষ যে পরাজিত হলেন তার মূল কারণ বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধ, একদিকে দেবদ্বিজ ও অপর দিকে সবার উপরে মানুষ বড়। আরো তলিয়ে দেখলে, ছন্দোবদ্ধ সমাজের সহিত সঙ্ঘ-স্বাতন্ত্র্যের সংঘর্ষ জনিত তালকর্তন। আরো তলিয়ে দেখলে, দেশকালপাত্রোচিতের সঙ্গে দেশকাল-পাত্রাতীতের অসামঞ্জস্য। অতল পর্যন্ত গেলে, একই আত্মার অন্তর্বিগ্রহ—অন্তর্দীপ্তি বনাম বুদ্ধি। এস বাদল, আমরা সন্ধির সন্ধান করি। তোমার শর্ত কী কী?"

বাদল উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "রোস। ভাবতে দাও।" ভেবে বলল, "বাদীপক্ষের উকীল আসামীপক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হবার

আগে সেই বক্তৃতার একটা কল্পিত প্রাতরূপ নির্মাণ করেন ও সেটাকে তাসের কেল্লার মত ধরাশায়ী করে আদালতের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেন। আমার প্রথম শর্ত এই যে তুমি আমাকে আমার কথা আমার মতো করে বলতে দেবে ও তার কোনোরূপ অপব্যাখ্যা করবে না। রাগ কোরো না সুধীদা। তোমার ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের 'নির্ব্বাণ', 'শূন্য' ইত্যাদি শব্দগুলির কদর্থ করেছিল, পরমাত্মা সম্বন্ধে যারা নাস্তিকও নয় আস্তিকও নয়, তাদেরকে নাস্তিক্যের দাগে দাগী করেছিল এবং কতগুলো কাল্পনিক premise-কে খণ্ডন করে বৌদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত করল বলে ঢাক পিটিয়েছিল।"

সুধী বাধা দিয়ে বলল, "শঙ্কর প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-ত্যাগীকে আমি ব্রাহ্মণ বলিনে। তাঁরা আমাদের স্বরাজীদের মতো বর্ণচোরা ছিলেন।"

বাদল ওকথা কানে তুলল না। নিজের বক্তব্য শেষ করল। "সন্ধি বলতে যদি একতরফা একটা ব্যাপার বোঝায় তবে তেমন সন্ধিপত্রে আমি সই করব না, সুধীদা।"

সুধী গম্ভীর হয়ে বলল, "বেশ তো। তুমি তোমার পক্ষের মামলা যেমন খুশি সাজিয়ে গুছিয়ে বল।"

৬২

"আমার মার্গকে", বাদল গলা পরিষ্কার করে বলল, "বুদ্ধিমার্গ আখ্যা দিয়ে মোটের উপর তুমি বেঠিক্ করনি। কিন্তু আমার বুদ্ধি বৈয়াকরণিকের নয়, বিচারকের। ভাষান্তরে, Scholastic নয়, humanistic. আমি মানবের প্রতিভূ হিসাবে বিশ্বতথ্য

পর্যবেক্ষণ করি; তথ্যের তলে কোন্ তত্ত্ব ক্রিয়াপর। তার সম্বন্ধে একটা আপাত সিদ্ধান্ত খাড়া করি। সেই আপাত সিদ্ধান্তের দীর্ঘকাল পরীক্ষা চলে। পরীক্ষাফলে তার হয়তো আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেইখানে আমি থামিনে। গোড়া থেকেই আমি মানব-প্রতিভূ। শেষ পর্যন্ত আমি তাই। আমার বিশ্বচর্চা আমার মনোবিলাসের জন্যে নয়। আমার principle-এর জন্যে—মানব মহাজাতির জন্যে। যেদিন জানব যে আমি মানব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কিম্বা আমি মানবই নই, আমি শুদ্ধমাত্র আমি, a free and unattached entity, সেদিন আমি বুদ্ধিমার্গ পরিত্যাগ করব। বিশুদ্ধ বিশ্বচর্চা আমার পক্ষে পরচর্চার মত পরিহার্য। আর বুদ্ধিমার্গেরও এমন কোনো সম্মোহন নেই যে আমাকে পথের নেশায় পথ চলাবে।"

স্থধী মন দিয়ে শুনছিল। বলল, "বলে যাও।"

"তারপর," বাদল একটানা বলে চলল, "আমাকে তুমি বৌদ্ধ বলে বুদ্ধের সঙ্গে উপমেয় করেছ। ছুটি বিষয়ে এ উপমা ন্যায্য। প্রথমত আমি মানবের জন্যে সাধনায় রত, আমারও সাধ্য মানবহিত। দ্বিতীয়ত, আমারও মার্গ বুদ্ধিমার্গ, মানবের এভোল্যুশন ঐ মার্গ ধরে হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধকে সাধনার প্রেরণা দিয়েছিল মানবের দুঃখ। আমাকে প্রবর্তনা দিয়েছে মানবের বিবর্তন। মানুষ যদি ধাপে ধাপে তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে থাকে তবে সামনের ধাপে কার হাত ধরে উঠবে? এই বাদলের। বিবর্তন যে স্বতঃসম্ভব অর্থাৎ automatic, তা আমি বিশ্বাস করিনে। গণমানব চিরকাল বাদলগণের দ্বারা নীয়মান হয়ে এসেছে ও হতে থাকবে। তারপর সিদ্ধার্থের সিদ্ধি ও বাদলের সিদ্ধি এক নয়। তিনি পেলেন ও দিলেন নির্বাণের সন্ধান। নির্বাণের প্রকৃত অর্থ ভাবাত্মকই হোক আর অভাবাত্মকই হোক, নির্বাণের

পরে আর কিছু নেই। নির্বাণই চরম। আমি কিন্তু কোথাও দাঁড়ি টানবার কথা মনে আনতে পারিনে। আমার সিদ্ধি হচ্ছে বৃদ্ধিতে। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনন্ত। আমার মতো বাদলদের সাধনা ও সিদ্ধি পৌনঃপুনিক।"

বাদল শেষ করলে সুধী রঙ্গ করে বলল, "ঐ দেখ মানবজাতির প্রায় সকলেই সমুপস্থিত। প্রতিভূকে চিন্‌তে পারে কি না দেখা যাক।"

অত বড় মেলা নাকি এক রাশিয়ার Nijni Novgorod-এ বসে। কেবল মানবজাতি কেন গৃহপালিত ও অরণ্যজাত প্রায় সকল জাতির অধিকাংশ সভ্যই সমবেত।

সুধী বলল, "ভালো করে আমার হাতটা ধরে থাক। একবার সঙ্গছাড়া হলে এক সপ্তাহ খোঁজ কর্‌তে হবে।"

জন্তুদের বন্ধু একমাত্র নন্তবাবুই নন্; বাদলবাবুও। একেবারে ছেলেমানুষের মতো তার পশু সম্বন্ধীয় কৌতূহল। হাতী কেমন করে খায় ও কী খায় সেটা নিরীক্ষণ করতে ঘণ্টাখানেক হস্তীসভায় কাট্‌ল। তারপর তার শখ হল পাখী কিন্‌বে। ময়না চন্দনা বুল্‌বুল্ ইত্যাদি নাম ধাম গণ গোত্র আকৃতি প্রকৃতি কিছুই যখন তার মনঃপূত হল না, তখন দোকানদার দিল তাকে এক শালিকছানা গছিয়ে। বলল, "এ খুব পোষ মানবে, বাবুজী। কথাও বলবে যদি তালিম দেন। দেখুন ভুলবেন না যেন একে জ্যান্ত ফড়িং খাওয়াতে।" এই বলে সে শালিকছানার সঙ্গে এক ঝাঁক আস্ত ফড়িং ফাউ দিল। দাম যা হাঁকল তাতে সুধীর চক্ষু স্থির, কিন্তু বাদল সাহ্লাদে বলল, "লোকটা বোকাসোকা গোছের। নইলে মোটে একটি টাকা নিয়ে এই রত্ন বিলিয়ে দেয়!"

"লোকটা," সুধী পরিহাস করে বলল, "চালাক যে নয় তা মানছি। এর চালাক হলে বলত, এই পাখী খাটি বিলিতী নাইটিঙ্গেলের নাতি। এর

দাম পুরো একটি পাউণ্ড, কিন্তু গুদাম খালি করবার জন্যে নয় টাকা পনের আনায় বিতরণ করছি। আর তুমিও দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে গদগদভাবে রেজ্‌কি ছেড়ে দিতে।"

পাখীটার জন্যে একটা খাঁচা কিনতে হল। খাঁচাটা বইবার জন্যে একটা কুলী করতে হল। সেই অমূল্য নিধি নিয়ে পাছে সে বেটা ফেরার হয় এইজন্যে তাকে নজরবন্দী রাখবার ভার বাদল স্বয়ং নিল। বাদলের মুখে অন্য কথা নেই—"পাখীটার ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। নইলে এতবার খাঁচার শিকে ঠোকর মারে কেন?" কিম্বা "দাঁড়া। দাঁড়া। পাখীটা যে মুখ থুবড়ে মরল।" কিম্বা, "সুধীদা, এ পাখী মায়ের দুধ না খেতে পেলে রোগা হয়ে যাবে না তো? এর মা-কে এখন পাই কোথায়!" সুধীর পক্ষে অট্টহাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়।

পক্ষিসন্তানের মন্দভাগ্যের ভাবনা বাদলকে বিমনা করায় সে দিন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হল না, সুধীও প্রসঙ্গটা চেপে গেল। পরে যখন একদিন পাখীটি অকালে দেহত্যাগ করল বাদল সুধীকে বলল, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, বেঁচে থাকলে ঐ পাখী শালিক জাতির এভোল্যুশন কোন দিকে এগিয়ে দিতে পারত।"

সুধী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত বলল, "এবং প্রশ্ন হচ্ছে আরো যে, ঐ পাখীর মৃত্যুফলে ১৯৩১ সালের সেন্সাসে ফড়িং সংখ্যা কী পরিমাণে বাড়বে।"

বাদল রাগ করে বললে, "যাও। তোমার সঙ্গে আড়ি।"

সুধী বলল, "তা হলে সন্ধি কোনোকালে হবে না? ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চিরশত্রু?"

"তাই তো," বাদলের মনে পড়ে গেল, সে দিনকার মামলায় আপসের কথা উঠেছিল। আমার শর্ত কী কী জানতে চাও? আমার

প্রথম শর্ত তো জানিয়েছি। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, আমাকে জড়বাদী বলতে পারবে না। আমি আত্মা মানি, যদি চ পরমাত্মা সম্বন্ধে কিছু জানি নে। ঐ পাখীটার আত্মা আমার কাছে পরমাত্মার চেয়ে সত্য, কারণ, পাখী ও মানুষ বিবর্তনের পথ বেয়ে এক সঙ্গে অনেকখানি এসেছে, তারপর ওরা ধরল একটি শাখা পথ, আমরা ও অপরাপর পশুরা ধরলুম অন্য শাখা পথ।"

সুধী হেসে বাধা দিয়ে বলল, "অপরাপর পশুদের মধ্যে আমি নেই কিন্তু।"

বাদল কর্ণপাত করল না। বলে চলল, "যাক, আত্মা যে মানি এখানে তো তোমার সঙ্গে মিল। সন্ধি এর দ্বারা কতখানি সুগম হলো ভেবে দেখ।"

সুধী বলল, "আত্মা বলতে তুমি যা বোঝ আমি হয়তো ঠিক সেই জিনিস বুঝিনে। পরমাত্মার থেকে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার অস্তিত্ব যে কেমনতর তা আমি অনুমান করতে পারিনে, অনুভব করতে তো পারিইনে। পৃথিবী ছাড়া কাশী আছে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কে যেন অমন যুক্তি দিয়েছিল।"

বাদল মাথায় হাত দিয়ে গঙ্গার বাঁধের উপর বসে পড়ল। বলল, "তা হলে সন্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি থাকে না, তুমি আকাশে আমি জলে। আমাকে ছেড়ে খ্রীস্টান মুসলমানের কাছে যাও, শর্তে বনবে।"

১৩

"আমার আত্মা," সুধী বাদলের পাশে আসীন হয়ে গঙ্গার কূল ধরে চলতে থাকা গুন টানা নৌকার পিছন পিছন উঠতে থাকা ঢেউয়ের

দিকে চেয়ে বলল, "নদী জলের ঢেউ। নদীজল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।"

"আর আমার আত্মা," বাদল নিজের মনের ভিতর অনুসন্ধান করে বলল, "বিশুদ্ধ ঢেউ। জলের নয়, বায়ুর নয়, ঈথরের নয়, বিদ্যুতের নয়, কোনো প্রকার জড়বস্তুর নয়। এক, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভু স্বয়ংসম্পূর্ণ, পর-সম্বন্ধ-বিহীন।"

"কিন্তু," সুধী বলল, "পরমাত্মা তো আমার আত্মার পর নন্। তার থেকে অভিন্ন। অথচ দৃশ্যত ভিন্ন। নদীজল ও নদীজলের ঢেউ যেমন একই জিনিস, অথচ ধরতে গেলে দুই।"

বাদল এর উত্তরে বলল, "এর নাম sophistry. সোজাসুজি বল, এক না দুই।"

সুধী তবু বলল, "এক অথচ দুই।"

বাদল যে তাকে বুঝতে পারছে না এর জন্যে সুধী দুঃখিত হল। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে সুধীও বাদলকে বুঝতে পারছে না। সুধী বাদলের পদতলভূমির উপর দাঁড়িয়ে বাদলের দৃষ্টিতে আত্মরূপ অবলোকন করল। তারপর বলে উঠল, "তোমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করলুম।"

বাদল বিদ্রূপের সুরে বলল, "বটেক।"—বিদ্রূপকালে ওর মুখে 'বটে' হয় 'বটেক'।

সুধী তার বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। বলে গেল, "নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে আত্মা যেন একটি স্বাধীন নক্ষত্র, স্বীয় গতিবেগে দীপ্যমান। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অন্ধকারপূর্ণ ব্যবধানে অন্য যে সকল নক্ষত্র দীপ্যমান তাঁরাই কতকটা নিকট আত্মীয়ের মতো।

নিজেকে অখণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন খণ্ড বলে বিশ্বাস হয় না।"

বাদল তখন সহজ স্বরে বলল, "হয়েছে। কিন্তু উপমা বাদ দিয়ে কথা বলতে পার না? অলঙ্কারভূষিত বাক্য অলঙ্কারেরই বাহন, সত্যের নয়।"

সুধী বলল, "কিন্তু সত্য যে সালঙ্কারা কন্যা।"

বাদল উষ্মার সহিত বলল, "তোমার সঙ্গে সন্ধি নৈব নৈব চ। আমার সত্য সালঙ্কারা কন্যা নয়, নীরস নিরেট নির্বর্ণ। আমার সত্য ক্লীবলিঙ্গ।"

সুধী বেচারা করে কী! পুনর্বার বাদলের স্থানে নিজেকে নিবেশ করল। বাদলের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ করল। বলল, "তাই তো।"

বাদল সগর্বে বলল, "কেমন?"

সুধী সবিনয়ে বলল, "নির্গুণ ঋজু প্রসাদশূন্য।"

"ঠিক বলেছ। প্রসাদশূন্য।" যেন বাক্যযোগে সুধীর পিঠ চাপ্‌ড়ে দিল।

এর পরে আর আলাপ জমে না। গঙ্গার ধারে বসে সুধী দেখতে থাকে নদীজলে প্রতিফলিত অস্তাকাশ। মেঘগুলি যেন বহুরূপী—এই গৈরিক তো এই জর্দা, এই লোহিত তো এই পাটল। কখন এক সময় তারা ছায়ার মতো কালো হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তারপর যখন তারা আকাশ পারাপার করে তখন মনে হয় তারা যেন অন্ধকারের নিশ্বাস বায়ু।"

সুধী বাদলকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "কী ভাব্‌ছ? চল, যাই।"

বাদল স্বপ্নোত্থিতের মত বলে, "গেল, গেল, হারিয়ে গেল চিন্তাটা। আর কি তার সন্ধান পাব?" এই বলে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

"সন্ধিপত্র লেখা হয়েছে," সুধী ঘোষণা করে, "এবার কেবল তোমার আর আমার স্বাক্ষর করা বাকী।"

"সত্যি?" বাদল খুসি হয়ে যায়, "কী কী শর্ত?"

"মোটে একটি।" সুধী মৃদু হাসে।

"মোটে একটি!" বাদল নিরাশ হয়। "আমাকে তো জানতে দিলে আমার তিনটি শর্তেই তুমি এক এক করে একমত। মানববুদ্ধি, স্বাধীন আত্মা ও নিরলঙ্কার সত্য।"

"না।" সুধী দৃঢ় কোমল ভাবে বলল, "নিজের উপর জুলুম না করে তোমার ও-সব শর্ত্তে রাজী হওয়া যায় না। আমাদের পরিভাষা হয়তো এক, কিন্তু মার্গ অনুসারে অর্থবোধ বিভিন্ন। সন্ধি হতে পারে একটি ক্ষেত্রে—স্বমার্গনিষ্ঠায়। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ও স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান যে কত বড় বন্ধু হতে পারে তা আমার শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধে নিশ্চয়ই অমনি সৌহার্দ্দ্য ছিল। ভারতবর্ষের পরাভবের মূল কারণ আমি ঠিক আঁচ্‌তে পারিনি। আবার চেষ্টা করব।"

সুধীদা একমত হয়েও হল না, বাক্য প্রত্যাহার করল প্রকারান্তরে। এতে বাদল ক্ষুণ্ণ হল। বলল, "মার্গ তো সব মানুষের একই। আর আমি সেই মার্গের অধিনায়ক। তুমি renegade হতে চাও তো আমরা তোমার উপর জুলুম করব না। কিন্তু মার্গ কখনো দুই হতে পারে না, সুধীদা।"

তারার ভারে আকাশ যেন ঝুঁকে পড়ল, ফলভারাবনত শাখার মতো। সুধীর মনে হতে লাগল হাত বাড়িয়ে দিলে নাগাল পাওয়া যায়। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে সে বলল, "মানবজাতি কোনোদিন সরল রেখার মতো কালের খাতার পাতায় টানা হয়নি। কোনো

একজন মানুষ কোনোদিন সর্ব মানবের সর্বময় নেতা হতে পারেন নি। তুমি আগে বাদল, তারপরে মানুষ। আগে খাঁটি বাদল হও, তার ফলে যদি মানুষের সভায় অগ্রাসন লাভ কর তবে সেটা হবে তোমার বৃহৎ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। নেতৃত্ব তোমার লক্ষ্য নয়, তোমার লক্ষ্যবেধের পুরস্কার। তোমার লক্ষ্য স্বপ্রকৃতির সীমার মধ্যে থেকে সত্যকে পাওয়া ও সত্য হওয়া। আমারও লক্ষ্য তাই। তবে আমার পুরস্কার মানুষের হাতে নেই, আমার পুরস্কার হাতে হাতে।" এই বলে সুধী বিশ্ব-সৌন্দর্য ধ্যান করল।

তার ধ্যানের ছোঁওয়া বাদলের মনে লাগল। সে অনুতপ্তভাবে বলল, "তোমার কথা শিরোধার্য করব, সুধীদা। বাদল হিসাবে খাঁটি হব। মানুষ যদি আমাকে অস্বীকারও করে তবু আমি মানবের দায়িত্ব বাদলের মতো বহন করব।"

সুধী সহাস্যে বলল, "আমার দায়িত্বটাও?"

বাদল সভয়ে বলল, "তোমার দায়িত্ব কিসের?"

"সৌন্দর্য উপাসনার। ছন্দ বর প্রার্থনার।

"হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বল।"

"আমার উপলব্ধির ভাষাই ভঙ্গীময়।"

"তবে আমি তোমার দায়িত্ব নেব না।"

"নেবে না তো? তা হলে যা তুমি বহন করবে তা মানব সকলের নয়, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সম্প্রদায়ের। এই কথাটি মনে রেখ যে, একজনকেও যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে কোটীজন ফিরে চলে।"

একটি শিকার হাতছাড়া হলে মিশনারীর যেরূপ সন্তাপ উপস্থিত হয়, বাদলেরও হল সেইরূপ। সে বাষ্পরূপ কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা।"

"তার মানে," সুধী সকৌতুকে বলল, "সেই একজন বা এক কোটীজন renegade নয়। তাদের মার্গই স্বতন্ত্র। তোমার মার্গ ইন্‌টেলেক্‌টের। আমার মার্গ ইন্‌টুইশনের। এখন কেবল স্ব স্ব মার্গে নিষ্ঠাপর থাকতে হবে। এরই নাম সন্ধি।"

"তথাস্তু।"—বলে বাদল সুধীর ডান হাতটাতে ডানহাত মিলাল।

অনুসন্ধান

১

বিভূতি নাগের নিদ্রাভঙ্গ।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল। সূর্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে রাত থাকতে। কাজের লোক কাজে লেগেছে। নিষ্কর্মারা টেনিস্ খেলছে। বিভূতিও কী একটা স্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত ছিল, দরজার বাইরে বুড়ী বাড়ীওয়ালীর টোকা—এই নিয়ে তিনবার—তাকে হঠাৎ মনে করিয়ে দিল যে আজ নয়টার সময় একটা ক্লাস ছিল। সে চোখ বুজে কিছুক্ষণ হাতঘড়িটার উদ্দেশে বালিশের কাছটা হাতড়াল। তারপর চোখ মিটমিট করে দেখে নিল যে ইতিমধ্যেই ক্লাস বসে অর্ধেক পড়া সারা হয়েছে, বিভূতি যতক্ষণ কাপড় ছাড়বে ততক্ষণে বাকীটুকু সারা হয়ে যাবে।

"হায়! স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে ছয় হাজার মাইল দূরে এসেও আমার পড়াশুনায় হেলা ঘটছে। অহো আপাতরমণীয় স্বপ্নমোদিত তন্দ্রা! অরে কপটমিত্রপ্রতিম ছদ্মবেশী আলস্য!" ইত্যাদি বহুবিধ আলাপ পূর্বক বিভূতি নাগ কিয়ৎকাল মুহুর্মুহু হাই তুলতে থাকল।

"সাড় নয়টা! দেরিতে ওঠার একটা সুবিধে এই যে, লাঞ্চ না খেলেও ভুঁড়ি ফাঁকা ঠেকে না। দেড় শিলিং বাঁচে। ছয় দিনে নয় শিলিং! ছেলে দুটোর জন্য একবাক্স চকোলেট পাঠানো যায়। কিম্বা রেখার জন্যে একটা কাপড়ের গোলাপ। অথবা মার্জরীর জন্যে—"

বিভূতির মনে পড়ল যে পুরুষমানুষ হয়েও সে মার্জরীর টাকা

ধারে। অহহ লজ্জা! দেশ থেকে যা আসে তাতে নিজের খাওয়া পরা কলেজের মাইনে পোষায় না। তাই মার্জরীকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া মার্জরীর কাছে ধার করে চালাতে হয়। টিকিট কেনবার সময় বিভূতি পার্সটা খুলে প্রত্যহ কাতরায়। বলে, "দুজনের পক্ষে যথেষ্ট আনতে ভুলে গেছি, মিস্ ম্যাক্স্‌টন্। মার্জরী প্রবোধ দিয়ে বলে, "তাতে কী, মিস্টার হ্যাগ্। আমার কাছে আছে।" বিভূতি তখন বাস্তববাদীর মতো বলে, "উপায়ান্তর না দেখে ধারই করলুম, মিস্ ম্যাক্স্‌টন।"

তারপর প্রোগ্রাম কেনা, চকোলেট কেনা, আইস্ কেনা—সবই ঋণং কৃত্বা। এমনি করে আড়াই পাউণ্ড আড়াই মাসে মার্জরীর কাছে দেনা। এ ছাড়া স্যুট কিনেছে ডোঙ্গ্‌রের কাছ থেকে পাঁচ গিনি পাঁচ সপ্তাহের কড়ারে কর্জ করে। ডোঙ্গ্‌রে চায়নি বলে প্রায় আট সপ্তাহ আটকে রেখেছে। ভূতলিঙ্গমের কাছ থেকে cash নয়, kind—অর্থাৎ টাকা নয়, চার টিন মাদ্রাজী সিগার। এ ছাড়া বাড়ীওয়ালীর চার সপ্তাহের বকেয়া দশ পাউণ্ড। এর জন্যে বাড়ীওয়ালাকে রোজ একবার বলতে হয়, বাবা তার করেছেন টাকা জাহাজে করে পাঠিয়েছেন। রোস না, সব পাওনা এক সঙ্গে চুকিয়ে দেব, মিসেস রসেলি।" (ইটালিয়ান) সেই ময়লা কাপড় পরা বেঁটে খোঁড়া মূর্খ বুড়ী খাওয়ায় ভালো খেয়ে ভারতবাসীর তৃপ্তি হয়।

স্বদেশী খাদ্য সুলভে খাবার শর্ত দে সরকারের রান্নার যোগান দেওয়া। জন্ম-কুঁড়ে বিভূতি উক্ত শর্তে সম্মত হয়নি। ফলে এখন মিসেস রসেলির দাক্ষিণ্যে ও কুঁড়েমির অব্যাহত অবকাশে দিন দিন বিভূতির নধরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেন এক হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা।

বিভূতি হাই তুলতে তুলতে ঘড়িতে দম দিল। ওয়ান, টু, থ্রি

বলে বিছানার উপর উঠে বসল। কালীঘাটের কালীর একখান পটকে তার সেই বেড-সিটিং রুমের পড়ার টেবিলের উপর দাঁড় করানো হয়েছিল। বিভূতি চোখ বুঁজে হাত জোড় করল, সেই সুযোগে আর একবার ঝিমিয়ে নিল। অবশেষে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে সে যখন মেঝের উপর সত্যি সত্যি খাড়া হলো তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আয়নায় নিজের মুখ দেখা। বিভূতি বিশ্বাস করত যে ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম যার মুখ দেখবে তারই গুণাগুণ অনুসারে বিভূতির সেদিনকার শুভাশুভ নির্ধারিত হবে। এই বিদেশে পরের বাড়ীতে কাকেই বা ভালো করে চেনে, কার গুণাগুণ সে ভালো করে জানে? অতএব ঘুম থেকে উঠে নিজের মুখখানি আয়নার সাহায্যে দেখে নেয়।

অন্যান্য দিন এটা শুধু একটা কর্তব্য পালন ছিল, কিন্তু আজ বিভূতি স্বগত ভাবে বলল, "কেন? আমি কি রূপে গুণে মন্মথ মিত্তিরের থেকে কম যাই? কালো? কালো তো ভালো। কৃষ্ণ কালো, কালী কালো, কোকিল কালো, তমাল কালো, আকাশ কালো, সাগর কালো। কালো জগতের আলো! হা হন্ত! মন্মথ না হয়ে আমি যদি ডলির স্বামী হতুম তবে আমারই তো হোটেল রাসেলে থাকবার কথা। আমাকে কেন ডলির বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হয়! বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে এত সমাদর, এত সেলাম, এতবার 'সার' সম্বোধন! স্বামী হয়ে থাকলে ঐ সজ্জিতদীপমালা সুচিত্রিতপ্রাচীর পুষ্পশোভিত প্রশস্ত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে অর্কেস্ট্রা কর্তৃক পরিবেশিত বাদ্যসুধা ও সম্ভ্রান্ত ভৃত্যগণ কর্তৃক পরিবেশিত ভোজ্যপানীয় যুগপৎ আস্বাদন করে মানবজন্ম সার্থক করা যেত। যাক, ডলি যে আমাকে চা খেতে ডেকেছে এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু ডলিকে প্রতি-নিমন্ত্রণ করা যে অতীব অর্থ সাপেক্ষ। মন্মথকেও বাদ দেওয়া যায় না। তিনি মন্দ ব্যারিস্টার না। আকবরের যেমন পাঁচ হাজারী দশ হাজারী মনসবদার ছিল, মন্মথও তেমনি ক্যালকাটা বার-এর তিন হাজারী। "Criterion"-এ চা খেতে ডাকলে যত খরচ হবে বিভূতি তা আন্দাজে হিসাব করে কার কাছে গোটা দুই পাউণ্ড ধার করবে সেই হতভাগ্যের নাম স্মরণ করতে লাগল। ইতিমধ্যেই সে লণ্ডনের বাঙালী মহলে সুপরিচিত হতে পেরেছে নিজগুণে। কোথাও কোনো পার্টির গন্ধ পেলে বিভূতি সেখানে যেমন করে হোক প্রবেশ লাভ করবেই এবং নিজের প্রলোভন দমন করে পরকে পরিবেশন করবার ভার নেবেই। অরবিন্দ পাকড়াশী, নবেন্দু সান্যাল, সিতাংশু বক্সী, অলীন্দ্র চন্দ ইত্যাদি বহু যুবকের সঙ্গে তার বেশ একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছে বলতে হবে—অন্তরঙ্গতার অর্থ আড্ডায় বসে ওঁরা যদি মারেন রাজা ইনি মারেন উজীর। লেবার দল যদি জয়ী হয় তবে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হবেন কি হবেন জর্জ ল্যানসবেরী, আইরিশ সুইপস্টেকের চেয়ে ক্যালকাটা সুইপস্টেকের সমাদর কম না বেশী, কে বড় অভিনেত্রী—সিবিল থর্নডাইক, না ইডিথ ইভান্স, এ সব বিষয়ে বিভূতিরও নিজস্ব মতামত ছিল। ওরা যদি বলে, 'এসেছ তো এদেশে সবে সেদিন', বিভূতি পাল্টা শুনিয়ে দেয়, 'কই, এতদিন থেকেও তো তোমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি বিশেষ বাড়েনি, ল্যান্সবেরীকে বল লঅনসবেরী—মরি মরি কিবা উচ্চারণ।'

অন্তরঙ্গ সুহৃদদের নামগুলি নিয়ে স্মৃতির জপমালা গড়ায়, আর একে একে খারিজ করে। 'পাল বেটা ভয়ানক কৃপণ।'...'পাকড়াশীটা আমাকে গরীব বলে উপহাস করে।'....'দে সরকার সমস্ত কথা পেটে

থেকে বের করে নেবে।'...'চন্দটা এমনিতেই আমাকে দেখতে পারে না, উত্তমর্ণ হলে তো রাস্তার মাঝখানে অপমান করবে।'

শেষ থাকল চক্রবর্তী। হাঁ, চক্রবর্তীর কাছে চাইলে পাওয়া যাবে ঠিক। চক্রবর্তীর কাছেই যেতে হবে দেখছি। আর ভারি তো দুটো পাউণ্ড। দেশে খুব বেশী মনে হয়, এ দেশে কেউ গ্রাহ্যই করে না। পেনীগুলা তো পয়সার মতো অস্পৃশ্য তাম্রখণ্ড।

২

বিভূতিকে চায়ে ডাকার মধ্যে কৌশাম্বীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য কী ছিল তার স্বামীর পক্ষে সেটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তিনি বিভূতিকে চিনতেন না ও তার ইতিহাসও জানতেন না। তবু তাঁর মতো উঁচু দরের লোক বিভূতির মতো অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রবিশেষের সঙ্গে চা খাবেন, এ যে প্রশ্নাতীত। তিনি অবজ্ঞার সহিত বললেন, "ডিয়ার, তুমি আমাকে মাপ কর। আমি যাচ্ছি আমার সেই প্রিভি কাউন্সিলের মামলার তদ্বির করতে। ফিরতে দেরী হবে।"

কৌশাম্বী সরল বিশ্বাসে বলল, "অল রাইট, ডারলিং।"

কৌশাম্বী যখন খুব ছেলেমানুষ ছিল—বেশী দিন আগে নয় কিন্তু—বিভূতিকে সে কী চক্ষেই যে দেখল, বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে তার মাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আমার মা;' আর তার বাবাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আমার বাবা।' তাঁরা এর রহস্যভেদ না করতে পেরে ভয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। বিভূতি এখনও মোটের উপর সুপুরুষ; তখনকার দিনে তার

শরীরে মেদবাহুল্য না থাকায় সে ছিল কৃষ্ণের মতো সুদর্শন। অবশ্য বাংলার কৃষ্ণ। নবনীতকোমল, স্নিগ্ধ, নিস্তেজ। এক কথায় পৌরুষহীন সুপুরুষ। আর কৌশাম্বীর তখন সেই বয়স যে বয়সে পৃথিবীর সকলেই আপন, কেউ পর না, সকলেই সমান, কেউ নীচ নয়, সকলেই ভালো, কেউ খারাপ নয়। আদর্শবাদের ভাপ লেগে তার হৃদয় মোমের মতো গলে পড়ছিল, সেই তরল মোম দিয়ে সে মনে মনে বিভূতির যে মূর্তি গড়ল তা কেবল সুপুরুষের নয় বীরপুরুষের, রূপকথার রাজপুত্রের, রোম্যান্সের ল্যান্সলটএর, পুরাণের পার্সিউসের, ইতিহাসের নেপোলিয়নের। বিভূতিতে সে বীরত্ব আরোপ করে মনে মনে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, এই বীর বিংশশতাব্দীর ভাগ্যবিধাতা এবং একে আবিষ্কার ও অধিকার করবার গৌরব একা কৌশাম্বীর।

একদিন দুপুরবেলা নিজের ঘরে বিভূতি আছে ঘুমিয়ে, কৌশাম্বী কখন এসে তার পাশে বসে পাখা হাতে করে হাওয়া করছে। বিভূতি যেই পাশ ফিরল অমনি পাখার ঘায়ে তার ঘুম হলো জখম। সে চোখ মেলে দেখল, কৌশাম্বী ওরফে ডলি, ক্যাপটেন গুপ্তর সেই মেয়ে যিনি তার প্রতি কত বার অযাচিত করুণা প্রদর্শন করে তাকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছেন। তাঁকে এমন স্থানে, কালে ও ভাবে প্রত্যাশা কিম্বা আশা করেনি বিভূতি। তার মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু পাখার ঘা লেগে তখন তার নাক জ্বালা করছিল। সে সচমকে উঠে বসল ও থতমত খেয়ে যে ভাষায় কথা বলল তার বর্ণমালায় মাত্র একটি অক্ষর—"গা—গা—গা—গা—গা—"

তার দাঁতকপাটি লাগল, তার ঘন ঘন স্বেদ ও কম্প হল, সে

মাথা ঘুরে তক্তাপোষ থেকে উল্টে পড়ল। সবশুদ্ধ একটা রোমহর্ষক কাণ্ড।

তার মা ও দিদিরা ছুটে এলেন ও কৌশাম্বীকে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। একজন জল আনতে ছুটলেন, একজন কৌশাম্বীর কাছ থেকে সবিনয়ে পাখাটি ভিক্ষা করে নিলেন, একজন গেলেন ডাক্তারকে ডাকতে যে চাকর যাবে তাকে ডাকতে।

কৌশাম্বী বহুক্ষণ হতভম্বভাবে থাকল, তারপরে তার বোধ-শক্তি ফিরে এলে সে অত্যন্ত অপদস্থ বোধ করল, তার মুখে কথা ফুটল না, সাফাই দিতে তার অপ্রবৃত্তি হল, সে দৃপ্ত পদক্ষেপে বাহির হয়ে গেল। তখন তাকে প্রসন্ন করবার জন্যে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন স্বয়ং বিভূতির মা, কিন্তু ততক্ষণে সে হাতা পেরিয়ে অন্তঃপুরিকার নাগালের বাইরে।

ঘটনাটা চাপা রইল না। অনেক কান দিয়ে মিসেস গুপ্তের কানে পৌঁছল অতিরঞ্জিত আকারে। তিনি কন্যাসহ কলকাতা চললেন পাত্রান্বেষণে। মন্মথ সেই সময় সহসা বিপত্নীক হয়ে সোসাইটিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। এতদিন তিনি দিব্যি নিরীহ ভদ্রলোকটি ছিলেন, তাঁর টাক ও টাকা সমানে ও সবেগে বেড়ে চলেছিল, কেউ কোনো দিন কল্পনা করেনি যে তিনি তাঁর স্ত্রীর স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মানুষ। অকস্মাৎ হাওড়া পুলের নীচে সোনার খনি আবিষ্কৃত হল। অতি সাধারণ মন্মথ মিত্র হলেন একজন অতি স্পৃহনীয় পাত্র। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের তাঁর প্রতি ব্যবহার গেল আবেগের সহিত বদলে, ওল্ড মেডদের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য কমনীয়তা উজ্জীবিত হল, কন্যার পিতামাতা তাঁর উপর-

বাৎসল্যভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন, যদিচ তিনি তাঁদের কারুর কারুর সমবয়সী ও সতীর্থ। মিসেস গুপ্তকে যে মন্মথ এতকাল 'তুমি' বলে আসছিলেন সেই মন্মথকে তিনি ডাকতে শুরু করলেন, 'বাবা মন্মথ।' তাঁর উপরোধে মন্মথ কৌশাম্বীকে বাগ্দান করলেন ও কৌশাম্বীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে করলেন বিয়ে। একজোড়া ছেলেমেয়ে ছিল, তাদের পৌঁছিয়ে দিলেন তাদের দাদামশাইয়ের বাড়ীতে। গৃহসংসারের রুটিন কয়েক মাসের ব্যবধানান্তে জোড়া লাগল। মিত্র মহাশয় কাজের লোক, তিন হাজারী। প্রিয়ার কুঞ্জে কুহু কুহু করবেন কখন? তাই তাকে কিনে দিলেন একখানা তকতকে মোটরকার আর তার নামে খুলে দিলেন দশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক য়্যাকাউন্ট। সে চৌরঙ্গী উজাড় করে বালিগঞ্জে প্রদর্শনী বসাল। সামাজিকতার আবর্তে পড়ে সে এমন ঘুরপাক খেল যে অসুখ বাধিয়ে গেল সিমলায় দিদির বাড়ী চেঞ্জে। সেখানে বড়লাটের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে, জঙ্গীলাটের সঙ্গে ডিনার খেয়ে ও হোম মেম্বারের সঙ্গে নেচে তার অসুখ হল ক্রনিক। তাই তাকে আনতে হয়েছে লণ্ডনে। Court-এ presented না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু নেই। অন্তত তার স্বামী তাই মনে করেন।

"গুড ইভ্‌নিং, মিস্টার ন্যাগ। হাউ ডু ইউ ডু?" কৌশাম্বীর গলা থেকে তিন রকম স্বর এক সঙ্গে নির্গত হচ্ছিল।

বিভূতি কী বলল শোনা গেল না। বোধ হয় গদগদ ভাবে বলছিল, "থ্যাঙ্কস ভেরি মাচ।"—এই কথাটা সে লণ্ডনে এসে প্রথম দিনেই কোন এক সিগরেটের দোকানে শুনে মুখস্থ করেছিল।

কৌশাম্বী যতক্ষণ চা ঢেলে দিচ্ছিল বিভূতি ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে চায়ের স্রোত নিরীক্ষণ করছিল। ভাবছিল, সেই একই চা অথচ

হোটেল রাসেলের পট থেকে ঝরছে কী অপরূপ ভঙ্গীতে, কী বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করে।

চারিদিক চেয়ে বিভূতি যেন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রত্ব ভোগ করল। ডলিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি Ritz Hotel-এ উঠলেন না কেন?" (বিভূতি তা হলে সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করত।)

ডলির নিজের মনেও সেই ক্ষোভ ছিল। হোটেল রাসেল কী-ই বা হোটেল। যত মাঝারি মানুষ আনাগোনা করে। দরও এমনকিছু অপূর্ব নয়। যে সে লোক দিয়ে উঠতে পারে। স্বামীর উপর কৌশাম্বীর অভিমান বিভূতির কথায় ফাঁপিয়ে উঠল। তার চোখে একটি ফোঁটা জল সন্ধ্যাকাশে একটি তারার মতো ঝক ঝক করতে থাকল।

বিভূতির বড় সরল মন। সে ভাবল, ডলি বোধ করি এই বিবাহে সুখী হয় নি। বিভূতির স্বভাব, সে যা ভাবে তাই বলে। সে আর্তকণ্ঠে বলল, "মিসেস মিটার, আমার জ্ঞাপন করবার অধিকার নেই, তবু মনে হয়, আপনি এ বিবাহে সুখী হন নি।"

বিভূতির উপর কৌশাম্বীর যে ক্রোধ এই কয়েক বছর ধূমায়িত হচ্ছিল এই অনধিকারচর্চায় তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কৌশাম্বী যেন বিভূতিকে চক্ষু দিয়ে ভস্মসাৎ করবে, এইরূপ বোধ হল। কিন্তু লোকটা এমন গোবেচারি, এত গরীব যে কৌশাম্বীর ক্রোধাগ্নি খড়ের আগুনের মতো দেখতে দেখতে নিঃশেষে নিবে গেল। এই লোকটি তাকে নিজের সঙ্গে জড়ায়নি বলে এর প্রতি সে প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

"মিস্টার ন্যাগ," সে জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার চক্রবর্তীকে তো আপনি ভালো করেই চেনেন। তাঁর কি কোনোরকম occult

ক্ষমতা আছে? তিনি কি হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন?"

"বলতে পারলুম না, মিসেস মিটার।" বিভূতি চোখ নামিয়ে চিন্তা করতে করতে মাথা নাড়ল। "তবে তিনি একজন মিস্টিক বলে আমরা সবাই তাঁকে মান্য করি।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা আবার হবে কি না জানিনে," কৌশাম্বী বলল, "হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতুম আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কী জানেন।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন," বিভূতি বলল, "তবে আমিই ঐ প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছ থেকে এনে দেব।"

"How nice of you!" কৌশাম্বী উঠে দাঁড়াল। তার রংচঙে scarf-খানাকে বাঁ হাত দিয়ে সামলে বিভূতির দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। "গু-ড বাই।" আবার সেই তিন রকম সুর।

বিভূতি যেন হনুমান, সীতার সংবাদ তাকে এখনি এনে দিতে হবে। খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে করমর্দন পূর্বক বলল, "গুড বাই। কিন্তু আপনাকে কালই আমি ফোন করে জানাব।"

চলে যাচ্ছিল, কী মনে করে ফিরে দাঁড়াল। বলল, "ভালো কথা। আমি যদিও দরিদ্র ছাত্র, তবু আপনারা কৃপা করে আমার সঙ্গে পিকাডিলীতে একদিন চা খেলে—"

"Don't trouble yourself," কৌশাম্বী মাথাটা কাৎ করে একান্ত নম্রতার ভাণ করল, "আমাদের প্রায় সব কটা অপরাহ্ণ booked. যদি লণ্ডনে আমাদের স্থিতিকাল বর্ধিত হয় তবে তখন দেখা যাবে।" এই বলে সে মুখ ফেরাল।

৩

তুচ্ছ দুটো পাউণ্ড ধার করে নষ্ট করবার সুযোগ বিভূতিকে দিল না— ডলিটা এমন হৃদয়হীনা। তা হোক, বিভূতির সংকল্প যেমন করে হোক ডলির জন্যে সে দুটো পাউণ্ড উড়িয়ে দেবেই। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। উপায় চিন্তা স্থগিত রেখে আপাতত সেই ইচ্ছার রসদ সংগ্রহ করতে চলল।

সুধী বলল, "নাগ যে! হঠাৎ কী মনে করে এতদূর আসা হলো?"

বিভূতি ওকথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। কোথাও যাচ্ছেন নাকি?"

"হাঁ," সুধী পোষাক ভাঁজ করতে করতে বলল। "যেতেই হবে দেখছি দিন কয়েকের জন্যে।"

"কিন্তু কোথায়?"

"প্রথমত ভেণ্টনর। ওয়াইট দ্বীপ।"

বিভূতি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করল। "আপনারাই ভাগ্যবান, আপনাদের টাকা আছে, আমরা তো এই লণ্ডনে থাকবার খরচ জোটাতে পারছিনে।"

সুধী জিজ্ঞাসা করল, "কেমন চলছে?"

বিভূতি দরদী শ্রোতা পেয়ে বলল, "আর চলা! কেন যে আমরা লণ্ডনে আসি। কে যেন বলেছেন আমি চল্লিশ বছর লণ্ডনে আছি, কিন্তু লণ্ডনের সমস্ত পাড়া দেখিনি। আমারও হয়েছে সেই দশা। কত দেখবার আছে, কত শেখবার আছে, কত ভাববার আছে, কত চাখবার আছে—"

"কী? কী?"

"বলছিলুম কত দেশের খাবার জিনিস এই একটি শহরে পাওয়া যায়—চীনা, জাপানী, তুর্কী, আফগান, রাশিয়ান, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, বলকান, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ। প্রত্যেক রেস্তরাঁতে যদি একবার করে খাই তবে সুকুমার রায়ের কথায় বলতে পারব 'কত কী যে খায় লোক নাই তার কিনারা।' কিন্তু (মধ্যম আঙুলের সঙ্গে বুড়া আঙুল ঠেকিয়ে টঙ্কার পূর্বক) হাতে নেই সর্বার্থ সাধিকা।"

সুধী মুচকে হাসল। বলল, "পড়াশুনার কী খবর?"

"পড়াশুনা," বিভূতি বলল, "মনের এ অবস্থায় কখনো হয়? আর পড়াশুনা করেই বা কী হবে! বুর্জোয়া গবর্নমেণ্ট কজনকে চাকরী দিতে পারবে? অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বই মুখস্থ করা, পরীক্ষাস্থলে সীতার মতো অগ্নিপ্রবেশ, গেজেটে বলিদান। এই সব দেখে শুনে ও অনেক চিন্তা করে," বিভূতি Rodin-নির্মিত ভাবুক মূর্তির মতো হাতের উপর চিবুক রেখে বলল, "আমি কমিউজিজমে আস্থাবান হয়েছি। স্টেট থেকে দেবে খেতে পরতে সিনেমা দেখতে পরিবার শুদ্ধ সবাইকে। এরই নাম gospel of freedom!"

মার্সেল কখন এসে দরজার ওধার থেকে উঁকি মারছিল। বিভূতির দৃষ্টি এড়াবার জন্যে সরে সরে যাচ্ছিল। বিভূতি ওকে হঠাৎ দেখে হাতছানি দিল। "Come in! Come in! (সুধীকে) কী নাম?"

"মার্সেল।"

"মার্সেলস! মার্সেলস! আমি তোমার কাকা। এস! চকোলেট দেব। এস! মার্সেলস—"

"মার্সেলস" কি আসে? সে যেন ভূমধ্য সাগরকূলে প্রত্যাবর্তন

করল। তাকে দরজার আনাচে কানাচে দেখা গেল না। বিভূতির ধারণা ছিল শিশু মহলে ওর অসীম রঞ্জনশক্তি। মার্সেলের উপর বিরক্ত হয়ে সে সুধীকে বলল, "ভালো কথা, চাকারবাটী। আপনি তো ডলিকে চেনেন—ডলি মিটারকে।"

"হাঁ, সেদিন আলাপ করে আসা গেল।"

"ডলির বিশ্বাস," বিভূতি ঢোক গিলে বলল, "ডলির বিশ্বাস আপনি মানুষ দেখে তার ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। মেয়েলি কুসংস্কার তা কি আমি বুঝিনি? তবু কী করি বলুন, ডলির আজ্ঞা, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আসা," আবার ঢোক গিলে, "জিজ্ঞাসা করতে আসা আপনি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী জানেন, অর্থাৎ—অর্থাৎ—" শেষ করতে পারল না। কেবল 'অর্থাৎ', 'অর্থাৎ'ই করতে থাকল।

সুধীর তখন হাতে সময় ছিল না বেশী। সে কী কী বই সঙ্গে নিয়ে যাবে মনে মনে তার একটা তালিকা করছিল। ডলির জিজ্ঞাসায় আশ্চর্য হয়ে তালিকার কথা ভুলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটল। বলল, "দেখুন, মাথা ব্যথা করছে কি না এই তথ্যটুকু জানাবার জন্যে ডাক্তার দাবী করে ফী। আর আমি জানাব তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্জ্ঞেয় তথ্য—আমার বুঝি ফী নেই?"

বিভূতি এ কথা ভাবেনি। বরং ভেবেছিল সুধী বলবে, "আমি কী জানি! আমাকে জিজ্ঞাসা করা ভুল।" ভেবাচেকা খেয়ে বলল, "মাই গড। আপনি তা হলে সত্যিই occultist! আমার মতো গরীব ছাত্রের কাছেও কি ফী চার্জ করেন?"

সুধী রগড় দেখবার জন্যে বলল, "কেন? আপনিও কি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চান?"

বিভূতি সখেদে বলল, "কে না চায় বলুন! কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য গণৎকার না পেলে অনর্থক অর্থনাশ তথা মনঃপীড়া।"

"আপনি," সুধী বলল, "হলেন আমার বন্ধুলোক। আপনার কথা আলাদা। কিন্তু মিসেস মিটারকে বলবেন ফী না নিয়ে আমি অদৃষ্ট গণনা করিনে।"

বিভূতি বলল, "তা তো ঠিকই। সকলে তো আপনার বন্ধুলোক নয়। হোটেল রাসেলে থাকে, কেন দেবে না শুনি? ফী না দেয় গোটা দুই ডিনার তো দিতে পারে!"

"আমি যে নিরামিষাশী!"—সুধী বলল।

"নিরামিষাশী! তাই তো! কী আফশোষের বিষয়!" যেন বিভূতির নিজের ডিনার ফস্কে গেল। সে দার্শনিকের মতো বলল, "যাক। নগদ টাকার অনেক সুবিধে। ইচ্ছা করলে আপনি রোজ সিনেমা দেখতে পারবেন। সেটা অবশ্য নির্ভর করছে আপনার ফী কত তার উপরে।"

"বেশী নয়," সুধী কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলল, "প্রত্যেক তথ্যের জন্যে তিন গিনি।"

"তি—ন গিনি!" বিভূতি সহর্ষে বলল, "মাই গুডনেস।" (এটা মার্জরীর কাছে শেখা)। "হা–হাআআ।" (এটাও বিলিতী হাসি)। ইচ্ছা করছে আপনার পার্টনার হয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসতে। রিজেণ্ট স্ট্রীটে দোকান। চাকারবাটী এণ্ড ন্যাগ। ওরিয়েণ্টাল ফরচুন টেলার্স।"

সুধী বলল, "ও যে ক্যাপিটালিজম।"

বিভূতি বলল, "বিষে বিষক্ষয়। গরীবকে যারা শোষণ করে সেই সকল বড়লোককে প্রতিশোষণ করতে হবে। চাকারবাটী এণ্ড ন্যাগ।

অদৃষ্ট গণনা করবেন চাকরবাটী। ফী গণনা করে খাতায় তুলবে ন্যাগ। কোথায় লাগে আই-সি-এস। রিজেণ্ট স্ট্রীটের সঙ্গে ড্যালহৌসী স্কোয়ার!"

সুধীর সাড়া না পেয়ে বিভূতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "আপনার কোনো ভাবনা নেই, চাকারবাটী। আমি বাড়ী ভাড়া করতে, আসবাব দিয়ে সাজাতে, টেলিফোনের বন্দোবস্ত করতে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে, ব্যাঙ্কে য়্যাকাউণ্ট খুলতে, আয়ব্যয়ের হিসাব রাখতে—সংক্ষেপে ম্যানেজমেণ্ট-এর ভার নিতে প্রস্তুত। আপনি কেবল সম্মতি দিলে হয়।"

সুধী উঠে বলল, "দেখুন, আমাকে একটা ট্রেন ধরতে হবে। ব্যবসায়সংক্রান্ত কথাবার্তার সময় এটা নয়। তা ছাড়া অমন ব্যবসায় আমি করব না। কেন করব না তার কারণ আমি বাস্তবিক দৈবজ্ঞ নই, আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম। ক্ষমা করবেন।"

অপদস্থ হয়ে বিভূতি মনে করল তার খুব রাগ করা উচিত। কিন্তু রাগ করা তার পক্ষে ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ। সে স্বভাবত অলস, ভীতু, শান্তিপ্রিয়। শরীরও তার এক তাল জেলির মতো থল থল করছে, এত নরম যে তাত লাগলেও সে গরম হয় না। তারপর তার মনে পড়ল যে সে এসেছে দুটো পাউণ্ড ধার করতে। রাগ করলেও প্রকাশ করা সমীচীন নয়। সে হি হি করে একটু হাসল। বলল, "বেশ রসিকতা করলেন যা হোক। জুন মাসে এপ্রিল ফুল বানিয়ে ছাড়লেন। চললেন? কিন্তু আপনার কাছে আমার নিজের একটু কাজ ছিল। যদি গোটা দুই পাউণ্ড ধার দিতে পারেন! আমি এই সামনের মাসেই—বুঝলেন?" কথার শেষাংশটুকু তার মুখে আটকে গেল।

চেক্‌বুক্‌খানা পকেট থেকে বের করে সুধী তৎক্ষণাৎ তার প্রার্থনা পূরণ করল। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিতে গেল। মার্সেল তো কাঁদতেই লাগল। সুধী যত বলে সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসব, মার্সেল কান্নার সুরে বলে, "না। যেতে দেব না।" অবশেষে এই শর্তে মীমাংসা হলো যে সুধী "কাল" ফিরে আসবে ও একটা বড় পুতুল আনবে। সুধী তাকে একবার কোলে নিল ও কোল থেকে নামিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

এদিকে পাউণ্ড দুটো এত অনায়াসে পেয়ে বিভূতির আহ্লাদ হয়েছে। মার্সেল্‌কে দুই হাতে জাপটে ধরে বলল, "মার্সেল্‌স্‌, তুমি কী পেলে খুশি হও, বল। আমি কিনে দেব।"

মার্সেলটা নিতান্ত অরসিকের মতো কান্না জুড়ে দেওয়ায় বেচারা বিভূতি এবার এক ঘর মানুষের সামনে অপদস্থ হল। তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সুজেৎ তার হাত থেকে মার্সেল্‌কে আস্তে ছিনিয়ে নিল ও ফিস্‌ ফিস্‌ করে মিষ্টি ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করল।

সুধী বলল, "মঁসিয়ে ও মাদাম দুপোঁ, মাদ্‌মোয়াসেল্‌ সুজেৎ, মনঁ াফাঁৎ মার্সেল,—Au revoir!"

তারাও সমবেত স্বরে বলল, "Au revoir! Au revoir!"

৪

উজ্জয়িনী যেখানেই থাকুক বিশ্বপতির স্নেহ তাকে পরম যত্নে রক্ষা করছে, তাকে আহারের সময় আহার্য ও বিশ্রামের সময় আশ্রয় দিচ্ছে। উজ্জয়িনী ভক্তিমতী, ভক্তের প্রতি দায়িত্ব ভগবানের আপনার। সুধী কেন অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে চিত্তের প্রশান্তি বিপন্ন করবে?

তবু তার বুকের উপর পাষাণ চেপে রইল, অহেতুক বেদনার স্থূল গরিষ্ঠ আকার তাকে বিস্মৃতির সুযোগ দিল না। কতই বা উজ্জয়িনীর বয়স, কীই বা তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা, ধূর্ত শঠদের সহিত কবেই বা তার পূর্ব্ব পরিচয়! সাধুবেশী দুরাত্মার দ্বারা ধর্ষিত হয়ে হয় প্রাণ নয় মান—হয়তো দুইই—হারিয়ে বসবে। ভগবান তো তাঁর ভক্তদের সংকটে ফেলতে পারলে আর কিছু চান না, বেচারিদের সর্বনাশ হলে তিনি মনে করেন সর্বস্বলাভ হল। এদিকে আমরা তাদের আত্মীয়রা যে তাদের দুর্দশা চোখে দেখতে পারিনে!

সুধী এতদূর থেকে কী আর করতে পারে! প্রার্থনা ছাড়া। দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করতে পারত, কিন্তু অনুসন্ধান কি মহিমচন্দ্র করছেন না, মিসেস গুপ্ত করছেন না, পুলিশের লোক করছে না? অনুসন্ধান তো উজ্জয়িনীর অনীপ্সিত। সে যদি ধরা পড়ে তো খাবে বকুনি ও হবে বন্দিনী—তার আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। বরঞ্চ উজ্জয়িনীকে কিছুকাল অনুসন্ধানের দ্বারা উত্ত্যক্ত না করে ঠেকতে ও ঠকতে দেওয়াই তার পক্ষে কল্যাণকর। দায়ে পড়লে তার মতো বুদ্ধিমতী পুলিশের দ্বারস্থ হবে এটা ধরে নিতে পারা যায়।

আপাতত এই বৃহৎ সংসারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটুক, মানুষের নানা মূর্তি সে মূল্য দিয়ে দর্শন করুক, দুঃখ সুখের হিসাব সে স্বীয় উপলব্ধির দ্বারা নিক। এই বৃহৎ সংসারে একদিন সংসারী হবার জন্যে সুধী যখন তাকে প্রবর্তিত করবে তখন সে অজ্ঞের মতো সংসারে প্রবেশ করবে না, স্বামীর উপেক্ষা বা পিতার মৃত্যু জাতীয় নগণ্য ঘটনা তার সংসার ত্যাগের উপলক্ষ হবে না।

উজ্জয়িনীর চেয়ে বাদলের জন্য আশঙ্কা বেশী। অনবরত মস্তিষ্ক চালনা ও তার অনুষঙ্গিক অনিদ্রা মিলে বাদলের দেহের ও মনের স্বাস্থ্য

হরণ করতে পারে। বাদল ছেলেটা একরোখা। তার বাড়াবাড়িতে বাধা দেবার জন্যে তার একজন অভিভাবক দরকার। তাকে নিছক সঙ্গ দেবার লোক না থাকলে সে হয়তো পাগল হয়ে যেতে পারে। লণ্ডন শহরে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ ছিল। সেইজন্যে সুধীও ছিল তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ওয়াইট দ্বীপ কেমন তা সুধী দেখেনি। কত বড় তাও সুধী জানে না। মফঃস্বলে বাদল মনের মতো সঙ্গীও পাবে না, মিসেস উইল্‌সের মতো মুরুব্বিও পাবে না—অন্তত সুধীর তাই বোধ হয়।

ভেণ্ট্‌নরে পৌঁছে সুধীকে বাসার জন্যে কিছু বেগ পেতে হলো। ভেণ্টনরে তখন লোকারণ্য আর সেও তার গলা-বন্ধ কোট ও হিন্দুস্থানী টুপি ত্যাগ করবে না। নইলে ইংলণ্ডের লোকের যে সূক্ষ্মদৃষ্টি তাতে সে স্বচ্ছন্দেই আমেরিকান কিম্বা ইটালিয়ান বলে জায়গা পেয়ে যেত। যা হোক একটি ছোট বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রী তাকে দেখে আমোদ পেলেন কি না তিনিই জানেন কিন্তু চশমার নীচে তার চোখ দুটি থেকে কৌতুক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর গোলগাল মুখখানির উপর চারিয়ে গেল। তিনি সুধালেন, "ইণ্ডিয়ান?" সুধী বলল, "হাঁ।" তখন তিনি এমন ভাবে হাসলেন যেন তিনি দেখেই চিনেছেন।

চা খেয়েই সুধী সমুদ্রকূলে গিয়ে বাদলের জন্যে দৃষ্টি পেতে রইল। সমুদ্র সেদিন ভালো করে দেখা হল না। অগণ্য মানুষ। তাদের নানা বয়স, নানা বেশ, নানা প্রমোদ। কিন্তু তাদের মধ্যে এই একটি ক্ষীণকায় ভারতবর্ষীয় তরুণ—রং ভারতীয়দের পক্ষে ফরসা, চোখে বড় বড় চাকার মতো চশমা, পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ বক্র, চলন বেগবান, অঙ্গভঙ্গীতে অন্যমনস্কতার ছাপ। কতকাল বাদলকে দেখেনি, আজ দেখতে পাবে বলে সুধীর বড় আশা ছিল।

বাসায় ফিরে সে সাপার খেল যে ঘরে সেটার আকারের ক্ষুদ্রতার

দরুন সকলে একটা বড় টেবিলের চারিদিকে বসে খাচ্ছিল, সুধীও তাদের দলে তাদেরই একজন হলো। সুধী বলে রেখেছিল যে, সে নিরামিষাশী, তাকে রুটি মাখন, সিদ্ধ আলু, কাঁচা টুমাটো পুডিং, ফল ও দুধ দিলেই তারপক্ষে যথেষ্ট হবে। টেবিলে যখন এই সব জিনিস রাখা হলো ও সুধী একে একে এই সব খেতে লাগল তখন একটি মহিলা অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ সুধীকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আপনাকে স্টেক্ দিতে ভুলে গেছে—য়ঁ্যা!"

সুধীর হয়ে মিসেস ডাড্‌লী (কর্ত্রী) উত্তর দিলেন, "উনি নিরামিষাশী।"

মুহূর্ত্তকাল সকলে নির্ব্বাক। তারপর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "আমি জানি, অমি জানি।"

তিনি যে কী জানেন তাই জানবার জন্যে অনেক জোড়া চোখ এক সঙ্গে তাঁর মুখের অভিমুখবর্তী হলো।

তিনি বললেন, "আপনি একজন বৌদ্ধ লামা।"

সে যে কী অপূর্ব্ব বস্তু তাই অনুমান করে সকলে চমকে উঠে সুধীকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

সুধী বললে, "বৌদ্ধ লামা নই, আমি একজন ভারতীয় ছাত্র। নিরামিষ আহার ইংরেজরাও কেউ কেউ পছন্দ করে থাকেন।"

তাই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমিষ খেতে খেতে বললেন, "আমি জানি, আমি জানি।" ক্রমশ সুধীর উপর থেকে কৌতূহল দৃষ্টি অপসারিত হলো ও বিষয়টারও পরিবর্তন হলো। কেবল মিস্ মার্শ বলে একটি অবিগতযৌবনা মহিলা সুধীকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। "আপনাকে আরো কিছু দুধ দিতে বলব কি? আপনি কি চীস্‌ও খান না?"

সুধী বলল, "না, ধন্যবাদ। বাছুরকে মেরে তার পাকস্থলী থেকে রেনেট তুলে নিয়ে তার সাহায্যে দুধ থেকে হয় দধি (curds) এবং দধি থেকে চীস্। বাছুরের মাংস যখন খাইনে তখন চীস্ খাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হবে ?"

"কিন্তু," মিস্ মার্শ্ বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তী, সব চীস্ তো ঐ উপায়ে হয় না। ক্রীম চীস্ খেতে আপত্তি কি ?"

"আপত্তি," সুধী হেসে উত্তর দিল, "এই যে, ও জিনিস আপনি নিজে তৈরি না করলে আমি খাব না, এবং আপনি নিজে—কিম্বা মিসেস ডাড্লি, আপনার বোন—কেন কষ্ট করে তৈরি করবেন ?"

"না, না, কষ্ট কিসের", মিস্ মার্শ তাঁর স্বর্ণখচিত দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন, "কষ্ট কিসের ? আমি কালই তৈরি করে পরশু আপনাকে দেব।"

সুধী এই অহেতুক অনুকম্পার হেতু না পেয়ে ঠাওরাল, তাকে এই বোর্ডিং হাউসে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে এটা একটা কৌশল। ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "দেখা যাক কয় দিন এই শহরে থাকতে হয়।"

"কেন ?" সবিস্ময়ে মিস্ প্রশ্ন করলেন, "এই শহর কি আপনার মনে ধরছে না ? আচ্ছা, আমি আপনাকে দ্রষ্টব্যস্থান-গুলি নিজে দেখিয়ে দেব। বছরে এত সূর্যালোক ইংলণ্ডের অন্য কোনো শহর পায় না। আর এমন ধাপে ধাপে সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে কোন শহর ?"

৫

যদিও বাদলের মতো অনিদ্রারোগীকে ভোর বেলা সাগরতীরে

পদচারণ করতে দেখা সম্ভবপরতার অতীত, তবু স্থধী জীবনে একবার জুয়া খেলবে ভাবল—কে জানে হয়তো বাদলের অনিদ্রা সেরে গেছে ও সে প্রাতর্ভ্রমণে অভ্যস্ত হয়েছে।

Esplanade-এ তখন লোক সমাগম হয়নি। কেবল তারই বয়সের কতিপয় যুবক-যুবতী স্নানের আয়োজন করছে। বালুর উপরে সারি সারি কাঠের তাঁবু। আকৃতিতে তাঁবুর মতো নয়, কিন্তু তাঁবুর কাজ করে। সেইখানে স্নানার্থী ও স্নানোত্থিতরা কাপড় ছাড়ে ও পরে।

ভগবান সূর্যদেব তখনো উদয় হননি, কিন্তু উত্তর দেশের উপর গ্রীষ্মকালে তাঁর অপার করুণা। উদয়গোধূলি ও অস্তগোধূলি দুই সমান স্থদীর্ঘ। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ ও অসমর্থরা ঠেলাগাড়ীতে চড়ে উপস্থিত হলেন, গৃহিণীরা বেঞ্চিতে বসে খোশগল্পে মশগুল হলেন। অবিবাহিতারা কুকুরকে শিকলে বেঁধে হাওয়া খাওয়াতে এনে কখনো তার সঙ্গে ধাবমান হলেন, কখনো তাকে যতই টানেন বাবাজী একেবারে অটল। ব্যাণ্ড বেজে উঠল, নানা বয়সের লোক সেখানে ভিড় করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। ততক্ষণে সূর্য উঠেছেন, কিন্তু প্রহরকালপূর্বে স্নান করতে যারা নেমেছে তারা আর ওঠবার নাম করছে না, তাদের জলকেলি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলবে। যারা শ্রান্ত হচ্ছে তাদের কেউ কেউ সৈকতের উপর শয়ান হয়ে রৌদ্র পোহাচ্ছে, কেউ কেউ বর্ণাঢ্য বৃহৎ ছত্রের নীচে ঢালা কেদারায় শুয়ে নভেল পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বালুকা দুর্গ নির্মাণ করতে ব্যাপৃত। ছোট ছোট বালতিতে করে তারা সমুদ্রের জল সেঁচতে লেগেছে, তাদের অধ্যবসায় লক্ষ্য করে ঢেউরাও পা টিপে টিপে পিছু হটছে।

কোথায় বাদল? কোথাও নেই। তবে তার অনিদ্রা রোগ এখনো প্রবলভাবে আছে, বোধ হয় প্রবলতর হয়েছে।

সুধী বাসায় ফিরল মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে। সেই ঘর, সেই টেবিল, সেই সব ব্যক্তি—কে একজন গরহাজির। মিস্ মার্শ তেমনি আপ্যায়নের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় সকালটা কাটালেন? Eslpanade-এ? সমবয়সী বন্ধুর অভাবে আপনার স্নান করা হলো না, বড় পরিতাপের বিষয়।"—যেন পরিতাপটা তাঁর নিজের।

সুধী বলল, "সমবয়সী বন্ধুটিকে খুঁজতেই তো এখানে আসা। সে যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে কে বলতে পারে?"

মিস্ মার্শ বুঝতে পারলেন না। তবু বোঝবার ভান করে বললেন, "ওঃ!" সুধীর খাওয়া তদ্বির করে শেষের দিকে বললেন, "শহর ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করেন তো আমি আপনার সঙ্গে আসতে প্রস্তুত।"

"ধন্যবাদ, মিস্ মার্শ," সুধী বিনীত ভাবে বলল, "আজ থাক।"

আবার সেইখানে গিয়ে বাদলের প্রতীক্ষায় সূর্যাস্ত, অস্তগোধূলি ও সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলো। কত লোক ভাগ্যপরীক্ষা করল, কত লোক নাগরদোলায় চাপল, Pier-এর প্রান্তে গিয়ে জুয়াখেলার নির্দোষ নামান্তর নিয়ে কত লোক মাতোয়ারা হলো, নৌকাবিহার করল কত লোক, কিন্তু কোনো দলে বাদল নেই। কত লোক এল, গেল, পায়চারি করল, আপনাকে ছাড়া অন্য সকলকে পর্যবেক্ষণ করল, দিনটির সম্বন্ধে মন্তব্য করল, "চমৎকার!" কিন্তু তাদের মধ্যে বাদল নেই। দুটি ভারতীয় সুধীকে দেখে চোরের মতো চুপি চুপি অপসৃত হলো, স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিশলে পাছে বিলেতের লোক

ভাবে "বিদেশী", তাই অধিকাংশ ভারতীয়ের এই চোর মানসিকতা। যাক্, তাদের একজন বাদল নয়। বাদল তা হলে গেল কোথায়? ভেণ্টনরে নেই?

সেদিন রাত্রে স্বধীকে সকলে চির-পরিচিতের মতো গণ্য করলেন ও তার সঙ্গে কথা কইলেন সরস ভাবে। "মিস্টার চক্রবর্তীর দেশে গেলে আমাকে দেখছি অনাহারে মরতে হবে," বললেন স্থূলকায়া মিস্ কন্ডরসেট্। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত অভিনেত্রী, স্পেন-দেশে এঁর অভিনয়কৃতিত্বের কাহিনী একা স্বধীই ইতিমধ্যে দুবার শুনেছে। এঁর গর্ভধারিণী এখনো জীবিত আছেন, এই ঘরেই উপস্থিত। তাঁর শীর্ণ শুষ্ক শরীর থেকে কথা বেরিয়ে আসে যেন গ্রামোফোনের চোঙ-এর ভিতর থেকে। যেন তাঁর ভিতর দিয়ে আর কেউ কথা বলছে। তিনি বললেন, "ওদেশে যে মানুষ বাঁচে তা মিস্টার চক্রবর্তীকে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না।" তাঁর মুখ নড়তে লাগল কথা বলার ঝুঁকিতে।

য়াণ্ড্রুজ ও অন্য একটি যুবক—তার ডাক নাম লংফেলো—দুই বন্ধু বার্মিংহাম থেকে এসেছে। তাদের দুজনের দুই বন্ধুনীকে তারা আজ চা খেতে ডেকেছিল, স্বধী তখন ছিল না। মিস ডাড্লী তাদের সঙ্গে রসিকতা করছিলেন এই নিয়ে। য়্যাণ্ড্রুজ ছেলেটির মুখখানা ঘোড়ার মতো। সে বড় লাজুক অথচ সরল আর লংফেলোর মনের তল পাওয়া ভার। সে সাধুও হতে পারে, শয়তানও হতে পারে। প্রত্যেক বছর এরা এই শহরে আসে ও মিসেস ডাড্লীর বোর্ডিং হাউসে ওঠে। কুটুম্বের মতো ব্যবহার পায়। মিসেস ডাড্লীর পলিসী—"একবার যে এখানে উঠেছে প্রত্যেক বার সে এইখানেই উঠবে।"

য়্যাণ্ড্রুজ বলল, "ভারতবর্ষে আমার যেতে ইচ্ছা করে, মিস্টার চক্রবর্তী। কাজ পেলেই যাই। অস্ট্রেলিয়ায় পোষাল না; ট্রেনে করে যেতে আসতে দিনের পর দিন কেটে যেত।"

"ভারতবর্ষেও," সুধী বলল, "ট্রেনে করে বেড়াতে বিস্তর সময় লাগে। ওদেশ ইংলণ্ডের মতো ঘননিবিষ্ট নয়।"

মিস মার্শ চুপ করে শুনছিলেন এক মনে। তাঁর দিকে তাকালে সুধী দেখতে পেত যে, তাঁর চোখে জল টলটল করছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে যোগদান করছিলেন না যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক।

৬

পরদিনও বাদলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু সন্ধানার্থীকে ভেণ্ট্‌নরের সকলেই লক্ষ্য করল। দু-চারটি মানুষ তাকে এমনি গুড মর্নিং জানিয়ে গেল। কেউ কেউ সাহস করে আবহাওয়া সম্বন্ধে তার অভিমত শোনবার জন্যে যেরূপ আগ্রহ ব্যক্ত করল তাতে সুধীর সন্দেহ হলো তাদের যথার্থ জিজ্ঞাসা সুধী ইংরেজী বলতে পারে কি না। সন্ধ্যার মুখে একটি মানুষ সুধীর সঙ্গ নিয়ে সত্যি সত্যি তার সঙ্গে আলাপ করে ফেলল। সুধী ভালো করে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। লোকটির নাম অবশ্য সুধীর অজ্ঞাত। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বছর হবে।

"আপনাকে," লোকটি শুরু করল, "এ দেশের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছে না। বোধ করি পর্যটনে বেরিয়েছেন।"

"কতকটা," সুধী দ্বিধাভরে বলল, "তাই বটে।"

"আশা করি," লোকটি সুধীকে ছাড়বার লক্ষণমাত্র না দেখিয়ে বলল, "ভেণ্টনর আপনার মতো বহুদর্শী পর্যটকের অপছন্দ হবে না, কিন্তু আমি," লোকটি কতকটা আত্মস্থ ভাবে বলল, "চিরকাল একস্থানে থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছি।"

সুধীর কাছে সমবেদনার আশায় বলে যেতে লাগল, "প্রতি বছর সহস্র সহস্র দর্শক দেশের নানা অঞ্চল থেকে আসেন; বিদেশী পর্যটকও প্রায়শ দেখতে পাই। কিন্তু আমার কোথাও যাবার জো নেই।"

"কেন? ছুটির অভাব?"

"ছুটি তো আমাদের বছরে ছয় মাস। শীত পড়লে কে এখানে হাওয়া খেতে আসবে বলুন? হোটেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, বড় বড় দোকানগুলোতে বিকিকিনি অনেক কমে যাবে, ছোট ছোট দোকান কতক উঠে যাবে, কতক আমাদের মতো লোকের জন্যে টিকে থাকবে, এই অহোরাত্র উৎসব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হবে। গ্রীষ্মকালে সম্বৎসরের জীবনোপায় সংগ্রহ করে নিয়ে শীতকালটা আমাদের ছুটি। অবশ্য তখন কেউ যে আসেন না কেমন করে বলি? আর কাজ যে একেবারেই করতে হয় না তাও নয়।" লোকটি একটু থেমে বলল, "তবু আমি এক স্থানেই আবদ্ধ। হায়! শৈশবে কী নিশ্চিন্ত ছিলুম! বাল্যকালে কোনো দায়িত্ব ছিল না। আপনাকে দেখতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মতো। আপনিই বলুন, মানুষের বয়সের সঙ্গে ভার কেন বাড়ে?"

সুধী বিস্মিত হলো, কিন্তু বিচলিত হলো না। বলল, "ভার নিলেই বাড়ে। গোড়াতে ভার বলে মনে হয় না, তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকি। গোড়াতে যে মজুরি কবুল করেছিলুম ক্রমে সে মজুরিতে পোষায় না।"

"মজুরি!" লোকটি বলল, "মজুরিতে কাজ নেই, ভারটি নামাতে পারলেই আমার প্রাণ থাকে। কিন্তু প্রাণান্তের পূর্বে সে কি নামবে!"

সুধী বলল, "সংসারের সঙ্গে চুক্তি তো এক তরফা নয় যে, আপনার অসুবিধার দোহাই সংসার শুনবে। যে পর্যন্ত সংসারের অসুবিধা হচ্ছে না সে পর্যন্ত সংসার বধির।"

"হা ভগবান!" বলে লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তারপর সুধীকে ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানিয়ে সুধীর সঙ্গত্যাগ করল।

মিস মার্শ আহ্লাদ সম্বরণ করতে পারছিলেন না। বললেন, "আন্দাজ করুন আপনাকে কী খেতে দেওয়া হবে।"

সুধী বলল, "তাই তো। এ এক নতুন crossword puzzle! যদি বলি, asparagus?"

"হলো না।"

"যদি বলি artichoke?"

"হলো না।"

"বার বার তিন বার। যদি বলি cream cheese?"

"হয়েছে।"

"বাঁচা গেল।" সুধী সকৌতুকে বলল, "এখন বরাতে সইলে হয়।"

সে রাত্রেও পূর্বরাত্রের মতো আলাপ আলোচনা চলল। নতুন একজনকে দেখা গেল, তিনি থিয়েটারের লোক, লণ্ডনের একটি দল এখানে কিছুদিনের জন্যে আসছে, তিনি তাদের অগ্রদূত। বিজ্ঞাপন দেওয়া, স্টেজ ভাড়া করা ইত্যাদি তাঁর কাজ। বললেন, "দেখুন মশাই, এখানকার মেয়েগুলোর আস্পর্ধা! এক রত্তি মেয়ে

(a slip of a girl), তাকে বললুম, দাও তো বাছা এই লেখাটা রোনিও (Roneo) করে।' সে জবাব দিল, 'রোনিও কাকে বলে ?' তাজ্জব কাণ্ড! আমি প্রায় ক্ষেপে গেছলুম, মশাই। সে রোনিও কাকে বলে জানে না বলে আমার কাজের বিলম্ব সহ্য করা যায় না। সেই টাইপ রাইটিং এজেন্সীর কর্ত্রীকে যেই এ কথা শুনিয়ে দেওয়া, অমনি খুকীর মুখভাবটা যদি দেখতেন !"

ভদ্রলোক খাবার সামনে পেয়ে কারুর দিকে তাকালেন না, কারুর আরম্ভের অপেক্ষা রাখলেন না, প্রচণ্ড বুভুক্ষা প্রকাণ্ড গ্রাসে নিবারণ করতে লেগে গেলেন। কাজের ধাঁধা নিয়ে জ্বালাতন, সর্বদা দিক হয়ে আছেন। মিসেস ডাডলী বললেন, "মিস্টার ক্যাম্‌বেলকে কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, প্রথম রজনীতে আমরা দল বেঁধে যাব, সস্তায় টিকিট না দিলে চলবে না।"

মিস্টার ক্যামবেল হাসলেন, হো হো হো হো হো। ছুরি দিয়ে মাছটাকে কেটে কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে মুখে তোলার আগে মুখটা উঁচু করে বললেন, "আসছে হ্যারিস, তাকে ও কথা বলবেন। আমি সামান্য মানুষ।"

কী কী পালা আসছে, কে কে নামছে, ইত্যাদি গল্পগুজবে ঘর জমজমাট হয়ে উঠল। মিস মার্শ তথাচ সুধীর পার্শ্বে বসে ফিস ফিস করে বললেন, "ডাকঘরে আপনার ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, একখানা চিঠি এসে Poste Restante-এ গচ্ছিত ছিল।"

সুধী বলল, "এরি মধ্যে! কারুর লেখবার কথা ছিল না তো ?" ভাবল, কে জানে হয়তো বাদলই কী মনে করে লিখেছে। কিম্বা উজ্জয়িনীর চিঠি অনেক পাড়া ঘুরে টেণ্টারটন ড্রাইভে পৌঁছেছিল, সুজেৎ ঠিকানা বদলে দিয়েছে।

মিস মার্শের যেন নিজের কিছু বলার ছিল। সুধীকে অন্যমনস্ক দেখে তিনি ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। তিনি তখন ঘরের সাধারণ কথোপকথনে কর্ণপাত করলেন।

৭

কার চিঠি?

"অনামিকার।"

কে এই অনামিকা? সুধী চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করল।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ঠিকানা কার কাছে বা কোথায় পেলুম বলব না। আশা করি ও ঠিকানায় আপনি নেই ও এ চিঠি আপনার হস্তগত হবে না। তবুও যদি হয় তবে পড়বেন না, ছিঁড়ে ফেলবেন। এই আমার প্রার্থনা। আমি জানি, আমার হাতের লেখা আপনার পরিচিত নয়, কিন্তু আপনার দৃষ্টিকে ভয় করি। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো আমার মন এর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে, আপনি হয়তো তাকে দৃষ্টিমাত্র চিনতে পারবেন।

আপনাকে বিরক্ত করলুম বলে ক্ষমাভিক্ষা করি। ইতি।

নিবেদিকা

অনামিকা

কোন্ পোস্ট অফিসের মোহর তা স্পষ্ট পড়া গেল না। ডাকটিকিট থেকে বোঝা গেল চিঠিখানা ইংলণ্ডেরই।

চিঠিখানার লেখিকা কে হতে পারে? কৌশাম্বী। ছি ছি।

কৌশাম্বী বিবাহিতা নারী—পরস্ত্রী। সে কী মনে করে সুধীকে এমন চিঠি লিখবে? এ চিঠি যে লিখেছে সে আত্মনিগ্রহের বহু চেষ্টায় বিফল হয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে স্বস্তিবোধ করেছে। লেখবার সময় তার বক্ষ স্ফীত কুঞ্চিত হচ্ছিল, নিষিদ্ধ পুলকে শরম শিহরিত হচ্ছিল তার তনু। কে সে? কৌশাম্বী কদাচ নয়।

অশোকা? না, না। অশোকার পিতা হাইকোর্টের জজ। কত অভিজাত যুবক তার পাণিপ্রার্থী। কত সুপাত্রের সঙ্গে তার প্রাক্তন পরিচয়। সুধী তো তার একটি সন্ধ্যার আকস্মিক ক্রীড়াসহচর। সুধীর প্রতি তার অনুরাগ কি সম্ভবপর? যদি সম্ভবপর বলে ধরে নেওয়া যায় তবু কী ওর পরিণাম? সুধীর জীবনে স্ত্রীরূপিণী নারীর স্থান ছিল স্বপ্নের পূর্বে—দিন সাতেক আগে। তখন তার কল্পনা ছিল—স্বদেশে ফিরে পল্লীতে বাস করবে সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোকের মতো। পৈত্রিক বিষয় আশয় দেখাশুনা করবে, দৃশ্যত স্বার্থপর হবে, পাকা হিসাবী লোক। তার বিষয়বুদ্ধির উপর যখন প্রতিবেশী চাষা কলু তাঁতী কামার মিস্ত্রী প্রভৃতির আস্থা জন্মাবে তখন তারা তার কাছে পরামর্শের জন্যে আসবে, তাকে সালিস মানবে, তার অনুকরণে ভালো বীজ ভালো সার ভালো লাঙ্গল ভালো গোরু দিয়ে চাষ করবে, চরকায় সুতা কেটে সেই সুতায় কাপড় বুনিয়ে পরবে, থাকবে পরিচ্ছন্ন ঘরে, খাবে পুষ্টিকর খাদ্য, দল বেঁধে গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান করবে, সমিতি করে গ্রামের উদ্বৃত্ত শস্য ও পণ্য বেশি দরে দালালকে বিক্রী করবে, চাঁদা করে শিক্ষক আনিয়ে গ্রামের বেকারদের নতুন ব্যবসা শেখাবে, ব্যবসার উন্নতি ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষে দেনা করবে না কারুর কাছে, জমিদারের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে দাঁড়াবে।

এই কল্পনার সঙ্গে দাম্পত্যের অসঙ্গতি তো ছিলই না, পরন্তু দাম্পত্য ছিল এর অপরিহার্য অঙ্গ। একটি সুলক্ষণা পল্লীকন্যাকে গৃহিণী করে সাধারণের অনুকরণীয় গৃহধর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে, পারিবারিক দায়িত্ব স্বীকার করে তাকে সুসম্পন্ন করতে হবে, পীড়িত সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগকাতর ও অতিথি কুটুম্বকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। এর জন্যে সুধী প্রস্তুত ছিল।

গ্রামবৃদ্ধের চেয়েও বয়সে বড় বট-অশ্বত্থ তাকে বোঝাবে যে এই পৃথিবীর বয়সের পরিসীমা নেই। অথচ বছরে বছরে বীজ পরিণত হবে গাছে, গাছ ভরে যাবে শস্যে, মাটিতে গজাবে ঘাস, ঘাসের ফুলে মাঠের আঁচল জমকাল দেখাবে। প্রতি বছর পৃথিবীকে মনে হবে নবীনা। পৃথিবীর মতো নারীও হবে ঋতুমতী, গর্ভিণী, জননী। শিশুর আধান, জন্ম ও বৃদ্ধি সুধীকে সেই রহস্যের বার্তা দেবে যে রহস্য আদিম মানব হতে অন্তিম মানব পর্যন্ত—আদিম প্রাণী হতে অন্তিম প্রাণী পর্যন্ত—অমোঘভাবে সক্রিয়, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে নেই, দর্শনে নেই, ধর্মতত্ত্বে নেই, যা পৃথিবীর নবীনত্বের মতো উপলব্ধি সাপেক্ষ।

একটি স্বপ্ন সমস্ত ওলটপালট করে দিল, সুধীর কল্পরাজ্যে বিপ্লব ঘটাল। সুধীর জীবনে গার্হস্থ্যের অবকাশ রইল না। গৃহস্থ যেন বনস্পতি, মৃত্তিকাকে সে শতপাকে জড়ায়, কেবল শিকড় দিয়ে নয়, ঝুরি দিয়ে। প্রবলভাবে রস টেনে নিচ্ছে, ফাঁদ পেতে আলো ধরে রাখছে, পরিশেষে অঞ্জলিভরে ফল নিবেদন করছে। অভ্যাগতকে আশ্রয় ও শ্রান্তকে ছায়াদান করছে। নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি যার সাধ্য তাকে হতে হবে তৃণশীর্ষে শিশিরবিন্দু সদৃশ। দাম্পত্য তার পক্ষে অর্থহীন ও অশুভ, তার পত্নীর পক্ষে বিড়ম্বনা। এখন ভারতবর্ষে ফিরে সে হয়তো একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপকতা করবে—পুরাকালের

সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে ভারতের বহমান সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমে উত্তীর্ণ করে দেবে। অথবা হয়তো সে সত্য সত্যই নিষ্কর্মা হবে, হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানাসনে বসবে।

সার কথা, তার ভবিষ্যতের সঙ্গে অশোকার কিম্বা অপর কোনো স্ত্রীরূপিণী নারীর ভবিষ্যৎ খাপ খাবে না, অনামিকার চিঠির উত্তরে এইটে তার বক্তব্য। কিন্তু কেই বা উত্তর প্রত্যাশা করছে? লেখিকা তো নাম ঠিকানা দেননি।

৮

মিস্টার ক্যাম্বেল প্রস্তাব করলেন, "চলুন, আমার সঙ্গে Shanklin ঘুরে আসবেন, যদি অন্যত্র কাজ না থাকে।"

সুধী রাজী হলো। এমন হতেও পারে যে বাদল সেইখানকার চিঠি এখানে ডাকে দিয়েছিল্। কিম্বা এখান থেকে সেইখানে উঠে গেছে। চলল সুধী, মিস্টার ক্যাম্বেলের সাথী হয়ে। সেই গরমেও তাঁর গায়ে রেনকোট, মাথায় বোলার হ্যাট, হাতে ছাতা। তাঁর কয়েকটা দাঁত বাঁধানো, গাল বসা, গড়ন রোগা, উচ্চতা পাঁচ ফুট, বয়স প্রায় চল্লিশ। লোকটি রসিক, কিন্তু তার রসিকতার মর্ম বোঝা কঠিন। সুধী ক্যাম্বেলকে হাসতে দেখে হাসির ভান করল। বহুবার 'আই বেগ ইওর পার্ডন' বলেও যখন ক্যাম্বেলের কণ্ঠস্বরে ও উচ্চারণে স্পষ্টতা লক্ষ্য করল না তখন আর করে কী, নির্বিচারে 'ইয়েস' 'নো' বলে ক্যাম্বেলকে তার ইংরাজিজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলল। মানুষ সঙ্গে থাকলে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোনিবেশ করা যায় না, তবু সুধী চুরি করে করে পথের এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। পথ সমুদ্রের পাড় ধরে।

কিন্তু জায়গায় জায়গায় বেড়া দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাতে কেউ বেশ না ঘেঁষে তার প্রতিবিধান করা হয়েছে—ওরূপ জায়গায় পাড় ধ্বসে পড়ায় মানুষ ডিগবাজি খেতে খেতে জলসাৎ হয় বলে এই সতর্কতা।

মিস্টার ক্যাম্বেল নিজের কানে অন্য মানুষের কথা শোনেন না। কেবল অন্য মানুষের 'হাঁ', 'না' ও হাসি এই নিয়মের নিপাতন। তার থেকে উনি প্রমাণ পান যে, অন্যে তাঁর কথা প্রণিধান করছে। শ্যাঙ্কলিনে পৌঁছে তিনি ঘণ্টাখানেকের জন্যে সুধীকে ছুটি দিলেন। বললেন, "আমি ততক্ষণ ব্যবসা সেরে নিই, আপনিও এখানকার প্রসিদ্ধ Chine পরিদর্শন করুন।"

সুধী সেই প্রসিদ্ধ 'Chine'-এর চমৎকারিত্ব আরোপ করে ইংরেজ জাতির সম্মান রক্ষা করল। সমুদ্রের পাড় ইংলণ্ডের পক্ষে পার্বত্য, তার একাংশে একটি সংকীর্ণ গভীর কন্দর সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। সুধীও ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে ওর দৌড় কতদূর তার হিসাব নিল। তারপর একটি পর্ণকুটীর দেখে বাস্তবিক চমৎকৃত হলো—সুন্দর বলে নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ও-জিনিস এখনও লুপ্ত হয়নি বলে। অবশেষে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে করতে ইংরেজের অনুকরণে ভগবানকে 'ধন্যবাদ' দিল, মনে মনে বলল, "এ জিনিস কোনো দিন লুপ্ত হবে না।"

ক্যাম্বেলের সঙ্গে আবার যখন দেখা হলো তখন তিনি বললেন, "হাঁ করে কী অত দেখছেন? Bathing Beauty?"

সুধী বলল, "ওঁরা আমার মতো মানুষের জন্যে নন।"

ক্যাম্বেল বললেন, "আমি ভুলে গেছলুম যে আপনি জাতিভেদের দেশ থেকে এসেছেন। হো হো। আচ্ছা, জাতিভেদের উদ্দেশ্য কী? কেন আপনারা অমন সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী?"

"আমাদের দেশ," সুধী সপ্রতিভভাবে বলল, "এত বিরাট যে ওকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সসাগরা পৃথিবী বলে জানতেন। এখনো আপনার স্বদেশবাসীরা ওকে উপ-মহাদেশ বলে বর্ণনা করেন। এরই সমপরিমাণ ভূখণ্ডে—অর্থাৎ ইউরোপে—কতগুলি নেশন! ইউরোপ সৃষ্টি করেছেন নেশন, ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছেন জাত। আপনার নেকটাই ছক কাটা, আমার নেকটাই ফোঁটা ছিটানো।"

"বেশ বলেছেন।" ক্যাম্বেল খুশি হয়ে বললেন, "বাঘের আছে ডোরা ডোরা দাগ, চিতার আছে চাকা চাকা দাগ। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আসুন আমরা কিছু আহার করি।"

খেতে খেতে ক্যাম্বেল জিজ্ঞাসা করলেন, "ওয়াইট দ্বীপ কেমন লাগছে?"

"কেমন লাগছে?" সুধী বলল, "সমস্ত দ্বীপটা এখনো দেখিনি, যতটুকু দেখছি তার থেকে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে ভগবানের দ্বীপসৃষ্টির সার্থকতা ব্যর্থ হয়েছে। সেই রেল, সেই মোটর, পথের ধারে সেইসব পেট্রল-পাম্প, পথের মোড়ে সেইসব গারাজ, একই আকারের একশ' ধনীভোগ্য villa এবং এক হাজার দরিদ্রযোগ্য tenement house, শব্দে গন্ধে বর্ণে লণ্ডনের থেকে এমন কী তফাৎ? কেবল ঘরে ঘরে পরিশ্রান্ত পথিককে চা খাওয়াবার প্রথা—ঘরে ঘরে "TEAS" লেখা সাইনবোর্ড দেখে অনুমান হয়—আতিথেয়তার সার্বত্রিকতা সূচনা করছে।"

ক্যাম্বেল খাবার মুখে পুরেছেন, হাসতে পারেন না, তাই টেবিলের উপর কাঁটা ঠন ঠন করে সুধীর শেষ মন্তব্যের তারিফ করলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, "ঠিকই বলেছেন। তবে শুধু এই

দ্বীপে কেন, ইংলণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলে এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষ্য করবেন। আপনি বোধ করি লণ্ডনেই থাকেন ?”

সুধী বলল, “হাঁ, প্রায় দশ-এগারো মাস আছি।”

“আমিও লণ্ডনে থাকি। আপাতত মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরতে হবে, অক্টোবরের আগে ফিরব না। আশা করি তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে।”

“যদি তত দিন না থাকি।”

“সে কী! আপনি ইতিমধ্যেই চলে যাবেন? এ দেশটার সব জায়গা লণ্ডনের নামান্তর নয়। কোথাও পাহাড়, কোথাও হ্রদ, কোথাও উপত্যকা, কোথাও দুর্গ, কোথাও উদ্যান, কোথাও বন। কতরকম পশু পাখী, মানুষেরও ধরন বিচিত্র।”

“অমন করে দেখতে চাইলে পৃথিবীর কোনো দেশই দেখবার উপযুক্ত আয়ু নেই কোনো মানুষের। ভারতবর্ষের আমি কীই-বা দেখেছি। অথচ ওদেশের বৈচিত্র্যের তালিকা হয় না। না, মিস্টার ক্যাম্বেল, আমি টুরিস্ট নই। আমি দূরত্বের দূরবীণ সংযোগে ভারতবর্ষকেই দেখবার জন্যে এসেছিলুম, ইংলণ্ডে না এসে ফিজিদ্বীপে গিয়ে থাকলেও আমার কাজ হত। তবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এমন যে আমরা বিদেশ বলতে সচরাচর ইংলণ্ডকেই বুঝি, আমাদের ভাষায় ইংলণ্ডের প্রতিশব্দ বিলাত।”

মিস্টার ক্যাম্বেল ক্ষুণ্ণ হলেন।

৯

সুধী যখন বাসায় ফিরল মিস মার্শ তাকে দেখে তার দিকে ছুটে

এলেন। "মিস্টার চক্রবর্তী, মিস্টার চক্রবর্তী," তিনি সোদ্বেগে বললেন, "আপনার জন্য দুপুরে কী আনিয়ে রেখেছিলুম যদি জানতেন!"

"জানতুম বই-কি। Sea gull-এর ডিম।"

"যাঃ! ডিম বুঝি আপনি খান!"

"তবে কী? আস্ত sea gull?"

"দূর! Sea gull বুঝি কেউ খায়!"

"তবে অজ্ঞতা স্বীকার করছি।"

মিস মার্শ সোল্লাসে বললেন, "Asparagus!"

সুধী অবাক হয়ে শুধু বলল, "ধন্য!"

তিনটা দিন চলে গেল বাদলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, মার্সেল না জানি কত ব্যাকুল হচ্ছে! চারদিন পরে সুধীর লণ্ডনে ফেরবার কথা। ভেবেছিল বাদলের সঙ্গে সাধ মিটিয়ে বাক্যালাপ করবে অন্তত ছয়দিন। বাদলের চিন্তিত বিষয়ের একে একে হিসাব নিকাশ হবে, তারপর সুধীর অনুভূত বিষয়ের।

চায়ের পর সুধী মিস মার্শের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে ভেণ্ট্নর ঘুরে বেড়ালো। ভেণ্ট্নর পশ্চাদ্ভূমি তার মনে ধরল। নির্জন, পার্বত্য, তরুলতায় শ্যামল, বিহঙ্গরবমুখর। মিস মার্শ তাকে কী যেন বলতে প্রয়াস পেলেন, কিন্তু সে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বনভূমির প্রশংসা করল। পরে যখন তার খেয়াল হলো যে তাঁর বক্তব্যে বাদী হয়েছে তখন সে লজ্জিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু তার চেয়েও লজ্জিত বলে বোধ হল মিস মার্শকে। সুধীকে তিনি দোষী বলে স্বীকার করলেন না।

Esplanade-এ মিস মার্শ বিদায় নিলেন। বললেন আপনার খাবার তৈরি করে রাখিগে। আপনি ততক্ষণ Pier-এ গিয়ে আমোদ করুন। কিন্তু দেখবেন যেন খেলার নেশায় দেরি করে ফেলবেন না।"

সুধী Pier-এ গেল না। ঐখানেই পায়চারি করতে থাকল। কখন এক সময় তার সঙ্গ নিল গত রাত্রের সেই অচেনা মানুষটি।

"ওঃ! আপনি?"

"হাঁ, আমিই। ভাবলুম আপনার সঙ্গে আলাপ করে মনটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনি।"

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি পায়চারি করল। বাতির আলোয় সুধী তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল। কঠিন পাথুরে গড়ন।

সে বলল, "Kra Abbey দেখেছেন?"

সুধী বলল, "না। কোথায়?"

"রাইড্ থেকে বেশিদূর নয়। আপনি এ দ্বীপে আর কতদিন আছেন?"

"ঠিক বলতে পারছিনে। বোধ হয় দিন চারেক।"

"তবে একবার Kra Abbey অবশ্যই দেখবেন। শুধু সেইখানে নয়, যেখানে যেখানে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী আছেন সেখানে সেখানে আপনার আমার জন্যে নিত্য প্রার্থনা চলেছে। আমরা সেই প্রার্থনার ফল ভোগ করছি, অথচ একবারও আমাদের উপকারকদের খবর নিচ্ছিনে। আমি যদি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছ থেকে ছুটি পেতুম তো পৃথিবীর আনাচে কানাচে আমার মঙ্গলপ্রার্থীদের আবিষ্কার করে প্রগাঢ় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতুম।"

সুধী বলল, "গৃহস্থের উপস্থিত কর্তব্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি। এদের শুভবিধান করুন, সেই হবে আপনার শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন।"

"বৃথা, বৃথা, বৃথা।" লোকটি উত্তেজনা সহকারে বলল, "যেমন মা, তেমনি ছেলেমেয়ে দুটো। একান্ত আত্মসর্বস্ব, আমার জন্যে এক

ফোঁটা চোখের জল ফেলে না, আমার প্রতি সহানুভূতির ধার ধারে না। মাঝে মাঝে এদের খুন করতে ইচ্ছা গেলে rosary-টি নিয়ে জপ করি।"

সুধী কখনো rosary দেখেনি। সকৌতূহলে বলল, "Rosary কেমন একবার দেখতে হবে।"

"Rosary দেখেননি!" লোকটি আশ্চর্য হয়ে সুধীর মুখ নিরীক্ষণ করল। "এই দেখুন।" বলে কোত্থেকে একটি জপমালা বের করল। কেমন করে কী বলে জপ করতে হয় সুধীকে বোঝাল। শেষে বলল, "আপনি কোন সম্প্রদায়ের গ্রীস্টান rosary দেখেননি?"

সুধী বিনীতভাবে বলল, "আমি গ্রীস্টানই নই।"

"কী! আপনি গ্রীস্টানই নন? তবে আপনি কী! ইহুদী?"

"না।" সুধী ভাবল বলবে 'আপনি বুঝবেন না', কিন্তু তাতে করে অন্যের বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। দ্বিধার সঙ্গে বলল, "রিলিজন আমার দেশে ব্যক্তিগত ও গুহ্য। বিশ্বাসের স্বাধীনতা আমরা প্রত্যেককে দিয়েছি, তাই প্রত্যেকের বিশ্বাস স্বাতন্ত্র। সমষ্টিগত ভাবে আমরা যা মানি তার নাম ধর্ম। বাইরের লোক বলে হিন্দু ধর্ম, অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম। এই ভৌগোলিক আখ্যা সার্থক। মাটি অনুসারে গাছ, গাছ অনুসারে ফল। তেমনি দেশ অনুসারে ধর্ম। কেবল ধর্ম নয়, আইন, আচার, প্রথা, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প।"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "Too deep for me!"

সুধী বলল, "ইংরেজী ভাষায় ধর্মের প্রতিশব্দ নেই, তবু ধর্ম ইংরেজেরও আছে। National righteousness বললে তার কতক আভাস দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের নেশন শুধু মানুষের নয়, ওষধি বনস্পতি কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর। তাই অহিংসা

আমাদের ধর্মের একটি প্রধান সূত্র। প্রাণী বলে যাদের গণ্য হয় না, নদী পর্বত অরণ্য প্রান্তরও আমাদের সমাজের সভ্য। যে ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের ধর্ম তাকে 'ন্যাশনাল' বললে খর্ব করা হয়, মিস্টার—"

মিস্টার ততক্ষণে সুধীর পাশ থেকে অলক্ষিতে সরে পড়েছেন। সুধী ভাবাবেশে পাশ ফেরেনি।

১০

স্যাণ্ডাউনে সারাদিন বাদলের অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়ে সুধী বাসায় ফিরল। ফেরবার পথে স্থির করে ফেলল, আর একটা দিন দেখবে, ব্যর্থ হলে তার পরের দিন লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করবে। ওখানে মার্সেল না জানি কত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। "কাল দাদা আসবে" —প্রত্যহ মার্সেলকে এই বলে স্তোক দেওয়া হতে থাকবে। 'কাল'—'কাল'—'কাল'। 'কাল' আর আসে না, দাদাও তাই আসে না। বেচারি মার্সেল। তাকে রেখে সুধী কোন্ প্রাণে স্বদেশ প্রত্যাগমন করবে? তার দাবি উজ্জয়িনীর দাবরি থেকে কম কিসে? সে বয়সে ছোট বলে, না, জন্মত পরজাতীয় বলে? মার্সেল সপ্রমাণ করেছে যে ভালোবাসার জাতি বয়স নেই—তার আত্মা সুধীর আত্মার স্বজাতীয় ও সমবয়সী। কিন্তু তার দেহের স্বাস্থ্য ও মনের পুষ্টি ইউরোপনির্ভর, তাই তাকে থাকতে ও বাড়তে হবে ইউরোপে। পূর্ণবয়স্ক হবার আগে তার পক্ষে ভারতবর্ষে যাওয়া অবিধেয়, সম্ভব যদি বা হয়। আর সুধী তো তার অপেক্ষায় ততকাল ইউরোপে অবস্থান করতে পারে না। একদিন বিচ্ছেদ অনিবার্য। যত রকম

বিদায় আছে তাদের মধ্যে করুণতম হচ্ছে শিশুর কাছে থেকে চির-বিদায়। তাকে পুনর্দর্শনের আশা দিলে সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করবে, তাকে মিথ্যা তারিখ দিলে সে সত্য ভেবে দিন গুনবে। ভগবান তাকে বিস্মরণের অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন, বেদনার ক্ষত তার সহজে শুকায়। কিন্তু যে তাকে বঞ্চিত করে তার সাজা তুষানল।

বাসায় পৌঁছে সুধী দেখল বসবার ঘরে তুমুল হাস্যকোলাহল। একটি নবাগত যুবককে কেন্দ্র করে বাসায় প্রায় সকলেই ঐ ঘরে সমবেত। যুবকটি এক একটি কথা বলে বা ছড়া কাটে বা সুর ভাঁজে, আর ঘরশুদ্ধ মানুষ হুল্লোড় করে, তালি দেয়, হিয়ার হিয়ার বলে, টেবিল বাজায়। ব্যাপার কী? সুধী সকৌতূহলে ঘরের এক প্রান্তে অলক্ষ্যে আসন নিল। কিন্তু এক বর্ণ বুঝতে পারল না। একে ত সে দেশে থাকতে সাহেব প্রোফেসারদের সঙ্গে বাদলের মতো যুক্ত ছিল না, এদেশে এসেও সে ফরাসী ভাষীদের সঙ্গে আছে। খাঁটি ইংরেজী উচ্চারণের খুঁটিনাটি তার কান-সওয়া হয়নি, খাঁটি ইংরেজী হিউমারও তার অনায়ত্ত। বিষয়টা যে কী তা সে অভিনিবেশ সত্ত্বেও অধিগম করতে পারল না।

হঠাৎ তার দিকে মিসেস ডাড্‌লীর নজর পড়ল। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন সেই যুবকটির সম্মুখে। বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তী, মিস্টার হ্যারিস্।"

করমর্দনের পর হ্যারিস্ বললেন, "বলুন দেখি আপনাকে কি কোথাও আমি দেখিনি?"

"সেটা," সুধী বলল, "আপনি নিজেই বলতে পারবেন।"

"Wait a minute, wait a minute," হ্যারিস্ চোখ টিপে বললেন, "আপনার সেই দাড়ি আপনি কবে কামিয়ে ফেললেন?"

"দাড়ি!" সুধী তার ইয়ার্কি আঁচতে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "দাড়ি তো আমার কোনোদিন ছিল না।"

"হা—হা আ আ," হ্যারিস্ আবার চোখ টিপে বললেন, "হা—হা আ আ, আপনার সেই রত্নখচিত পাগড়ীটি কোথায়?"

"আমাকে," সুধী নিরীহভাবে বলল, "আপনি অপর কোনো ভারতীয় বলে ভ্রম করছেন।"

হ্যারিস যতবার চোখ টেপে সুধী ছাড়া সকলে ততবার নানা সুরে হাসে—মেয়েদের হাসি পুরুষদের হাসি একটি অনির্বচনীয় সমাস সৃষ্টি করে।

শেষে সুধীর মালুম হল যে হ্যারিসের উদ্দেশ্য সুধীর খরচে অন্য সবাইকে হাসানো! তখন সুধীও প্রাণ খুলে হাসল। যে মানুষ নিজেই হাসছে তাকে নিয়ে তামাশা জমে না। কাজেই হ্যারিস সুধীকে রেহাই দিলেন।

খাবার সময় মিস মার্শ বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তী। বাসার সকলের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, আপনারও। বৃহস্পতিবার 'Young Woodley-র প্রথম রজনী। স্থান, রাইড-এর রঙ্গমঞ্চ। ভেণ্টনরে জায়গা নেই।"

"কিন্তু মিস্ মার্শ," সুধী অনুযোগপূর্বক বলল, "পরশু সোমবার যে আমি যাচ্ছি!"

"সে কি মিস্টার চক্রবর্তী!" মিস্ মার্শ মিসেস ডাড্লীকে বললেন, "ক্যাথলীন, ইনি যে পরশু চললেন।"

"মিসেস ডাড্লি মুরুব্বিয়ানা করে বললেন, "পরশু আপনার যাওয়া হতে পারে না, মিস্টার চক্রবর্তী।"

তাঁর কথা শুনে মিস্ কণ্ডরসেট্ তাঁর স্বাভাবিক সরলতা সহকারে

বললেন, "না, মিস্টার চক্রবর্তী, আমাদের অনুরোধ আপনি এত শীঘ্র যাবেন না, যদি না গেলে চলে।"

বুড়ী কণ্ডরসেট্ বললেন, "Just think of Mr. Chakravarty deserting us!"

হ্যারিস্ বললেন, "আসুন আমরা ভোট নিই। মিস্টার চক্রবর্তীর যাওয়ার বিপক্ষে যাঁরা তাঁরা হাত তুলুন।"

সুধী ছাড়া সকলেই হাত তুলল।

"যাওয়ার সপক্ষে যাঁরা তাঁরা হাত তুলুন।" একা সুধী হাত তুলল।

"বিপক্ষে ১১ জন, সপক্ষে ১ জন। মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি হেরে গেলেন,—beaten by a huge majority."

সকলে কোরাস ধরল, "A huge majority."

চুপি চুপি মিস মার্শ বললেন, "অতএব আপনি থেকে গেলেন!"

সুধী বলল, "অগত্যা।" তার মনে একটি নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল। বাদলের সঙ্গে থিয়েটারে হয়তো সাক্ষাৎ ঘটতে পারে।

সেই রাত্রে সুধী মাদামকে একখানা চিঠি লিখে মার্সেলের কাছে আরো চার দিন ছুটি নিল। বৃহস্পতিবার অভিনয় দেখে শুক্রবার ফিরবে।

১১

পরদিন রবিবার। গির্জার ঘণ্টা অশ্রান্ত বাজছিল। মিস্ মার্শ বললেন, "আসুন, মিস্টার চক্রবর্তী, গির্জায় যাই।"

সুধী সেদিন কোন্ অভিমুখে বাদলের খোঁজে বেরবে ভাবছিল। রোজ রোজ বিফল হয়ে কোথাও যেতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিল

না। আলস্যের এই এক উপলক্ষ পেয়ে সে মিস্ মার্শের আহ্বানে সাড়া দিল। বলল, "যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কখন হাঁটু গাড়তে হয়, কখন চোখ বুঁজতে হয়, কখন উঠে দাঁড়াতে হয়, কখন চোখ মেলতে হয়, এসব আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন না।"

মিস মার্শ হেসে বললেন, "Heavens! No! আপনি যে ক্রিশ্চান নন্ তা আমি জানি!"

"জানেন?" সুধী বলল, "কই আমি তো জানাইনি।"

মিস্ মার্শ যেন একটা নতুন খবর শোনাচ্ছেন এরূপভাবে বললেন, "আমি ভারতবর্ষে গেছি।"

"গেছেন? তাই বলুন। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে গেছেন?"

"কী বলে ওকে—কাথিয়াবাড়।"

"আমি ও অঞ্চল দেখিনি। দেখবার ইচ্ছা আছে।"

"আমিও কি ভাল করে দেখেছি? দেখবার মতো মনোভাব তখন ছিল না।" তাঁর চোখে শোকস্মৃতির পক্ষচ্ছায়া পড়ল যেন দীঘির জলে শিকারী পক্ষীর আকস্মিক পক্ষচ্ছায়া।

সুধী জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসু মনে করে মিস্ মার্শ বললেন, "আমার জীবনের সে এক দিন গেছে, তখন আমি দুই হাতে লড়াই করেছি—সংসারের সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে! কিন্তু সে যে অনেক কথা, মিস্টার চক্রবর্তী। সেই সম্পর্কে আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন।"

"সম্ভব হলে সাহায্য সর্বান্তঃকরণে করব, মিস্ মার্শ!"

গির্জাতে ওরা সকলের পিছনে একটি শূন্য সারিতে বসল। মিস্ মার্শ যেমন ইঙ্গিত করেন সুধী তেমনি করে, ভুলচুক যা হয় তা অন্য কারুর নজরে পড়ে না। সার্মন্-এর সময় যখন এল ততক্ষণে কঠিন

কসরৎ সুধীর গায়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল। কেবল কান খোস মেজাজে ছিল choir-এর গান শুনে। সুধী উৎকর্ণ হয়ে সার্মন্-এর অনুধাবন করল। সেদিনকার বিষয়, "Consider the lilies." মাঠে ফুটে-থাকা লিলি-ফুলদের দেখ। কেমন করে তারা বিকশিত হয়। না করে তাহারা মেহনৎ, না কাটে তারা সূতা। তবুও স্বয়ং সোলোমনের রাজপরিচ্ছদ তাদের সজ্জার নিকট নিষ্প্রভ।

কেউ কেউ এর বিপরীত ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, পরিশ্রম করতে হবে না, শস্য উৎপাদন করতে হবে না, মাল নির্মাণ করতে হবে না। তবুও কেমন করে আমরা রাজার হালে বাস করব। সুপ্রচুর অবসর পেলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হবে, আমরা রসচর্চ্চা রূপচর্চ্চা ও দেহ চর্চ্চা করব, মোটর বিহার ও জলকেলি হবে আমাদের নিত্য কর্ম, আমরা হয়ে উঠব এক একজন অতিমানব।

"কিন্তু", উপদেশক মহাশয় বললেন, "অমন ব্যাখ্যার হেতু নেই। প্রভুর মনে অমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। একটু আগেই তিনি বলছিলেন, যে প্রাণধারণের উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তিত হোয়ো না। কী আহার করবে, কী পান করবে, তাই নিয়ে দিনরাত কল্পনা কোরো না। শরীর সম্বন্ধেও নির্ভাবনা হও, কী পরিধান করবে, দূরে যাক ঐ ভাবনা। লিলি ফুলের উপমা সেই প্রসঙ্গে উঠল। লিলি ফুল অর্থ সম্পত্তির অর্জন ও সঞ্চয় সম্পর্কে নিরন্তর ব্যস্ত না থেকেও ধনী-শ্রেষ্ঠের অপেক্ষা মনোহর রূপে সজ্জিত। পার্থিব বিষয়ে যে নিত্য নিরত নয় ভগবান তাকে সহজেই সুন্দর করেন, তার মোটা কাপড় মহার্ঘ পোশাকের চেয়ে সুদৃশ্য হয়ে থাকে। এক কথায়, materialism পরিহার করতে হবে, এই হচ্ছে লিলি ফুলের কাছে শিক্ষণীয়। সোলোমনের ধন-গৌরবের চেয়ে লিলিফুলের সরল শোভা আমাদের বরণীয়।"

গির্জা থেকে ফেরবার সময় স্থধী বলল, "ফল কতটুকু হবে বলা যায় না, তবু ঐ সব সাড়ম্বরা সোলোমন-পত্নী ও সাড়ম্বর-সোলোমনবৃন্দকে মাঝে মাঝে ও কথা শুনিয়ে দেওয়া ভালো। রাস্তায় ঘাটে Drink this Whiskey,' 'Smoke that Cigarette', 'Eat more fruit', 'Insure your Life', 'Invest your money'—আমার দেশে একরকম পাখী আছে, সে বলে 'চোখ গেল,' আমিও এসব দেখে সেই পাখী হয়েছি, মিস্ মার্শ।"

সার্মন শুনতে অভ্যস্ত মিস্ মার্শ গির্জায় যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ হয়তো ওর সম্বন্ধে মনোযোগী থাকেন, বাইরে এলে ওর এক বিন্দুও মনে রাখেন না। বললেন, "ওসব বিজ্ঞাপন আমার তো চোখে ঠেকে না, মিস্টার চক্রবর্তী।"

স্থধী ভাবল লোনা জলের মাছও জলকে লোনা বলে জানবে না। গির্জার প্রচারকটি তো ঐ শ্রেণীর মৎস্য। এঁর ছেলে হয়তো দ্বিতীয় Cecil Rhodes হবে। তিনিও কি materialism-এর উপর বিরক্ত, না, যাঁরা তার প্রকাশ্য পক্ষপাতী তাঁদের উপর বিরক্ত? তবু ইংলণ্ডের মতো পরম সমৃদ্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত দেশে একটিমাত্র গির্জার একজনও আচার্য যে মনে না হোক মুখে সোলোমনের চেয়ে লিলিফুলের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করলেন এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ করল না, এর থেকে অনুমান হয় আধিভৌতিকের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও আধ্যাত্মিকের উপর এদেশ বিশ্বাস হারায়নি।

মিস্ মার্শ স্থধালেন, "কী ভাবছেন, মিস্টার চক্রবর্তী? আপনি সব সময় এমন চিন্তাকুল কেন, বলুন দেখি? আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে, পাছে মনে করেন আমি চিন্তাশক্তিহীন।"

"না, না," স্থধী তাঁকে স্মিতহাস্যে অভয় দিল, "তা কেন মনে করব,

মিস্ মার্শ? আপনার যখন যা খুশি আমাকে নির্ভয়ে বলবেন। অনেক সময় বোবা লোকদের চিন্তাকুল বলে ভ্রম হয়, আর ইংরেজী আমি বেশ স্বচ্ছন্দে বলতে পারিনে বলে প্রায় বোবার সামিল।"

মিস্ মার্শ শিরশ্চালন করে সুধীর দিকে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি ফিরিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন, "না, মিস্টার চক্রবর্তী। আপনার উচ্চারণ পরিষ্কার ও কথাগুলি ভাবপূর্ণ। আপনার নীরবতা ভাষাজ্ঞানের অভাব থেকে নয়, ওটি আপনার ইচ্ছাকৃত।"

১২

সোমবার ডাকঘরের ঠিকানায় সুধীর ভারতীয় মেল এল। সে খামের উপরকার হস্তাক্ষর দেখে চিনতে পারল—একখানি মহিমচন্দ্রের, একখানি তার মামার ও একখানি তার এক পুরাতন সতীর্থের। মামার চিঠিখানি মামুলী, কে কেমন আছে তার খতিয়ান ও কে কী জানিয়েছে—প্রণাম না আশীর্বাদ। সতীর্থ মুরলীমনোহর ইংলণ্ডের খরচপত্রের খবর চায়।

মহিমচন্দ্র মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর শাদা হরফে নাম তোলা পরিপাটি চিঠির কাগজে দিশাহারা হয়ে কলম ছুটিয়েছেন। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা দার্শনিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব। তারই ফাঁকে এক জায়গায় উজ্জয়িনীর অন্তর্ধানের তথ্য। শেষের দিকে সুধীকে বারম্বার অনুরোধ করেছেন বাদলের কাছে ঘটনাটা বিশেষ কৌশলে পাড়তে। ঘটনাটার রটনা যাতে না হয়। মহিমচন্দ্র এ পর্যন্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি, খবরের কাগজওয়ালারাও গন্ধ পায়নি। পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে অতি সঙ্গোপনে অনুসন্ধান হচ্ছে। মহিমচন্দ্র

হাজার টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উজ্জয়িনীকে তার এই গর্হিত আচরণের পর ফিরে পাওয়া গেলেও বধূরূপে স্বীকার করা যাবে না, বাদলের নূতন করে বিয়ে দিতেই হবে, তবু সামাজিক কলঙ্ক এড়াবার জন্যে তাকে উদ্ধার করাও দরকার। কী করা যায়! সংসার করতে গেলে কঠিন হতে হয়। "Stern daughter of the voice of God" ইত্যাদি।

মহিমচন্দ্র আশা করেন বাদল তার স্বাস্থ্য অটুট রেখে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষার জন্যে তার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত প্রস্তুত হচ্ছে ও যথাকালে তার পূর্ব পরীক্ষাগুলির মতো এটিতেও তার স্বাভাবিক মেধার দ্বারা কৃতকার্য হবে। তিনি তার বিক্ষেপের আশঙ্কায় ইদানীং চিঠি পত্র লেখেন না, তবে এমন একটা অভাবনীয় পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে বাদলকে একটা আভাস পর্যন্ত না দিলে কোনখান থেকে উড়ো খবর কি উড়ো চিঠি পেয়ে তার পরীক্ষা যাবে ঘুচে।

উজ্জয়িনীর গৃহত্যাগকালীন অবস্থার উল্লেখ মহিমচন্দ্রের পত্রের কোথাও ছিল না, সুধী কতবার উলটে পালটে খুঁজল। কেন গেল, কেমন করে গেল, কোন অভিমুখে গেল, সঙ্গে কী নিয়ে গেল, পিছনে কী রেখে গেল—কোনো বার্তা কি কৈফিয়ৎ এ সকল বৃত্তান্ত মহিমচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক চাপা দিয়েছেন, কি অনবধানতাবশত ছেড়ে গেছেন, সুধী সাব্যস্ত করতে পারল না। তার মর্মে বিদ্ধ হয়ে থাকল—উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করা হবে না, শুধু উদ্ধার করা হবে। কেন, তার চরিত্র কি সন্দেহের অতীত নয়? সে কি সন্দেহের কোনো হেতু যুগিয়েছে? সে কি বেরিয়ে গেছে কোনো পুরুষের সঙ্গে? কিম্বা কোনো পুরুষের ইঙ্গিতে? কেন তবে কাকামশাই ধরে নিয়েছেন যে বাদলের নূতন করে বিয়ে দিতেই হবে? তিনি অবশ্য জানেন না

যে বাদলের সাধনায় নারীর স্থান নেই—অন্তত নেই স্ত্রীর স্থান। সুধী ও বাদল দুজনেরই সাধনা স্ত্রী-বর্জিত, দুজনেই সন্ন্যাসের বিরুদ্ধবাদী হয়েও কার্যত সন্ন্যাসী।

উজ্জয়িনীর গৃহত্যাগ মহিমচন্দ্রের সংকল্পের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে রহস্য-সঙ্কুল হয়ে উঠল। যেন একটা রোমহর্ষক উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। তার উদ্ধারের জন্যে ডিটেক্‌টিভ লেগেছে। নিশ্চয়ই তার পায়ের চিহ্ন গায়ের কাপড় বইয়ের পাতা সিঁদুরের কৌটা চুলের ফিতা ইত্যাদির কোনো একটাকে 'clue' করে থানায় স্টেশনে স্টেশনে সাংকেতিক লিপি ও তার প্রেরিত হচ্ছে, রেলে মোটরে গোরুর গাড়ীতে এক্কা গাড়ীতে টাঙ্গায় চড়ে নানাবেশী চর চরাচর বেষ্টন করছে। বেড়াজাল ক্রমশ গুটিয়ে গুটিয়ে আসছে ও উজ্জয়িনীকে ঢেকে তুলবে। তার রক্ষা নেই। পুলিশের লোক তাকে উদ্ধার করবেই। হয়তো এতক্ষণে করেছে।

উদ্ধারের পর তাকে নিয়ে কাকামশাই করবেন কী! হয়তো তাকে মিসেস গুপ্তের কাছে ফেরত দিয়ে বলবেন, 'আপনার মেয়ে আপনার বাড়ীতে থাক্, আমার ওখানে জায়গা নেই। জায়গা কোনোদিন হবেও না।' আহা বেচারি! তার আধ্যাত্মিক অভিসার কঠিন বাধা পেয়ে বন্ধ হবে, তার সাধ থেকে যাবে অতৃপ্ত, গার্হস্থ্যের মধ্যে তাই সে শান্তি পাবে না। শ্বশুরবাড়ীতে ছিল তার সম্মানের আশ্রয়, বাপের বাড়ীতে সে পাবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। তারপর তার স্বামী—এই যথেষ্ট যে বাদল পুনর্ব্বার বিবাহ করবে না।

কিন্তু কোথায় বাদল! পাগলাটাকে কত কথা বলবার ছিল, তার পাগলামির কোন্ পর্যায় চলছে সেটারও তত্ত্ব নেওয়া দরকার। টাইমস কাগজে তার বিজ্ঞাপন অবশ্য নিয়ম মেনে প্রতি বুধবার

প্রকাশিত হচ্ছে—কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ একই বাণী :—BADAL TO SUDHIDA : GETTING ALONG. এর থেকে তার চিন্ত্যমান বিষয়ের সূচনা পাওয়া যায় কি ?

"মিস মার্শ যে!" সুধী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করল। তার কোল থেকে চিঠিগুলো মেজেয় ছড়িয়ে গেল। "না, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমিই তুলে নিচ্ছি। আপনি বসুন।"

ড্রইং রুমে অন্য কেউ ছিল না, মিসেস ডাড্‌লার কুকুর ছাড়া। কুকুরটা সুধীর ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতে ভালোবাসে।

"আপনি আজ কোথাও বেরলেন না যে?" মিস মার্শ প্রশ্ন করলেন।

"ঠিক বেরই নি বলা যায় না। ডাকঘর থেকে এই ক'খানা চিঠি আনতে গেছলুম." সুধী উত্তর দিল। "ভাবছি বেরিয়ে পড়লে হয়।"

"কোন্ দিকে ?"

"দ্বীপের দক্ষিণ পাড় ধরে Freshwater-এর দিকে।"

"হাঁ। ওদিকটাও দেখা উচিত। আমরা যখন এ দ্বীপে প্রথম আসি তখন Freshwater-এর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই। কেমন সমুচ্চ তটশিখর সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এসেছে, কেমন সব উদগ্র চূড়া। ওদের বলে the Needles."

বাদলকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করবার জন্যে সুধী প্রায় মরীয়া হয়ে উঠছিল। এইটুকু দ্বীপের কোনো অংশ বাদ দেবে না সে। তার আসা ও থাকা দৃশ্য উপভোগের জন্যে নয়। উপভোগ অভিনিবেশ

সাপেক্ষ। অন্বেষণও অভিনিবেশ সাপেক্ষ। যুগপৎ দুই বিষয়ে অভিনিবেশ মনুষ্যসাধ্য নয়। বড় বড় দাবা খেলোয়াড়েরা বোধ হয় অতিমানুষ।

"মিস মার্শ," সুধী দ্বিধাভরে বলল, "আপনাকে বলতে ইচ্ছা করি যে আমার একটি প্রিয় বন্ধু এই দ্বীপের কোনোখানে অজ্ঞাতবাস করছে। তার সন্ধানে এসে অদ্যাবধি আমি নিস্ফল হয়েছি।"

"তিনি অবশ্য ভারতীয় ?"

সুধী হাসল। বলল, "ওর ধারণা ও ইংরেজ। কিন্তু জন্ম ওর খাঁটি ভারতীয় বংশে।"

"বড়ই আশ্চর্য ধারণা। কিন্তু কই, এমন কোনো যুবক নিকটে বসবাস করছেন বলে তো শুনিনি। আপনি ঠিক জানেন যে তিনি এই দ্বীপের এই অঞ্চলে রয়েছেন ?"

"এখনো রয়েছে কি না ঠিক জানিনে! কিন্তু দিন পনেরো আগে ছিল বলে অনুমানের হেতু আছে।"

মিস মার্শ ঈষৎ অনুযোগের সুরে বললেন, "আমাকে এতদিন বলেননি। পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ জানাশুনা আছে, ওরা খোঁজ নিয়ে জানাতে। আচ্ছা, আমি তা হলে পুলিশের কাছে চললুম। আপনি Freshwater ঘুরে আসুন, কাজ যদি বা না হয় বেড়ানো তো হবে।"

সুধী তাঁকে ধন্যবাদ দিল। বলল, "তার দরকার নেই।"

১৩

এর পরে যখন দেখা হল মিস মার্শ ধপ করে বসে পড়ে বললেন, "কী দুর্ভাগ্য! Nitonএর Ye Olde Englishe Inne-এ যে ভারতীয়

যুবকটি আজ তিন মাস ধরে বাস করছিলেন তিনি ঠিক পরশু বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। হায়! হায়! ওটা আমার চেনা বাড়ী, মিসেস মেলভিলকে ফোন করায় তিনি আক্ষেপ করে বললেন, ছয় মাসের ভাড়া ও খাই খরচ আগাম পেয়েছিলুম, তিন মাসের বাবদ ঋণী হয়ে রইলুম।"

সুধী বলল, "মিসেস মেলভিলকে এ বাড়ী থেকে ফোন করা যায় না ?"

"কেন যাবে না ? আসুন ফোন করবেন।"

মিস মার্শ মিসেস মেলভিলের সাড়া পেয়ে বললেন, "আমি Larks' Spur-এর মিস মার্শ। ... একটি ভারতীয় যুবক, মিস্টার চক্রবর্তী, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।...মিস্টার চক্রবর্তী, ধরুন।"

সুধী জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ওখানে যিনি ছিলেন তাঁর নাম কি মিস্টার সেন ?"

"হাঁ, আপনি কি তাঁকে চেনেন ?

"তিনি আমার বন্ধু। যাবার সময় কি তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়ে গেছেন ?"

"না। তাঁর তাড়াতাড়ি দেখে আমি তো জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম। বৈকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ এসে বললেন, 'মিসেস মেলভিল, গুডবাই, আমাকে এখনি একটা ট্রেন ধরতে হবে, ব্যাপার জরুরী।' আমি হতভম্ব হয়ে তাঁকে গেট অবধি পৌঁছে দিলুম। বললুম, 'আপনার এখনো তিন মাসের আগাম দেওয়া টাকা মজুত রয়েছে।' উনি বললেন, 'ও টাকা আমি ফেরত পেতে পারিনে, চাইনে। ও রইল আমার স্মারক হয়ে।' আমার স্বামী বাড়ী ছিলেন না। আমার মেয়ে মেরিয়ন তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল। তিনি হয়তো আপনাকে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখবেন। আমার অনুরোধ এই যে, ঐ ঠিকানা আপনি দয়া করে মিস্ মার্শকে জানালে তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে সংবাদ দেবেন। বন্ধুটি একটু মাথাপাগলা, তা বোধ হয় আন্দাজ করেছেন।"

"তা আর করিনি? আপনি আসুন না একদিন এদিকে, আপনাকে তাঁর কাহিনী শোনাব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল। আমার আর এ অঞ্চলে থাকতে মন লাগছে না, পাগল বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে আমার আসা। যখন সে নেই বলে নিশ্চিত জানলুম তখন আমিও আর থাকি কেন? গুড্‌বাই।"

মিস্ মার্শ অনতিদূর থেকে কান পেতেছিলেন। সুধালেন, "আপনি সত্যি চললেন নাকি?"

সুধী ব্যস্ততার সহিত বলল, "হাঁ, মিস্ মার্শ। আমি কাল ভোরে রওনা হব।"

"সে কী! দল বেঁধে থিয়েটারে যাওয়ার কথা ছিল যে।"

"দলের বাঁধন আমার একলার অভাবে খুলে পড়বে না।"

"আপনার টিকিট যে কেনা হয়ে গেছে।"

"বন্ধু তিন মাসের আগাম ছাড়তে পারেন। আমি একখানা টিকিটের জন্যে হা-হুতাশ করব?"

মিস্ তখন আর কিছু বললেন না। পরে এক সময় প্রসঙ্গটি পাড়লেন। বললেন, "আমাকে সাহায্য করবেন বলে ভাবতে দিয়েছিলেন যে।"

"নিশ্চয় সাহায্য করব, যদি সাধ্যে কুলায়।"

মিস্ মার্শ অকস্মাৎ ঝরঝর করে চোখের জল ঝরালেন। তারপর রুমালে মুখ ঢেকে বসে রইলেন। সুধী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

বিকৃতকণ্ঠে মিস্ মার্শ বললেন, "তবে শুনুন, কঠিয়াবাড়ে আমার

কোলের ছেলেকে ফেলে এসেছি এগারো বছর আগে। তার বাপ ওদেশের একজন রাজা, মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে তাঁকে দেখি ও মূঢ়ের মতো তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাই। জানা ছিল না ওদেশের সমাজ কেমন। যে অপমান পেয়েছি তার ইতিহাস গেয়ে কী হবে? খেয়াল ছিল না যে হিন্দুদের আইনে ডিভোর্স নেই। আমাদের আইনে অনুসারে রাজা আমাকে বিয়ে করতে পারেন না। তাঁর অন্য রানী ছিল। ভুল যা করলুম তার থেকে নিস্তারের আর কী উপায় ছিল—ছেলেকে তার জন্মভূমিতে রেখে চিরকালের মতো চলে আসা ব্যতীত?"

সুধী চুপ করে শুনছিল। উচ্চবাচ্য করল না।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "কিন্তু তার জন্যে বড্ড মন কেমন করে। তার খবর পেতে চাই। তার বাপ চিঠির উত্তর দেন না। মনে করেন উত্তর দিলে ওকে আমি পিতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে আদালতে ব্যবহার করব। শুধু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন আমার লেখনী বন্ধ রাখবার আশায়। কী অপমান!"

তাঁর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস সুধীকে বিব্রত করল। সে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেশে চিঠি লিখে খবর আনিয়ে দেব। আপনি আমাকে রাজার ও রাজ্যের নাম জানাবেন।"

"কে জানে সে ছেলে আজও বেঁচে আছে কি না। রাজা কি তাকে রাজ্যে রেখেছেন, না তাঁর বম্বের বাড়ীতে, না তাঁর পুনার কুঠিতে? তার প্রতি কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, কে আমাকে বলবে! রাজকুমারের মতো; না অনাথ বালকের মতো!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি সব খবর আনাব।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, হে আমার উপকারক, হে আমার বন্ধু।"

অশ্বারোহণ পর্ব

১

দেখ, অমন করে পারবে না। আপস কর।

কে হে! আপস করার পরামর্শ কে তুমি আমাকে দিচ্ছ। কী তোমার নাম?

আমার কী একটা নাম? কেউ বলে শয়তান, কেউ বলে মার। আমি ফাউস্টের মেফিস্টোফেলিস।

তুমি এখানে এসেছ কী করতে? জান না আমি বাদল। আমি কারুর পরামর্শ চাইনে, পেলে নিইনে।

আহা আমি কি পরামর্শ দিতে এসেছি? আমি কি তোমার পর? আপনার লোক যা বলে তা প্রকারান্তরে আপনার কথা।

তোমার তো আস্পর্দ্ধা কম নয়। আপসের পরামর্শ দিয়ে আমাকে বোঝাচ্ছ ওটা আমার আপনার কথা। বাদল কখনো আপসের চিন্তা করে?

না, না, আমি কি তাই বলেছি? আমি—বুঝলে কি না—আমি বলেছি—বুঝলে কি না—বলেছি যে—বুঝলে কি না—

অত বার 'বুঝলে কি না' বলে আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান কোরো না। খবরদার। জান না যে আমি বাদল। বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ নেই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। সেই জন্যে তোমার কাছে আমার আগমন, আমি কি যার তার কাছে যাতায়াত করি? আমি মহা খুঁৎখুঁতে সমালোচক।

হুঁ! এসেছ ভালো করেছ! কিন্তু বাজে বকতে পাবে না। আমি আজ চব্বিশ দিন ধরে ভাবছি আত্মা আছে কি না। রোজ মনে হয় আছে, রোজ মনে হয় নেই। রাত্রে চিন্তার সূত্রে গ্রন্থি দিই, সকালে দেখি গ্রন্থি খোলা। ভারি ফ্যাসাদ।

বাস্তবিক। সমবেদনায় আমার বুক ব্যাকুল। সেইজন্যে আমার মুখ মুখর। বন্ধুর বাণী যদি শোন তো বলি, আপ—না, না, বুঝলে কি না—

ফের 'বুঝলে কি না!'

না, না, দোষ হয়েছে, মাফ কর। আমি বলছিলুম যে আপাতত ধরে নিলে হয় আত্মা আছে। ঐ আপাতসিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করলে সদ্য ফল পাওয়া যায়। রোজ একটা করে সমস্যার মীমাংসা হয়, একটা করে ধাঁধার জবাব মেলে।

কিন্তু ভিত্তি দুর্বল হলে তার উপর যতগুলি তলা গড়া হবে ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ততই বেশি হবে। ঠেকা দিয়ে ভেঙে পড়া বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ছাদ ফাটবে, দেয়াল ফাটবে, মেজে ফেটে চৌচির হবে, জোড়াতালি দিতে দিতে সব নতুন হয়ে উঠবে, অথচ তেমনি ভঙ্গুর থেকে যাবে।

পক্ষান্তরে এই ভিত্তি নিয়ে তুমি চিরকাল ব্যাপৃত থাকবে ও কোনো দিন এটুকু গড়া শেষ করবে না। সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ, শান্তি, বিজ্ঞান, যন্ত্র ইত্যাদি হাজার বিষয়ে ভাবনা মুলতবী রাখবে! দুনিয়ার লোক তোমার দ্বারা না হয়ে অন্ধের দ্বারা নীয়মান হবে।

কিন্তু মাটির দিকে না তাকালে আমিও হব অন্ধ। সেই যে জ্যোতির্বিদ আকাশের দিকে চেয়ে চলতে চলতে গর্তে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁর তুলনায় অন্ধরাও সাবধানী।

ছি, বাদল, ছি। তুমিও শেষকালে 'Safety First' আওড়ালে। গর্তে পড়ে প্রাণহারানোর ভয়ে তুমি তোমার ও তোমার সঙ্গে সমস্ত মানুষের চলা থামালে! সমস্ত মানুষ এক সঙ্গে একটা গর্তে পড়লে গর্তটারই তো ভয় পাবার কথা।

হুঁ। তুমি তা হলে সত্যকে বাজিয়ে নিতে বল।

অগত্যা। নতুবা তুমি সত্যের খোঁজে জীবন ভোর করে দেবে। দেখ না হিন্দুরা কেমন আরামে মূর্তি পূজা করে। তোমার মতো নাছোড়বান্দা হলে ওরা হয়তো একদিন ভগবানকে পেত, কিন্তু তার আগে পেত যমকে! যেমন নচিকেতা পেয়েছিল।

আমিও একজন নচিকেতা।

ঐ তো তোমার ছেলেমানুষী। কেন, বাপু, পৃথিবী থেকে যমলোকে যাবে! তুমি ভেবে দেখ, বাদল, কোনো মতে কিছু রোজগার করে চারটি ভালোমন্দ খেয়ে বেঁচে বর্তে থাকার মতো সৌভাগ্য আর নেই। কত অচেনার সঙ্গে পরিচয়, কত বন্ধুতা, কত প্রেম, কত দেশপর্যটন, শোভাসন্দর্শন, কত থিয়েটার সিনেমা অপেরা—এই তো লণ্ডনের Covent Garden-এ অপেরা ঋতু, হায় বাদল—কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, কত গল্পগুজব, খবরাখবর, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, কত আইন-আদালত পার্লামেণ্ট লীগ অফ নেশন্স্। কত বলব? কিছুই তো বলা হল না। বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর নেই—শুধুমাত্র প্রাণধারণ পানভোজন বায়ুসেবন। এই অনেক।

হুঁ।

অতএব—

অতএব আপস?

তুমি নিজেই ও কথা বললে। আমাকে বলতে হল না।

হুঁ। ভাবতে দাও।

দেখ বাদল। মানুষ চিরকাল আপস করে এসেছে। নইলে এই সব ক্রিশ্চানরা পরস্পরকে এরোপ্লেন সাবমেরিন ট্যাঙ্ক, বিষবাষ্প ইত্যাদি দিয়ে মহোল্লাসে সাবাড় করত না। ওদিকে বৌদ্ধ জাপানও আপসের চূড়ান্ত করেছে। সৌন্দর্যোপাসক জাপান কুৎসিত সস্তা খেলো জিনিস বানিয়ে বস্তায় বস্তায় রপ্তানি করছে। কত উদাহরণ দেব! আপস ছাড়া যে মানুষ অন্য কিছু করতে পারে এ আমি বিশ্বাস করিনে বলে ওরা আমাকে বলে শয়তান, মার, মেফিস্টোফেলিস্। প্রকৃতপক্ষে আমি হচ্ছি মানুষের কমনসেন্স্। মানুষ মুখে যে সব লম্বা চওড়া কথা বলে, কাজ করে তার সিকি পরিমাণের সিকি পরিমাণ, মানুষ মনে যে সব মহাকীর্তির কল্পনা পোষে মনের বাইরে ওসব পাখী উড়তে পারে না, ডানা ঝটপট করে। আমি মানুষকে তার ক্ষমতার হিসাব নিয়ে জমা অনুসারে খরচ করতে বলি। শেষ পর্যন্ত ওরা করেও তাই, শুধু আমাকে নবমপন্থী বলে গরম গরম গাল পাড়ে।

সব মানুষকে তুমি এক কোঠায় ফেলছ যে।

দু চারজন ক্ষণজন্মা ছাড়া বাদবাকী সব মানুষ শেষ পর্যন্ত কমনসেন্স্-এর এলাকায় আসে, আপস করে।

আমি ঐ দু-চারজনের একজন।

তা হলে তোমাকে একটু বাজিয়ে নেব, বাছা। ক্রুশে ঝুলবে, না হেমলক খাবে? যীশু না সোক্রেটিশ—কে তুমি?

আমি বাদল।

তা হলে তোমার জন্যে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে যেন দৃঢ়ভাবে জানি যে আত্মা আছে ও থাকবে।

তা যদি তুমি জানতে পাও তবে আমার মোটর হাঁকানো বৃথা হবে। আমি পরাজয় ভালবাসিনে। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার সত্যনিষ্ঠা আমার উপর—মানুষের কমনসেন্সের উপর—জয়ী হলেও হতে পারে। কিন্তু তোমার জীবদ্দশায় তোমার জয় হবে না।

হবে না?

না, বাছা। যীশুরও হয়নি। সোক্রেটিসেরও না।

তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি জানতে পাব না আত্মা আছে ও থাকবে কি না?

না। জানবে মৃত্যুমুহূর্তে। মৃত্যুমাত্রে।

শয়তান! দুশমন! মার!

যথার্থবাদী। পরীক্ষক। বন্ধু।

২

মিসেস মেলভিলের কালো বেড়াল ভাগ্যলক্ষ্মীর বাহন "Nibs" বাদলের ঘরে ঢুকে বিস্কুটের টিন খোলা পেয়ে একখানা বিস্কুট মুখে করে তুলে নিল, নিয়ে লাফ দিয়ে একটু দূরে সরে বসল। শেষ করে একমনে থাবা চাটছে এমন সময় বাদলের তন্দ্রা গেল ছুটে। সে চোখ মেলে দেখল, শয়তান নয়, নিব্‌স্।

বেড়ালের প্রতি বাদলের অহেতুক ভয় ছিল। কেউ তাকে এই নিয়ে ক্ষেপালে সে বলত, জান না, নেপোলিয়নের মতো বীরশ্রেষ্ঠ বেড়াল ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না? আদি-মানবের সঙ্গে আদি-বিড়ালের

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। বাপরে, বেড়াল কি একটা জন্তু? বেড়াল একটা জন্তুবেশী রাক্ষস।

নিব্‌স্‌ যে জন্তুবেশী শয়তান হতে পারে এই অযৌক্তিক কুসংস্কার সদ্য তন্দ্রামুক্ত বাদলকে বিষম ভয় পাইয়ে দিল। ছোট ছেলেরা ভয় পেলে উলটা ভয় দেখিয়ে সাহস পায়—হুঙ্কার ছাড়ে, তর্জনী উঁচায়, মাটিতে পদাঘাত করে। বাদলও তেমনি ক্রোধের ভান করে ধমক দিয়ে বলল, "হুস!" নিব্‌স্‌ তা শুনে দাঁত বের করে বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিল, "মিইউউ।" তার গোঁফের ভাব ব্যঙ্গব্যঞ্জক। বাদলের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে গলিত বরফ প্রবাহিত হতে থাকল। সে আর একবার তাড়া দিয়ে বলল, "ধো!" নিব্‌স্‌ লাফ দিয়ে জানালায় উঠল। বাদলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ত্রস্ত চকিত অথচ একাগ্র দৃষ্টিতে চাইল। বাদল ঠাওরাল ওটা স্পর্দ্ধা সূচক কটমট চাউনি। সে সভয়ে গর্জন করে উঠল. "Get out." নিব্‌স্‌ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলো।

বাদল নার্ভাস হাসি হেসে আপন মনে বলল, "বেটা সয়তান। তুই ধমকে ফেরার। ইনি আসেন আমাকে আপদের মন্ত্রণা দিতে!"

থেকে থেকে বাদলের মনে হতে লাগল, বাস্তবিক এমন করে আর কতদিন চলবে? এক একটা প্রশ্নের জন্যে চব্বিশ-চব্বিশটা দিন বিসর্জন দিয়েও আদিতে যে অবস্থা অন্তেও তাই। জীবন তো এমনি করে আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো গলে যায়। অথচ ওর বিনিময়ে উপচয় কি কিছু হলো? মনকে ফাঁকি দেবার জন্যে স্তোক-বাক্য অবশ্য আছে, চব্বিশ দিনের নিয়ত চিন্তা মনের পক্ষে প্রাত্যহিক হাওয়া খাওয়ার মতো। মেরিয়নের ঘোড়া যেমন হাওয়া খেয়ে ফিট থাকে, বাদলের মনও তেমনি ফিট থাকতে চায় অহেতুক মননের দ্বারা! কিন্তু বাদলের বয়স যে বাড়ছে, সে কি কেবল ফিট-থাকা মন

নিয়ে আর সন্তোষ পায়? সে কি আর কলেজের ছাত্র? ফুলের কাল গেছে, ফলের কাল হলো। বাদল প্রত্যাশা করে উপচয়। শুধু ফিট-থাকা নয়, প্রফিট দরকার। লাভ দেখাতে হবে জীবনের ব্যাপারে।

আসল কথা বিশুদ্ধ মননের উপর বাদলের আর ঝোঁক ছিল না। ফলিত মননের আকর্ষণ ধীরে ধীরে ও অগোচরে তাকে আপসের অভিমুখ করেছিল। চব্বিশ দিন কেন চব্বিশ বছরও বিশুদ্ধ মননে নিবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে শ্রান্তিকর হতে পারে না, শ্রমই তার বিশ্রাম! বাদল কিন্তু চব্বিশ দিনের অভিনিবেশের পর ক্ষান্তি দেবার উপলক্ষ খুঁজছিল। তাই তার ঘরে শয়তানের আবির্ভাব।

এমন করে আর কত দিন চলবে? অন্যান্য ভাবুকরা খরগোশের বেগে অগ্রসর হচ্ছে, বাদল কেবল কচ্ছপের মতো পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। একে একে সকলেই তাকে ছাড়িয়ে গেল, সে এখন হাজার ত্বরান্বিত হলেও তাদের নাগাল পাবে না। ঈসপের খরগোশের মতো তারা যদি পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ে বাদলকে পথ ছেড়ে দেয় তবেই বাদলের যা-কিছু আশা থাকে, নতুবা বিশ্বের চিন্তা প্রতিযোগিতায় বাদল যদি একখানা আঁক চব্বিশ মিনিট ধরে কষেও বেঠিক উত্তর পায় তবে তার জায়গা হবে সকলের নীচে, সকলের পিছে।

ধাবমান মন, বেগবান মনন, সে যেন অশ্বারোহণের মতো উল্লাস-হিল্লোলযুক্ত। তা নয় তো এই নিরানন্দ স্থাণুর জীবন। শরীরটা নিশ্চল বলে মনটাও খাঁচার পাখীর মতো ছটফট করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে অনড় হয়ে যায়। সমস্ত শরীর যদি না সাধনা করে, কসরৎ করে, তবে একা মস্তিষ্ক কত করবে? যতই করবে ততই নির্জীব হবে। বাদল ভাবল, চব্বিশটা দিনের বিশটা দিন যদি সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত ও মনকে দিত ছুটি তবে বাকী চারটে দিনে

মনের পিঠে সওয়ার হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যেত। কিন্তু কোনো টাইমটেবলে ওর নিশ্চয়তা নেই। চার দিনে যদি সত্যকে না পাওয়া যেত তবে তো চব্বিশটা দিন এমনি গেছে, অমনি যেত—বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পড়া নিয়ে এই আক্ষেপ ও সেই আক্ষেপ সমান হত।

তবু ধাবমান মন, বেগবান মনন—এর নূতনত্ব বাদলকে প্রলুব্ধ করে। প্রতিদিন একটা করে সমস্যার সমাধান—আজ ডেমক্রেসী, কাল সোশ্যালিস্‌ম, পরশু আকাশযুদ্ধ, তরশু আন্তর্জাতিক পুলিশ। এসব হল ফলিত মনন, applied thinking. আপাতত বড় বড় সত্যের স্থিরীকরণ স্থগিত রাখলে খুব বেশী ক্ষতি হবে কি? আত্মা আছে কি না এর উত্তর না দিয়ে আমি যদি আপাতত বেকার সংখ্যা হ্রাসের উপায় নির্দেশ করি তবে হয়তো আমার মনশ্চক্ষে জগতের সম্পূর্ণ চিত্রখানি পরিস্ফুট হবে না, তার কোলে বেকারদের স্থান কোন প্রতিবেশে ও কী পরিমাণে তা হয়তো সন্দর্শন করব না, তা সত্ত্বে কি লাভ করব না কিছু? আপাতত মালমশলা সংগ্রহ হোক, পরে ভিত্তি পত্তন হবে।

আপস করতে হবে—শয়তান যে অর্থে বলেছে সে অর্থে নয়, আত্মার অস্তিত্ব ধরে নিয়ে নয়, অন্য অর্থে, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার মুলতবী রেখে। ধরে নিয়ে চিন্তা করা যেন ধার করে কারবার করা—লাভ হলে ধার শোধ করতে হয়, পূরা লাভটা পকেটস্থ হয় না; আর ক্ষতি হলে তো ভিটে মাটি বিক্রী করে মহাজনের ডিক্রীর টাকা মেটাতে হয়। ধরে নিয়ে চিন্তা করার উপর বাদলের ঘৃণা সহজাত। বেটা শয়তান! বাদলকে বলে ঋণ করতে? যে মানুষ বন্ধুর কাছেও এক পয়সা ধারে না।

আপস করতে হবে—ঘোড়ায় চড়তে হবে। এই সাব্যস্ত করে বাদল বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল। গোটা দুই হাই তুলে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও দরজা খুলে বেরল।

৩

মেরিয়নের সঙ্গে ইতিমধ্যে বাদলের আলাপ হয়েছিল। কেমন করে হল তা বেশ মজার।

একদিন মেরিয়নের একটি সখী এসেছে দূর থেকে, হয়েছে তার অতিথি। দুই সখীতে খুব হাসাহাসি করছে ইতিহাসের একটা তারিখ মনে করবার নিষ্ফল প্রয়াসে।

মেরিয়ন বলছে, "Seven years' war," রোস, ভেবে দেখি। ১৮২৫ সালে তার আরম্ভ। নেপোলিয়ন এক দিকে আর অন্য দিকে সমস্ত ইউরোপ।"

সখী বলল, "যা! নেপোলিয়ন তখন কোথায়? Seven years' war-এর তারিখ ঠিক বলতে পারলুম না, কিন্তু ওতে উল্‌ফ্‌ জিতেছিলেন কুইবেক আর ক্লাইভ জিতেছিলেন প্লাসী।" এই বলে সে বাদলের দিকে চুরি করে চাইল।

মেরিয়ন বলল, "ওঃ! এবার মনে পড়েছে। ১৮২৫ নয় ১৭২৫ কুইন য়্যান্‌এর সময়!"

সখী তো হাসলই, বাদলও গাম্ভীর্য ধারণ করতে পারল না। বলল, "আমাকে যদি অনুমতি দেন তো আমি ঠিক তারিখটা বলতে পারি।" অনুমতির অপেক্ষা না করে ফস্ করে বলল, "১৭৫৬ সালে শুরু, ১৭৬৩ সালে শেষ।"

জোন্ বলল, "আশ্চর্য! আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম, কিন্তু বলতে ভরসা পাচ্ছিলুম না।"

মেরিয়ন বলল, "তাজ্জব! ইনি বিদেশী হয়েও আমাদের ইতিহাস আদ্যন্ত জানেন, আর আমরা—" এই বলে সে সখীর দিকে চেয়ে খিল খিল করে হাসল। সখীও সে হাসিতে তেমনি সুরে যোগ দিল।

জোন্ বলল, "আমরা দু জনে দুটি গাধা!"

মেরিয়ন বলল, "মানুষের স্কুলে গিয়ে মানুষ হতে শিখিনি।

বাদলের এ সব কথায় মনোযোগ ছিল না। মেরিয়ন যে তাকে বিদেশী বলল এতেই তার মনে কাঁটা ফুটে খচ্ খচ্ করতে থাকল। আর ইচ্ছা করল একবার তার গায়ের চামড়াখানা খুলে তার অন্তরটা উদ্ঘাটন করে দেখায়। তবে যদি এই সব শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী তাকে আপনার বলে চিনে তাকে বিদেশী ভেবেছে বলে লজ্জিত হয়। তার অন্তর থেকে উদ্গত হতে থাকল, I am one of you. I am one of you. I am one of you. কতবার তার মুখের ভিতর থেকে ঠেলে বেরতে চাইল, I am not one among you, I am one of you. শেষ পর্যন্ত সে যা বলতে পারল তা অতি তুচ্ছ কথা। বলল, "আচ্ছা বলুন ঘোড়দৌড়ের মতো গাধাদের যদি একটা দৌড় হয় তবে সে দৌড়ে প্রথম পুরস্কার কোনটা পাবে—যেটা সকলের চেয়ে এগিয়ে যাবে, না, যেটা সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়বে?

মেরিয়ন ও জোন্ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এত বড় পণ্ডিতের কাছে আর এক দফা অপদস্থ হবার ভয়ে ওরা সহজে মুখ খুলছিল না। অথচ মুখ না খুললেও অপদস্থ হতে হয় কম না। বিদেশীটি ভাববে এরা সত্যিই গাধা। মেরিয়ন জোনের উপর চটছিল, সে কেন মুখ খোলে না? জোন চটছিল মেরিয়নের উপর, অনুরূপ কারণে। দুজনেরই

মুখ লাল হয়ে উঠছিল আপেল পাকবার সময় যেমন হয়। বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা ভাবছিল, লক্ষ্য করল না যে জোন ও মেরিয়ন প্রথমে করল ভ্রূভঙ্গী, তারপরে তর্জনী তুলে মুখে ছোঁয়াল, তার পরে মুখ খুলে ঠোঁট নেড়ে বিনা ধ্বনিতে পরস্পরকে বলল, "তুই বল।" "তুই বল না।" "না, তুই আগে বল।" ইত্যাদি।

বাদলের যখন স্মরণ হল যে সে যা প্রশ্ন করেছে তার উত্তর পায়নি তখন তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কাছে জোন্ ও মেরিয়ন হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। অগত্যা জোন্ বলল, "গাধার দৌড়ে সেই গাধাটাই পুরস্কার পাবে যেটা গাধাতম গাধা, যেটা সম্পূর্ণ পশ্চাদবর্তী।" এই বলে সে বাদলকে জিজ্ঞাসা করল, "না?"

"তা কী করে হবে?" মেরিয়ন প্রশ্ন করল। "এত কষ্ট করে যে গাধাটা দৌড়ের সর্ব্বাগ্রে রইল তার কষ্টের কি পুরস্কার নেই?"

বাদলের উত্তর প্রত্যাশায় দুই জনের চার কানে কানের দৌড় বাধল।

বাদল বলল, "কষ্টের দরুন কি কেউ স্কুলের পরীক্ষায় পুরস্কার পেয়েছে কোনো দিন? কত পরিশ্রমী ছাত্রকে আমি মেধার দ্বারা পরাস্ত করেছি। পরিশ্রমের পরীক্ষাক্ষেত্র মৌমাছিদের চাক, কিম্বা unskilled labour নিয়ে যেখানে কাজ চলে সেই সব কারখানা। মিস্ মেল্‌ভিল্, শয়তানকে তার পাওনা দিন, আর গাধাকে দিন গাধামির পুরস্কার।"

এ যুক্তি মেরিয়নের মনঃপূত হল না। দেখ দেখি একটা জন্তু এত আয়াসে প্রথম স্থান অধিকার করল, পুরস্কার পেল না সে, পেল যে সকলের অধম। মেরিয়ন নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে নিঃশ্বাস বায়ু নিষ্কাশন করল। বলল, "জগতে যোগ্যের পুরস্কার নেই।"

"মিস্ মেলভিল্," বাদল তার তোষণের জন্যে বলল, "আপনার প্রথম গাধাটির জন্যে সমবেদনা বোধ করছি। কিন্তু কী করব বলুন, আমার হাতে পুরস্কার মোটে একটি, আর আপনার বন্ধুর অন্তিম গাধাটি আস্ত গাধা। তাকে প্রকৃতি নিজে হাতে গর্দ্দভোত্তম করেছেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুরস্কারটা তারই প্রাপ্য। তবে ঘোড়ার বেলায় আমি আপনার প্রথম ঘোড়াকে নিরাশ করব না, কথা দিচ্ছি।"

জোন্ বলল, "শুনলি তো? এখন প্রসন্ন হ'।"

৪

আপস করবে—ঘোড়ায় চড়বে, এই সংকল্প নিয়ে বাদল মেরিয়নকে খুঁজে বের করল ও বলল, "মিস মেল্ভিল্, আপনার একটা ঘোড়ায় চড়তে পারি?"

মেরিয়ন অবাক। এই মানুষটিকে উপর তল থেকে নীচে নামতে দেখা দৈবাৎ ঘটে। ঘোড়া কি ইনি দোতলায় চড়বেন?

বাদল বলল, "দেখুন। ঘোড়ার পিঠ আমার মাথা-উঁচু হবে না, আমার কোমর পর্যন্ত হলেই আমি নিরাপদ বোধ করব।"

মেরিয়নের ইচ্ছা করল বলে, একটা বাইসিক্ল দিলে চলবে কি?

"আর দেখুন," বাদল বলল, "বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের হওয়া দরকার। আমি যখন থাম বলব—থামবে। আমার নামবার সময় বোঁ করে ছুটবে না।"

এমন অশ্ব মেরিয়ন পায় কোথায়? তার একটি পোনি ছিল, নাম মেরী, রং ধলা, সাইজ বাদল যেমন চায়। কিন্তু আদপেই হুকুম মানে না, বেয়াদব যাকে বলে। থাম্ বললে চলে, চল বললে থামে, ডাইনে

চাইলে বাঁয়ে যায়, বাঁয়ে চাইলে ডাইনে যায়। যত মার খায় তত বায়ু ছাড়ে—সশব্দে! মোট কথা, এমন ঘোড়া কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। কেউ খুঁজতে রাজী নয় বলে বাজী স্বাধীনভাবে চরেন ও বাঁধা পায়ে বিচরণ করেন। আস্তাবলে তাঁর খানার জন্যে দানাও নেই, শোবার জন্যে খড়ও নেই।

বাদলের জন্যে সেই অশ্বিনী আনীত হল। বাদল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কানে কানে বলল, "ভালো ঘোড়া, শান্ত ঘোড়া, মিষ্টি ঘোড়া। চিনি খেতে দেব, চকোলেট খেতে দেব, আর কী খাবে বল?"

মেরীর চেহারা দেখলে সাধারণ মানুষের হাসি পায়। চোখ তার হিপোপোটেমাসের চোখের মতো, দেড়খানা কান, নাসিকাছিদ্র হাপরের মতো উঠছে পড়ছে। বাদল কিন্তু মেরীর রূপে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ। মেরী যখন চিঁহি চিঁহি করে দুবার চিৎকার করল, বাদল ভড়কে গিয়ে দু পা পিছু হটল, তারপর সেই ধ্বনিমাধুর্যের উচ্চ প্রশংসা শোনাতে শোনাতে তার দিকে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হলো—আশা, উচ্চ প্রশংসা শুনে ঘোড়াটা বাদলকে বন্ধু বলে জেনেছে।

বাঁ পা রেকাবে রেখে এক লম্ফে ঘোড়ার পিঠের উপর চেপে বসে ডান পা'টা যখন রেকাবে ঢুকিয়ে দিল তখন তার হাড়ে কাঁপুনি ধরল। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে গেল, ও মেরিয়ন, ও চার্লি, তোমরা দু জনে দু পাশ থেকে যেও না, গেলে কিন্তু আমি পড়ে যাব। সে নুয়ে পড়ে মেরীর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি মন্ত্র পড়ল—ভালো ঘোড়া, ঠাণ্ডা ঘোড়া, মিষ্টি ঘোড়া। চিনি খাওয়াব, চকোলেট খাওয়াব, আর কী খাওয়াব?

ঘোড়া কিন্তু নড়ে না, শুধু থেকে থেকে মিহি সুরে চিঁহি চিঁহি করে। চার্লি বাদলের হাতে একটা চাবুক গুঁজে দিয়ে বলল,

"মারুন এক ঘা।" বাদল ভয়ে মারতে পারে না, যদি তিন লাফে বাদলকে ভূমিসাৎ করে, মাড়িয়ে যায়, লাথিয়ে যায়? ওরে বাস রে! তা হলে হয়েছে। বাদল চাবুকটাকে ঘোড়ার গায়ে লাগায় না, ঘোড়াও নড়ে না। শুধু খোশামোদের মতো করে বলে, চল, চল, চ-অল। চললে যে কী বিপদ হবে কে জানে, অতএব ঘোড়া অচল বলে বাদল যে অধৈর্য তা নয়।

দেখেশুনে বিরক্তি দমন না করতে পেরে চার্লি কষিয়ে দিল সপাৎ করে এক ঘা। তখন সেই তুরঙ্গ হ্রেষাধ্বনিপূর্বক ভুল্‌কি চালে চললেন।

বাদলের প্রথমটা ভয়ে চোখ বুজে এসেছিল, গা শিউরে উঠেছিল, কিন্তু দেখা গেল বেত এই ঘোড়ার সাধারণ খাদ্য, বলপ্রদ। ভুলকি চালও বাদলের চমৎকার লাগল। ঘোড়াটা যতক্ষণ চলতে থাকে তার পশ্চাদভাগ ততক্ষণ সোরগোল করতে থাকে, সে এক মন্দ আমোদ নয় যদি তার সঙ্গে গন্ধ না থাকে।

প্রথম দিনে বেশি দূর যেতে বাদলের সাহস হচ্ছিল না, কে জানে গাড়ীর আওয়াজে যদি এ ঘোড়া চমকায় তবে বাদলকে পিঠ থেকে নামিয়ে কোন মুল্লুকে যে পালাবে, বাদল যদি বাঁচে তো ঘোড়ার জন্যে দেবে খেসারত। ফিরতে ইচ্ছা করে বাদল ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে কানে কানে বলল, ডাইনে। ঘোড়া অম্লান বদনে বাঁ দিকে ঘুরল। যাক, ঘুরেছে এই যথেষ্ট। তারপর ভুলকি চাল ছেড়ে এমনি হাঁটতে লাগল। বাদলের বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, সে আপত্তি করল না। কিন্তু সরাইয়ের সামনে বহু দর্শকের সুমুখে বাদল যখন আদেশ দিল "থাম," তখন মেরী চার পা তুলে দিয়ে ক্যাণ্টার করতে আরম্ভ করল। বাদল লজ্জার মাথা খেয়ে

চেঁচিয়ে বলল, "বাঁচাও, থামাও, থামাও!" ঘোড়াকে আগলে দাঁড় করিয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক বাদলকে যখন নামালেন তখন শ্রমে ও শঙ্কায় সে প্রায় মূর্ছা যায়। চার্লি ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল।

মিসেস মেলভিল ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, এ কী মিস্টার সেন! কে আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে বলল?"

বাদল অধোবদন।

মিস্টার মেলভিল পৃষ্ঠপোষকের মতো বলল, "এই তো পুরুষোচিত।"

বাদল ভাবছিল অত সহজে নিরস্ত হলে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। উপস্থিত ঘোড়ায় চড়ার পোশাক কেনা দরকার হয়ে পড়েছে, নইলে ক্যাণ্টারকে ডরাবার কোনো সঙ্গত হেতু নেই। ভেণ্টনরে যেতে হবে কাল।

সেই সঙ্গে চুলটাও ছাঁটাতে হবে, এই কয় মাসে গহন বন হয়ে উঠেছে, ক্যাণ্টারকে ডরাবার সেও এক হেতু। শরীরের ভার যতই হালকা হবে ঘোড়ার উপর আসনও হবে ততই বেপরোয়া।

সেই সঙ্গে সুধীদার চিঠিখানা ডাকে দেওয়া যাবে।

৫

পরদিন সর্ব্বদেহে বেদনা। যে অঙ্গটাকে নাড়তে যায় সেটাই চেঁচিয়ে ওঠে—আহা! কর কী, কর কী!

উপায়ন্তর না দেখে বাদল পুনর্মূষিক হল। ঘরের দরজা জানালা খুলতে যাবে তার জো নেই; বন্ধ ঘরের অন্ধকারে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবে কখন মিসেস মেলভিল আসবে, মুখে এক পেয়ালা চা তুলে ধরবে।

ওদিকে ঘোড়াটা বারম্বার ডাকছে—চিঁহি, কই হে! চিঁহি, কোথায় তুমি! চিঁহি, চড়বে না? চিঁহি, চিনি খাওয়াবে না? বহুকাল পরে আরূঢ় হয়ে তার ইজ্জৎ বেড়ে গেছে, সে অন্যান্য ঘোড়াদের মতো শয্যা ও আহারীয় পেয়েছে, তারও গা ডলাই মলাই ধোলাই হচ্ছে। স্বয়ং মেলভিল তার তত্ব নিতে এসেছিল, মস্ত বিল বানাবে।

মিসেস মেলভিল দরজায় টোকা মেরে বাইরে থেকে সুর করে সংকেত করল, "Coo-ee."

বাদল বলল, "এখনো বিছানায়।"

"সে কী, মিস্টার সেন! ঘোড়ায় চড়বেন না?"

"না, মিসেস মেলভিল," বাদল ব্যথার কথা চাপা দিয়ে চলল, "আমার ব্রীচেস নেই যে।"

"ব্রীচেস নেই বলে ভাবনা? আচ্ছা, মেরিয়নের ব্রীচেস এখনকার মতো ব্যবহার করতে পারেন, তাকে আমি বলব।"

"না, মিসেস মেলভিল। অন্যের ব্রীচেস আমার গায়ে ফিট্ করবে কেন? লোকে উপহাস করবে। তা ছাড়া, আমার চুলও কাটানো দরকার—মাথার উপর জঙ্গল নিয়ে ঘোড়ায় চড়া এক জঞ্জাল।

"এই জন্যে ভাবনা? আমার স্বামী ও কাজেও পারদর্শী। চুল কাটতে বললে অধিকন্তু কান দুটো কেটে রেখে দেয়, এমনি তার হাত সাফাই।"

মিসেস মেলভিলকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভিতর থেকে বাদল বেশ কথাবার্তা জুড়ে দিল। বলল, "ঠিক ভারতবর্ষের সেই মৌলবী সাহেবের মত যিনি একটি ছাত্রকে ফুল মার্কের চেয়ে পাঁচ মার্ক বেশি দিয়ে বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় কৈফিয়ৎ দিলেন, যা প্রশ্ন করেছিলুম তাও লিখেছে, যা প্রশ্ন করিনি তাও লিখেছে, এমন

ছাত্রকে পাঁচটা মার্ক বেশি না দিলে বড়ই কার্পণ্য করা হয়। তেমনি," বাদল রসিকতা করে বলল, "চুল কাটার জন্যে মজুরি তো দিতে হবেই, তার উপর কান কাটার জন্যে বখশিশ না দিলে ভারি বিশ্রী হবে। না, মিসেস মেলভিল ?"

"কিন্তু মিস্টার সেন," বুড়ী অবশেষে বিরক্ত হয়ে—যা সে কদাচ হয় —বলল, "আপনার চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ ? খুলুন, খুলুন।"

বাদল উঠতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর জর্জর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত দুটো এখনো চলিষ্ণু। তাই দিয়ে ড্রেসিং গাউনটা পেড়ে নিয়ে কোনোমতে জড়াল। তারপর মিসেস মেলভিলকে অনুমতি দিল আসবার।

"বুঝেছি।" মিসেস মেলভিল বাদলের পা দুটোর অকুঞ্চনীয় অবস্থা দেখে এক নিমেষেই টের পেল। "ঘোড়াটার গা না ডলে সওয়ারের গা ডলতে হয়, জখম হয়নি ওটা, হয়েছেন ইনি।"

বুড়ী মেলভিল বাদলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিল। পরের হাতে খেতে বাদলের বড় ভালো লাগে, বিশেষত সেই পর যদি নারী হয়। নানা ছলে সুধীদার হাতে খেয়েছে, বুড়ী মেলভিলের হাতেও তার এই প্রথম খাওয়া নয়। বুড়ীও এই বালক-প্রকৃতি বিদেশী তরুণটির এদেশে মা নেই বলে মমতায় বিগলিত। বুড়ী ধর্মভীরু মানুষ। তার প্রত্যেক অতিথিকেই ভগবান তার নিকট প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রতি তার দায়িত্ব টাকা লেনদেনের উর্ধ্বে। কতবার কত ভবঘুরে (Tramp)-কে সে যত্ন করে খাইয়েছে, লোকসানের জন্যে ভ্রূক্ষেপ করেনি। স্বামীর তিরস্কার হয়েছে তার পুরস্কার। আর এই বিদেশী তরুণটি তো চড়া দাম দিতে প্রস্তুত।

"ও কিছু নয়," বুড়ী আশ্বাস দিল, "ও আপনি সেরে যাবে দু-এক

দিনের মধ্যে। আপনি আপাতত গরম জলে স্নান করুন, আমি ততক্ষণ আপনার বিছানাটাকে নরম করে পাতি। গোটা কয়েক বালিশ বেশি দেব। বেশ আরাম করে শোবেন কিম্বা বসবেন।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল," বাদল বলল, "কিন্তু ভেণ্টনরে আপনি আমার মাপের তৈরি ব্রীচেসর জন্যে লোক পাঠান, তৈরি না পাওয়া গেলে বানাতে হবে।"

"আচ্ছা।"

"আর নাপিত যদি কাছে কোথাও না মেলে তবে ভেণ্টনর থেকে আনাতে হবে।"

"আচ্ছা"—বুড়ী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

"আর এই চিঠিখানা ভেণ্টনরে ডাকে দিতে হবে, এখানে না। ভারি জরুরী চিঠি।"

"আচ্ছা।"

গরম জলে গোসল করে নরম বিছানায় গা ও পা মেলে দেওয়া যে কী আরামের তাই ধ্যান করতে করতে বাদল ভুলে গেল যে মিসেস মেলভিলকে তার আরো একটা ফরমাশ করবার আছে। বুড়ীকে পিছু ডেকে ফিরিয়ে এনে বাদল বলল, "আর দেখুন, মেরীকে এক পাউণ্ড চিনির ডেলা কিনে আমার তরফ থেকে খাওয়াবেন।"

মিসেস মেলভিল হেসে বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু মেরী বুঝবে না যে আপনি তাকে খেতে দিলেন। ধন্যবাদ দেবে আমাকেই। চলে যেতে যেতে বললেন, "ঘোড়াকে, ঘোড়ার সওয়ারকে দুজনকেই খেতে হচ্ছে আমার হাতে।"

৬

পুরু বিছানায় অর্ধশয়ান হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে বাদল দিব্য আরাম বোধ করল। এমন আরাম আগে পেলে কি একটা চিন্তার জন্যে চব্বিশ দিন ক্ষয় করতে হত? শরীরের আনুকূল্যে কি নিবিড় ও একান্ত অভিনিবেশের দ্বারা চার দিনেই সিদ্ধিলাভ হত না?

চব্বিশ দিন ও চার দিন—এ তো এক মন্দ সমস্যা নয়। ঘড়ি দেখে আমরা জানি কখন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ হয়, পাঁজি থেকে আমরা পাই একটি নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার কী নম্বর। ঘড়ি ও পাঁজি যদি না থাকত কিম্বা বিলুপ্ত হয়ে যেত তা হলেও আমরা নিরুপায় হতুম না। এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত একটি দিন; এক বসন্ত থেকে পরবর্তী বসন্ত পর্যন্ত একটি বছর। যাঁরা আকাশের তারার গতিবিধিবিদ্ তাঁদেরও একান্ত অসুবিধা হত না।

কিন্তু হঠাৎ যদি পায়ের নীচে থেকে পৃথিবীটা ফসকে যায়, যদি আমরা শূন্যে ছিটকে পড়ি তা হলে কি আমাদের সময় জ্ঞান থাকে?

বাদল ভাবল, বা! আপসের পরে কোন বিষয় চিন্তা করব সেই বিষয় বেছে নিতে পারছিলুম না, বিষয় আপনি এসে আমাকে বেছে নিল।

মানুষের সময়বোধ কিসের উপর নির্ভর করে? পৃথিবীর দ্বিবিধ গতির উপর। একটার থেকে পাই দিন, অন্যটার থেকে পাই বছর। যেখানে দ্বিবিধ গতি নেই সেখানে বছর আছে দিন নেই।

গ্রহনক্ষত্রদের কার বছর আমাদের বছরের তুলনায় কত বড় বা কত ছোট তা আমরা হিসাব করে বলতে পারি ওদের গতি ও

প্রত্যাবর্তন নিরীক্ষণ করে। ওদের কোথাও যদি মানুষের মতো কোনো জীব থাকে তো তাদেরও সময়বোধ থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু গ্রহনক্ষত্র যেটুকু জায়গা জুড়েছে সেটুকু অতীব সামান্য—তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েও স্পেস্ ধূ ধূ করছে। স্পেসের কি গতি আছে? যদি থাকে তবে সে গতির সঙ্গে পার্থিব সাম্বৎসর গতির কী সম্বন্ধ। যদি না থাকে তবে স্পেস্ কি কালাধীন? অর্থাৎ বাদল যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে পা ফসকে শূন্যের গর্ভে তলিয়ে যায় তবে কি বাদলের সময়জ্ঞান থাকবে? তার সঙ্গে তো থাকবে না ঘড়ি বা পাঁজি, সূর্যোদয় পরম্পরার পরিবর্তে দেখবে—যদি চোখে পড়ে—সূর্য ছুটছে তো ছুটছেই, সে তার নিজের বছর পূরাতে ব্যস্ত। আর সূর্যই বা তখন তার কে? অমন লক্ষ লক্ষ সূর্য দৌড়াদৌড়ি করছে যে যার কক্ষে। কাকে ছেড়ে কার উপর নজর রাখবে? বাদল যেন এমন একটা ঘড়ির দোকানে পৌছবে যেখানে প্রত্যেক ঘড়ি নিজের চালে চলেছে, একটাতে দশটা সাত মিনিট তো আর একটাতে সাতটা সতের মিনিট, এবং তৃতীয় একটাতে তিনটে পঞ্চান্ন মিনিট। তাদের কোন্‌টা যে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাখছে তা বাদলে জানতে পারবে না। শুধু এই জানবে যে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ লোকাল টাইম রাখছে।

কিন্তু গোড়ায় গলদ তারা তো স্পেস্-সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ। সমুদ্রের পৃষ্ঠে বহুৎ জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেই সব ফাঁকা জায়গার কোনো লোকাল টাইম আছে কি? থাকা কি সম্ভব? তাদের তো স্বতন্ত্র গতি নেই বলে মনে হয়। না, আছে? শূন্য কি নানা স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভাজ্য? যদি বিভাজ্য না হয় তবে কি অখণ্ড শূন্যের এক প্রকার গতি আছে—এক প্রকার আবর্তন? অতএব এক প্রকার টাইম আছে?

বিশ্বের গ্রহতারকা যেন একই সময়চক্রে বাঁধা, যেন তাদের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম আছে—জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় sidereal time. বেশ! গ্রহতারকার মণ্ডলী না হয় একই সময়চক্রের নিয়মানুবর্তী হল, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে এক মুষ্টি নৌবহর। কিন্তু কে তারা? কত ক্ষুদ্র তারা! কতগুলো ঘূর্ণ্যমান বুদ্‌বুদ্ বই তো নয়। তবে তাদেরকে অত যত্নে পর্যবেক্ষণ করা কেন? তাদের এত প্রাধান্য কেন? কেবল-মাত্র তাদেরকে যাঁরা পর্যবেক্ষণ করছেন সেই সব জ্যোতির্বিদ্ স্পেস্ সম্বন্ধে রায় দেন কোন অধিকারে? এ যেন হঠাৎ একটা দ্বীপ আবিষ্কার করে তার মাটি খুঁড়ে দশটা শিলালিপি পেয়ে একখানা ইতিহাস লিখে ফেলার মতো। অধিকাংশ ইতিহাসই তাই। সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌গুলোকে পাশাপাশি এঁকে সমুদ্রের স্বরূপ দেখানো।

গতি না থাকলে কাল থাকে না। স্পেসের কি গতি আছে? যদি থাকে তবে কাল আছে। যদি না থাকে—সেইটেই সম্ভব—তবে কাল বলে কিছু নেই। স্পেসের গর্ভে সঞ্চরণশীল গ্রহনক্ষত্রগোষ্ঠীর আছে গতি, সে গতি আপেক্ষিক অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষ। সে গতি চক্রবৎ, একের চক্রের অক্ষ অপরের চক্রের নেমি। সমগ্র গ্রহনক্ষত্র গোষ্ঠীকে ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জানতে ইচ্ছা করে যে এই অত্যন্ত জটিল যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট সময় রক্ষা করছে, কিন্তু সেই সময় কি স্পেস্‌কে শাসন করতে পারে? সে কি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ? সে কি কাল?

স্পেস্ যদি গতিসম্পন্ন বলে সপ্রমাণ হয় তবে কালের অস্তিত্ব সেই সঙ্গে হবে সপ্রমাণ। স্পেস্ চলছে। কোন্‌খান থেকে কোন্‌খানে চলছে? অতীত থেকে ভবিষ্যতে। এ ছাড়া চলার অন্য পথ নেই। স্পেস্ নিজেই নিজের অন্য পথ রাখেনি। সর্বব্যাপী যদি সচল হয়

তবে তাকে চলার পথ ছেড়ে দেবে কে ? এক ছিল ফোর্থ ডাইমেন্সন্— কাল। সেই দিল পথ কেটে।

সে পথ কিন্তু সাধারণ পথ নয়। তাতে চলবার সময় ঘর্ষণে (friction-এ) শক্তি হ্রাস বা শক্তিলাভ হয় না। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে স্পেসের উত্তরোত্তর স্ফীতি ঘটছে। এবং পরিণামে বিদীর্ণতা ঘটবে। না, স্পেস্ মোটের উপর যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। এবং তেমনিটি থাকবে। পরিবর্তন যা হচ্ছে তা ওর গর্ভে। সূর্য হয়তো নিব্‌বে, পৃথিবী হয়তো হিম হয়ে যাবে, পৃথিবীস্থ প্রাণ হয়তো গ্রহান্তরের পরিমিত উত্তাপে ঘর করবার জন্যে উঠে যাবে, সেখানে পাবে জলে স্থলে আশ্রয়, সেখানে নানারূপে বিবর্তিত হবে, হতে হতে হয়ত মনুষ্য-সদৃশ হয়ে উঠবে, মনুষ্যসদৃশদের মধ্যে একদা বাদলসদৃশের উদ্ভব বোধ হয় অসম্ভব নয়।

অতীত থেকে ক্রমাগত ভবিষ্যতে, ক্রমাগত ভবিষ্যতে, স্পেসের যাত্রা। তার কি কোনো সমাপ্তি আছে ? না।

ভাবতে ভাবতে বাদল ঘুমিয়ে পড়ল।

৭

বা, এই তো বেশ ছোট ছোট সমস্যার হাতে হাতে সমাধান। পণ্ডিতেরা অবশ্য অবজ্ঞাভরে হাসবেন, বলবেন সমাধানটা বাদলায়। তাতে বাদল লজ্জিত হবে না। পণ্ডিতেরাও আপন আপন বিশেষজ্ঞতার বাইরে বিশেষ অজ্ঞ। আইনস্টাইন কি জানেন কার্ল মার্ক্স কথিত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ? এডিংটন কি বলতে পারেন ভারতবর্ষীয় হাতীর থেকে আফ্রিকান্ হাতীর

কোন্‌খানে বিভিন্নতা? মিলিকানকে জিজ্ঞাসা কর আর্ট সম্বন্ধে বেনেদেত্তো ক্রোচের সিদ্ধান্ত কী? বেনেদেত্তো ক্রোচে বলুন আলোকাণুর বিকিরণ ক্ষমতা-বিষয়ে মিলিকানের গবেষণাবৃত্তান্ত।

পণ্ডিতেরা যে একে অপরের অধিকারে পা বাড়াতে ভয় করেন ও কৌতূহল বোধ করলে অপরের ভাষার বর্ণপরিচয় পড়ে ভঙ্গ দেন, তা আজকাল কে না জানে? ছিল বটে একদিন যখন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তৎকালীন যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। গ্যয়টের দিনেও গ্যয়টে ছিলেন মোটের উপর সবজান্তা। তবে তিনিও চড়ুই পাখী দেখে একারমানকে সুধিয়েছিলেন, ও গুলো কি ভরত পক্ষী?

এ তো ভারি অন্যায় যে জাগতিক ব্যাপারকে মোটামুটি বুঝতে হলে এক হাজার এক শ জন পণ্ডিতের শরণাপন্ন হতে হবে। শোনা যায়, এক আইনস্টাইনকে দন্তস্ফুট করতে পূরো সাতটি বছর সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করতে হয়। তারপর তাঁর তত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা তার বিচার করতে অবশ্য আয়ুর থাকবে না অবশেষ। তবে কি আমরা পৃথিবীর বাদলরা চিন্তাকার্যে ইস্তফা দেব? না, মনের মধ্যে জঙ্গল নিয়ে বাস করব? পণ্ডিতরাই যখন নিজ নিজ এলাকার বাইরে শিশু তখন আমরা তাঁদের এলাকাগুলিতে শিশু হলে এমন কী অপরাধ করলুম! কিন্তু আমরা শিশু হলেও নিতান্ত পল্লবগ্রাহী নই, আমরা চাই জগৎটাকে সকল রকমে চিনতে, সবশুদ্ধ সেটি কেমন দেখায় তাই আমাদের ধ্যান।

আমরা বাদলরা সব কাজে হাত লাগাই, তাই কোনো একটি কাজে সাত-সাতটা বছর নিয়োগ করতে আমাদের অপ্রবৃত্তি। তোমরা স্পেশ্যালিস্টরা আমাদের স্পর্ধা দেখে হাসতে পার, কিন্তু

আমরাও স্পেশ্যালিস্ট—আমরা যার স্পেশ্যালিস্ট তা হচ্ছে intellect in general. আমরাও তোমাদের গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞানসাধনাকে উপহাস করতে পারতুম, কিন্তু উদার আমাদের মতি, দরাজ আমাদের হৃদয়, আমরা জানি, তোমরাও আমাদের পক্ষে দরকারী, আমরাও তোমাদের পক্ষে দরকারী।

ভালো ঘুম হওয়ায় বাদলের মনটা সত্যিই উদার ছিল। তাই সে বিনয়বশত "আমরা বাদলরা" বলল, অহঙ্কার বশত "আমি একমাত্র বাদল" বলল না। পণ্ডিতদের সঙ্গে ঐ রূপ একটা বোঝাপড়া করে সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কি মাত্র স্পেস্-এর একটা ডাইমেন্সন, না আমার নিজেরও—এই নিয়ে চিন্তা করতে বসল।

স্পেসের অন্যত্র যাবার জো নেই, তাই সে যদি যেতে চায় তো অতীত থেকে যাবে ভবিষ্যতে। আর সে তাই যাচ্ছেও বলে বাদলের বিশ্বাস। জগতে সকলেই গতিশীল, আর স্পেস্ কেবল ঘুমায়ে রয় এ কি একটা কথা হলো! স্পেস্ যে যাচ্ছে অতীত থেকে ভবিষ্যতে; অতীতকে কি সে পিছনে রেখে যাচ্ছে? না, অতীতকে সে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কাল যেন একটা স্প্রিং, স্পেস্ যেন তাকে খুলতে খুলতে যাচ্ছে, আর স্পেসের পিছু পিছু সেও যাচ্ছে আগের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে। এ উপমাটা হয়তো যথোচিত হল না। কাল যেন ক্যামেরার রোল ফিল্ম। তার যেটুকু আলোকে উদ্‌ঘাটিত হল সেটুকু গেল জড়িয়ে, যেটুকুর উদ্‌ঘাটনের পালা এল সেটুকু গেল মেলে। না, এ উপমাও অযথাযথ। স্পেসের সঙ্গে কাল এমন ভাবে ওতপ্রোত যে একের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরের অস্তিত্ব নেই। সেইজন্যে মনে হতে পারে ওরা একই জিনিস, দোনলা বন্দুকের মতো ঐ জিনিসটার

জোড়া নাম স্পেস-টাইম। ওটা যেন ভোজবাজির এক পেঁয়াজ, ওর যতই খোসা ছাড়াও ও যেমনকে তেমনি। ওর ছাড়ানো খোসাগুলো যেন ওর ভিতরে ঢুকে যায়, বাইরে জমা হয় না।

এ উপমাও বাদলের মনঃপূত হলো না। সে যা ভাবছে তার সার কথা এই যে, অতীত বললে মানুষের মনে একটি ছবি জাগে, স্পেসের মনে তা জাগে না, যেহেতু স্পেসের মন নেই। আর ভবিষ্যৎ বললে মানুষের মনে যে একটি ছায়া পড়ে স্পেসের মনে তাও পড়ে না, একই কারণে। মানুষের কাছে অতীতের নামান্তর স্মৃতি। লিখিত স্মৃতির নাম ইতিহাস, অলিখিত স্মৃতির নাম শ্রুতি, মিশ্র স্মৃতির নাম পুরাণ, মেয়ালী স্মৃতির নাম রূপকথা, বর্বর স্মৃতির নাম "টেবু।" তারপর বর্তমানের নামান্তর চেতনা আর ভবিষ্যতের নামান্তর বিশ্বাস। কাল সকালে সূর্য উঠবে, ছ মাস পরে শীত পড়বে, বারো বছর পরে ধূমকেতু দেখা দেবে ত্রিশ বছর পরে গবর্নমেণ্টের ঋণ শোধ হবে, জমির ইজারা মেয়াদ ফুরোতে নয়শ নিরনব্বই বছর বাকী। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের নাম গণনা, যুক্তিহীন বিশ্বাসের নাম ভয়, আকাঙ্ক্ষারঞ্জিত বিশ্বাসের নাম রিলিজন।

স্পেসের এ সব বালাই নেই। স্পেস স্বয়ং বর্তমান, তার অতীত ভবিষ্যৎও সেই বর্তমানের পা ফেলা পা তোলা। কিন্তু মানুষের বেলায়ও কি সেই কথা? আমি স্বয়ং বর্তমান। আমার অতীত কি এই বর্তমানেরই মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়েছে, মুদ্রিত হয়েছে, ছাড়ানো খোসার মত ফিরে এসে ঢুকেছে? আমার ভবিষ্যৎ কি আমার বর্তমানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এর থেকে মুক্তি পাবার অপেক্ষায় আছে?

আমার অতীত বলতে আমি বুঝি আমার স্মৃতি। হঠাৎ আমার

স্মৃতি লোপ হলে আমার অতীত কি মিথ্যা হবে, অনতীত হবে? ভারতবর্ষের স্মৃতি আমার মুছে গেছে—জাগ্রতাবস্থায় তো গেছেই, স্বপ্নেও। তা বলে কি ভারতবর্ষে আমি আট মাস আগে ছিলুম না, সেদেশে কি জন্মাইনি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইনি, বিবাহ করিনি? এক এক জন মানুষ দেখা যায় তারা পূর্ব স্মৃতি হারিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়, তাদের অভিনব স্মৃতি এই অন্য মানুষের। আমি হয়তো তেমনি মানুষ। আমার স্মৃতির বয়স আট মাস, আমার দেহের বয়স একুশ। বিশ বছর চার মাস কি আমার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পক্ষে অনতীত?

আমি আপাতত বেশিদিন আগ বাড়িয়ে ভাবতে পারছিনে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার একমাত্র স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে আমি মহামনীষী হব। তা বলে কি আমার ভবিষ্যৎ ওইটুকু, বাকীটা অভবিতব্য? আমি জানিনে বলে কি যা হবার তা হবে না? আমি বিশেষ চেষ্টা করলে যতদূর জানতে পারব, বিশেষ ইচ্ছা করলে যতকিছু ঘটাতে পারব, তাই কি আমার ভবিষ্যৎ, তার অধিক অভবিতব্য? আমার বর্তমান কি আমার ভবিষ্যতের জনক নয়, ভবিষ্যতের predestination কি বর্তমানের অন্তরে উহ্য নেই? ভবিষ্যতের যেটুকু আমি জানব, ভবিষ্যতের কান যেটুকু আমি টানব অর্থাৎ যেটুকুর আমি কর্ণধার হব, যেটুকুর উপর আমার ইচ্ছা বলবান হবে সেইটুকুমাত্র কি আমার ভবিষ্যৎ? সেই পুরাতন তর্ক আবার ঘুরে ফিরে হাজির (বাদল মুচকে হাসল)—Determinism, না, Free will? আমার ভবিষ্যৎ কি বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার উত্তরে আমার বর্তমানের প্রতিক্রিয়া, না আমার বর্তমানের ক্রিয়ার উত্তরে বাহ্যবস্তুর প্রতিক্রিয়া?

৮

এ এক পুরাতন অমীমাংসিত প্রশ্ন—গয়ায় পিণ্ড না পাওয়া প্রেত। এটাকে বাদল বারম্বার চিন্তার মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত হতে দেখেছে, কিন্তু প্রক্ষেপকে প্রশ্রয় দিলে চলে না। একে যেদিন বাদল আহ্বান করে আনবে তার আগে অনাহূত ভাবে আসা এর অন্যায়।

আর প্রশ্নটা হচ্ছে, কাল যেমন স্পেসের একটা ডাইমেন্সন তেমনি আমারও কি না। প্রথমে বিচার করতে হবে. কাল বলতে স্পেস যা বোঝে আমি কি তাই বুঝি? স্পেসের না আছে স্মৃতি, না আছে চেতনা, না আছে বিশ্বাস, তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার গতির সামিল, তার গতির জন্যেই ওদের অস্তিত্ব ও গতির বাইরে ওরা নেই। আমার অতীত কিন্তু আমার গতির থেকে উপচিত একটা স্থিতি, আমার বর্তমান আমার গতির থেকে উপচীয়মান একটা স্থিতি, আমার ভবিষ্যৎও তেমনি আমার গতির থেকে উপচেতব্য একটা স্থিতি। কাল তো স্থিতির জন্যে নয়। কাল যেন একটা অশ্ব। ওর উপর আরোহণ না করলে ওর মহিমা উপলব্ধি করা যায় না, আরোহীর অভাবে ওর সার্থকতারও ঘটে অভাব।

পুডিংকে খাব অথচ রাখবও—এ নীতি মানে না স্পেস, মানি আমি। তাই আমার অতীত আমার উপচিত, আমার ভোগের উপর উদ্বৃত্ত। তাই আমার ভবিষ্যৎ আমার উপচেতব্য, আমার বিশ্বাসের চেয়ে কিছু বেশি সে আনবে, আমাকে মনীষী তো করবেই, তার অধিকও করতে পারে।

স্পেসের সঙ্গে তা হলে আমার আসল জায়গায় গরমিল। অতএব কাল হতে পারে না আমার একটা ডাইমেন্সন, আমি ও কাল

মিলে গ্রহণ করতে পারিনে একটা দোনলা নাম। স্পেস ও তার কাল যেমন যমজ, আমি ও কাল তেমন নই।

এই পর্যন্ত এসে বাদলের মনে পড়ল, বা রে! আমার আবার স্মৃতি কী? স্মৃতি তো মনের। মন আমার বলে কি স্মৃতিও আমার? আর 'আমার' হলেও সে তো বিচ্ছেদ্য, সে তো স্বতন্ত্র। আমি যখন দেহত্যাগ করব তখন চেতনাকে করব ত্যাগ, স্মৃতিও পড়ে থাকবে ছাড়া কাপড়ের পাড়ের মতো। বিশ্বাস? ওরও হবে সেই দশা। ছাড়া কাপড়ের রঙের মতো। মৃত্যুর পরে আমি আবার দেহ ধারণ করব কি না, মন সেই দেহের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে কি না, এসব স্পেকুলেশন নিয়ে মত্ত থাকা আমার পক্ষে অশোভন। আমি স্পিরিচুয়ালিস্টদের মতো নির্বোধ নই। বাবুরা বসে বসে Seance করছেন। যত রাজ্যের বুজরুক হয়েছে তাদের মিডিয়াম। ঠকতে ভালোবাসে এমন গাধা বাদলচন্দ্র সেন নয়। তাই সে ভূত প্রেত তো দূরের কথা ভগবানই বিশ্বাস করল না।

কী ভাবছিলুম? আমার আবার স্মৃতি কী? আট মাস আগে আমার যে স্মৃতি ছিল সে আজ কই? মৃত্যুর পরে এই স্মৃতিও থাকবে না। তখন শুধু থাকবে আমার অতীত, স্পেসের যেমন আছে। তবে কেন কাল হবে না আমারও একটা ডাইমেন্সেন। 'হবে' কি মশাই! হয়ে রয়েছে। কাল আমার একটা ডাইমেন্সন হয়ে রয়েছে আদি থেকে। হয়ে রইবে অন্ত অবধি। কাল যতদিনের আমি ততদিনের। কাল যতদিন আমিও ততদিন। মৃত্যু তো আমার নয়, মশাই! ওটা হলো গিয়ে আমার দেহ-মনের। ওর মানে দেহমনের প্রাণবিয়োগ। গ্রহনক্ষত্র হতে বিকীর্ণ তাপ যেমন স্পেসের শূন্যে বিলীন হয়ে সঞ্চিত হয়, প্রাণও হয় তেমনি। আর

গ্রহনক্ষত্রের অঙ্গ যেমন তাপবিহীন বলে বিকার প্রাপ্ত হয় দেহ-মনও তেমনি।

বাদল একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তার সঙ্গে কখন তর্ক বাধিয়েছে। বলছে, বুঝলেন মশাই, আমি হচ্ছি অশ্বারোহী সৈনিক। কাল আমার অশ্ব। আমার গতির বাহন। কোথায় আমার বাড়ী, কে আছে সে বাড়ীতে, স্ত্রী না শিশু না বৃদ্ধ পিতামাতা, এসব নেই আমার মনে, আমি সৈনিক, আমি স্মৃতিভারমুক্ত। বাঁচব কি মরব, কোথায় হব উপনীত, স্বর্গে কি মর্তে কি ইউটোপিয়ায় কি নিরাপদ ডেমক্রেসীতে, ভাবতে পারিনে এত কথা। বিশ্বাস আমার বিক্ষেপ ঘটাবে না, আমি সৈনিক, আমি অশ্বারোহী, লড়াই করে-আসছি, করছি, করতে থাকব। আমি ও আমার অশ্ব—আমরা এক। যেমন যীশু বলেছিলেন, I and my father are one. আমি আছি। এই 'আছি' কথাটাই কাল। 'আছি'র মধ্যে রয়েছে 'ছিলুম' ও 'থাকব'। আমি আছি। বুঝলেন মশাই। এই কয় মাস ধরে আমি যে 'টাইম্‌স' কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, "I am," সেটা যদিও সুধীদার উদ্দেশে তবু সেটা আপনাদের সকলের জন্যে। "I am" —এই হচ্ছে আমার ঘোষণা, আমার ম্যানিফেস্টো আমি আছি —তার প্রথম কথাটি হলো আমি অর্থাৎ বাদল, আর দ্বিতীয় কথাটি হলো আছি অর্থাৎ কাল। একটা হাইফেন বসিয়ে দিন তো। দেখতে কেমন হয়। ঠিক স্পেন-টাইমের মতো কি না।

বাদল-কাল। বাদল-কাল। আহা, কী খোলতাই হয়েছে। এই কথাটা স্পষ্ট ছাপালে লোকে ভাববে পাগল। তাই ছাপিয়েছি, I am. ওদের মধ্যে মধ্যে যদি কেউ সূক্ষ্মবুদ্ধি থাকেন তবে নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন, ওটার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হবে, Ego-Time. জানিনে ওটা আমার

আবিষ্কার কি না, কিন্তু বিশ্বাস করি ওটা আমার একান্ত মৌলিক চিন্তার ফল।

৯

এত বড় একটা আবিষ্কারের পর বাদল কি বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে পারে! "Now I have a right to ride a horse" বলে সে তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়াল। "লে আও ঘোড়া" বলে হিন্দীতে কাকে যেন একটা হুকুম দিয়ে নিজেই চমকে পড়ল—তাই তো এখনো হিন্দী মনে আছে।

বাদল দিব্যি চলছে দেখে মিসেস মেলভিল তো আহ্লাদে অবাক। বাদল বলল, "বুঝতে পারবে না তুমি আমি কী ভেবে বের করেছি শুধু আমার নয় তোমারও, সকলেরই, স্যালভেশনের সূত্র।"

মিসেস মেলভিল তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে করে চেয়ে রইল। বাদল বলল, "Ego-Time. চুম্বকে ওর বেশি বলা যায় না।" ভাবল সব কথা এখন ফাঁস করে দিই আর কী! কেউ আড়ি পেতে শুনুক, শুনে একখানা থীসিস্ লিখে ফেলুক, বিখ্যাত হয়ে আইন্‌স্টাইনের দোসর হয়ে যাক! তার পর ঐ কথা আমার মুখে শুনে লোকে বলুক ধার-করা বুলি!

"কই, ঘোড়া কোথায়?" বাদল খোঁজ করল।

"ঘাড়ায় চড়বেন নাকি?" বুড়ী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

"I think now I have a right to ride a horse."

বুড়ী এর কোনো অর্থ না করতে পেরে ভাবল ছোকরার মাথাটি গেছে শিথিল হয়ে। ঘোড়া আনতে লোক পাঠাল। মেরিয়নের

ব্রীচেস জোড়া ধার নেবে কি না জিজ্ঞাসার উত্তরে বাদল বলল, "মেরিয়নও আসুক না আমার সঙ্গে বেড়াতে। আমার এই পোশাকে আপাতত চলবে।"

মেরিয়ন রাজী হলো। একটা বড় "বে" ঘোড়ায় তার আসন। সে ঘোড়ার ভঙ্গী যেমন দৃপ্ত হ্রেষাও তেমনি গম্ভীর। বাদলের ঘোড়াটা যেন তার শীর্ণ শ্বেত ছায়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাদলের আবিষ্কারোৎফুল্লতা অন্তর্হিত হলো। সাবধানে ধরতে হবে লাগাম, রাখতে হবে পা, চাপতে হবে হাঁটু, সোজা করতে হবে বুক।

ঘোড়া চলল তুলকি চালে, তুড়ুক তুম তুড়ুক তুম তুড়ুক তুম—জিনের উপর বাদলের পাছা উঠল আর পড়ল। ঘোড়াটার আজ ফুর্তি হয়েছে স্বজাতীয়ের সঙ্গ পেয়ে। মেরিয়নের ঘোড়ার সঙ্গে সে প্রাণপণে পাল্লা দিচ্ছে। এত জোরে তার পিছু ছুটেছে যে সেটা যদি একটু ধীরে চলে তো এটা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মেরিয়ন ফিরে তাকায়। বাদল লজ্জায় ক্ষমা চাইবার ভাষা পায় না।

মেরিয়ন যখন রাগ করে ঘোড়াকে ক্যাণ্টার করাল তখন তার ঘোড়ার দেখাদেখি বাদলের ঘোড়াও চারটে ঠ্যাং তুলল। বাদল জোরসে রাশ ধরে পিছনে হেলে ভয়াতুর ডাক ছেড়ে বলল, মিস্ মেল্‌ভিল, মারা যাব। মিস্ মেল্‌ভিল, মারা যাব।" মেরিয়ন টিপে টিপে হাসল, কিন্তু আবিষ্কারকের প্রাণের জন্যে কিছুমাত্র কেয়ার করল না। যেন ব্যঙ্গ করে বলল, প্রাণ তো আপনি নন্। প্রাণ গেলেও আপনি থাকবেন ও ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করবেন।

যাক, ক্যাণ্টার করায় খাসা আরাম। আয়াসের চেয়ে আয়েস বেশি। জিনের উপর শক্ত হয়ে বসতে জানলেই হলো। বাদল আবিষ্কার করল যে, সে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে, কেবল অস্তিত্ব

নিয়ে নয়, প্রাণ নিয়েও। মেরিয়ন চলেছে আগে আগে, কেমন দোলায়িত তার ঋজু বলিষ্ঠ তনু, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে তার ঘোড়ার ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে। আর বাদলকে? চশমার নীচে দুটি কোটরগত চক্ষু, শুকনো ফ্যাকাশে মুখ, চোপসা গাল, বিবর্ণ ওষ্ঠ, বক্র পৃষ্ঠ, নড়বড়ে মাজা। যেমন ঘোড়া তেমনি তার সওয়ার। ধন্য Badal-Time!

মেরিয়নের ঘোড়া দুলকি চাল ধরল। বাদলের ঘোড়াকে বলতে হলো না, সে আপনি নকল করল। টাল সামলাতে না পেরে বাদল ঘোড়ার মাথার উপর দিয়ে পিছলে পড়ত আর একটু হলে। তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ঘোড়ায় চড়া চিন্তা করার মতো নিরাপদ নয়, অথচ ঘোড়ায় চড়ে চিন্তা না করলে ঠিক-ঠিক চিন্তা করাও যায় না। ধাববান মন, বেগবান মনন—এ কি তোমার লাইব্রেরীতে ল্যাবরেটরীতে বৈঠকখানায় শয়নকক্ষে সম্ভব? গতি যে-বিশ্বের রীতি ও নীতি তার সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা না হলে, তার সহিত আপনাকে নিবিড় ও একান্ত ভাবে সঙ্গত না করলে, তন্ময় না হলে, তৎপ্রকৃতি না হলে তার সম্বন্ধে যা ভাববে তা তোমার অলস ভ্রান্ত ভাবনা। যতই কেন না তাকে তুমি পাণ্ডিত্যের দ্বারা মণ্ডিত করে মূর্খগুলোকে ভণ্ডিত কর।

বাদল একদিন গ্যালপ করতে শিখবে। তার ঘোড়া ছুটবে অন্তরীক্ষ চিরে, শূন্য ভেদ করে। পায়ের তলের মাটিকে এত স্বল্প বার ছোঁবে, এত স্বল্প সময়ের জন্যে ছোঁবে, এত আলগোছে ছোঁবে যে না ছোঁয়ার মতো। বাদলের মনের ক্রিয়া সেই অনুপাতে দ্রুত হবে, নিরবলম্ব হবে, স্থিতিভারমুক্ত ক্ষিতিবিযুক্ত হবে।

ওরা ফিরল গোধূলির আভা গায়ে মেখে—দুটি মানুষ ও দুটি

ঘোড়া। বাদল ও তার ঘোড়া হাঁপিয়ে উঠেছিল, তারা পেছিয়ে পড়ায় মেরিয়ন ও তার ঘোড়া তাদের খাতিরে ডুলকি-চাল ছেড়ে গুটি গুটি করে হাঁটল। অর্থাৎ হাঁটল ঘোড়া-ই, মেরিয়ন ওর হাঁটার মন্থরতার সঙ্গে নিজের অঙ্গের সামঞ্জস্য করে নিল।

তার পক্ষে এটুকু কসরত ধর্তব্য নয়, কিন্তু বাদলের পক্ষে হয়তো সাধ্যাতিরিক্ত। এই ভেবে সে বাদলের পাশে পাশে চলতে চলতে মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ক্লান্ত?"

বাদল এতক্ষণে নিশ্চিত জেনেছিল মেরিয়নটা নির্মম তো বটেই, উপরন্তু দুঃস্থের দুঃখ দূর না করে তার দুঃস্থতার মজা দেখতে চায়। অন্ধকে পথ বলে না দিয়ে খানায় পড়তে দেখলে আমোদ পায়। তার সহৃদয় জিজ্ঞাসায় বাদল প্রসন্ন হলো কিন্তু ক্লান্তিতে তার মুখ ফুটছিল না। সে কোনোমতে একটা শব্দ করল—সেটা মানুষের "হুঁ" কি ঘোড়ার "চিঁহি" তা নিয়ে মেরিয়ন গোলমালে পড়তে পারত।

ক্যাণ্টার করে ও ডুলকি চালে যে পথটা আধ ঘণ্টায় অতিক্রম করা গেছল সেই পথ আর ফুরোয় না। বাদলের শরীর ভেঙে পড়ছে; তার পায়ে ধরেছে খিল। কেউ যদি তাকে ঘোড়ার থেকে নামিয়ে গাছতলায় শুইয়ে দিত তবে সে বাঁচত। নইলে—নইলে সে ভাবতে পারে না কী করে বাঁচবে।

"মিস্ মেলভিল," সে কাতরাতে কাতরাতে বলল, "আমি একবার নামতে চাই।"

মেরিয়ন ভাবল বাদলের কী দরকার আছে। তার থামাটা অশোভন হবে। সে 'আচ্ছা' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বাদলের ঘোড়া যদিও বাদলেরই মতো শ্রান্ত তবু সঙ্গ ছাড়তে পারে না,

সেও ছুটল পিছু পিছু। বাদল ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার ইন্‌স্টিংক্ট তখন কাজ করছে, তার মন নিস্তেজ। গতিবেগের পরিণাম যে এই হতাশা, এই ক্লান্তি, এই অবশ মুহূর্তগুলির প্রহরাধিক প্রসার, এইটুকু পথের এতটা বিস্তার, এই ইন্‌স্টিংক্ট-এর ক্রিয়ায় বাঁচা—এ কি তখন তার মনে কুয়াশার মতো জাগছিল না?

মেরিয়ন পিছন ফিরে সুধাল, "ও কী! আপনি নামলেন না যে?"

বাদলের বাগিন্দ্রিয়ের যেন পক্ষাঘাত হয়েছিল, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তার জিহ্বার জড়তা যেটুকু ঘুচল তার দ্বারা সে ব্যক্ত করল যে তার ঘোড়া মেরিয়নের ঘোড়াকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছে, তার হুকুম মানছে না।

মেরিয়ন থামল। সে এখন বুঝতে পারল বাদল কেন [illegible]ারা যাব" বলে চীৎকার করছিল ক্যান্টারের সময়। আগে না বুঝতে পেরে ভাবছিল হুকুম করলে তো ঘোড়া ক্যান্টার করা বন্ধ করত; মারা যাওয়াটা কথার কথা।

কিন্তু বাদল নামতে পারে না। তাকে যেন কে জিনের উপর পেরেকের মত ঠুকে দিয়েছে। তার কোমর, তার উরু, তার পিঠ বেদনায় বিকল। যেটাকে নড়াতে যায় সেটা বলে, "মরে তো গেছি, মড়া নিয়ে টানাটানি কেন? মরেও সোয়াস্তি নেই!"

বাদলকে তদবস্থ দেখে মেরিয়ন আশ্চর্য বোধ করল। ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে এসে বলল, "সাহায্য করব?"

বাদল শুধু বলতে পারল, "ধন্যবাদ।"

সাহায্য কেন সবটাই করতে হলো মেরিয়নকে। বাদলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পেড়ে মাটির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। বাদলের

পা দুটো অসাড়। তাদের মধ্যে সহযোগের অভাব, যেন একজনের এক জোড়া পা নয়, দু খানা কাটা পা কিম্বা কাঠের পা। অগত্যা মেরিয়ন বাদলকে ঘাসের উপর বসিয়ে দিল। কিন্তু পাছায় যেন ছ্যাকা লেগেছে, নরম ঘাসের উপরেও তার পরম জ্বালা। শেষটায় বাদল শুয়ে পড়ল। তাতেও পৃষ্ঠের অসহযোগ। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার বিবাদ।

৯০

বাদলকে ঐ অবস্থায় একলা রেখে লোক ডাকতে ও কার্ট আনতে যাওয়া মেরিয়নের সমীচীন বোধ হল না। সে প্রস্তাব করল, বাদলকে ধরে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। পুলিশম্যান যেমন মাতালকে নিয়ে যায়।

বাদল বলল, "না পারি দাঁড়াতে, না বসতে, না শুতে। দেখি যদি হাঁটতে পারি। ধন্যবাদ, মিস্ মেল্‌ভিল।"

মাতালের মতো একটা ড্যানা মেরিয়নের বগলে সঁপে দিয়ে বাদল টলতে টলতে চলল। ঘোড়া দুটি তাদের ও পরস্পরের অনুসরণ করল। কিছুদূর যেতে না যেতে বাদল বলল, "আপনি কেন কষ্ট করছেন? আমাকে এখানে ফেলে যান।" তার নিজেরই কষ্ট হচ্ছিল সমধিক।

মেরিয়ন এর উত্তরে বাদলের হাতখানাকে তার নিজের কাঁধের উপর তুলে বাদলের এক বগল থেকে আর বগল পর্যন্ত নিজের একটা হাত চালিয়ে দিল। বাদলের বুক ও পিঠ এত সংকীর্ণ যে মেরিয়নের হাত দুই বেষ্টন করল। মেরিয়নের গায়ে একটা

আস্ত মানুষের জোর; আর বাদল তো ক' খানা হাড়। উড়ে চলল।

অন্ধকার হতে দেরি ছিল, ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালের দিন। কিন্তু ডিনারের ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছল। তারা যে হেঁটে ফিরবে—তাও লেংচাতে লেংচাতে—বেরবার সময় তার জন্যে সময় হাতে রাখেনি। তাদের দেরি দেখে বুড়ী ভাবল পথে না জানি কিছু ঘটল। গেল্‌ভিল রাগ করে বলল, "যেতে দাও। মরলে খবর আপনি পাওয়া যাবে।" চার্লি গেল খোঁজ করতে।

বৃত্তান্ত শুনে চার্লি বলল, "আর সেই শক্তি নেই রে, বেটি। নইলে তোদের দুটোকে দুই কাঁধে চাপিয়ে ঐ ঘোড়া দুটোর উপর দুই পা রেখে দৌড় করাতুম। কী! বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, এস তো বাছা তুমি, খোকাবাবু। তোমাকে পিঠে চড়িয়ে বস্তার মতো বয়ে নিয়ে যাই।"

বাদল বলল, "না, না।" কিন্তু তার লোভটি ছিল ষোল আনা। ছেলেমানুষীর সুযোগ পেলে কি সে ছাড়ে? পরের হাতে খাওয়ার মত পরের পিঠে চড়া। সে দ্বিতীয় আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে "না, না" বলতে বলতে চার্লির গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ও গাছে ওঠবার মতো করে পা দুটোকে তুলে দিল।

"বহুৎ আচ্ছা, চল বাবা।" চার্লি অতিরিক্ত উদ্যমের সহিত বলল।

মেরিয়ন আপত্তি করতে যাচ্ছিল। বুড়ো মানুষের উপর ওটা একটা জুলুম। সে বেচারা মুখ থুবড়ে পড়লে বাদলও কম ভুগবে না। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে শেষ পর্যন্ত তার লজ্জা করল। সে বড় লাজুক। সে ঘোড়ায় চড়ে এক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল

ও কিছুক্ষণ বাদে একটা কার্ট নিয়ে ফিরল। সামনে গাড়ী দেখলে কেই বা চায় পায়ে হাঁটতে বা পিঠে চাপতে। চার্লি ও বাদল দুজনেই উঠল গাড়ীতে।

বুড়ী বাদলকে ধরে নামাল ও ঘরে পৌঁছে দিল। বাদল কাপড় না বদলে সোজা গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দেখে বুড়ী বলল, "প্রথম প্রথম ঘোড়ায় চড়লে অমন একটু হয়ে থাকে, মিস্টার সেন। দ্বিতীয় দিনেই অতটা চড়া ঠিক হয়নি কিন্তু।"

"ছোটবেলায়," বাদল বলল, "চড়েছিলুম যখন তখন আমার নিজের সহিস ছিল। অভ্যাস নেই বলে এই কষ্ট, নইলে," বাদল সগর্বে বলল, "ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করাই তো আমার কাজ।"

বুড়ী ও-কথা বিশ্বাস করল না। সে তো আর জানে না যে বাদল হচ্ছে স্পেসের সমতুল এবং মেরী হচ্ছে মহাকালের প্রতীক। তার থেকে থেকে মনে পড়ছিল, "গ্যালভেশনের সূত্র।" কে জানে এই পূর্বদেশী বালক হয়তো গ্যালভেশনের কোনো মৌলিক প্রণালী জ্ঞাত আছে। পূর্বদেশী মানুষের পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু আপাতত বাদলকে বিরক্ত করবে না।

বলল, "আপনি একটু জিরিয়ে নিন। কাপড় ছাড়তে সাহায্য করবার জন্যে সেই ছোকরাটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাই, আপনার খাবার গরম করি।"

বাদলের মগজ যেন জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছল। দুই হাতে মাথাটাকে দাবতে দাবতে তরল করা হলো তার প্রাথমিক প্রতিবিধান। তাতে ফল হলো। বুদ্ধি ফিরলে বাদল ভাবল পিঠ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, ওটাকে মাসাজ করিয়ে সুস্থ করলে ওর উপর শুয়ে আরাম পাবার ভরসা।

বুড়ী যখন খাবার নিয়ে ফিরল বাদল বলল, "মিসেস্ মেল্‌ভিল, এখানে মাসাজ্ করতে কেউ জানে? আমার পিঠটা—"

"কী না জানে আমার স্বামী! কিন্তু কেন চাপড় খেয়ে মেরুদণ্ড ভাঙবে? তোমাকে না হয় আরো একটা তোশক দিই, ওর ওপর পিঠ রেখে শুলে মাসাজ-এর সুখ পাবে।"

বাদল ভাবল, বুড়ীটা বড় ভাল। বুড়ীর মেয়েটিও যতটা নিষ্ঠুর ভেবেছিলুম ততটা নয়। ঐ যা, ওকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেছি। আর চার্লি মানুষটা এখনো মজবুৎ আছে—still going strong. বোধ হয় Johnnie Walker খায়। আমি কেন এক গ্লাস খাইনে? এমন পীড়ার ক্ষণে ও জিনিস সদ্য উপশমপ্রদ বলে তো শুনি।

বলল, "ধন্যবাদ, মিসেস্ মেল্‌ভিল। তোশক আমার তোষক হবে জানি, কিন্তু মিস্টার মেল্‌ভিলকে একবার পাঠিয়ে দাও না? কথা আছে। আর মেরিয়নকে দিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

তার স্বামীর সঙ্গে বাদলের কী কথা থাকতে পারে বুড়ী তা আন্দাজ করল। কথা ওদের দুজনায় এত কম হয় ও এত বেশি ব্যবধানে হয় যে বুড়ী জানত কী সে কথা। এমন দিনে ওজিনিস পেটে পড়লে পিঠে সইবে। তাই বুড়ী আপত্তি করল না। তবে স্বামী হয়তো কোনো কড়া মদ অতি মাত্রায় দিয়ে ছেলেটার মাথায় নেশা চড়াবে সেই আশঙ্কায় সে নিজেই অনেকখানি জলের সঙ্গে একটুখানি ব্রাণ্ডি গুলে নিয়ে এল। বাদল পরিমাণ দেখে আহ্লাদে অধীর হল। ব্যগ্রভাবে গ্লাসটা মুখে তুলে মিসেস্ মেল্‌ভিলের উদ্দেশে বলল, "To you."

তারপর হেসে কেঁদে চেঁচিয়ে নেশা না হলেও নেশা হয়েছে

মনে করে পরমা শান্তি লাভ করল। এবং উচ্চস্বরে হাঁকতে থাকল, "I am ! Badal-Time ! I am ! Badal-Time !"

নীচে তখন বড় বড় মাতালের বেসুরা গান চলছিল ;

"Three blind mice
See how they run."

সুতরাং ছোট মাতালের ঘোষণায় কেউ কান দিল না।

১১

দর্জি এল বাদলের মাগ নিতে, নাপিত এল বাদলের চুল ছাঁটতে, কিন্তু বাদলের হয়েছে বেদনার প্রকোপে জ্বর। সে কখনো বলছে "Badal-Time, Ego-Time," কখনো বলছে, "আনো আর-এক গ্লাস।"

তার কাছে একজনের বসা উচিত, তাকে একটু ভরসা দিতে, তোয়াজ করতে। তার মনের প্রফুল্লতাই এরূপ জ্বরের একমাত্র ঔষধ বলে মিসেস মেল্‌ভিলের বিশ্বাস। মেল্‌ভিল অবশ্য আসুরিক চিকিৎসায় আস্থাবান।

মিসেস্ মেল্‌ভিলের তো সময় হয় না, হাতে কত কাজ। মা'র কথায় মেরিয়ন এসে বাদলের ঘরে বসল ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপ নিল, চার্ট আঁকল, জলপটি বাঁধল, এবং প্রবোধ দিল।

"ও কিছু নয়, মিস্টার সেন," মেরিয়ন বলল, "কাল আপনি আবার ঘোড়ায় চড়তে পারবেন।"

"কাল ? কাল চড়ব ?"

"হ্যাঁ। কাল।"

"আজ ?"

"আজ বিশ্রাম করুন।"

"বিশ্রাম ? স্পেস্ তো বিশ্রাম করে না ?"

মেরিয়ন এর মর্ম বুঝল না। নীরব রইল।

"স্পেস্। স্পেস্ তো টাইমের পিঠে চড়ে চলেইছে। স্পেস্-টাইম। টাইম থেকে কদাচ বিচ্ছিন্ন নয় স্পেস্।"

মেরিয়ন ভাবল আবার প্রলাপ শুরু হয়েছে। বাদলকে ভোলাবার জন্যে বলল, "মিস্টার সেন, তুরন্ত বলুন দেখি আমার সঙ্গে :—Peter Piper picked a peck of pickled pepper."

"কী ? কী ?" বাদল কান পাতল।

মেরিয়ন আবার বলল।

বাদল ভুল করল।

"হলো না।" মেরিয়ন মুচকে হাসল। "আবার।"

বাদল আবার ভুল করল। এবারকার ভুল আরো হাস্যকর।

মেরিয়ন হেসে বলল,—"আচ্ছা, আর একটা নতুন খেলা। বলুন দেখি উলটো দিক থেকে—Able was I ere I saw Elba."

বাদল এতক্ষণে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। "বলছি।" বলতে গিয়ে ভুল করে ব্যস্ত হয়ে বলল, "বলছি, বলছি।" আবার ভুল করে হাত তুলে বলল, "একটু থামুন। আপনি বলবেন না, আমিই বলছি।"

সে ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হচ্ছিল এই প্রয়াসের ফলে। দম্ভের সহিত বলল, "এইবার উলটো দিক থেকেও ঠিক ঐ কথা—Able was I ere I saw Elba, না ?"

মেরিয়ন বলল,—"একেবারে ঠিক। সাবাস।"

বাদল খুশি হয়ে বলল, আমিও অনেক ধাঁধা জানি। বলুন দেখি এর বিপরীত—Madam, I'm Adam."

মেরিয়ন তৎক্ষণাৎ বলল,—"Sir, I'm Eve."

বাদল বলল, "যান! আমি কি অমনধারা বিপরীত জানতে চেয়েছি? উলটো দিক থেকে আমার বাক্যটা আবৃত্তি করুন।"

মেরিয়ন বলল, "ও, তাই বলুন। উলটো দিক থেকে ঐ একই কথা—Madam, I'm Adam. ও কথা কে না জান?"

বাদল একে একে দেখল মেরিয়নের ভাণ্ডারে অগণ্য ধাঁধা। ওর সঙ্গে ধন্দের দ্বন্দ্বে পারবে না। তখন পণ্ডিতী প্রশ্ন করল। মেরিয়ন অপ্রস্তুত। তাকে অপ্রস্তুত দেখে বাদলের মহা কৌতুক। "মিস্ মেল্‌ভিল! মিস্ মেল্‌ভিল। হো হো! মিস্ মেল্‌ভিল!"—ছেলেমানুষ।

মেরিয়ন উঠে বলল, "এই তো আপনি চমৎকার সেরে উঠেছেন। আমি তা হলে আসি।"

বাদলের হাসির উৎস শুকিয়ে গেল। তার বেদনা বোধ হল পুনর্বার তীব্র। "উঃ" বলে সে এক আর্তধ্বনি করল। যেন তার দেহযন্ত্রের কোথায় কী একটা তার ছিঁড়ে গেল। তারটার সংস্থান স্থির না জেনে সে একবার উরুতে হাত বুলোয়, একবার কোমরে, একবার পাঁজরায়। মুখ কুঁচকিয়ে, চোখ বুজে, চোখের জল উপচিয়ে দুই হাতে চুল উপড়ায়।

নাচার হয়ে মেরিয়ন আবার বসে। এই বিদ্বান বিদেশী যুবকের কাছে অপ্রস্তুত হতে তার পুলক বোধ হয় না। পোপো-কাটাপটল কি শহর, না পাহাড়, না দ্বীপ, সাহারা মরুভূমি কোন দেশের অধীনে, ভূমিকম্প কেন হয়, আলোক-বর্ষ (light-year)

কাকে বলে—মেরিয়ন এসব প্রশ্নের উত্তর বলতে না পেরে ব্যাকুল হয়। মুরগিদের, শূওরদের, কুকুরদের সম্বন্ধে সে সবজান্তা। কিন্তু বাদল তো ওদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে না।

মেরিয়ন একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে বলল,—"পড়ে শোনাব কি ?"

বাদল হৃষ্ট হয়ে বলল, "বেশ তো।"

কাগজ পড়া শুনতে শুনতে বাদল চাঙ্গা হয়ে উঠল। মিসেস্ পেস্ খালাস ? তাই নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্নবাণ বর্ষণ ? নিরপরাধকে অকারণে আসামী করে এই যে ক্ষতিগ্রস্ত করা হল এ তো না হলেও চলত ? আমি গোড়া থেকে জানি বেচারী মিসেস্ পেস্ নির্দোষ, বুঝলেন মিস্ মেল্ভিল ? যাক, খুব হৈ চৈ হয়েছে লণ্ডনে। আদালতের সবাই দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করেছে, রুমাল নেড়েছে,—কেউ কখনো শুনেছে এমন ব্যাপার ?

ভাইকাউণ্ট সেস্ল বক্তৃতা দিয়েছেন পীস্ কংগ্রেসে ? গবর্নমেণ্ট কেলগ প্রস্তাবের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে তা জানাতে দেরি করছেন কেন ? হাঁ কি না, যা হয় একটা কিছু বলতে সাহস লাগে, তা ওঁদের নেই। আমাকে মাফ করবেন, মিস্ মেল্ভিল—আপনি হয় তো কন্সারভেটিভ দলের একজন। উক্ত দলের গবর্নমেণ্টের নিন্দা আপনার কর্ণরোচক হবে না। আপনি কোনো দলের লোক নন্ ? কোন দলে যোগ দেবেন তা এখনো চিন্তা করেননি ? দিয়ে কী হবে যখন ভোট দেবার বয়স হয়নি।

আমি কন্সারভেটিভ্ নই। তবে আমি কী ? আমি লিবারল। আমরা এখন মুষ্টিমেয়, হয়তো চিরকাল তেমনি থাকব। সত্য চিরকাল মুষ্টিমেয়দের সঙ্গে। হাঁ, কী পড়ছিলেন ? ন্যাশনাল

লিবারল ক্লাবে ইউরোপীয় লিবারল ও র‍্যাডিকলদের সভা হয়ে গেল। শুধু ইটালীর ও স্পেনের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। মুসোলিনী ও প্রিমো কি ওঁদেরকে দেশে টিকতে দিয়েছেন? নির্বাসিত হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছেন, কেউ কেউ তো দ্বীপান্তরিত। আপনি ও সব বুঝবেন না, মিস্ মেল্‌ভিল।

মেরিয়ন কাগজ পড়তে থাকল। বাদল বকবক করতে থাকল। দুই কাজ এক তরফা। কতক্ষণ বাদে মেরিয়ন বাদলের তাপ নিয়ে দেখল জ্বর নেমে গেছে। কিন্তু তথাচ ছুটি পেল না।

১২

দিন কয়েক পরে বাদল আবার ঘোড়ায় চড়ল। এবার একা। আপন মনে কী ভাবতে ভাবতে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে ও খাওয়াচ্ছে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এল মেরিয়ন, বাইসাইক্লে। সে গেছল ভেণ্টনর, বাদলের পোশাকের কতদূর হল তার খোঁজ নিতে। তার নিজেরও কিছু কাজ ছিল।

"মেরিয়ন যে! কী খবর?" বাদল ইতিমধ্যে তাকে মেরিয়ন বলতে আরম্ভ করেছিল। তাতে মেরিয়ন মনে মনে রুষ্ট।

"জানেন, মিস্টার সেন," মেরিয়ন যুগপৎ উত্তেজিত ও উৎসাহিত হয়ে বলল, "ভেণ্টনরে কাকে দেখে এলুম?"

"কাকে?"

"আপনার মতো কালো মানুষ। সত্যি।"

বাদল হাসল। বলল,—"আমি তো কালো নই, তুমি বললেই হব?"

"ব্রাউন রঙের মানুষ। সত্যি।" মেরিয়ন সংশোধন করে বলল।

"তা হোক। কেউ বেড়াতে এসেছে।"

"বেড়াচ্ছে আর কই? একজায়গায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেরা তার কাছে ভিড় করেছে তাকে এক মনে দেখতে। আমিও খানিক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালুম।"

বাদল বলল, "এক মনে দেখবার এত কি পেলে?"

"কী পেলুম?" মেরিয়ন স্মরণ করে বলল,—"ওর মাথায় কেমনতর একটা টুপি। অমন এদেশে কেউ পরে না।"

বাদলের মনে সংশয় জাগল। সে বলল,—"তার কোট কী রকম?"

"কোটের ঝুল হাঁটু অবধি নেমেছে। গলায় টাই নেই, গলা বোতাম দিয়ে আঁটা।"

বাদল চমকে বলল,—"য়্যাঁ!"

মেরিয়ন সাগ্রহে বলল,—"লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ক'টা বেজেছে? সে তার ঘড়িটা আমার চোখের সুমুখে ধরে খালি টিপে টিপে হাসল, কিছু বলল না।"

সুধীদার দস্তুর ঐ। বাদলের মনে পড়ল। কিন্তু অমন দস্তুর অন্যের থাকা বিচিত্র নয়। বাদল আরো নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল,—"লোকটি আমার চেয়ে লম্বা চওড়া কি না?"

"আপনি লম্বা চওড়া নাকি?" মেরিয়ান ধৃষ্টতার সহিত বলল। "সে লম্বা বটে, তবে লাইট হাউসের মতো নয়। আর চওড়া বটে, কিন্তু ধাধাকপির মতো নয়।"

"আচ্ছা, তার গোঁপদাড়ি আছে?"

"না।"

তা হলে 'ভারতীয় মহারাজা' নয়।

"আচ্ছা, তার পোশাকের রং কি?"

"বা রে!" মেরিয়ন অনুযোগের স্বরে বলল, "আমি কি আপনার মতো পণ্ডিত নাকি যে এত কথা মনে রাখতে পারব? বোধ হয় জাফরানি।"

এই রে! সুধীদা জাফরানি রঙের পোশাক এনেছিল দেশ থেকে। গরমকালে পরবে বলে। তথাপি বাদল সুনিশ্চিত হতে পারল না। সুধাল,—"আচ্ছা ওর চোখে চশমা দেখলে?"

"না।"

মেরিয়ন বেশ স্মরণ করতে পারছিল। বলল, "তার দৃষ্টি শান্ত, অচঞ্চল। আপনার মতো অতবার সে চোখ মিটমিট করে না। আমি তো একবারও তাকে পলক ফেলতে দেখলুম না।"

সুধীদা-ই। সুধীদা ছাড়া আর কেউ নয়। বাপ্ রে! সুধীদা কেন ভেণ্টনরে উপস্থিত? চিঠিখানা ভেণ্টনর থেকে পেয়ে দাদা বোধ করি সেইটেকে ঠাওরেছেন বাদলের আস্তানা।

সুধীদা-ই। আর কেউ নয়।

বাদল হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

মেরিয়ন বলল, "আসল কথা। আপনার ব্রীচেস কাল দেবে বলেছে। কাল আপনি স্বয়ং গিয়ে পরে দেখলে কেমন হয়? যার জিনিস তার দেখেশুনে কেনা ভাল।"

বাদল এর উত্তরে অন্যমনস্কভাবে বলল, "হুঁ।"

তার কেবল ভয় হচ্ছিল সুধীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সুধীদা তার ঘোড়ায় চড়া দেখে বলবে, "জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট করার নাম বাঁচা নয়।"

বাদল কৈফিয়ৎ দিয়ে বলবে, "কিন্তু সুধীদা, ও তো ঘোড়া নয়, ও যে মহাকাল।"

স্থধীদা করবে অট্টহাস্য। ঐ অট্টহাস্যকেই বাদলের ভয়। কেউ তার সঙ্গে যতক্ষণ বিতর্ক করে ততক্ষণ বুদ্ধির লড়াই, কিন্তু বিতর্কের মাঝখানে হাস্য-পরিহাস লড়াইকে করে তোলে তামাশা। তামাশায় বাদল ওৎরাতে পারে না, ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা করতে গিয়ে ঠিক রসের কথা বলতে পারে না, যা বলে তাতে কোনো প্যাঁচ নেই, তার নেই সূক্ষ্মার্থ। স্থধীদা যদি রহস্য করে বলে, "ঘোড়া নয়, মহাকাল? সশরীরে মহাকাল? আমাদের জন্মমৃত্যু এর খুরের খটখটানি? আর এর ল্যাজের ঝাপটে বিশ্বের প্রলয়? তা হলে বাদল বলবে, "আর তার সওয়ার হচ্ছে প্রত্যেকের আত্মা।" স্থধীদা যদি চেপে ধরে, যদি বলে, "একটার পিঠে এতগুলো সওয়ার? ঘোড়াটা চলে তো?" তবে তো বাদল চুপ!

না, স্থধীদার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হয়নি। স্থধীদাকে এই কয় মাসের হিসাব দিতে হবে, হিসাব-নিকাশের জন্যে বাদল আপাতত প্রস্তুত নয়। কোথাও এক চুল গরমিল হলে গোলমাল বাধবে। স্থধীদা বলবে, "জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট করেছিস?" বাদল বলবে, "ফ্লার্ট করতে আমি জানিনে, কিন্তু চমক দিয়েছি।" স্থধীদা বলবে, "এরই জন্যে সরাইখানায় মুসাফির? বাদল লজ্জায় অধোবদন হবে।

এখানে থাকলে যে-কোনো দিন স্থধীদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। স্থধীদা তো সব সময় ভেণ্টনরেই সমুদ্র সন্দর্শন করতে থাকবে না, সমুদ্র এদিকেও আছে, সন্দর্শন এদিকেও হয়। দেখা যাতে না হয় তার একমাত্র উপায় বাদলের স্থানত্যাগ।

যেই ওকথা মনে হওয়া অমনি ও কাজ স্থির করা। বাদল বলল, "মেরিয়ন, তুমি এই ঘোড়ায় চড়ো, আমাকে ঐ বাইসাইকল দাও দেখি।"

মেরিয়নের গায়ে ঘোড়ায় চড়বার পোশাক ছিল না। বাদল তার ওজর শুনল না। "বেশ তা হলে তুমি ঘোড়াকে ধরে হাঁট। সাইক্লটা কিন্তু আমাকে দিতেই হবে।"

সরাইতে পৌঁছে বাদল কী করল তার বিবরণ বুড়ী সুধীকে টেলিফোন যোগে শুনিয়েছে।

খঞ্জ ভারতী

১

পাখী উড়ে গেল।

গিয়ে এবার যে গাছে বসল সেটা সমুদ্র থেকে দূরে। সেটা একটা ছোট মার্কেট টাউন, সেই নামের ডিউকের প্রসিদ্ধির প্রতিফলনেই তার প্রসিদ্ধি। তবে প্রাচীনতায় সে প্রাগ্-রোমান যুগের সঙ্গে সংপৃক্ত বলে প্রবাদ। রাজা আর্থারের যাদুকর মার্লিন নাকি সেখানে কবরস্থ হয়েছিলেন, সেই থেকে তার নাম মার্লবরা। সন্নিকটে সেভারনেক বন। এই বনে নর্মান যুগের রাজারা মৃগয়া করতেন।

যে বাড়ীতে বাদল স্থান পেল সেটি একটি যুদ্ধ-বিধবার। বিধবার নাম মিসেস গ্রেস, বয়স বছর চল্লিশ, আকার মাঝারি, আকৃতি অভিরাম। পুনর্বার পতিপরিগ্রহ করেননি। তিনটি সন্তানের মধ্যে বড়টি মডলিন, লণ্ডনের অন্তঃপাতী কোন এক বরো স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে, সামনের বন্ধে বাড়ী আসবে। মেজ রবার্ট ওরফে বব্ লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে কোন দোকানে শিক্ষানবীশ হয়েছে, বাড়ী থেকে টাকা নেয় না। ছোট ফ্রেডরিক ওরফে ফ্রেডী মার্লবরাতেই পড়ছে, তাকে অক্সফোর্ডে পাঠাবেন বলে মিসেস গ্রেস্ এখন থেকেই মনঃস্থ করেছেন। অক্সফোর্ডের খরচ তো বড় কম নয়, সেইজন্যে তিনি বাড়ীতে অর্থদাতা অতিথি রাখতে বাধ্য হয়েছেন। ঠিক অতিথি না হলেও অর্থ দিয়ে দিদির আশ্রয়ে থাকেন খঞ্জ মিস্টার মারউড্। যুদ্ধে তাঁর একটি

পা বেঁকে গেছে, অন্যটি নামমাত্র আছে। বগলে দুটো ক্রাচ্ দিয়ে এঘর ওঘর করেন, বাইরে যেতে হলে চড়েন হস্তচালিত গাড়ীতে। তাঁর আছে একটা তামাকের দোকান, তাতে খবরের কাগজও বিক্রী হয়।

মিসেস গ্রেস্ হিসাবের বেলায় ঠিক আছেন, অতিথির জন্যে যা খরচ করলেন তার দু'গুণ যদি না আদায় করলেন তবে ফ্রেডের অক্সফোর্ডে যাওয়া হয় না। বাদলকে হাঁকেন চড়া দর, এমন চমৎকার করে হাসেন যেন কত বড় অনুগ্রহ করলেন, বাদলও কৃতজ্ঞতায় গলে যায়। কাজেই বাদলকে পেয়ে তিনি বর্তে গেছেন বলতে হবে। কিন্তু ছেলে তাঁর কালো মানুষের কাছে ঘেঁষেতে চায় না—কতকটা ভয়ে, কতকটা অহঙ্কারে।

মিস্টার মারউডের মুখে লেগে আছে একটি ক্লিষ্ট সংশয়ের হাসি। তিনি প্রায়ই ফ্রেড্‌কে ক্ষেপান তার অক্সফোর্ডে যাওয়া নিয়ে। "Is your brow getting high enough ?" কিম্বা "You little Imperialist !" কিম্বা "Where is our Prime Minister from Oxford ?" তাঁর সঙ্গে তাই নিয়ে তাঁর দিদির ঈষৎ মনোমালিন্য। দিদিও মনে মনে লেবার পার্টির পক্ষে। কিন্তু কন্‌সারভেটিভ বলে নিজের পরিচয় না দিলে রেস্‌পেক্‌টেবল বলে গণ্য হওয়া যায় না। মার্কেট টাউনের সমাজ ছি ছি করবে। এদিকে মিস্টার মারউড যে পূরোপূরি লেবার তাও নয়। তিনি বলেন, "One has to choose among three devils. শয়তান হিসাবে কনিষ্ঠ হচ্ছেন তিনি যিনি যুদ্ধের সময় ছিলেন যুদ্ধবিরোধী।" যাক, পুরুষে কী না বলে। মার্কেট টাউনের প্রৌঢ়ারা তাঁর বেলায় ছি ছি ছি করেন না, সকরুণ বদনে বলেন, "বেচারা খঞ্জ।"

তামাক আর খবরের কাগজের দোকান করেন এই কারণেই হোক অথবা ঐ দুই জিনিসের দোকান করলেন যে কারণে সেই কারণেই হোক্, মিস্টার মারউড্ ফাঁক পেলেই খবরের কাগজ হাতে করে তন্ময় হয়ে যান এবং ফাঁক না পেলেও সর্ব্বক্ষণ পাইপ মুখে করে তন্নিবিষ্ট হয়ে থাকেন। বাদল তাঁর দোকানে গিয়ে খোঁজ করল, "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান রাখেন ?"

"রাখি, কিন্তু বিক্রয়ের জন্যে নয়। অন্য কাগজ হলে আপনার চলবে—টাইমস্, ডেলী টেলিগ্রাফ, মর্নিং পোস্ট ?"

"না, ধন্যবাদ। আমি আমার নিজের ঘোড়ার পক্ষ নেওয়া পছন্দ করি।"

মিস্টার মারউড-এর নির্বাক জিজ্ঞাসার উত্তরে বাদল বলল, "আমি একজন লিবারল।"

"কিন্তু ভারতবর্ষের লিবারদলের সঙ্গে এ দেশের লিবারল পত্রিকার কী সম্পর্ক ?"

"আঃ মিস্টার মারউড্!" বাদল হতাশ ভাবে বসে পড়ল। "সারা ইংলণ্ডের সবাইকে আমি বার বার এই কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেলুম যে, আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরেজ। জন্মের উপর হাত নেই, সেখানে free will খাটে না, তা বলে কি জন্মের পরও determinism মেনে নিতে হবে? আমি যে ইংরেজ হয়েছি তার যদি অন্য কোনো সদ্হেতু না থাকে তবে তার এই একমাত্র কারণ যে, আমি determinism-কে অপ্রমাণ করতে চাই তার দ্বারা।"

একথা শুনে মিস্টার মারউডের হলো চক্ষু বিস্ফারিত, গাল আকুঞ্চিত, মুখ সংকীর্ণীকৃত। এ ছোকরা তো সামান্য মানুষ নয়। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পড়ে determinism-কে অপ্রমাণ করবার জন্যে।

"আপনি তা হলে আমার খানা নিন। আমি পড়ি অমন কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে নয়, খালি তামাশা দেখতে।"—বললেন মিস্টার মারউড।

"কী! তামাশা দেখতে!" বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল, "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনি তামাশা বলতে কী বোঝেন?"

অন্য একজন খদ্দেরকে বিদায় করে মারউড বললেন, "খবরের কাগজে যা-কিছু বেরোয় সবই তামাশা। যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না সেগুলা তো তামাশাই, সেগুলায় বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় সেগুলাও তামাশা। অধিকাংশ খবর তো কোন্ নেশন কী করল তাই নিয়ে?"

"হাঁ, তাই।" বাদল এতক্ষণে বুঝেছিল যে আক্রমণটা একমাত্র ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ানের উপর নয়। সংবাদপত্রিকামাত্রের উপর।

"কিন্তু নেশনকে কি কেউ চোখে দেখেছে? ব্রিটিশ নেশন কি পার্লামেণ্টের ইমারৎ?"

"না, তা কেন হবে? ব্রিটিশ নেশন হচ্ছি আপনি আমি ও আরো কোটি কোটি ব্রিটিশার।"

"বেশ। এই কোটি কোটি ব্রিটিশার কি এমনিতর কোটি কোটি জার্মানকে চোখে দেখেছিল? না, ওরা দেখেছিল এদেরকে? আমি তো যুদ্ধের পূর্বে একজনও জার্মানকে দেখে থাকলেও চিনতুম না। কেন বিশ্বাস করলুম যে জার্মানরা আমাদের শত্রু?"

"জার্মান রাষ্ট্র ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রের শত্রু।"

"তা হলে নেশন নয়? স্টেট? আগের ও দুটোর পার্থক্য জানলে যুদ্ধ করতে যেতুম কি না জানিনে, গেলেও জানতুম যে উভয়পক্ষের যোদ্ধারা আমরা স্টেটের দ্বারা প্রতারিত নির্বোধ।"

"কিন্তু মিস্টার মারউড, "বাদল তাঁর সিগ্রেট নিবেদন আগ্রাহ্য করে

বলল, "আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন যে স্টেট হচ্ছে নেশনের প্রত্যেকেরই—অন্তত ইংলণ্ডে।"

"কোন স্বত্বে ?"

"ভোট স্বত্বে।"

"কথা নেই বার্তা নেই তিনটে লোক এসে বলল, 'আমাকে ভোট দিন, আমি কনসারভেটিভ' 'আমাকে ভোট দিন, আমি লিবারল,' 'আমাকে ভোট দিন, আমি লেবার'—এই তিনটের মধ্যে একটাকে পছন্দ না করলে আমার পছন্দের কোনো কার্যকারিতা নেই। বিশ হাজার লোকের ভিতর থেকে ঐ তিনটে লোক কেন এগিয়ে এল অন্য কেউ কেন এল না ?"

"ও তো খুব সোজা," বাদল তাঁর বুদ্ধির স্থূলত্ব অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে বলল, "তিনটে পার্টি আছে বলে তিনজন প্রার্থী আসে, নইলে কম কিম্বা বেশি আসত।"

মারউড মস্তকভঙ্গীর দ্বারা সায় দিয়ে বললেন, "অবিকল তাই। তা হলে ওরা এল পার্টির টাউট হয়ে পার্টির জনবল বৃদ্ধি করবার অভিসন্ধি নিয়ে। ওদেরকে আমরা পাঠাইনে, ওরা আমাদের পাঠায়।"

"কিন্তু", বাদল আপত্তি করল, "পার্টিও যে আমাদের। এখানে কি পার্টি ক্লাব কি পার্টি এসোসিয়েশন নেই ?"

"আছে। সে কেমন আমাদের সে আমি জানি। আমদেরই যদি হতো আমরা সবাই চাঁদা দিতুম তার তহবিলে। আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনবান, যারা সবচেয়ে বাকচতুর, যারা সবচেয়ে কুচক্রী, যারা সবচেয়ে গোঁড়া তাদেরই তাতে প্রাধান্য থাকত না। এই সমস্ত খবরের কাগজ যেমন, আমাদের ঐ সকল পার্টি প্রতিষ্ঠানও

তেমনি আমাদের! আর তিন পার্টি যেখানে পালা করে লীলা করেন বা করবার ভরসা রাখেন সেই তিন পার্টির এক স্টেজও—অর্থাৎ পার্লামেণ্টও—তেমনি আমাদের!"

বাদল বিরক্ত হয়ে বিদায় নিল। মনে মনে কিন্তু জানল যে খোঁড়াটা একটু আধটু ভাবতে পারে বটে।

২

খাবার সময় যখন মারউডের সঙ্গে বাদলের দেখা হলো তখন ও প্রসঙ্গ উঠল না। কোনো গৃহকর্ত্রী আহারকালে কারুকে তর্ক করতে দেন না। তা ছাড়া, মারউডও অত্যন্ত ভালমানুষ, উত্তেজিত না হলে তর্ক করেন না। দোকানের পরিশ্রমের উপর পথের পরিশ্রম মিলে তাঁকে এমন ক্ষুধার্ত করে তোলে যে তিনি কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমে একটি প্লেট্ স্থপ শুষে নিঃশেষ করেন, তারপর এক টুকরো রুটি ভেঙে মুখে দেন, সেটাও ফুরোতে না ফুরোতে আর এক টুকরো, যতক্ষণ না মাছ আসে। সব শেষ হলে পরে বাঁ হাত দিয়ে আড় করে ডান হাত দিয়ে পাইপ ধরান দুই বগলে দুই ক্রাচ চেপে লাফাতে লাফাতে লেংচাতে লেংচাতে ড্রয়িং রুমে গিয়ে কফি পান করেন। বাদল সেই সময়টাতে লণ্ডনের মতো পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরয়। সমুদ্রের হাওয়া তো নেই। ঘরে বদ্ধ থাকা কী যন্ত্রণা।

রাত হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু অন্ধকার নেই। অন্ধকার না হলে ঘুমও আসবে না। তার মানে প্রায় এগারোটা। শীতকালে তাকেই মনে হত নিশুতি রাত। ঘুম আসুক না আসুক বাদল

ততক্ষণে বিছানায় কম্বলের নীচে আরাম করে শুয়ে মনটাকে ঠেলে দিয়েছে চিন্তালোকের শীত-বর্ষা-কুহেলিকার মাঝখানে, সেখানে বিবস্ত্র মন থর থর করে কাঁপছে। জুলাই মাস এটা। গায়েই জামা রাখতে ইচ্ছা করে না, মন তো দিগম্বর হয়ে দিশাহারা হতে চায়।

শহরের চওড়া সড়কটা দিয়ে বাদল চলে যায় নদীর ধারে। ছোট্ট নদী, জলের তল দেখা যাচ্ছে। সন্নিহিত দৃশ্য বাদলের মন ভোলায়। দিগন্তে সেভারনেক বন, দীর্ঘকায় বনস্পতিরা এক পায়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের মাঝখানে ব্যবধানে রেখে। এ অঞ্চল বিরল বসতি। বাদলেরই মতো পর্যটকরা এসে জটলা করছে, তাদের জন্যে যত্রতত্র TEA, যত্রতত্র BED AND BREAKFAST. সকলের মতো মারউডও দুপয়সা করে নিচ্ছে।

মনে পড়ছিল মারউডের কথা। বেচারা যদি খঞ্জ না হতেন তা হলে হয়তো তাঁর ফিলসফি ভিন্নরকম হতো! নিজে পারছেন না বলে ভাবছেন গলার জোরে, টাকার জোরে ও চক্রান্ত করে অন্যরা পার্টি প্রতিষ্ঠান হস্তগত করেছে, প্রতিনিধিরা হচ্ছে পার্টির টাউট্ ও পার্লামেণ্ট হচ্ছে পার্টিদের স্টেজ। অথচ যারা পারছে তারা ভালো কাজও করছে, মন্দ কাজও করছে, করছে যা হোক কিছু। পথে হোক বিপথে হোক চালাচ্ছে তো তারা স্টেটকে। মোটের উপর পার্টি-ওয়ালাদের দ্বারা রাষ্ট্রের পুরোগতিই হচ্ছে। নইলে বাদল কেন লিবারল পার্টিতে যোগ দিয়ে ভবিষ্যতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রূপে পার্লামেণ্টে যেতে কেয়ার করত? মোটাগোছের চাঁদা দিতে, লম্বা চওড়া বক্তৃতা করতে, দরকার হলে চক্রান্ত করতে তার বিবেকের বাধা নেই—কে না জানে যে politics is a dirty game? এমন কোন খেলা আছে যা শীতবৃষ্টিতে খেললে গায়ে কাদা লাগে না?

বেচারা মারউড। তাঁর বেদনায় বাদলের সমবেদনা অশেষ। তিনি যে বাদল নন, বাদলের একতম নন, এই তাঁর দুর্ভাগ্য। পৃথিবীতে সবাই কিছু জয়ী হয় না, সিদ্ধার্থ হয় না। যারা হয় না তারা নিজের দোষেই হয় না। কত লাখ লাখ যুবক যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাই পড়ল, তাদের দোষ মারউডের চেয়েও বেশি বলে তাদের দুর্ভাগ্য আরো বেশি। যারা অক্ষত শরীরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল তাদের কোনো গুণ ছিল। নইলে তারাও হতো এক একটি মারউড। বাদল দৈব বিশ্বাস করে না, আকস্মিকতা স্বীকার করে না, অবস্থা বিপাক মানে না। ওগুলো determinismএর নামান্তর। এত লোকের মধ্যে মারউডের যে পা ভাঙল এর জন্যে মারউড স্বয়ং দায়ী। তিনি কেন সতর্ক হলেন না, সতর্ক হওয়া যদি অসম্ভব ছিল তবে কেন জেনেশুনে সৈনিক হতে গেলেন? না জেনেশুনে যদি হয়ে থাকেন তবে অজ্ঞতার জন্যে মানুষের আইনে ছাড় নেই, প্রকৃতির নিয়মেরও ব্যতিক্রম নেই, যুদ্ধক্ষেত্রের কায়দাকানুনের কেন অন্যথা হবে?

মারউড হয়তো বলবেন ও কথা অবান্তর, গোড়ার কথাটা এই যে, স্টেট চলে পার্টির চালনায়, পার্টির ইচ্ছায় কর্ম্ম, আর পার্টি হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানীর মতো ঘরোয়া ব্যাপার, তার পিছনে রয়েছে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি—এই দুয়ের যোগাযোগ মধ্যস্থহীন হয় না কেন? কেন লাভের ভাগী হয় মিডলম্যান? পার্টিকে যদি একবার গ্রাহ্য করা যায় তবে তিনটে পার্টির বদলে একটা পার্টি থাকলে অন্যায়টা কোথায়? রাশিয়াতে ও ইটালীতে তো সেই একচ্ছত্রতা ঘটেছে। মোটর গাড়ীর ড্রাইভার একজন হবে আর দুজন সব সময় তার খুঁৎ ধরতে থাকবে, তাকে শ্লেষ করতে

থাকবে, তাকে ওখান থেকে নড়াবার জন্য কত রকম চক্রান্ত করতে থাকবে—যুদ্ধের সময় য়্যাসকুইথকে যেমন করে সরানো গেল, এই সে দিন Zinoviev-এর চিঠি জাল করে লেবার পার্টিকে যেমন ভাবে তাড়ানো গেল—কর্মীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে কি কাজ পাওয়া যায় তার কাছে?

ফল কথা, মারউড হয়তো বলবেন-- তিনটে চালকের মধ্যে এক রকম আপস হয়েছে যে ওদের যার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আরোহীর আস্থা সেই অনির্দিষ্টকাল চালনদণ্ড ধারণ করবে। আরোহীদের দৌড় বড় জোর তাদের অধিক সংখ্যকের আস্থাকে পাত্রান্তরিত করা পর্যন্ত। তারা চালক নয়, চালিত। তবে তাদের ইচ্ছামতো তিনটের যে কোনো একটা চালকের দ্বারা চালিত হতে পারে। যদি তাদের কেউ বলে কোনোটার উপর আমার ভরসা নেই, ভরসা একমাত্র নিজের উপর তা হলে সে কারুকে ভোট না দিয়ে অমনি বসে থাকুক, তার জন্যে গাড়ী তো থামবে না, গাড়ী চলবে যেদিকে তখনকার-মতো গাড়োয়ানের খেয়াল ও যতক্ষণ অপরাপর গাড়োয়ান সেই গাড়োয়ানের পক্ষের ভোটার ভাঙিয়ে নেয়নি। এ যেন একটা শহরে তিনটি মাত্র পোশাকের দোকান, তাদের যেটার খরিদ্দার সব চেয়ে বেশি সেইটে যে ফ্যাশান চালাতে চায় শহরে সেই তখনকার মতো হাল ফ্যাশান। অন্য দুটো তার সঙ্গে পাল্লা দেয়, তাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করে, চলতি ফ্যাশানের চেয়ে আপাত-রমণীয় ফ্যাশান উদ্ভাবন পূর্বক তার পসার মাটি করে। এখন তুমি যদি তাদের তিনটের কোনোটার খরিদ্দার না হও তাতে দোকানগুলোর কিছু এসে যাবে না, তোমারই পাড়ার লোক তোমাকে বলবে—সৃষ্টিছাড়া। এবং তোমারই ঘরের লোক ঐ

ফ্যাশানের পোশাক পরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভাববে, আহা! কি খোলতাই হয়েছে!

দাঁড়াল এই—মারউডের সম্ভবপর সিদ্ধান্ত যে, নেই ভোটের চেয়ে কানা ভোট ভালো। তোমার কানা ভোটটি পেয়ে ছোট শয়তান হয়তো বড় শয়তান ও মেজ শয়তানকে শাসনদণ্ডের থেকে দূরে হটিয়ে রাখবে এখনকার মতো। কিন্তু এতেও ল্যাঠা আছে। ছোট শয়তান তখ্‌তে বসলেই বড় শয়তান বনে যাবে। তখন তাকে নামাতে হয় সেই ভোটের জোরে—তার বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বাই-ইলেকশনে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে।

রণবিদ্যাশিক্ষার্থীরা যেমন নকল শত্রুর মূর্তিকে টিপ করে বন্দুক চালায় বাদলও তেমনি একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তর্কের লড়াই বাধায়। ফলত কেল্লা ফতে। পার্টি সংক্রান্ত এই তর্কেরও বাদল দিল মুখবন্ধকরা জবাব। অবশ্য মনে মনে বলল, বেশ তো, মিডলম্যানকে একদম ছেঁটে ফেলা যাক, কেউ কারুর প্রতিনিধি না হোক, প্রত্যেকে নিজ হাতে রাষ্ট্রের রশ্মি ধরুক। তাতে যদি রাষ্ট্র বাবাজী বিমুখ অশ্বের মতো নড়ন চড়ন বন্ধ করেন তবে তার পরিণাম ডিক্টেটারশিপ—খাটি ডিক্টেটারশিপ, মুসোলিনীয় নয়, নেপোলিয়নীয়।

কিন্তু যদি পালটা প্রশ্ন উঠে, ডেমোক্রেসীর প রণাম যদি ডিক্টেটারশিপ হয় তবে ডেমক্রেসীর জন্যে আমরা প্রাণ দিতে গেছলুম কেন? এত লোক প্রাণ দিল, আমি দিলুম প্রাণধারণের আনন্দ, সে কি এই ডেমক্রেসীর ছাপ মারা ভেজাল জিনিসটার জন্যে? এত মর্যাদা এই বেনামী অলিগার্কি ত্রয়ের যে কোনো একটার!

তখন বাদলের মুখে রা থাকবে না।

৩

মিসেস উইলসের ও মিসেস মেলভিলের আদুরে অতিথি বাদল মিসেস গ্রেসের বাড়ীতে পেল অনাত্মীয়ের মতন ব্যবহার। আবদার ধরে কেউ এটা ওটা খাওয়ায় না, জিজ্ঞাসাও করে না যে শরীরটা কেমন যাচ্ছে। তবে ভদ্রতার ক্রটি নেই। ভদ্রতার ক্রটি যেমন ওদিক থেকে নেই তেমনি ভদ্রতার ক্রটি যাতে এদিক থেকে না থাকে সে বিষয়ে বাদলকে হুঁশিয়ার হতে হয়েছে। একবার ধন্যবাদ দিতে ভুলেছে কি এক বেলা অনুশোচনায় ছটফট করেছে। আবার যখন খাবার টেবিলে দেখা তখন কার্পণ্য করেনি, কারণে অকারণে ধন্যবাদের থলি উজাড় করেছে। ড্রেসিং গাউন পরে বাদল দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে এল, কিন্তু এ বাড়ীতে কায়দা মেনে চলতে হয় খোঁড়া মারউডকেও।

মিসেস গ্রেস মানুষটি যদিও হাসতে জানেন তবু কেমন যেন ভারী। না, মোটা নন মোটেই। গম্ভীরও নন। তবে আগাগোড়া নীরেট। তাঁর কোনো কৌতূহল নেই, কোনো নেশা নেই, কোনোরূপ সময়ক্ষেপ তাঁর দ্বারা হবার নয়, তিনি তাস খেলেন না, গির্জায় যান বটে কিন্তু সেটা বোধ হয় দুর্নাম এড়াতে, সিনেমাতেও যান হপ্তায় একবার, কিন্তু ও বিষয়ে আলোচনা করেন না। খাটতে পারেন অসাধারণ, রাঁধেন বাড়েন ঝাঁটান ঝাড়েন বাসন ধোন বসন ধোন। কোমরে এপ্রন বেঁধে তিনি যখন মেজে সাফ করতে থাকেন তখন বাদল তাঁর দিকে চেয়ে সাহায্য করতে ছুটে যাবে কি, ও কথা ভাবতে তার সাহস হয় না, পাছে তিনি কঠোর স্বরে বলেন, না।

মনের জোর তাঁর আশ্চর্য রকম। বছরে অন্তত সাতটা দিন ছুটি প্রত্যেক গৃহিণীই নিয়ে থাকেন, নিয়ে লণ্ডন কিম্বা সমুদ্র দেখে আসেন। মিসেস গ্রেস এগারো বছর এই এক জায়গাতেই গাছের মতো শিকড় গেড়ে রয়েছেন; ফ্রেড যতদিন না অক্সফোর্ডে গিয়ে লায়েক হয় ততদিন। তারপর থেকে তাঁর ছুটি, ছুটি, ছুটি। তখন হয়তো তিনি আবার বিয়েও করবেন। কিম্বা ভাইয়ের খাতিরে নাও করতে পারেন। খঞ্জকে দেখতে শুনতে হবে তো। বয়স যতই বাড়বে ও বেচারা ততই অসহায় বোধ করবে।

এমন যে মিসেস গ্রেস একটি কালো মানুষকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ে তিনি তার প্রতি যে পরিমাণ গ্রেস প্রদর্শন করেছেন মার্লবরায় অন্যে কি তা করল? বাদল কত বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল—Knock and it will be opened unto you, দোর খুলল ঠিক, কিন্তু বন্ধও হয়ে গেল তার পিঠ পিঠ। খোলাখুলি বলল না যে আমরা কালো মানুষ নিইনে, কিন্তু প্রত্যেকেই বলল, ও বাড়ীতে চেষ্টা করুন, ওরা আপনাকে নিতে পারে। মিসেস মেলভিলের মতো উদার গৃহিণী হয় না—বাদলকে তিনি কালো বলে স্বীকারই করতেন না, বলতেন সূর্যের তাত লেগে আসল রংটা পুড়ে গেছে!

যাক, আশ্রয় যদি বা জুটল আদর জুটল না। এই বাদলের খেদ। সে এক রকম ধরেই নিয়েছিল যে সে ইংলণ্ডের যেখানে যাবে সেখানে পাবে আত্মীয়তা। তার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যে সে যে পরিবারে যাবে সেই পরিবারের একজন বলে গণ্য হবে। পর পর মিসেস উইলস ও মিসেস মেলভিল ঐ শক্তির দ্বারা অভিভূত হলেন, কিন্তু এ কী! মিসেস গ্রেস ঐ শক্তিকে দ্বার খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু আসন পেতে বসালেন না।

তাঁর ছেলেটা তো বাদলের সঙ্গে কথাই বলে না। বাদল যদি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে সে জড়িয়ে জড়িয়ে কী যে উত্তর করে বাদল তা ধরতে পারে না, বারম্বার 'বেগ ইওর পার্ডন' করে ওকেও নাকাল করে নিজেও নাকাল হয়। ওটা তো একটা জড়ভরত। ও যে কী করে অক্সফোর্ডে যাবে ও কী করতে যাবে তা বাদলকে ভাবায় ও হাসায়। "Home of lost causes" বলে অক্সফোর্ডের প্রতি বাদলের অবজ্ঞা ছিল। তবু সেটা তো home of dumb dullness নয়।

এ বাড়ীর প্রধান আকর্ষণ ঐ খঞ্জ। লোকটি যেন মহাযুদ্ধের মহাপ্রতীক। কী জন্যে অত বড় যুদ্ধটা হলো, কী হল ওর ফলাফল? না Versailles-এর সন্ধি! অমন একটা খঞ্জ উপসংহার কোনো খারাপ নভেলেরও হয় না। কোনো মতে ঠেকাদেওয়া শান্তি, বগলে ক্রাচ লাগিয়ে কায়ক্লেশে নড়চড় করছে, একদিন হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারবে না। আর এক মহাযুদ্ধ – মহত্তর যুদ্ধ!—শকুনীর মত স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন ওটাকে বিদীর্ণ করে ওর অন্ত্রতন্ত্র খাবে। বাদলের মনে পড়ে সেই এক দিন যেদিন সকলের সহজে বিশ্বাস হয়েছিল যে এই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। বাদলও কত লোকের সঙ্গে তর্ক করে তাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, এই শান্তিই অশেষ শান্তি, তারা বিশ্বাস না করলে তাদের গাল পেড়ে বলেছে তারা তাদের অবিশ্বাসের দ্বারা শান্তির পদতলভূমি সচ্ছিদ্র করছে, তারা মৃৎকীট। চাই লীগ অফ নেশনসে আস্থা, সালিশী নিষ্পত্তিতে নির্ভরতা, মানবভাগ্যে শ্রদ্ধা। এ কথা সে পরকে বুঝিয়ে এসে নিজে ক্রমে ক্রমে বুঝছে, যে সন্ধির উপর শান্তির ভিত্তি সেই সন্ধিকে পাকা বলে গ্রহণ করা যায় না, সেটা কাঁচা ভিত্তি। বাদলের আশা

ছিল তার একটা সময় থাকতে পরিশোধন হবে। কিন্তু দেখছে তো ফ্রান্সের মতিগতি। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ দখল ছাড়বে না। জার্মানিকে ফ্রান্স এক রত্তি বিশ্বাস করে না। ওদিকে রাশিয়া আর এদিকে আমেরিকা লীগ-এ যোগ না দিয়ে আপন আপন বাহুবল বৃদ্ধি করছে। দেখ না আমাদের ব্রিটিশ নৌবহরের সঙ্গে আমেরিকা তার নৌবহরকে সমান করে নিল। এত অবিশ্বাস। আমরা কি আমাদের কাজিনদের সঙ্গে সত্যি যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলুম ?

ঐ খঞ্জের জন্যই এ বাড়ীতে টেকা। নইলে বাদল অন্য কোনো অঞ্চলে মনের মতো বাড়ী তল্লাস করত।

"মিস্টার মারউড," দোকানে গিয়ে বাদল জমিয়ে বসল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধের জড় সালিশী নিষ্পত্তির দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে ?"

"আমার তাতে কী এসে যায়, মিস্টার সেন ? আমি কি আমার পা ফিরে পাব ? না, আমার বন্ধুদের রেসারেক্‌শন হবে ?"

"তবু," বাদল পীড়াপীড়ি করল, "তবু ভাবী মানবের লাভ। যুদ্ধ যদি উঠে যায় যৌবনের উপর থেকে রক্তশুল্ক উঠে যাবে, আমরা অক্ষত শরীরে জীবিত থেকে সভ্যতাকে নিত্য নব সম্ভারে সমৃদ্ধ করব।"

"মিস্টার সেন," বললেন মারউড, "এই যে বিরাট অপচয়টা ঘটে গেল আগে আমি চাই এর দরুন জবাবদিহি—বিধাতার কাছে, চার্চের কাছে, স্টেটের কাছে, পলিটিসিয়ানদের কাছে, দার্শনিকদের কাছে, কবিদের কাছে, ধনিকদের কাছে, শ্রমিকদের কাছে! আমার ভবিষ্যৎ নেই, আমার আছে অতীত। কেমন করে যে কী হয়ে গেল তাই আমার এখনো বোধগম্য হলো

না। বলুন, এই অপচয়ের অন্তিম সার্থকতা কী? না, এটা অপচয়ই নয়?"

বাদলও বিপদে পড়ল। যদিও সে তখন ছেলেমানুষ ছিল তবু ছিল তো সে জগতে। যুদ্ধের জন্যে তাকেও দায়ী করা যায় পরোক্ষ ভাবে। বিশ্বের প্রত্যেকটি ঘটনার জন্যে প্রত্যেকটি অণু পরমাণুও দায়ী। এখন মারউড্ জানতে চান এই অপচয়ের দরুণ বাদলের জবাবদিহি। এর কি কোনো আবশ্যক ছিল? এর কি কোনো সুফল ফলেছে? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী? মারউডের যে পা ভাঙল তার দ্বারা কার কী মঙ্গল হলো? দেশ কি চিরকালের মতো—অন্তত দীর্ঘকালের মতো—নিরাপদ হলো? কার জন্যে নিরাপদ হলো—ডেমক্রেসীর জন্যে, না পার্টিত্রয়ের জন্যে, না, Big Business-এর জন্যে, না, Trade Union-দের জন্যে।

"এই দেখুন না, একখানা ছোট দোকান নিয়ে পড়ে আছি, এই আমার অবলম্বন। এখানা যদি W. H. Smith বা তেমন কোনো কোম্পানী কিনে নেয়—নিয়ে আমাকে তাদের কর্মচারী করে—তবে কি আমার আপনার সঙ্গে আলাপ করবার এই স্বাধীনতাটুকু থাকবে? আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আমার নিজের জিনিস ভাঙতে গড়তে, এর মধ্যে প্রাণ ঢালতে, এর উপর কল্পনা ফলাতে, একে মনের মতো করতে পারব? ও যুদ্ধ তো আপনি সালিশী নিষ্পত্তির দ্বারা রোধ করলেন, এ যুদ্ধ—এই অর্থ নৈতিক যুদ্ধ—এই বৃহৎ কর্তৃক ক্ষুদ্রকে গ্রাস, এর কী মীমাংসা? ও যুদ্ধে আমার পা দুটো গেছে, এ যুদ্ধে যাবে আমার ব্যক্তিত্ব—কী ভীষণ অপচয়! অবশ্য যদি আমাকে মানবজাতির বা ব্রিটিশ নেশনের দিক থেকে কিছুমাত্র মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন।"

এখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাদল দ্বিতীয়ত্বহীন, অনন্যাধীন ও সমানস্বত্বসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে, নইলে সে লিবারল্ কিসের? পৃথিবীতে আর একটিও জেমস্ লিস্টার মারউড্ নেই। জেম্স্ লিস্টার মারউড-এর সত্তা স্বাধীন—অপরের দ্বারা যদি তাঁর সত্তা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে অপরের সত্তাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর কোনো মানুষের চেয়ে জেম্স্ লিস্টার মারুউডের স্বত্ব কম নয়, কারুর চেয়ে বেশিও নয়। নানা কারণে তাঁর দখল কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু স্বত্ব—টাইট্‌ল্—সমান। বাদল মানে পার্সনালিটি, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি। এদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে পার্সনালিটি। পার্সনালিটি যদি ক্ষুণ্ন হয় তবে জীবন বৃথা। আর পার্সনালিটি যদি না থাকে তবে তো জীবন থাকা না থাকা সমান। কমিউনিজমের উপর সেই জন্যে বাদলের রাগ। লেনিন নাকি বলেছেন যে পৃথিবীর এক পোয়া লোককে সুখী করবার জন্যে যদি তিন পোয়া লোককে হত্যা করতে হয় তবে তাই কর্তব্য। এখন ঐ এক পোয়া লোক কোন গুণে বাঁচবার অধিকারী হবে? ওরাও কেন সহমরণে যায় না! পৃথিবীতে একটাও মানুষ না থাক্‌লে তো পৃথিবী ভূস্বর্গে পরিণত হয়। না, মঁসিয়ে লেনিন, ওটা আপনার উন্মাদ্‌গ্রস্ততা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কেবলমাত্র তার মধ্যেই আছে, তার ভাইয়ের মধ্যে নেই, ছেলের মধ্যে নেই, বন্ধুর মধ্যে নেই, স্বজাতির মধ্যে নেই, স্বদেশবাসীর মধ্যে নেই। মারউড্ যদি মারা পড়তেন তবে পৃথিবীতে একটা ফাঁক রেখে যেতেন, ইংলণ্ডে একটা অভাব ঘটিয়ে যেতেন, সে ফাঁক ও সে অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হবার নয়, পূরণ হতো না। তিনি তো সেন্‌সাসের একটি সংখ্যা নন্। দেশের জনসংখ্যা

আজ কমেছে, কাল বাড়বে, জনসংখ্যার এটুকু অপচয় বলতে গেলে কিছুই নয়, জনসংখ্যার উপচয়ই ভাবনার কথা। কিন্তু পার্সনালিটির অপচয়! ও যেন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড! একটিমাত্র মিসেস্ পেস্‌কে বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ড দিলে সমগ্র ইংলণ্ডে বিপ্লব উপস্থিত হতো না কি? অথচ প্রাণের চেয়ে যা মূল্যবান, যার মূল্যে প্রাণের মূল্য, সেই পার্সনালিটির উপর রাশিয়াতে ও ইটালীতে রকমারি অত্যাচার—স্টেটের জগন্নাথের রথ মানুষের, সিটিজনের, বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেছে। মারউডের উক্তি যদি যথার্থ হয় তবে ইংলণ্ডের পার্টি ও Big Business কি দৈত্যের মতো হাঁ করে পার্সনালিটিকে গিলতে উদ্যত হয়নি?

৪

এতো অপচয় কেন? না, এ অপচয়ই নয়?

এই নিয়ে চিন্তা করতে বসে বাদলের মনে হলো জগতে কি অপচয়ের সীমা-পরিসীমা আছে? জগতের কথা ছেড়ে দাও, পৃথিবীর কথা—না, ইংলণ্ডের কথাই—ধর। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার, গ্লাসগো প্রভৃতির বস্তিতে কতো লোক জীয়ন্তে পচছে। সেই ক্যালিডোনিয়ান মার্কেটে দে সরকারের সঙ্গে যাওয়া মনে পড়লে এখনো গা ঘিন ঘিন করে। পিকাডিলীতে কতো বিশ্রী পুরোনো কাপড়পরা গরীব বুড়াবুড়িকে দেশলাই ও ফুল বেচবার ভাণ করে ভিক্ষা করতে দেখে বাদলের কান্না পেয়েছে, পকেটে হাত পূরে যখন যা উঠেছে তাই দান করে সে পালিয়ে বেঁচেছে। দে সরকার রহস্য করে তাদের বলেছে, 'বাবা, সবংশে লুটে খাচ্ছ

আমাদের দেশ, তবু পেট ভরল না? আমাদের পকেটে নজর?' বাদল রেগে সে সরকারকে নিষ্ঠুর বলে গালাগাল দিয়েছে।

বেকার বসে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে কতো যুবক। তাদের হাতে কাজ নেই, তারা তো ভাবুক নয় যে হাতে কাজ না থাকলে মাথা খাটাবার সুযোগ পাবে, তারা কর্মের অভাবে অকর্মণ্য হয়ে কর্মের অভ্যাস হারাচ্ছে, শিক্ষা বিস্মৃত হচ্ছে। কাজ পেলেও তারা কাজ রাখতে পারবে না, যদি না কর্তারা তাদের আবার শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়।

যারা বেকার নয় স-কার খাটুনির চাপে তাদের মগজ যাচ্ছে ভোঁতা হয়ে। তারা পড়ে বুঝতে পারে রোমাঞ্চকর খবর, দেখে বুঝতে পারে ঘোড়দৌড়, শুনে বুঝতে পারে ছেলেভোলানো বক্তৃতা। বাদলের মনে পড়ে একদিন রাস্তায় লোকের ভিড় দেখে সেও ভিড়ে গেছল, গিয়ে শুনল, বক্তা একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন, "আমার বন্ধুর সঙ্গে সেদিন দেখা হলো। বললুম, বন্ধু, তোমাকে এতো দুর্ব্বল দেখছি কেন? বন্ধু বলল, দুঃখের কথা কী বলব, আমার ফ্লু হয়েছিল। বটে? তোমার ফ্লু হয়েছিল? তিন হপ্তা ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেলে না কেন? হ্যাঁ, চেঞ্জে যেতে দেবে না আরো কিছু! একদিন কামাই করেছি, অমনি মালিক চোখ রাঙিয়ে বলেছে, তোমার ফ্লু হয়েছিল বলে আমার কারবারের লোকসানটা যা হলো সেটা কে পুষিয়ে দেবে শুনি? এই তো জীবন। সঙ্ঘবদ্ধ হও, ভাই সব। লেবার পার্টিকে পরিপুষ্ট করো। Vote Labour."

এমনি কতো অপচয়ই না সহজে চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যে সব পণ্যের তার সব কি মানুষের দরকার, দরকার হলেও অতো বহুল পরিমাণে? রকম রকম সিগ্রেট ও মদ; পেটেন্ট

ওষুধ ও টিনে বন্ধ খাদ্য; খুনখারাবির উপন্যাস ও যৌনব্যাপারের ছায়াচিত্র। উৎপাদক চায় শুধু লাভ, লাভ, লাভ। লাভের আশায় যা তৈরি করে ফেলেছে তা যদি কেউ না কেনে তবে তা তো অপচয় হলোই, আবার যে খরচটা করে ফেলেছে তাও গেল লোকসান। কোনোমতে সেটাকে যদি ক্রেতার ঘাড়ে চাপাল তার ক্রেতাও যে সেই ওষুধ খেয়ে সত্যি সত্যি সেরে উঠল বা সেই খাদ্য খেয়ে হজম করতে পারল তাও সব সময় হয় না। ভোক্তারও লোকসান হলো টাকার, অপচয় হলো শক্তির। কতগুলো কাঁচা মালের শ্রাদ্ধ হল। একখানা বই ছেপে বের করতে কাগজ কালি হরফ যন্ত্র ইত্যাদি হরেক রকম সরঞ্জাম তো লাগলই, অধিকন্তু কম্পোজিটার প্রুফ রীডার পাব্‌লিশার ও বিজ্ঞাপনলেখক কতটা উদ্যম ন্যস্ত করল। নাটের গুরু লেখক যা দিল তা হয়তো তার অর্ধেক জীবন। ও বই কেউ কিনল না, ধার করে পড়লও না। না কিনে ও না পড়ে কাগজওয়ালারা করল সমালোচনা, তাই পড়ে লোকে ভাবল, যথেষ্ট জ্ঞান হলো। এখন ঐ জ্ঞান পেটে থাকলে বন্ধু মহলে অপদস্থ হবে না। নাটকের প্রয়োজনীয় টাকা ও রিহার্সলের সময় খরচ হলো বিস্তর। স্টেজে ও জিনিস জমল না। বক্স আফিসের দিকে আর কেউ ঘেঁষল না। আর একটা রাত সবুর করে কর্তারা নাটক তুলে নিলেন।

অপচয়ের অবধি নেই। এই দেখ না বাদলের নিজের অবস্থা। পাস করবার জন্যে তাকে অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব পড়ে মনে রাখতে হলো, তারপর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হলো—মনের অপচয় হলো না কি? অন্যান্য ছাত্রদের তো আরো দুর্দশা। বেচারিরা হয়তো পাসই করতে পারবে না অথচ ভুলেও যাবে যা পড়েছিল।

পরবর্তী জীবনে ও বিদ্যার প্রয়োজন হবে না, হবে ডিগ্রীর প্রয়োজন। তারও বাজারদর এমন যে তার জন্যে যে খরচটা হলো বাজারদরের চেয়ে সেইটে হয়তো বেশি।

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে—বাদল ভেবে সাব্যস্ত করল—যে, অপচয় আছে। ইংলণ্ডেও আছে, ভারতবর্ষেও আছে, সর্বত্র আছে। মানবমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে, পরস্পর সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে সময় শক্তি ও স্বর্ণ অপচয় করে, করছে, করে আসছে। অজ্ঞতা যদিও প্রধান কারণ, অনধিকারচর্চাও সামান্য নয়। যাদের যে কাজে হাত দেওয়া উচিত নয় তারা সেই কাজে হাত দেবেই—গড্ডলিকার মতো। একজন ওই ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে, আমরাও কেন হব না? একজন পাস করে বড় চাকরি পেল, আমরাও কেন পাব না? একজন যা করে সফল হয়েছে আমরাও কেন তাই করব না?

পরিণামে ঐ একজনের ক্ষতি, অন্যান্য সকলেরও ক্ষতি। বলা যেতে পারে, প্রতিযোগিতার দরুন মাল সস্তা হচ্ছে, উৎকৃষ্টও হচ্ছে। সস্তা হচ্ছে সেটা প্রত্যক্ষ। উৎকৃষ্ট হচ্ছে কি? যন্ত্রপাতি হয়তো উৎকৃষ্ট হচ্ছে, কিন্তু শিল্পদ্রব্য? শিল্পদ্রব্য যারা বানায় তারা কি আর তেমন যত্ন করে নিজের হাতে বানায়? সেসব নিপুণ কারিকর কি আর আছে? কলে তৈরি লাখ লাখ একই মাপের একই ঢঙের জিনিস কি তেমনি তৃপ্তি দেয়?

বাদল বলল, "মিস্টার মারউড্, মানবের জগতে অপচয় আছে। প্রকৃতিতে আছে কি না তা অনুসন্ধান করিনি। এই অপচয়ের সার্থকতা অবশ্য এই যে তা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রসার বাড়িয়ে দেয়—কোনটা অপচয় তা জানলে কোনটা অপচয় নয় তাও জানি।"

"তা যদি জানতুম", মিস্টার মারউড্ বক্রোক্তি করলেন, "তবে আমরা হাজার তুই বছর আগে লড়াই করা ছেড়ে দিয়ে নতুন কিছু করতুম। ইতিহাস থেকে আমি এই শিখেছি যে ইতিহাস আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে, যেমন সূর্যোদয় করছে দিনে দিনে আপনাকে আবৃত্তি, যেমন জন্ম করছে পুরুষানুক্রমে আপনাকে আবৃত্তি। কয়েকটা সরল উপাদানে তৈরি হয়েছে এ জগৎ—ইতিহাসেরও তেমনি গোটা কয়েক সরল সূত্র। আমি এই শিক্ষা করেছি, মিস্টার সেন, যে শিক্ষা করলে জরা, অশিক্ষিত থাকলে যৌবন।"

"তার মানে?" বাদল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"মানে খুব সোজা। যে নেশন ইতিহাসের মর্ম জেনেছে সে নেশন কাজ কর্মে ইস্তফা দিয়েছে—খাওয়ার পর শোওয়া আর শোওয়ার পর খাটা আর মাঝে মাঝে লড়াই করা, এ ছাড়া আর নতুন কী করবে? বংশরক্ষার প্রবল তাড়না তাকে ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখে, তাও যখন তুর্বল হয়ে আসে তখন তার বিলোপ। আর যারা দেখেও শেখে না, ঠেকেও শেখে না, যারা বর্বর তারাই চিরকাল অপচয় দিয়েও মহোল্লাসে বাঁচে। কতো সভ্যতা নিস্তেজ হয়ে নির্বাপিত, কিন্তু বর্বরতা সমান দীপ্যমান।"

৫

"তা হলে," বাদল বলল, "আপনি অপচয়ের জন্যে চিন্তিত কেন?"

"সেই তো মজা," বললেন মিস্টার মারউড্। "অপচয় সম্বন্ধে অচেতন থাকলে আমি হয়তো এও ভুলে যেতুম যে আমি খঞ্জ, কিন্তু এই পা

আর সেই অপচয়—তুই আমাকে পেয়ে বসেছে। কেন, কেন, কেন—আচ্ছা আপনি কি ফিলসফার ?”

“না,” বাদল বলল নিশ্চিতভাবে। “ওঁরা ঘরে দরজা দিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ভাবতে বসেন। আমি ভাবতে বসি ঘোড়ার পিঠে। অবশ্য বিক্ষেপ আমিও বরদাস্ত করিনে। তবু আমার জাত আলাদা। আমি কর্মী হয়ে বেরোবার আগে চিন্তার দেনা চুকিয়ে দিতে চাই। আমি পার্লামেণ্টে যাব, মিস্টার মার্উড, আমি ইংলণ্ডের নেতৃত্বে পৃথিবীর সব নেশনকে সঙ্ঘবদ্ধ কবব। প্রতিযোগিতার যুগান্তকারী আমি, সহযোগিতার ঋষি। আমরা সবাই মিলে দোহন কর্ব পৃথিবীকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে, হয়তো যেতেও পারি উড়ে আমরা মঙ্গলগ্রহে কি চন্দ্রে। একটা সামঞ্জস্য করতে হবে উৎপাদনের সঙ্গে উপভোজনের —একটা ভাগাভাগি করতে হবে কোন দেশ কী বানাবে ও কোন দেশ কী ফলাবে। একটা আন্তর্জাতিক বিনিময়মান স্থাপন করতে হবে, মিস্টার মারউড্। পৃথিবীর একটা নতুন বন্দোবস্ত না করে এই গ্রহটার থেকে আমি নড়ছিনে।”

মারউড্ বাদলের মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে বোধ হয় ভাবছিলেন যে ছোক্‌রা হয় পাগলা গারদের ফেরারী বাসিন্দে, নয় পাগলা গারদে যাবার রাস্তা ধরেছে। ইহুদী ডিস্‌রেলী প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এ কি কখনো সম্ভব যে এই ভারতীয় যুবক একদিন ডাউনিং স্ট্রীটের বাসাটা দখল করবে ? প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে এর অভিযান, কিন্তু আমারই ভাগ্‌নে ফ্রেড্‌রিক গ্রেস্ যে প্রধান মন্ত্রীর পদে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

“মাই ডিয়ার সার্,” মারউড্ বাদলকে আপ্যায়িত করে বললেন, “বহু সংস্কারকের ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী বুড়ী ঘাগী হয়ে গেছে। একে ভেঙে

গড়বার কল্পনা বৃথা এ ভাঙা দূরে থাকুক বেঁকবেও না। প্রতিযোগিতার উপর যে ব্যবস্থা খাড়া হয়েছে তাকে নাড়া দিয়েছেন লেনিন, কিন্তু তাতে করে প্রতিযোগিতার উচ্ছেদ কি হবে? হবে বড় জোর রকমফের। আমি বেঁচে আছি ইতিহাসের পুনরাবর্তন দেখতে—যাই বলুন, ও জিনিস হাজার বার দেখেও অবসাদ নেই, প্রত্যেক বার মনে হয় নাও ঘটতে পারে অমন, আশা হয় নতুন কিছু আসছে।" তিনি বাদলের স্ফুরিত অধর লক্ষ্য করে ভাবলেন বাদল একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছে। মোলায়েম স্বরে বললেন, "না, মিস্টার সেন, অপচয়ের আপনি যে তাৎপর্য দিলেন তা আমি গ্রহণ করতে পারলুম না। আপনার মুখ থেকে যদি শুনি যে অপচয়ের কোনো সার্থকতা নেই, অপচয় হচ্ছে একটা unmitigated evil, কেউ ওকে থামাতে কিম্বা কমাতে পারবে না, মানুষের ও দুষ্টভাগ্য, তবেই আমি সন্তুষ্ট হব, তবেই পাব আমি সান্ত্বনা। জানব যে জীবনের কাছে জবাবদিহি চাওয়াটাই অন্যায়, জীবনের দস্তুরই হচ্ছে পাগলা ষাঁড়ের মতো অসতর্ক পথিককে অকস্মাৎ গুঁতিয়ে জখম করে দেয়, খতম করে দেয়। পৃথিবী নামক মুল্লুকে বাস করতে চাইলে অনিশ্চয়ের শাসন স্বীকার করে নিতে হয়। ওটা তার প্রথম শর্ত। বর্বর জাতিরা দিন আনে দিন খায়, ওদের দারিদ্র্য ভয় নেই, বার্ধক্য ভয় নেই, মৃত্যু ভয় নেই, ওরা মারে ও মরে বিনা আড়ম্বরে, ওরা ভালোবাসে ও ঘৃণা করে পর্যায়ক্রমে, যখন ভালো লাগে তখন খাটে, ভালো না লাগলে খাটে না। অপচয় ওদের যা হচ্ছে তার জন্যে ওদের পরোয়া নেই। ওটা বাঁচার অঙ্গ, ও না থাকলে বাঁচা বিস্বাদ লাগে। আমরা সভ্য জাতিরা বড়ো আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছি, আয়েশটি আগে, শৃঙ্খলাটি আগাগোড়া, তাই একটু অপচয় ঘটলে আমরা অধীর হই—কি সময়ের, কি অর্থের, কি উপকরণের।—"

এই বলে একজন আগতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে, কী চাই ?"

খঞ্জ উঠে গিয়ে সরবরাহ করতে পারেন না। বললেন, "ওই যে! ওইখানে রয়েছে। দয়া করে নিন্।" গ্রাহক দাম দিয়ে "গুড্‌বাই" বলে প্রস্থান করলেন। তখন বিক্রেতা বাদলের দিকে চেয়ে বললেন, "সব জিনিসের একটা মূল্য ধরা হয়েছে, তার দ্বারা অপচয়ের হিসাব কষা যায়। একজন অঙ্গীকার করে অন্য একজনকে বিবাহ করল না, হৃদয় ভঙ্গ করার দাও ক্ষতিপূরণ। ওটুকু অপচয়ও মাফ করা যায় না।"

তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে বাদল হাসল। সে তখন কঠিন মননে মগ্ন ছিল। অপচয় সমস্যা তো খুব সরল সমস্যা নয়। জীবনের সঙ্গে অপচয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কি সত্যই আছে? এমন সুদিন কি হবে না যেদিন অপচয় থাকবে না? তবে আর প্রগতি কী হলো, পারফেকশনে কই পৌছানো গেল? ইউটোপিয়াতে যা থাকবে না তার গোষ্ঠী-নাম অপচয়। তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—বিরোধ, প্রতিযোগিতা, অপরাধ, শাস্তি, আবর্জনা, ব্যাধি, দমন (repression), খণ্ডন (frustration), ভয়। আমাদের ক্রম অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ইউটোপিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় এই সব স্টেশনকে আমরা একে একে অতিক্রম করছি। এদের এক একটাতে ভুল ভেবে নেমে পড়ে দেখি যে ইউটোপিয়া নয়, অন্য স্টেশন, তখন আবার গাড়ীতে উঠি, হেসে বলাবলি করি আর একটু হলে গাড়ী ছেড়ে যেতো।

ইতিহাস কি কলুর চোখ ঢাকা বলদ—একটি ঘানিগাছকে ঘিরে অনাদি কাল থেকে ঘুরছে, অনন্ত কাল ঘুর্‌বে? প্রগতি কি তবে পরিবর্তন? পারফেকশন কি তবে বলদকে যা বল দেয়—অলীক স্বপ্ন? স্পেস্ কি তবে সরল রেখার মতো কালের পাতার

উপর আঁকা হয়ে যাচ্ছে না, তারপর সে পাতা গুটিয়ে গিয়ে সরল রেখার সঙ্গ রাখছে না? স্পেস্ কি প্রথম পড়ুয়ার মতো দাগা বুলাচ্ছে তো বুলাচ্ছে? কাল কি স্পেস্ কর্তৃক অঙ্কিত একটা মায়া মণ্ডল—নিজের লেজ কামড়ে ধরে থাকা একটা সাপ? যেখানে আদি সেইখানেই অন্ত? প্রত্যেক মুহূর্তই একটা বৃত্তের আদিবিন্দু—প্রত্যেক মুহূর্তই অন্য একটা বৃত্তের অন্তিম বিন্দু? এবং সকল বৃত্তই একই বৃত্তের পুনরাবৃত্তি?

"না," বাদল তার মনে মনে বলল, কিন্তু বলাটা মনের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মুখ দিয়ে নির্গত হলো।

মারউড্ জিজ্ঞাসুনেত্রে বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল, "না, মিস্টার মারউড্, ইতিহাস তার আপনাকে ঘিরে পুনরাবর্তন করে না। তা যদি করত তবে কালকের ঘটনা আজও ঘটত।"

"হা-হাআআ!" মিস্টার মারউড্ও সশব্দে হাসতে জানেন! "আপনি ও কথার আক্ষরিক অর্থ করলেন, মিস্টার সেন? তা আমার অভিপ্রেত নয়। ঘটনা বিভিন্ন, কিন্তু ঘটনার উদ্দেশ্য সেই এক, তাৎপর্য সেই এক। আপনার জীবনে যখন প্রেম আসবে আপনি ভাববেন এমন ভালবাসা কেউ কোনোদিন বাসেনি, এমন ভালোবাসা কেউ কোনোদিন পায়নি—কিন্তু সুচতুরা প্রকৃতি আপনার কাজটি করিয়ে নেবার জন্যে প্রত্যেকের চিত্তে অবিকল ঐ প্রবর্তনা উপজাত করে। মানুষ কি মোহমুক্ত ভাবে প্রকৃতির কোনো কর্ম করতে চায়! অনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশে দেশে প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে, এদের খোরপোশ যোগাতে প্রকৃতির পদে পদে আপত্তি, প্রকৃতি বলে, বনের প্রাণী যেমন একে অপরকে মেরে বৃদ্ধিকে ক্ষয় করে ও প্রকৃতির আয়ব্যয়ের

হিসাব মেলায়, মানুষও তাই করুক। কিন্তু মানুষকে মন্ত্র পড়ে অন্ধ না করে দিলে তো মানুষ তা করবে না। তাই ডেমক্রেসীর জন্যে যুদ্ধ। আগে হতো ভগবানের জন্যে, রাজার জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। পরেও হবে একটা কিছুর জন্যে। .... এই-যে, আসুন। কী চাই?"

গ্রাহক বিদায় হয়ে বাদল বলল, "তা হলে দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃতিই প্রজাবৃদ্ধির কাজ করিয়ে নিয়ে প্রজাক্ষয়ের কর্মে প্রেরণা দেয়। আদৌ প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজনটা কী ছিল?"

"সেই তো মজা," মারউড্ কষ্টের হাসি হেসে বললেন "লোকে চাকরি না করে ব্যবসা করতে যায় কেন, ব্যবসা করতে গিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলে কেন? প্রচুরতরের আশায় প্রচুরকে উড়িয়ে দিতে না জানলে বড়মানুষ কিসের? অজস্র অপচয় না করতে শিখলে বড়ো মানুষের স্ত্রী হওয়া যায় না। আমি যেন আমেরিকান টুরিস্টের হাতের একশ' ডলার নোট। সে তার স্যুটকেসের গায়ে আমাকে এঁটে দিয়ে লেবল বানায়, তার মুটেরা আমাকে ছিঁড়ে নিতে চাইলে আমার খানিকটা উঠে যায়, খানিকটা লেগে থাকে।"

"কিন্তু," বাদল উষ্ণ হয়ে বলল, "প্রকৃতির ঐ খামখেয়াল কি চিরকাল চলতে থাকবে? আমরা তা হলে কী করতে আছি? প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দিতে পারি সেটা জানেন?"

মারউডের দুটি ভুরু দুটি বিড়ালের মতো কুঁজো হয়ে দাঁড়াল, তাঁর গাল দুটি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে দুই দিকে দুই গর্ত সৃজন করল, আর তাঁর মুখগহ্বর বুঁজে গিয়ে রইল একটি ছিদ্র। তিনি বোধ হয় ভাবলেন, পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল। প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দেবে, এত বড়ো স্পর্ধার কথা কেউ এ পর্যন্ত বলেনি।

এই প্রথম শোনা গেল। প্রকৃতিকে জয় কর, দমন কর, শাসন কর, শোষণ কর—তা না, প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দাও! য়্যাঁ!

১১

দোকানে হাজিরা দিতে দিতে বাদল কাজের লোক হয়ে উঠল। গ্রাহক এলে মারউডের হয়ে সে-ই এটা পেড়ে দেয় ওটা বাড়িয়ে দেয়। কালো মানুষ দেখে যাঁদের কৌতূহল হয় তাঁরা একবারের জায়গায় দুবার আসেন। সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে শুনে একটি খুকী তো তার মা'কে ফস্ করে সুধিয়ে বসল, "O mummy, look, look, he can speak like a man", গরীবের ছেলেরা রাস্তায় খেলা করতে করতে দোকানে উঁকি মেরে পরস্পরকে আঙুল দিয়ে দেখায়—দ্যাখ, দ্যাখ, নিগার। একদিন দোকান থেকে বেড়িয়ে বাদল পিছন ফিরে দেখে একপাল ছেলে তার অনুসরণ করছে। তারা চুপি চুপি বলাবলি করছে, "Hush, hush, he will eat you up." বাদল ওকথা শুনে বিকট হাঁ করে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তখন ওরা চিঁ চিঁ করে লম্বা লাফ দিয়ে দশ হাত দূরে ছটকে পড়ল।

রাস্তায় যে সব সাবালক চলাফেরা করছিলেন তাদের একজন—এক প্রৌঢ়া—তাকে থামিয়ে বললেন, "I wonder if you will have a cup of tea with me." বাদল অপরিচিতার এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। যদি বলে আমি তো আপনাকে চিনিনে তা হলে হয়তো রূঢ়তা হবে। অথচ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও নিজেকে সুলভ করে ফেলা হয়। প্রৌঢ়া তার দ্বিধা লক্ষ্য করে বললেন, "You see, my children would love to see a black man eat."

বাদল অপমানে থর্ থর্ থর্ থর্ করে কাঁপল। তা:পর বললে, "আপনি কি জানেন না যে কালো মানুষরা শাদা ছেলেমেয়ে পেলে আর কিছু খেতে চায় না? Would your ohildren love to see a black man eat one of them?"

প্রৌঢ়া তো ভয়ে ভির্মি খেয়ে পড়ি পড়ি করলেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে বাদলকে জবাব না দিয়ে খট খট করে খুর চালিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম করছে, তার অল্প দূরে একটা বেঁটে শুঁটকো বুড়ো একটা শিকল-বাঁধা কুকুর নিয়ে এসে বসল। বাদলের ওর দিকে নজর ছিল না। এক সময় বাদলের কানে বাজল লোকটা তার কুকুরটাকে বলছে, "Do you know how to treat a native?" বাদল অবাক হয়ে কান পাতল।

"Oh, you don't know, my lad? Well, kick him. Like this, you know." এই বলে ঘাসের উপর এক লাথি।

বাদল এর অর্থ বুঝতে পারল না। কেই বা নেটিব, তার সঙ্গে কুকুরেরই বা কী সম্পর্ক! ভাবছে, এমন সময় শুনল, "Now there you see a native. Not as good a dog as you are. Kick him with your hind legs. Go. At him."

বাদল চেয়ে দেখল একটা বেঁটে শুঁটকো বুড়ো মাতাল তার দিকে ইশারা করছে। লোকটা বাদলের চোখ দেখে চোখ নামাল। বোধ হয় চক্ষুলজ্জায়। কুকুরটা ভালো মানুষের মতো জিব লক লক করছিল শুয়ে শুয়ে। বাদলের দিকে তাড়া করে আসতে কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল না তার। তবে পরের কুকুরকে বাদলের ভারী ভয়। হাতেও তার একখানা ছড়ি পর্যন্ত নেই। ও কুকুর যদি ক্ষেপে বাদল তাকে

কী দিয়ে ঠেকাবে? বাদল ভাবল পলায়নই পন্থা। কিন্তু তাকে পালাতে দেখলে কুকুরটাও উঠবে। কুকুরকে জাগিয়ো না, এই নীতি-বাক্য তার স্মরণে জাগল।

কাজেই সে অপমান পকেটস্থ করল। এমন ভাব দেখাল যেন সে কানে কম শোনে। সাহেবও আন্দাজ করলেন যে সে কেবল কালা আদমি নয়, সে কালা। এই আন্দাজের ফলে সাহেব যে চুপ করলেন তা নয়। সাহেবের ফুর্তি বাড়ল। তিনি ইংরেজী ছেড়ে হিন্দুস্থানী ধরলেন। বহুদিন হিন্দুস্থানী মুখখিস্তির সুযোগ পাননি। পেনসন নিয়ে দেশে ফিরে এসে অবধি আগুন যেন ছাই চাপা ছিল। তিনি 'শ' দিয়ে সুরু করলেন। বোধ হয় চা বাগানের কুলীদের বড়সাহেব ছিলেন, কিম্বা চটকলের কুলীদের। যে বাদলের ধারণা সে ভারত-বর্ষকে ও ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলোকে নিঃশেষে বিস্মৃত হয়েছে, অশ্লীল হিন্দুস্থানী গালিগালাজ শুনে সে হয়ে উঠল জাতিস্মর। সব বুঝতে পারে তার সাধ্য কী! তবু যা যা বুঝল তা স্বয়ং যীশু খ্রীস্টকে সাক্ষাৎ চেঙ্গিস খাঁ করে তুলতে পারত।

সুতরাং কুকুরের ভয় মনে না এনে বাদল গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। গোটা গোটা পা ফেলে বুড়ো মাতালটার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। গর্জন করল, "Apologise."

লোকটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "বা রে! হি হি! Indeed!"

বাদল এক চড়ে তার টুপিটা উড়িয়ে দিল। লোকটা তবু বলতে থাকল, "হি হি! ভারী আবদার।"

বাদল আর এক চড়ে তার মাথাটা বেঁকা করে দিল।

তবু লোকটা ক্ষমা চাইল না, রাগ করল না, কুকুর লেলিয়ে দিল না, বলতে থাকল, "হি হি! শূয়ারকা বাচ্চা। হি হি!—" (অমুদ্রণীয়)

বাদল ভাবল এটাকে যদি খুন করি তবু এটার শিক্ষা হবে না। কেন অনর্থক ফাঁসি গিয়ে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি করি। লোকজন তার কাণ্ড দেখে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে সোজা তাদের সম্মুখীন হয়ে বলল, "আইনের প্রয়োগ স্বহস্তে করেছি বলে দুঃখিত। লোকটা আমাকে ইতরের মতো গালাগাল দিচ্ছিল।"

লোকটা তখনো হি হি করছিল। মার খাওয়া মানুষ মার চুরি করে হাসছে দেখে ওরা আশ্চর্য হল, আশ্বস্ত হল। নইলে বাদলকে সে যাত্রা থানায় যেতে হতো।

বাদলের প্রসাদে মারউডের দোকানে খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়ছিল। মারউড্ সেটা লক্ষ্য করে বাদলকে অপচয়তত্ত্ব নিয়ে মাতিয়ে রাখল। "আহ্, মিস্টার সেন! আপনার নয়া বন্দোবস্তের ভিতরে অপচয়ের জন্য একটু ঠাঁই রাখবেন। সৌজাত্যের সাহায্যে জন্মত সবাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও সুবোধ হোক, কিন্তু জন্মের পর কেউ বিকলাঙ্গ হবে না, বিকৃতমস্তিষ্ক হবে না, অকালে মরে তার শিক্ষা দিতে যে ব্যয়টা হলো সেটাকে ব্যর্থ করে দেবে না - এ যে অবিশ্বাস্য।"

বাদল মেতে গেল। "ও হচ্ছে গল্পের উটের মতো। ওকে মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিলে ক্রমে ক্রমে তাঁবুর সমস্তটা ছেড়ে দিতে হবে। না, মিস্টার মারউড্, অপচয়ের জড় রাখব না।"

"O cruel Mr. Sen", মারউড্ বাদলকে ক্ষেপিয়ে দেন। "আপনার কি দয়ামায়া নেই? কালা বোবা খোঁড়া হাবারা যদি লুপ্ত হয় তবে তাদের সেবার জন্যে যে সব বুড়োবুড়ীরা চাঁদা দিয়ে পরমা তৃপ্তি পান তাঁদের হৃদয়বৃত্তি অচরিতার্থ রয়ে যাবে। বস্তির রোগা রোগা ছেলেমেয়েদেরকে যে সব পাদ্রী হাওয়া খাওয়াচ্ছেন তাঁদের নিজেদের খাওয়ার অবশ্য আপনি একটা উপায় করবেন,

কিন্তু তাঁদের মুরুব্বিয়ানার ঐ পরিণামের পর তাঁরা কি প্রাণে বাঁচবেন ?"

বাদল মুষ্টি উদ্যত করে বলে, "হাঁ, এইবার প্রাণে বাঁচাচ্ছি !"

৭

এক পেনী দামের খবরের কাগজ কিনতে এসে একদিন এক ভদ্র মহিলা জাঁকিয়ে বসলেন। মারউড্‌কে অতিপরিচয়ের স্বরে বললেন, "জিম্, তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলুম।"

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কেশে পাক ধরেছে। শাদাতে ধূসরে মিলে সে এক অপরূপ সমাস। চোখের রং প্রায় সবুজ। লম্বা মুখ, তার লম্বত্বের এক তৃতীয়াংশ নিয়েছে চিবুক। বাঁধানো দাঁত।

"দেখুন, আপনি এই শহরে এত দিন আছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমরা সবাই উৎসুক। আসুন না একদিন আমার ওখানে একটা সান্ধ্য পার্টিতে। আমি মিসেস্ গ্রেস্‌কেও বলব। জিমও আসবে।"

নেড়াকে খেতে বললে সে বলে, হাত ধোব কোথায় ? বাদল বলল, "আমি কিন্তু নাচতে জানিনে।"

"তাতে কী ? আপনাকে শিখিয়ে নেব। বল্‌রুম নাচ নয়, মরিস্ নাচ। লোকনৃত্য। আপনি ইংলণ্ডে কবে এসেছেন ?"

"সে কি আমার মনে আছে! যেন চিরকাল এদেশেই আছি।"

"মিস্ এফিংহাম," মারউড্ বললেন, "আপনি কি জানেন যে আমার বন্ধু এই দেশেই চিরস্থায়ী হবেন বলে স্থির করেছেন ?"

"ও!" মিস্ এফিংহাম চিবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে হাত-দিয়ে-টেপা

রবারের পুতুলের মতো ধ্বনি করলেন। "ও! 'আপনি তা হলে পর্যটক নন?"

"না, মিস্ এফিংহ্যাম," বাদল মুচকি হেসে বলল, "আমি পর্যটক নই। আমি বাসিন্দে।"

মিস্ এফিংহ্যামের উৎসাহ মন্দীভূত হল। তিনি জানতেন যে ইহুদীরাই ইংলণ্ডে বসবাস করে ইংরেজ বনে যায়। ভাবলেন বাদলও ইহুদী। ইহুদীর প্রতি তাঁর অমূলক ভয় ও বিদ্বেষ ছিল। এই ছোকরা তা হলে মার্লবরাতে এসেছে ব্যবসার স্থবিধা খুঁজতে। দোকান খুলে বাড়তে বাড়তে কতো বড়ো হবে কে জানে। এক এক করে জমি কিনবে বাড়ি কিনবে, সবাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনবে।

দেখতে দেখতে মিস্ এফিংহ্যামের অনুকম্পা বিরাগে পর্যবসিত হল। নিমন্ত্রণ যখন করে ফেলেছেন তখন প্রত্যাহার করতে পারেন না, তবে ব্যবহারটাকে ইচ্ছাপূর্বক রুক্ষ করলেন। বাদল কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে 'গুড্ বাই' বলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মিসেস্ গ্রেস্ ও মিস্টার মারউড্ সমভিব্যাহারে বাদল গেল মিস্ এফিংহ্যামের বাড়ি। তাঁর বাগানের লন্এর উপর নাচের আয়োজন। আসরের চারিদিকে দাঁড়িয়ে ও বসে নানা বয়সের নরনারী জুতো বদলাচ্ছেন। মিস্ এফিংহ্যাম বাদলকে মিষ্ট হাসির সহিত অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু সেই পর্যন্ত। মারউড্ তাঁর ভাঙা পা নিয়ে নাচতে পারবেন না, তিনি দর্শক হিসাবে এক প্রান্তে আসন নিলেন। বাদলও তাঁর পাশে মনমরা ভাবে বসল। ওদিকে মিসেস গ্রেসকে সাথী করবার জন্যে যুবক উমেদারের অভাব হয় নি, তিনি তাদের সবাইকে নিরাশ করে এক বৃদ্ধের সাথী হয়েছেন।

বলরুম নাচে যেমন পুরুষ একহাতে ধরে নারীর একটিমাত্র হাত ও অন্য হাত দিয়ে বেষ্টন করে তার কটি, আর নারী তার মুক্ত হাতটি রাখে পুরুষের কাঁধের উপর, মরিস নাচে তেমন নয়। মরিস নাচে হাত ধরাধরিও সর্বক্ষণব্যাপী নয়। স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে একা একা নাচতে নাচতে কখন এক সময় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নাচে। আবার বলরুম নাচে যেমন একটি বারের আদ্যন্ত সেই পুরুষকে সেই নারীর সঙ্গে নাচতে হয় মরিস নাচে তেমন কোনো বাঁধাবাঁধি নেই। সামনে যেই এসে পড়ুক তার হাতে হাত মিলিয়ে নেচে হাত ছেড়ে দিতে হবে।

মরিস নাচেরও নানা প্রকার আছে—প্রকার অনুসারে নাম। কোনোটাতে তালি বাজাতে হয়, কোনোটাতে কাটি বাজাতে হয়। তবে পদক্ষেপ সাধারণত দাঁড়িয়ে ধান মাড়াই করার মতো, মার্চ করার মতো। হাতও সেই সঙ্গে ওঠে নামে।

বাদল মারউডের পাশে বসে অধীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। অপর সকলে নৃত্যোল্লাসে তাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হল। এক দফা নাচ হয়ে গেলে মিসেস গ্রেসের নজর পড়ল বাদলের উপর। তিনি বলে উঠলেন, "O dear, why isn't my little Indian dancing ?" ওকথা শুনে মিস্ এফিংহামের খেয়াল হলো যে বাদল ইহুদী নয়, ভারতীয়। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বাদলের দিকে দৌড়িয়ে গেলেন ও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আপনি নাচতে জানেন না বললে শুনব না, মিস্টার সেন, আসুন আমিই আপনাকে শেখাব।"

বাদল এতক্ষণ মনে মনে ধেই ধেই করছিল, পর্যবেক্ষণ সূত্রে

যতটা শেখা যায় ততটা সে ইতিমধ্যেই শিখে নিয়েছে। দ্বিরুক্তি না করে উঠল। মারউড্ তাকে উঠতে দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হায়! পৃথিবীতে নবযুগ এলেও তাঁর নতুন একজোড়া পা গজাবে না। নৃত্যের আনন্দ তিনি চিরকালের মতো হারিয়েছেন। এই নৃত্যপর ও নৃত্যপরাদের কেউ কি তাঁর বেদনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে! সমবেদনা অবশ্য জনে জনে জানিয়ে গেছেন। মারউড্ মানবদ্বেষী নন, অপরের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতে চান বলে সামাজিক উৎসবে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকেন, কপাটে খিল দিয়ে ভোগক্ষমদের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। তবু অকারণে বুকটা বিমর্দিত হয়। পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠে অক্ষমতায় মুহ্যমান হয়। এর চেয়ে মরণ ছিল শ্রেয়। ঐ তো ষাট বছরের বুড়ো অশ্রান্তভাবে নাচছে। জীবনের আনন্দ সে কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে নেবে, এই যেন তার মতলব। মারউডের বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশটি বছর, কিন্তু জগতের গতিচ্ছন্দ ও নৃত্য হিল্লোল তাঁর কাছে এখন কল্পনার সামগ্রী।

বাদল যখন যোগ দিল তখন নাচের প্রকার পরিবর্তিত হয়েছে, এ নাচের পদ্ধতি প্রথমটার থেকে ভিন্ন। সে একেবারে আনাড়ির মতো নাচল, ভুল করল, অন্যের পথ জুড়ল, ধাক্কা খেল, মিস্ এফিংহামের সঙ্গচ্যুত হয়ে হাতে হাতে ফিরতে ফিরতে কার হাতের মাল কার হাতে গিয়ে পড়ল। তার নাচের ধরণ লক্ষ করে সবাই টিপে টিপে হাসছিল। মাটি ছেড়ে তার পা উঠছিল না, মাটি ছুঁয়ে থেকে সে যেন জোরে পায়চারি করছিল। তাতেই তার ক্লান্তি কতো!

দ্বিতীয় বারের নাচের শেষে মিস্ এফিংহাম তার সন্ধানে এলেন।

"সাবাস, মিস্টার সেন, কে বললে যে আপনি নাচতে জানেন না? আপনি একজন born dancer."

ঠিক এই সময়ে মুঙ্গেরে রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন waltz নাচছিলেন, tango নাচছিলেন, fox trot নাচছিলেন। জামালপুর থেকে তাঁর বাড়িতে মহাসম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গী বন্ধু বন্ধুনীরা এসেছিলেন। গ্রামোফোন বাজছিল, নাচ চলেছিল, নাচের ব্যবধানে পানীয় বিতরণ হচ্ছিল। নাচিয়েরা পানীয় মুখে তুলে চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'To our popular District Officer, Mr Sen, Rai Bahadur." রায় বাহাদুর ভাবছিলেন, যাক, কালকেই গঙ্গায় একটা ডুব দিলে সব ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যাবে।

কাজেই born dancer বটে। বাপকা বেটা। বিশ্বাস করল। ধন্যবাদ দিল। তারপর আগামী বারের নাচের জন্যে মিসেস্ গ্রেস্‌কে পাকড়াও করল।

৮

দ্বিতীয়বারের নাচ যখন চলছে তখন সেই কুকুরওয়ালা বেঁটে শুঁটকো বুড়ো কুকুরটাকে বাইরে বেঁধে নাচের চত্বরে উপস্থিত। ভারতবর্ষে সারাজীবন কাটিয়ে তার সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস শিথিল হয়েছিল। বহুৎ পুঁজি নিয়ে ফিরেছে, নবাবপুত্তুর, তার জন্যে নাচ কেন আটক থাকবে না দিতে হবে এর কৈফিয়ৎ। সমাজে ওঠবার জন্যে সে অনেক ঝুলাঝুলি করেছে। এখানে ওখানে চাঁদা দিতে দিতে তার টাকার থলিটির তেমন ভুঁড়ি আর নেই। এর পরেও যদি সে আধঘণ্টা দেরি না করতে পারে তবে তার মর্যাদা কী থাকল

কেউ তাকে অভ্যর্থনা করল না, বাড়ির ঝি ছাড়া। নাচ তার খাতিরে এক সেকেণ্ড থামল না। মারউড্ যেখানে বসেছিলেন সেইখানেই বসে রইলেন। বুড়ো তখন একটা আস্ত লবস্টারের মতো লাল হয়ে হাতের কাছে যে চেয়ারটা পেল তাতেই ধপ করে আছাড় খেল। দু তিনবার নাক শুঁ শুঁ করল। যেন কিছু শুঁকল। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে গোলাকার করে বাঁ চোখের সামনে ধরল। সেই দূরবীণ দিয়ে কী দেখতে পেল তা সেই জানে। সেটা নামিয়ে আরো বার দু' তিনেক শুঁ শুঁ করল। ডান হাতের আঙুলের দূরবীণ ডান চোখে লাগিয়ে যা দেখল তাও তার বিশ্বাস হল না। পকেট থেকে বের করল চশমা। চশমাটা নাসাগ্রে স্থাপন করে চক্ষুপিণ্ড দুটাকে যেন উপড়িয়ে তার উপর ফেলল।

সে যেখানে বসেছিল আর কেউ সেখানে ছিল না। আপন মনে যা তা বলতে লাগল।

দ্বিতীয় বারের নাচ ভাঙলে গৃহকর্ত্রী মিস এফিংহাম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু, মিস্টার পিউ।"

পিউ ফোঁস করে উঠল। বলল, "আমি যদি জানতুম যে একটা কালো নিগার ইংলণ্ডের পরম পবিত্র গৃহস্থালয়ে প্রবেশ করে ইংলণ্ডের সুন্দরী তরুণীদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে—O Lord!"—কথাটা শেষ না করে সে দুই হাত নিংড়াতে লাগল। পরম শোকের সময় পশ্চিমের লোক যা করে।

সুন্দরী তরুণী সেখানে বড়ো কেউ ছিল না। সুন্দরী তরুণী বলরুম নাচ ফেলে মরিস নাচবে কোন দুঃখে! ছিল যারা তাদের প্রায় সকলেই মধ্যবয়সিনী, কিংবা তরুণী হলে অসুন্দরী।

মিস্টার পিউ দক্ষিণ হস্ত আস্ফালন করে চিৎকার করে উঠল, "Down with the swell, swarthy native."

বীরবরের ধারণা ছিল বিশজন স্ত্রীপুরুষের সকলে সহর্ষে সাড়া দেবে, দেশপ্রেমিককে অভিনন্দন করে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' ধ্বনি করবে, বাদলকে গলাধাক্কা দিয়ে বাইরে পৌঁছে দিলে মিস্টার পিউ তার গায়ে কুকুর লেলিয়ে দেবে।

কিন্তু একজনও তার সমর্থন করল না। মিস এফিংহাম কাঁপতে কাঁপতে শুধু বললেন, "How dare you ?"

মিস্টার পিউ জড়পুত্তলীবৎ নির্বাক।

"How dare you insult my guest ?" মিস এফিংহাম চার দিকে চেয়ে বাদলের অন্বেষণ করলেন, দেখলেন সেও দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

"How dare you insult the girls ?" মিস এফিংহাম আবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন বাদল যাকে যাকে স্পর্শ করেছিল তারাও লজ্জায় লোহিত।

"And how dare you insult me !"

মিস্টার পিউ বিড় বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না। মিসেস গ্রেসের সঙ্গে প্রথমে হাত মিলিয়েছিলেন যে বৃদ্ধটি তিনি বললেন, "আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত।"

পিউ যদি ক্ষমাপ্রার্থনাই করবে তবে সে নবাবপুত্তুর কিসের ?

সে ফিক করে হাসল। "হি হি। বটে!"

একে একে সবাই তাকে চেপে ধরল। সে তবু হি হি করল এক অদ্ভুত স্বরে। তখন মিস এফিংহাম অতিশয় বিনয়ের সহিত বললেন, Will you please leave my house ?"

সে বলল, "হি হি।" তারপর প্রাচ্যপ্রথায় একটা সেলাম করে কী বিড় বিড় করতে করতে হন হন করে বেরিয়ে গেল। একবার পিছন ফিরে বাদলকে লক্ষ্য করে একটি লাথির অভিনয় করল।

মিস এফিংহাম বাদলের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি যদি ওর নামে নালিশ করেন আমি সাক্ষী দেব।"

বাদল বলল, "অপমানটা তো একা আমার নয়। নালিশ করতে হলে সবাইকে করতে হয়।"

ও প্রস্তাবে কারুর উৎসাহ লক্ষিত হল না। পিউ হল মার্লবরার একজন সম্পন্ন অধিবাসী, তার চাঁদায় স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিপালিত। তার নামে যদি নালিশ করতে হয় তবে বিদেশী যুবকটি করুক। যা শত্রু পরে পরে। সাক্ষীও যে সকলে দেবে তাও তাদের মুখভাব থেকে অনুমিত হল না।

মিসেস গ্রেসের বৃদ্ধ বললেন, "না, না, নালিশ কেন? সামাজিক ব্যাপারে আপস্ করাই সঙ্গত। আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি একটা মিটমাট করে দেব। লোকটা একগুঁয়ে, একটু সময় লাগবে।"

স্থির হল যে মিস এফিংহাম ও তিনি বাদলকে সঙ্গে করে পিউর বাড়ি যাবেন। তাতেও যদি ফল না হয় তবে স্থানীয় ধর্মযাজকের সাহায্য নিতে হবে।

এই সরল সমাধানের পর কথা চলে না। আমোদ করবেই বলে কোমর বেঁধেছে যারা তারা ঐ তুচ্ছ সমস্যায় ওর বেশি সময় নিয়োগ করতে অনিচ্ছুক। নাচ সমানে চলল। শুধু বাদলের পা অচল।

সে মারউডের কাছে গিয়ে বসতেই মারউড বললেন, "মিস্টার পিউ কি আপনাকে আগে থেকে চিনতেন?"

বাদল তখনো নার্ভাস বোধ করছিল। মারউডকে সেদিনকার

গল্প বলতে বলতে চাঙ্গা হয়ে উঠল। যাক, মেরেছি তো কয়েক ঘা। হতভাগা কাপুরুষ লাথি দেখিয়ে গেল, পায়ের কাছে ছিল না তাই রক্ষা, নইলে ও একটি না বসাতে আমি দুটি বসিয়ে দিতুম।

মারউড বললেন, "ভারতবর্ষের লোকের উপর কেন এ অহেতুক অবজ্ঞা! মিস্টার পিউ তো আপনাকে আপনি বলে অপমান করেননি, করেছেন আপনি ভারতবর্ষজ বলে।"

কথাটা বাদলের মর্মে বিদ্ধ হল। বাদলকে সে লোকটা অপমান করেনি, করেছে বাদলের বর্ণে ও রূপে যে দেশের পরিচয় সেই দেশকে অপমান। এখন এই বর্ণ ও এই রূপ কি এতই অবজ্ঞেয়? আর এই বর্ণ ও এই রূপ কি যথার্থ-ই বাদলের 'আপনার' থেকে বিচ্ছিন্ন? তা যদি না হয় তবে তো ঐ অবজ্ঞা বাদলকেও অর্শায়!

লোকটা যদি বাদলের গায়ে লাথি মারতো তা হলে কি বাদল এই ভেবে তাকে ক্ষমা করত যে লোকটা আমাকে লাথি মারেনি, মেরেছে আমার গায়ে যে বংশের লক্ষণ দাগা হয়ে গেছে সেই বংশকে? আমার শরীরটা কি আমার আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন? বংশটা কি এতই জঘন্য যে যাতে তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাই পদাঘাতযোগ্য?

চকিতে বাদলের জ্ঞান হলো, মনে আমি ইংরেজ হতে পারি কিন্তু দেহে আমি ভারতীয় এবং দেহও সত্য। দেশকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু দেহকে পারিনে। আর দেহকে যদি অস্বীকার না করি তবে দেশকে করা স্বতোবিরুদ্ধ। দেশ তো কেবল দেশের মাটি জল নয়, দেশ হচ্ছে রেস। আমার চেহারা, আমার গায়ের রং, আমার মস্তিষ্ক—এ সব সেই রেস-এর সামিল। তার থেকে এদের ছিন্ন করে আনলেও এদের পরিচয়ের পরিবর্তন হয় না। সেই রেসকে যে লোক ঘৃণা করে সে যে এদেরকেও ঘৃণা করবে এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বাভাবিক বলে কি তা সহনীয়? কদাচ নয়। কালো বলে আমি কুশ্রী নই, পিউটা তো রীতিমতো কদাকার। তার কুকুরও তার চেয়ে সুদর্শন। কালো বলে সুধীদা কুশ্রী নয়। রবীন্দ্রনাথ কুশ্রী নন, জগদীশ বসু কুশ্রী নন। (অবশ্য 'কালো' এ স্থলে পিউর ব্যবহৃত শব্দ।) ভারতীয়দের মধ্যে কুশ্রী নিশ্চয় অনেক আছে, কিন্তু ইউরোপীয়দের মধ্যে পিউও তো একমাত্র কদাকার ব্যক্তি নয়। এমনও নয় যে ভারতীয়রা সাধারণত কুশ্রী ও ইউরোপীয়রা সাধারণত সুশ্রী। তবে কেন পিউ কালো মানুষদের এমন ঘৃণা করে?

এর কারণ আর যাই হোক কালো মানুষদের কালিমা নয়। হতে পারে তাদের চরিত্রগত দীনহীনতা। কিম্বা তাদের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য। আমি তো তাদের চরিত্রের অংশ নিইনি, আমি তাদের ইতিহাসের থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেছি—আমার ভারতীয় স্মৃতির অবশেষ নেই—আমি তবে কেন ঘৃণাভাজন হব? আর সত্যই কি তাদের চরিত্র ও ইতিহাস ঘৃণাভাজন? সুধীদাকে দেখে তো তা মনে হয় না? জানতে ইচ্ছা করে সুধীদা এরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবহার করত। সুধীদা বোধ হয় ভাবত, অবমাননার যোগ্য নই বলে শক্ত করে জানলে অপমান যে গায়ের জোরে করবে তাকে বাধা দিতে হবে না। তার গায়ের জোরটুকু ফুরিয়ে গেলে সে আপনি পায়ে পড়বে। আমার কর্তব্য অটল থাকা, ধাক্কা খেয়ে যেন না গড়াগড়ি যাই। ভারতবর্ষের ভরসা তার আত্মার অটলত্ব। ভারতবর্ষের নীতি, Resist not evil.

৯

বৃদ্ধ মিস্টার হডার ও নিমন্ত্রণকর্ত্রী মিস এফিংহামের সঙ্গে

অপমানিত বাদল গেল অপমানকর্তা মিস্টার পিউর বাড়ি। লোকটার পোশাক দেখে তাকে একটা ছন্নছাড়ার মতো মনে হলে কী হয়, বাড়িখানা তার যক্ষপুরী। বিপত্নীক কি কুমার তা বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু নিঃসন্তান। আড়াই গণ্ডা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তার চিত্ত বিনোদন করে। ঘোড়াও আছে গোটা দুই। বাড়ির নাম রেখেছে, "HOME FOREVER." অর্থাৎ আর বিদেশে যাচ্ছিনে, এইখানে মরব।

পিউ বাড়িতেই ছিল, বাদলের মুখ দর্শন করে তার পিত্ত প্রকুপিত হলো। বাদলেরও চিত্ত রসসিক্ত। বাদল বাগানে পায়চারি করতে থাকল, অন্যেরা এগিয়ে গেলেন।

হডার বললেন, "দেখুন মিস্টার পিউ, অতিথি হয়ে যে বাড়িতে গেছেন সে বাড়ির কর্ত্রীর মান রাখতে হয় সর্বাগ্রে।"

পিউ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "মান তো আমারই গেল, উল্টো আমার দোষ!"

"সে কী, মিস্টার পিউ!" মিস এফিংহাম মিহি সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"হাঁ, ম্যাডাম, মান আমারই গেছে। একটা নেটিভ কুলীকে যে পার্টিতে ডেকেছেন আমাকেও ডেকেছেন সেই পার্টিতে। আপনি কী জানেন না যে আমি ছিলুম দশ হাজার কুলীর হর্তকর্তা বিধাতা! অমন কতো ব্যাবো, কতো বেবুন, আমার নোকরি করেছে। Oh, its incredible, ekdam incredible, bilkul incredible hai!" (ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীর মিশাল।)

তিনি তিনবার শুঁ শুঁ করে বর্ণনা করলেন কেমন করে আঙুলের দূরবীণ দিয়ে কালো মানুষ দেখে প্রথমটা তিনি নিজের

দুই চক্ষুকে বিশ্বাস করেননি! পরে প্রচক্ষু নাকে লাগিয়ে ঠিক বিশ্বাস করলেন।

তিনি আর্তস্বরে বললেন, "আপনারা তাকে আমার বাড়িতে এনেছেন, তাকে বসতে দিলে আমার ড্রইং রুম নোংরা হবে।"

"সে কী মিস্টার পিউ! তিনি যে লণ্ডনে আইনের ছাত্র। He must be treated as such." মিস্ এফিংহাম সবিস্ময়ে বললেন।

"How do they treat their own untouchables?" মিস্টার পিউ খেঁকি কুকুরের মতো খেঁক করে উঠল।

সেকথা মিস্ এফিংহাম কী করে জানবেন? তিনি মিস্টার হডারের দিকে তাকালেন। হডার বললেন, "মিস্ এফিংহাম তো আপনার মতো ভারতফের্তা নন। তিনি যা করেছেন অজ্ঞানে করেছেন। তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে তাঁর ভুল শুধরে দিলেই ঠিক হতো। এতগুলো মানুষের সাম্‌নে আপনি তাঁকে অপদস্থ কর্‌লেন, আমি প্রকাশ্যে আপনার কাছে apology তলব কর্‌লুম, আপনি হি হি করে হাসলেন—এর একটা মীমাংসা চাই, মিস্টার পিউ।"

পিউ নরম হয়ে বলল, "ঐ apology কথাটার একটু ইতিহাস ছিল। তাইতে আমার ভারি রাগ হয়েছিল। রাগ হলে আমি হাসি। It pays you in the long run."

"In the long run কী লাভ হবে তা আপনি বসে বসে খতান। আপাতত মিস্ এফিংহামের কাছে মাফ চান্ দেখি।"

পিউ মুখ কাঁচু মাচু করে বলল, "Forgive, but do not forget."

নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করে মিস্ এফিংহাম ঝট্ করে

একবার বাড়িখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। কে জানে হয়তো তিনিই এই যক্ষপুরীর অধীশ্বরী হবেন। অতএব মালিকটিকে মাফ করাই পলিসী। বাদলের হয়ে তার পাওনা দাবী করলেন না। উঠলেন ও এক গাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। "আপনি আরেকদিন আসুন, মিস্টার পিউ। আপনি গরহাজির থাকায় নাচটা সেদিন জুৎ হল না। আপনার প্রিয় কুকুরটিকেও আনতে ভুলবেন না।" এই বলে তিনি সেটাকে একটু আদর করলেন। তার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, "কী হলো ?"

মিস এফিংহাম বললেন, "মিস্টার পিউ জানতে চাইলেন, আপনারা আপনাদের অস্পৃশ্যদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন। আমি জানতুম না বলে জানাতে পারলুম না।"

"কিন্তু," বাদল বলল, "আমি তো অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করেছি, অপরে যদি অনুরূপ ব্যবহার করে সেজন্যে আমি তো দায়ী হতে পারিনে।"

মিস এফিংহাম নির্লিপ্তভাবে বললেন, "কী জানি, আমি অত বুঝিনে। তবে আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনি ওঁর কাছে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার প্রত্যাশা করবেন না।"

"তবে," বাদল কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আমি নালিশ করব ?"

"করতে পারেন," মিস এফিংহাম উদাসীনভাবে বললেন, "কিন্তু সাক্ষ্য দিতে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। আমার মতে ও ঘটনা আপনার ভুলে যাওয়াই ভালো।"

মিস্টার হডার এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বাদলের কাঁধে একটা

হাত রেখে বললেন, "That's wisdom. মামলা মোকদ্দমা বড়োই ব্যয়সাপেক্ষ। জিৎ যে হবেই তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?"

বাদল এদের পক্ষ পরিবর্তনে নিতান্ত মর্মাহত হয়েছিল। ভণ্ডামি বরদাস্ত করতে পারল না। বলল, "বিবাদী যদি সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে নেয় তবে পরাজয় অবধারিত।"

"কী বললেন!" "কী বললেন!" তাঁরা দুজনে একসঙ্গে গর্জে উঠলেন।

"আমি পুনরুক্তি করতে বাধ্য নই। গুড বাই।" বাদল প্রস্থান করল।

১০

বৃত্তান্ত শুনে মারউড মন্তব্য করলেন, "মৌখিক ক্ষমাপ্রার্থনায় আপনি কৃতার্থ হয়ে যেতেন না। তবে কেন মন খারাপ করছেন, মিস্টার সেন?"

বাদল বলল, "মৌখিক বলছেন কেন? মানসিকও তো হতে পারতো?"

"বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মন এত ঘন ঘন বিবর্তিত হয় না যে কালকের ঘৃণা আজকে সম্ভ্রমে পরিণত হবে।"

"তবে কি আমি ঐ ঘৃণা নীরবে পরিপাক করব?"

"ইচ্ছা করলে আপনি পাল্টা ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু ঘৃণার অস্তিত্ব যখন অস্বীকার করতে পারবেন না তখন সহ্য না করে কী করবেন?"

"কেন, দণ্ডবিধান?"

"দণ্ডবিধাননির্মূল করে ঘৃণাকে করা যায় না। ফরাসীদের উপর

জার্মানদের ঘৃণা কি লেশমাত্র ন্যূন হয়েছে? না অতিমাত্রায় অধিক হয়েছে?"

"পরেরটাই।"

"তবে?"

"তবে কাপুরুষের মতো সহ্য করে যাব?"

"আমি কি তাই করতে বলছি? বললুম না ইচ্ছা করলে পাল্টা ঘৃণা করতে পারেন? ফরাসীরা যা করছে।"

বাদল বিচার করল। বলল, "নাঃ। কুকুর মানুষকে কামড়ায় বলে মানুষও কুকুরকে কামড়াবে, বাঘ মানুষকে খায় বলে মানুষও বাঘকে খাবে, এ কখনো ঠিক নয়! পিউকে সেদিন চড় মেরে অন্যায় করেছি। বোধ হয় সেই রাগে সে অমন অপমান করল। ওটাকে চড় না মেরে নিজের কানে হাত দিলেই চুকে যেত।"

মারউড খুশি হয়ে বললেন, "সব চেয়ে সোজা যুক্তিটা সব চেয়ে দেরিতে মনে আসে।"

বাদল আবার চিন্তা করল। এবার বলল, "বিবাদ চুকে যেত বটে, কিন্তু ঘৃণা তো বেঁচে থাকত। ঘৃণাকে হত্যা করবার উপায় কী?"

"আর যাই হোক ঘৃণাকারীকে হত্যা নয়।"

"না, তা তো নয়ই।"

"আমার মনে হয় ঘৃণার কারণ অনুসন্ধান করে তার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেই অনুসারে নিজের চিকিৎসা করা। পক্ষান্তরে পাগলের চিকিৎসা করানো।"

"তা হলে বিবেচনা করতে হয় পিউর ঘৃণাটা আমার রোগ দেখে, না ওর নিজের রোগ থেকে।"

মারউড মাথাটাকে কাৎ করে বললেন, "হুবহু তাই।"

বাদল বলল, "ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর তো তার ঘৃণা নেই, ঘৃণা আমার রেস-এর উপর। আমার রেস-এর যদি কোনো দোষ থাকে তার জন্যে কি আমি দায়ী? ওর দোষ বিদূরিত করবার দায় কি ন্যায়ত আমার?"

মারউড বললেন, "বাপের রোগ ছেলেকে বর্তে তা কি দেখা যায় না? দায়িত্বের সম্বন্ধ না হলে কেন বর্তায়? বংশগত রোগের উচ্ছেদ না করলে যে বংশ উচ্ছন্ন হবে, মিস্টার সেন।"

"তাঁর মানে ভারতবর্ষের যতদিন ঘৃণার্হতা থাকবে আমাকেও ততদিন ঘৃণাসহিষ্ণু হতে হবে—যেখানেই থাকি না কেন?"

"যেখানেই থাকুন না কেন।"

"যত বড়ো হই না কেন?"

"যত বড়ো হন না কেন!"

"ইংলণ্ড যদি ঘৃণার্হ না হয় তবে পিউর মতো তুচ্ছ ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীর মতো উচ্চ ব্যক্তির চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী হবে?"

"হবে, ইংলণ্ড যদি ঘৃণার্হ না হয়।" মারউড জেরার চোটে জর্জর হয়েছিলেন। ক্ষীণ হাস্য করে বললেন, "মহাত্মা গান্ধী কে? মিস্টার গ্যাণ্ডী বলে তো একজন ছিলেন, পড়েছি।"

"তিনিই। আস্ত মধ্যযুগীয় মানুষ—আইডিয়ার দিক থেকে পাঁচ শ' বছর পশ্চাৎপদ। কিন্তু একেবারে খাঁটি।"

"তবে! সে তো বড়ো সুলভ গুণ নয়। দেশের পাপ অমন একজন মানুষের বিশুদ্ধতার দ্বারা বহু পরিমাণে ক্ষালিত হতে পারে, সন্দেহ নেই। আবার একজন বা একদল মানুষের পাপে দেশের মহাদুর্গতি। ইংলণ্ডের তাই ঘটছে। Daily M—ইত্যাদি কাগজ দেশের শরীরে বিষ অন্তঃপ্রবিষ্ট করে দিচ্ছে। আজ আমরা এক পেনী

করে দাম দিচ্ছি, কাল যে দাম দেব তার সোনারূপায় হিসাব হবে না, বুকের রক্তেও নয়। আত্মার বিশুদ্ধির অপচয়। প্রত্যহ সকালে যে সর্বনাশ ঘটছে মহাযুদ্ধ তার কাছে লাগে না। আমি পার্টির ও Big Business-এর নিন্দা করেছি, কিন্তু প্রেস-এর নিন্দা করবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাইনে।"

বাদল লিবারল মানুষ, প্রেসের স্বাধীনতায় গোঁড়া বিশ্বাসী। ডেমক্রেসী তার উপাস্য দেবতা, পার্টি তার উপাসক সম্প্রদায়, প্রেস তার সাম্প্রদায়িক প্রচারক। Big Business নিজের স্বার্থপরতার দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করছে। আজ যে আমরা শস্তায় সব জিনিস পাচ্ছি—বই কাগজ থেকে মোটর গাড়ি পর্যন্ত—এর জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব? Big Businessকে। ভূপর্যটন এত সুকর অথচ এতো সুলভ হলো কার কর্তৃত্বে? Big Business-এর। ঘরে ঘরে বিজলির বাতি কে জ্বালাল? Big Business. তার কীর্তির সুমারি হয় না। ডেমক্রেসী যদিও দেবতা তবু Big Business-এর কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করতে অসমর্থ। যার কর্ম তারে সাজে—দেবতার কর্ম দেবতার, বিষয়ীর কর্ম বিষয়ীর। যারা ডেমক্রেসীও মানে, সোশ্যালিসমও মানে তারা বোঝে না যে কল কারখানা দোকান হাট চালাবে Big Business-এর চেয়ে বৃহত্তর এক ব্যুরোক্রেসী। পার্লামেণ্টের মেম্বাররা তো কয়লার খনির নিত্য কাজ নিত্য তদারক করে বেড়াবেন না, ব্যাঙ্কেও গিয়ে দিনের শেষে তহবিলের হিসাব নেবেন না। আর ভোটাররাও নিজ নিজ গণ্ডীর বাইরে পা বাড়ালে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধিয়ে বসবে। অতএব ঐ বিরাট ব্যুরোক্রেসী নিজের চালে চলবে, চুরি করলেও ধরা পড়বে না। আজ আমরা যে ক্ষুদ্র

ব্যুরোক্রেসির সাধুতায় ও পটুতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছি অনবরত তার পিছনে প্রেস লেগে রয়েছে বলেই সে এমন। কিন্তু সোশ্যালিজমের আমলে প্রেসও তো আমলাদের দ্বারাই চালিত হবে, প্রেসের আমলা ভাইরা কী ডাকঘরের আমলা ভায়াদের দোষ ঘাঁটবে? পার্লামেণ্টের মেম্বাররা কেমন করে ভিতরের খবর পাবেন যদি না চর পোষেন? আর সেই চরই যে সত্য কথা বলবে তার প্রমাণ কী? সোশ্যালিজম্-এর পরিণাম ব্যুরোক্রেসী, ব্যুরোক্রেসীর পরিণাম চর প্রয়োগ। রাশিয়াতে তাই হয়েছে। কিন্তু তাই চরম নয়। অবশেষে ব্যুরোক্রেসীর ষড়যন্ত্রে কোনো একজন উচ্চ পদস্থ আমলা স্টালিনকে দেবেন ভাগিয়ে, নিজেই তাঁর স্থানে ছত্রপতি হয়ে বস্‌বেন, সৈন্যদের ভাতা বাড়িয়ে দেবেন ও সোভিয়েটরা যদি বিদ্রোহী হয় তবে বিদ্রোহীদের উপরে সৈন্য লেলিয়ে দেবেন। নেপোলিয়নও তো গোড়াতে ছিলেন একজন আমলা।

বাদলের ইচ্ছা করল বলতে, "মিস্টার মারউড্, আপনি লেংড়া মানুষ, আর কিছু তো করতে পারেন না, করেন বসে নিন্দা, ধরেন বসে দোষ।" কিন্তু ভদ্রলোকের মনে কষ্ট হবে।

বলল, "আপনি ভালো করে ভেবে দেখবেন Big Business-এর বিকল্প কী। তা যদি হয় সোশ্যালিজম তবে তার চরম পরিণাম ব্যুরোক্রেসী কর্তৃক রাষ্ট্র দখল।"

"তা কেন?" মারউড সাশ্চর্যে বললেন, "Big Business-এর বিকল্প সোশ্যালিজম্ নয়, ছোট ছোট ব্যবসা। আমি পরকে খাটাইনে, খাটুনির সবটা আমার নিজের। আপনি ও আমি দুজনে মিলে ব্যবসা করলে খাটুনিটা বখরা করে নেব। জন দশেকেও ব্যবসা মন্দ চলে না, হয়তো জন শতকেও না। তবে sleeping

partner কেউ হবে না। আমি পরের টাকা নিয়ে কারবার করতে ও পরের কাছে জবাবদিহি করতে নারাজ। আর পরকে খাটাতে যে আমার প্রবৃত্তি হয় না ও কথা একটু আগেই বলেছি। ভাড়াটে লোক যেখানে বেশি ভাড়া পাবে সেখানে যাবে, তার স্বার্থের সঙ্গে আমার স্বার্থের যোগাযোগ সম্পূর্ণ আকস্মিক। আমি চাই স্বার্থে স্বার্থে অর্গ্যানিক সহযোগ, যেমন আমার হাতের সঙ্গে" —মারউড করুণ হেসে বললেন, "পায়ের।"

"বুঝেছি," বাদল সবজান্তার মতো মাথা নাড়ল। "বুঝেছি, আপনি আরেকজন গান্ধী। মূর্তিমান মধ্যযুগ।"

মারউড্ সবিনয়ে বললেন, "অত বড়ো মানুষ নই যে বিদেশের কাগজে নাম উঠবে, তবে আমার স্বার্থটি আমি ভালো করে বুঝি বলে সকলের স্বার্থের সামঞ্জস্য কিসে হবে সে সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে চিন্তা করে থাকি। মুশকিল এই যে দুটো হাত ও দুটো পায়ে সকলে সন্তুষ্ট নয়। আমার পা দুটো গিয়ে আমি এই শিখেছি যে বিধাতা আমাদের যে সম্পত্তি দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন তাই আমাদের যথেষ্ট, তাতেই আমাদের মঙ্গল, তারই ভোগে আমাদের আনন্দ। পা দুটো থাকলে কি তাদের জন্যে আমি ভুলেও ভগবানকে ধন্যবাদ দিতুম? না কস্মিনকালে তাদের পরিচালনায় রোমাঞ্চ বোধ করতুম? যাদের পা আছে তারা চায় মোটর, সেই মোটরে কড়ি জোটাবার জন্যে ভাড়া খাটে বা টাকা খাটায়। এমনি করে চারিদিকে নিরানন্দ স্তূপীকৃত হয়ে উঠলে একদিন স্তূপে অগ্নি সংযোগ হয়, কারুর যায় প্রাণ, কারুর যায় পা, কিন্তু মোটর তো থাকেই, উপরন্তু নব নব মডেল পরিগ্রহ করে।"

বাদল বললে, "যুদ্ধের অন্য কারণ আছে।"

"আমি কী," মারউড্ মিষ্টি হেসে বললেন, "তা অস্বীকার করছি? তবে মোটর প্রমুখ ভোগোপকরণ যে সমর সত্ত্বেও অমর এবং তাদের ভোক্তারা নশ্বর এইটে আমার প্রতিপাদ্য। মোটর থাকলে তার কারখানা থাকে, কারখানার জন্যে শ্রমিক দরকার হয়, শ্রমিক যা পায় তাতে তার পোষায় না, তা ছাড়া সেও চায় কারখানার লভ্যাংশ, তারও অভিলাষ কর্তৃপক্ষের শরিক হতে—তার স্বপ্ন যদি রচিত হয় সোশ্যালিজম্‌কে ঘিরে তবে কে তার জন্য দায়ী?"

বাদল লিবারল দলের চাঁইর মতো বলল, "শ্রমিকদের জন্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট পলিসী আছে, আমরাই তাদের প্রকৃত বন্ধু, তাদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা কত বড়ো বড়ো স্কীম করেছি তা পড়েন নি?"

মারউড্ টিপে টিপে হাসতে থাকলেন এই বিদেশী যুবকের স্পর্ধায়, এই বিত্তবান যুবকের ধৃষ্টতায়।

বাদল বলতে থাকল, "দেখুন, আমাদের নীতি হচ্ছে enlightened self-interest, প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বার্থ। শ্রমিকই যে ধনিকের খরিদ্দার, উৎপন্ন সামগ্রীর উপভোক্তা। তার ক্রয়শক্তি বর্ধন না করলে ধনিকের গুদামে মাল জমে থাকবে, টাকা আট্‌কা পড়বে, কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে।"

"ওটা," মারউড্ বললেন, "একটা আপাত সত্য। শ্রমিকের মজুরি যদি বাড়ে আর সেই সঙ্গে বাড়ে শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য তবে শ্রমিক যে তিমিরে সেই তিমিরে। পক্ষান্তরে শ্রমিকের মজুরি যদি বাড়ে আর শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য থাকে সমান তবে শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে সঞ্চয়ী, তার সঞ্চয়ের টাকা

মূলধনের বাজার মান্দা করে দিতে পারে, বড়ো বড়ো মূলধনওয়ালাদের সুদের হার ও পরিমাণ দুই কমিয়ে দিতে পারে।”

বাদল চিন্তান্বিত হল।

১১

ঐটুকু ছোট শহরে বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায় না। অচেনা কালো মানুষটিকে একে একে সকলেই চিনল। তারপর তার প্রতি আর ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করল না। বাদল নিরুপদ্রব হলো। কিন্তু তার নিভৃত মনন একবার ভেঙে গিয়ে আর জোড়া লাগল না।

ওদিকে মারউডও তাকে আর নতুন কথা শোনাতে পারছিলেন না। তাঁর পুঁজি অল্প—কী বিত্তে কী বিদ্যায় কী মণীষায়। ঘুরে ফিরে ঐ একই বিষয় উঠছিল—অপচয় যে করে সেও পশতায়, যে করে না সেও পশতায়। পা দুটি দিয়েছেন বলে মারউডের খেদ, অত বড়ো দানযজ্ঞে তুল্যমূল্যের কিছু না দিলেও তাঁর খেদ থেকে যেতো। মহাযুদ্ধের দিনে যুবকের কেবল একটিমাত্র ধ্যান ছিল—দেশের জন্যে সভ্যতার জন্যে প্রিয়ার শ্রদ্ধা ও জননীর মুখরক্ষার জন্যে কী দান করবে সে। অপচয় করতেই সে চেয়েছিল, প্রেমিক যেমন উপহার বাবদ অপচয় করতেই চায়। হিসাব যারা করেছিল তারা কৃপণ, তারা কৃপার পাত্র। তারা হাত পা আস্ত রেখে জয়গৌরবের ভাগী হয়ে দিন দিন পোক্ত হচ্ছে, ঝুনো ইম্পিরিয়ালিস্ট ও কুণো পেট্রিয়ট তারাই।

মারউড বলেন, “যারা যুদ্ধে লড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে

তারা জানে যে তাদের আশপাশের মানুষের সঙ্গে তারাও মরত অনায়াসে। তাদের বাঁচনটা মরণের অনুগ্রহ, তাদের পরবর্তী জীবনের দিনগুলো days of grace. পৃথিবীর উপর তাদের চাপ হালকা, তাদের কামড় আলগা। লক্ষ করবেন যে তারা অন্য দেশের শত্রু নয়। অন্য দেশের মানুষকেও তারা ঘৃণা করে না।"

বাদল বলে, "তারা আর ক' জন! ছোট সাপের যেমন বিষ বেশি তেমনি মেয়েগুলোরই বিদ্বেষ বেশি। এদেরকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, খুঁড়িয়ে দেবার জন্যে আরেকটা মহাযুদ্ধের আবশ্যকতা আছে।"

মারউড্ হেসে বলেন, "তুলবেন ও কথা মড্লিনের কাছে।"

মড্লিন এলে তার সঙ্গে কেমন তর্ক করতে পারা যাবে এই জল্পনা কল্পনা নিয়ে বাদল এ শহরে টিঁকেছিল। নইলে সুধীদার কাছ থেকে আত্মগোপন করবার পক্ষে এই কি ইংলণ্ডে একমাত্র গুহা? টাইমসে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় গাফিলি ছিল না। দাদা জানুন যে বাদল কর্তব্য বিষয়ে ইংরেজের মতো দৃঢ়। তবে সপ্তাহে একবার সংবাদ প্রদানের অতিরিক্ত কর্তব্য যে তার আছে তা সে স্বীকার করে না।

মড্লিন এলো একদিন অধিক রাত্রে। বাদল ঘুমিয়ে পড়েছিল, টের পেল না। পরদিন মড্লিন উঠল দেরিতে। ব্রেকফাস্টের সময় বাদলকে কেউ জানাল না যে মডলিন এসেছে। তারপর বাদল যখন ড্রয়িং রুমের বুক্‌শেল্‌ফ্ থেকে একখানা পুরাতন বই পেড়ে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পড়ে চলেছে তখন ও ঘরে ঢুকল মডলিন।

তার বয়স বিশ একুশ হবে, বাদলের চেয়ে কয়েক মাস কম

কি বেশি। কিন্তু তার মুখ দেখলে মনে হয় সে প্রৌঢ়া। মুখ তা বলে মাংসল বা শীর্ণ নয়। সুগঠিত, সুমিত। মুখের রেখাগুলি স্পষ্টাঙ্কিত। কেশ তার কানের উপর চাকার মতো করে বিনানো, যাকে বলে ear-phone. পরেছিল সে একখানি maroon রঙের ফ্রক, সেটার ঝুল বেশ নিচু।

বাদলকে দাঁড়াতে দেখে মডলিন বলল, "না, না, আপনি বসুন। আমার অনুমান হয় আপনি মিস্টার সেন।"

বাদল সহাস্যে বলল, "নির্ভুলরূপে সেই। আমার অনুমান হয় আপনি মিস্ গ্রেস।"

মড্‌লিন হাসির পাল্লা দিয়ে বলল, "নির্ভুলরূপে সেই।" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লণ্ডনে আইন পড়েন শুনেছি।"

"হ্যাঁ। কয়েকবার ডিনার খেয়েছি বটে। সেটাকে ওখানে পড়ার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়।"

"উদরের সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার জানা আছে, কিন্তু ও দুটো যন্ত্র যে এক তা বোধ করি আইনজ্ঞগণ তর্কযোগে প্রমাণ করতে পারেন।"

এমনি করে আলাপ জমে উঠল।

মড্‌লিন বলল, "ওটা কী পড়া হচ্ছে?"

বাদল বলল, "একখানা সেকেলে বই, ১৯১৪ সালের আগের।"

"ওঃ, আপনার জন্ম বুঝি তার পরের কোনো সালে?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জিত হলো। তারপর প্রস্তুত হয়ে বলল, "আপনি তো শিক্ষয়িত্রী, আমাকে কি স্কুলের ছেলের মতো দেখায়?

মড্‌লিন এর উত্তর চেপে গেল। বলল, "কী ওটা? Great Illusion?"

বাদল বইখানা মুড়ে রাখল। অভদ্রতা হচ্ছিল অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপের ফাঁকে চুরি করে করে পড়াটা। বলল, "হাঁ, মিস্ গ্রেস।"

"Great Illusion' থেকে ওটা দেখছি Great Obsessionএ পরিণত হয়েছে।"

"কেন বলুন দেখি ?"

"আপনিই বলুন না জগতে এত চিন্তনীয় বিষয় থাকতে যুদ্ধ আমাদের মনের কতখানি জায়গা জুড়েছে। গ্রীকরা কি ও নিয়ে দিনে দুমিনিট ভাবত ? রোমানরা ভাবত বটে, কিন্তু সে কি আমাদের মতো ভীতির সহিত ?"

বাদল যেন একেবারেই ভয় পায় না এ রকম ভাব দেখিয়ে বলল, "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের তরুণ ভীতি কাকে বলে জানে না, কিন্তু অপচয় কার নাম তা জানে, তাকে চেনে। War and waste have more than a W in common."

মড্লিন খিল খিল করে হাসল। বলল, "আপনি দেখছি একজন গবেষক।"

বাদল বলল, "গ্রীকদের যুগের যুদ্ধ এমন অপচয়পূর্ণ ছিল না বলে গ্রীক ভাবুকদের মনে আমল পায়নি। রোমানরা তো অর্ধ-বর্বর, ওদের ভাবনার বালাই ছিল না। কিন্তু আমরা," বাদল সগর্বে বলল, "আমরা সবাই কিছু কিছু চিন্তা করে থাকি এবং অপচয়কে যে পরিমাণে জগতে লক্ষ করি সেই অনুপাতে চিন্তার অংশ দিই।"

মড্লিন বাদলকে পরীক্ষা করছিল। ছাত্রীদের পরীক্ষা করতে করতে সে স্বভাবত পরীক্ষাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। সহজ ভাবে বলল, "অপচয় সম্বন্ধে যতই ভাবা যায় ততই ক্ষেপা

যায়। আমি তো জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি, মিস্টার সেন। যাদের আমি পড়াই—এমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েগুলি—কী রকম বাড়িতে তারা থাকে, কী তারা খেতে পায়, কেমন তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডল! স্কুলটাও এমন অলক্ষুণে জায়গায়, প্রত্যেকটি গাড়ি ঠিক ঐখান দিয়ে যাবেই, গাড়ির আওয়াজে আমার পড়ানো চাপা পড়বেই, যদিও গাড়ির চাকার নিচে আমার মেয়েরা—ভগবানের কৃপায়—চাপা পড়েনি।"

বাদল বিস্মিত হয়ে বলল, "উপরে দরখাস্ত দিয়ে দেখেছেন ?"

মড্‌লিন শ্লেষের স্বরে বলল, "দেখে আসছি।"

বাদলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "Strange !"

মড্‌লিন বলল, "Strange কিছুমাত্র নয়। দরিদ্রকে দারিদ্র্যের খেসারৎ দিতে হবে। সেই দাম দিয়ে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই কার্যকরী, আমরা যে শেখাচ্ছি তা ওরা মনে রাখবে না।"

"আপনি যা শেখাচ্ছেন সেটা তা হলে অপচয় ?"

"না, মিস্টার সেন। আমি অতটা নিঃসন্দেহ নই। আমার মেয়েদের দেখলে আপনি প্রগাঢ় বিস্ময়বোধ করবেন। এতো অভাগিনী ওরা, তবু ওদের মধ্যে এমন খাঁটি সোনা আছে—এমন প্রতিভা। ওদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনে—কোনো ধনীকন্যাদের স্কুলে। আমরা তো গুরুশিষ্য নই, আমরা বন্ধুমণ্ডলী।"

বাদলের মাথায় ঘুরছিল অপচয়েরই কথা। বলল, "তা হলে মোটের উপর অপচয় নয় ?"

"এই দেখুন", মড্‌লিন ফিক করে হাসল। "আপনি বোঝেন বলে মনে হয় না যে একদিক থেকে যেটা অপচয় অন্যদিকে থেকে সেটা কার্যকর। তা নইলে কি আমাদের কোনো আশা ভরসা থাকত, আমরা

ক্লৈব্যপ্রাপ্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতুম না, ভাসতে ভাসতে ডুবে যেতুম না? আমাদের খারাপ ছেলেরাই তো সাম্রাজ্য জয় করল, বতিল ছেলেরাই তো উপনিবেশ গড়ল।"

১২

বাদল বলল, "ঠিক।"

মড্‌লিন ও বাদল পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দিনকে রাত করে দিল, এমনি তাদের মশগুল অবস্থা। আবার টেবলেও তারা মজলিসী রসিকতার আড়ালে মত বিনিময় করল, কেউ টের পেল না তাদের কথার গূঢ় অর্থ কী। সাধারণ শব্দগুলোই হলো তাদের code word। কাজেই কারুর মনে সন্দেহ জন্মাল না।

বাদল প্রশ্ন করল, "Free Will সত্য, না Determinism!"

মড্‌লিন উত্তর দিল, "দুইই।"

বাদল চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, "তা কেমন করে সম্ভব?"

মড্‌লিন যেন এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বুড়ী হয়ে গেছে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করে বলল, "বাঁধা রাস্তায় চলবার স্বাধীনতা যেমন সত্য এও তেমনি। আজ যখন আমরা বেড়াতে যাব তখন কেউ আমাদের পথ রোধ করবে না। কিন্তু পথ আমাদের জন্যে আগে থাকতে নির্দিষ্ট। পরের বাড়ীর ভিতর দিয়ে পথ করে নিতে পারব না।"

"বেশ, বিশ্বব্যাপারে ঐ সত্যের প্রয়োগ দর্শান।"

"ও তো খুব সোজা। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী ইত্যাদি নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষে নির্ভয়ে বিচরণ করছে; লক্ষকোটী গ্রহতারায় কোনো সংঘর্ষের

বার্তা শোনা যায় না; অথচ ওরা যে কেউ কারুর অধীন তাও তো নয়।"

"এই মুহূর্তে আমরা স্বাধীন না নিয়ন্ত্রিত?"

"নিয়মের সীমানার মধ্যে স্বাধীন। টেবল ম্যানার্স না মেনে টেবলে স্থিতি নেই।"

"অবস্থার দ্বারা আমাদের কার্য নির্ধারিত কি না।"

"হাঁ, কিন্তু কর্তা আমরা। অর্থাৎ কাজ করি আমরাই, শুধু আইন অনুসারে করি। আইন অবশ্য আপনার পঠনীয় আইনের থেকে অনেক ব্যাপক। বিজ্ঞানের আইনের থেকেও। ব্যক্তিত্বেরও একটা আইন আছে।"

"মানেন আপনি ব্যক্তিত্ব?"

"মানিনে?"

"আজকালকের দিনে ক' জন মানে বলুন। সবাই তো ভাবে বিশাল বিশ্বের কার্যে পৃথিবীই পাত্তা পায় না, বিশ্ব যদি সাগর হয় ওটা একটা বিন্দু, ওটার ভিতরে কোথায়ই বা আমি, কোথায়ই বা আমার মহত্ত্ব!"

"আমরা কি কেবল মানুষ যে আমাদের দেহ কতোটা স্পেস অধিকার করে ও মোট স্পেসের অনুপাতে তা কতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারই দ্বারা আমাদের মহত্ত্বের ইয়ত্তা হবে?"

"অবিকল আমার কথা।" বাদল উল্লাস সংযত করতে পারল না।

"কী তোমরা গুজ গুজ করছ," সুধালেন মিসেস্ গ্রেস। তিনি মারউডের সঙ্গে কী একটা সামাজিক কেচ্ছা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মারউডের পা খোঁড়া হলে কি হয় কান তাঁর তাজী

ঘোড়া। তিনি কতো লোকের কাছে কতো খবর শোনেন। তিনিই দিদির খবরের কাগজ।

"সে ভারি মজার কথা," মড্‌লিন রহস্যের হাসি হাসল।

"তবু শুনতে পাই একবার ?"

"দিন, মিস্টার সেন, ফাঁস করে দিন।"

বাদল রহস্যের ভান করে ভেঙে বলল, "কথা হচ্ছে আমরা কি কেবল মানুষ, না আমাদের আরেকটা পরিচয় আছে যা স্পেসের আমলে আসে না।"

"এবং টাইমেরও।" মড্‌লিন যোগ করে দিল।

"জিম, কী আবোল তাবোল বকছে এ দুটো।"

"মেব্‌ল, ওরা যা বলাবলি করছে সে আজকালকারের সবার সেরা কেচ্ছা। এক জার্মানভাষী ইহুদী, আইনস্টাইন তাঁর নাম, তিনি এই কেচ্ছার কবি।"

বাদল ও মডলিন চোখ টেপাটিপি করল।

মিসেল্ গ্রেস বললেন, "কা'তে কা'তে ?"

মারউড্ বললেন, "বুড়ীর নাম টাইম, ছোড়ার নাম স্পেস। অবশ্য ছদ্মনাম।"

"য়্যাঁ, এমন অসমবয়সীতে! ছি ছি ছি।" মিসেস্ গ্রেস রাগ করে টেবিল থেকে উঠে গেলেন। বাইরে থেকে তাঁর চাপা হাসি শোনা গেল।

বাদল ও মড্‌লিন মারউড্‌কে অভিনন্দন জানাল। মারউড তাদেরকেও ছাড়লেন না। বললেন, "দেখিস বাপু, তোরা সমবয়সী হলেও ঢলাঢলি করিসনে।"

তখন বাদল ও মড্‌লিন দুজনে দুটো দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু মিলিত হল একই স্থানে। গেট-এ।

মার্লবরার প্রশস্ত রাজপথে মড্‌লিন বাদলকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লেখেন না কেন?"

বাদল উত্তর দিল, "লেখা হচ্ছে ছাঁটা চাল। কলমের প্রহার তার ভিটামিন ঝরিয়ে দেয়। যারা পড়ে তারা জানে না কী জিনিস কী হয়েছে।"

"ওটুকু লোকসান প্রত্যেক লেখককে দিতে হয়। আমি লিখি।"

"সত্যি?"

"আপনি Daily Herald পড়েন?"

"না, আমি পড়ি Manchester Guardian."

"আপনি?"

"লিবারল। আপনি?"

"সোশ্যালিস্ট।"

"যুদ্ধং দেহি।"

"আপনার সাথে আবার যুদ্ধ কী? যুদ্ধ টোরীদের সাথে। দেখবেন আরেক বছর যেতে না যেতে।"

"এতোটা নিশ্চিত?"

"অনিশ্চয়ের কারণ কী? আসছে বারের নির্বাচনে আমি ভোট দিতে পারব। আমার মতো কতো মেয়ে দিতে পারবে। এই নতুন ভোটগুলো কী সাবেক পার্টিরাই পাবে? Give Labour a chance."

বাদল বলল, "আপনারা পার্লামেণ্টও মানবেন, সোশ্যালিজমও আনবেন, এ দুটোর অসঙ্গতি কি আপনারা হৃদয়ঙ্গম করেন নি?"

মড্‌লিন সবিস্ময়ে বলল, "কিসের অসঙ্গতি?"

"পার্লামেণ্ট মানলে একাধিক পার্টি মানতে হয়। দুদিন পরে

যদি টোরীরা ভোটে জেতে তবে দুদিনের সোশ্যালিজম কোন স্বর্গ গড়ে রেখে যাবে?"

"ওদের জিৎ হবেই না। লোকে আমাদের কাজের নমুনা দেখে আমাদেরকেই আবার পাঠাবে।"

"আপনাদেরও তো বাম বাহু আছে। কমিউনিস্টরা যদি দলে ভারি হয়, তবে?"

"হবে না।"

"ঠিক জানেন?"

"ও তো সোজা কথা। কমিউনিস্টরা পার্লামেণ্ট তুলে দিতে চায়। ওদেরকে পার্লামেণ্টে কে সাধ করে পাঠাবে? ভোটারগুলো কি এতোই আহাম্মক যে পার্লামেণ্ট উঠে গেলে ওদেরও ভোট দেবার উপলক্ষ থাকবে না, অতএব থাকবে না কোনো গুরুত্ব, এটুকু ওদের মাথায় ঢুকবে না?"

বাদল বলল, "ঠিক। You are always right."

মড্‌লিন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। তার চলন প্রৌঢ়ার মতন নয়, ধরণও নয় প্রৌঢ়ার মতন। সে ডান হাতে তার স্কার্টের প্রান্ত ধরে ডান পা বাড়িয়ে দিল। নিমেষেকের জন্যে ডান হাঁটু নামিয়ে বাঁ হাঁটু নুইয়ে একটি curtsey করল।

বাদল ভেবে বলল, "সম্পত্তি এমন জিনিস যার জন্যে মানুষ নেকড়ে বাঘের মতো কামড়াকামড়ি করতে লজ্জা বোধ করে না, যা নিয়ে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা নেই, আমরা আইনজীবীরাও বর্তে আছি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে লোকে আপন আপন সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করতে বিন্দুমাত্র রাজী হবে? বড়লোকদের কথা ছেড়ে দিন, মধ্যবিত্ত লোকেরা কি নাচার

দেখলে কোনো ব্রিটিশ মুসোলিনির নেতৃত্বে ফাসিস্ট হয়ে গায়ের জোরে পার্লামেণ্ট দখল করবে না ?"

"বটে ? গায়ের জোর একমাত্র ওদেরই আছে ?" মড্‌লিন রেগে বলল।

"তবু বলা তো যায় না।"

"আপনি বিশ্বাস করেন ?"

"না, আমি বিশ্বাস করিনে যে ইংলণ্ডে কোনোদিন ফাসিজম প্রবর্তিত হবে। আমাদের এটা ডেমক্রেসীর দেশ। সেইজন্যে আমার এও বিশ্বাস হয় না যে সোশ্যালিজম এদেশে সুবিধা করতে পারবে।"

মড্‌লিন ক্ষেপে গেল। বলল, "ফলেন পরিচীয়তে। সামনের ইলেকশনটা আগে জিতি তারপর দেখব আপনার বিশ্বাস হয় কি না।"

"বেশ, আপনিও দেখবেন আপনারা ব্যক্তির সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের করতে গিয়ে কী পরিমাণে সফল হন। ফলেন পরিচীয়তের সেই তো সময়।"

"ব্যক্তির সম্পত্তিকে," মড্‌লিন বলল, "রাষ্ট্রের করতে আমাদের ত্বরা নেই। আমরা আপাতত সকল ব্যক্তির সম্পত্তি ও সমান আয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হব।"

"সম্পত্তির উপর", বাদল বলল, "যে মুহূর্তে আপনি ব্যক্তির স্বত্ব স্বীকার করলেন সেই মুহূর্তে আপনি এও স্বীকার করলেন যে ঐ স্বত্ব কার্যত সমান হতে পারে না।"

মড্‌লিন চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তাই কি ?"

"দেখুন ভেবে। ব্যক্তির স্বত্ব যদি একবার মানেন তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে নৈসর্গিক ভেদ আছে তার ফলে একজনের সম্পত্তি

আরেকজনের সম্পত্তির মাথা ছাড়িয়ে উঠবে। আয়েরও ইতর বিশেষ হতে বাধ্য, আয় যদি আদৌ কবুল করেন।"

মড্‌লিন একটা চোখ টিপে মুচকি হেসে বলল, "সত্যি কি আর উনিশ বিশ থাকবে না? তবে একটা উর্ধ্বতম ও একটা নিম্নতম পরিমাণ ধার্য করে দেওয়া হবে, কারুর সম্পত্তি ওর উপরেও উঠবে না, নিচেও নামবে না। উর্ধতম ও নিম্নতমের মধ্যে বেশি ব্যবধান না থাকলেই হলো।"

"হা-হাআআ," বাদল হেসে উঠল। "এতক্ষণে বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়েছেন। যে বন্দোবস্ত চিরকাল চলে আসছে তাকেই বাহাল রাখবেন, কেবল খুব বড়ো ও খুব ছোটর মাঝখানের ব্যবধানটাকে সংকীর্ণ করে আনবেন। এরই নাম সোশ্যালিজম? না মড্‌লিনিজম্?"

মড্‌লিন হাতের কাছে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। বিষম অপদস্থ হয়ে অভিমান ভরে বলল, "আমরা ইংরেজরা ওকেই সোশ্যালিজম বলে বিশ্বাস করতে পছন্দ করি। বাইরের লোকের সোশ্যালিজমের সঙ্গে আমাদের রক্তের অমিল।"

বাদল তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "এই একটা কথার মতো কথা। আমরা ইংরেজ, আমাদের বিশেবত্ব আমরা বাড়াবাড়ি ভালোবাসিনে। নাম নিয়ে মারামারি করে কী হবে, মিস্ গ্রেস? টোরী ও লিবারলরা আপনার ঐ দাবী—ব্যবধান হ্রাসের দাবী—আন্তরিক সমর্থন করে। তবে ধীরে ধীরে, অলক্ষে—বুঝলেন?"

মড্‌লিন মিষ্টি হেসে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু ঐ 'ধীরে ধীরে'টি মানব না। চাপ না পড়লে বাপ কিছু কি ছাড়তে চান? তবে বাড়াবাড়ির দিকেও পা বাড়াব না।"

আরো অনেক কথাবার্তার পর ওরা যখন বেড়িয়ে ফিরল মিসেস্ গ্রেস বাদলকে ডেকে বললেন, "শুনুন।"

বাদল তাঁর কাছে গিয়ে দেখল তাঁর মুখ অন্ধকার।

"ব্যাঙ্ক থেকে আপনার চেক ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

"অসম্ভব!"

"এই দেখুন।"

"কই, দেখি? য়্যাঁ! তাই তো।"

ব্যাঙ্কে তা হলে বাদলের হিসাবে টাকা বাকি নেই। কী করে থাকবে—ওয়াইট্ দ্বীপে ছ' মাসের পাওনা আগাম দিয়েও মেলভিলের অতিরিক্ত বিল মিটিয়ে দিতে হয়েছে। বাদল মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সুধীদাকে একখানা তার করলে হয়। কিন্তু সুধীদা যদি এখনো বাদলের সন্ধানে লণ্ডনের বাইরে থাকে?

মিসেস গ্রেসের কাছে কী ডিসগ্রেস! মড্‌লিই বা মনে করবে কী! যার ব্যাঙ্কে টাকা নেই তার মুখে এতো বড়ো বড়ো কথা! মারউডও শেষকালে যা তা ঠাওরাবেন।

বাদল ধরা দেবে স্থির করল। গিয়ে বলবে সুধীদাকে, পাখি তো উড়ে যেতেই চায়, উড়েও যায়, কিন্তু আকাশে খোরাক না পেলে ভূতলে নেমে আসে। Free Will-যে Determinism-এর টান এড়াতে পারে না। কে যেন বলে, যাও তুমি যতো খুশি এগিয়ে যাও, তোমাকে আবার ততোখানি পিছু হটিয়ে তোমার খুশির উপর আমার খুশিকে বলবৎ করব।

বাদল ভেঙে পড়ে বলল, "মিসেস্ গ্রেস, আমাকে যদি বিশ্বাস করেন তো লণ্ডনে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে দিন। নতুবা ভারতবর্ষে cable করব, তার খরচা অনুগ্রহ করে ধার দিন।"

মিসেস্ গ্রেস্ বললেন, "লণ্ডনেই যান আপনি। cable-এর চেয়ে শস্তায় ও cable-এরও আগে সেখানে পৌছতে পারবেন। টিকিটের দাম দেব কি ?"

"না, ধন্যবাদ।" বাদল পকেটে হাত দিয়ে বলল, "যা আছে তাতেই হয়ে যাবে।"

জিনিসপত্র গুছিয়ে বাদল যখন বিদায় নেবার মুখে তখন মড্‌লিন বলল, "চিঠি লিখতে ভুলবেন না। আপনার ছাঁটা চালেও যথেষ্ট ভিটামিন থাকে। আর নতুন কোনো কেচ্ছা জানতে পেলে জানাবেন।"

মারউড্ বললেন, "অপচয় তত্ত্বটার একটা হেস্তনেস্ত হলো না। আশা করি ওটার গভীর অনুশীলন করবেন।"

মিসেস গ্রেস বললেন, "আপনার ওভারকোটটা বাঁধা রইল। পরে পাঠিয়ে দেব।"

পথে বাদলের একই ধ্যান - ফ্রী উইল কি বস্তুত আছে, না ওটার থাকা আমাদের ভালো লাগে বলে ওটা আছে আমাদের আকাঙ্ক্ষায় ?

ট্রেন প্যাডিংটনে থামলে বাদল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চির প্রিয় লণ্ডন। এখানে সবাই তার চেনা। আর লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও সে ছুটবে না।

হেণ্ডনে গিয়ে সুধীদার ওখানে উঠল।

সুধী বলল, "কে ? বাদ্‌লা ?"

বাদলের তর সইল না। সে বিনা ভূমিকায় সুধাল, "সুধীদা, ফ্রী উইল না ডিটারমিনিজম্ ?"

(১৯৩২-৩৩)

২০



